ANNUAL REPORT

2021

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ANNUAL REPORT 2021

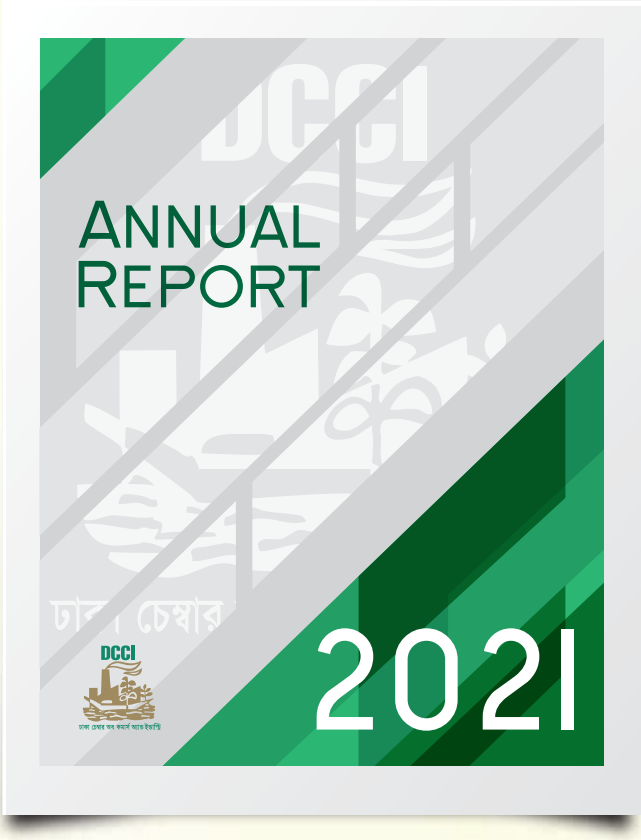

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 88-02-47122986 (Hunting), Fax: 88-02-47122475
Email: info@dhakachamber.com, URL: www.dhakachamber.com

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০২১	০৪
২.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৭
৩.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	০৯
৪.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২১	১২
৫.	অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০২০-২১	৮৬
৬.	২০২১ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি	১০৪
৭.	ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের আমরা হারিয়েছি	১০৬
৮.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	১১০
৯.	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২০-২১	১১৮
১০.	DCCI Activities at a Glance 2021	১৩৮
১১.	ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	১৪০
১২.	Bangladesh Trade & Investment Summit 2021	২০১
১৩.	বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	২০৯
১৪.	ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	২১১
১৫.	ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	২২৮
১৬.	ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	২৩২
১৭.	সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	২৩৫
১৮.	২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ	২৪২
১৯.	ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়েবিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২৫২

Rizwan Rahman
President
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২১

রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি

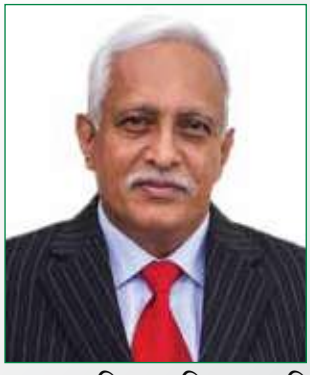

এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

মনোয়ার হোসেন
সহ-সভাপতি

ওসামা তাসীর
পরিচালক

শামস মাহমুদ
পরিচালক

আশরাফ আহমেদ
পরিচালক

আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ
পরিচালক

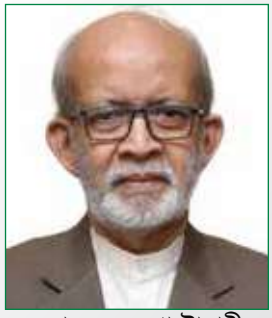

এনামুল হক পাটোয়ারী
পরিচালক

মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না
পরিচালক

আরমান হক
পরিচালক

গোলাম জিলানী
পরিচালক

হোসেন এ সিকদার
পরিচালক

খায়রুল মজিদ মাহমুদ
পরিচালক

এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট
পরিচালক

মোঃ সাহিদ হোসেন
পরিচালক

মোঃ জিয়া উদ্দিন
পরিচালক

নাসিরউদ্দিন এ, ফেরদৌস
পরিচালক

ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০২১

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ পরিচালক আশরাফ আহমেদ, মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ এবং এনামুল হক পাটোয়ারী।

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ পরিচালক আরমান হক, গোলাম জিলানী, ওসামা তাসীর, মোঃ জিয়া উদ্দিন, মোঃ সাহিদ হোসেন, এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট, হোসেন এ সিকদার, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, নাসিরউদ্দিন এ, ফেরদৌস এবং ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী।

ছবিতে অনুপস্থিত ঃ পরিচালক শামস মাহমুদ।

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০২১/৯৬৭ ০১ ডিসেম্বর, ২০২১

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস-এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা **আগামী ২২ ডিসেম্বর, ২০২১ (০৭ পৌষ, ১৪২৮ বাংলা) বুধবার, বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকায়** ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে ("ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬ষ্ঠ তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

১। ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

২। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

৩। ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ সালের পরিচালক এবং ২০২২ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৪। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আফসারুল আরিফিন
মহাসচিব

ঢাকা চেম্বারের ২০২১ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান

এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়া
সদস্য

মাহাবুব আনাম
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

আহমেদ হোসেন মজুমদার
চেয়ারম্যান

রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ
সদস্য

মোক্তার হোসেন চৌধুরী
সদস্য

‘বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা’ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। **এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ** - আহ্বায়ক
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

২। **মনোয়ার হোসেন** - সদস্য
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৩। **মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৪। **মোঃ সাহিদ হোসেন** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৫। **হোসেন এ সিকদার** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৬। **মোঃ জিয়া উদ্দিন** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৭। **গোলাম জিলানী** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৮। **আফসারুল আরিফিন** - সদস্য
মহাসচিব, ডিসিসিআই

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
আবু নাসির আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
মোহাম্মদ আইয়ুব (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
সাখওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৮
আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৬৯-৭২
কে এ সাত্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
এম এ সাত্তার	১৯৮২-৮৪
এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-১৯৯০
মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
এ রব চৌধুরী (মরহুম)	১৯৯৪-১৯৯৫
আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
আলী হোসেন	১৯৯৬
এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
এম এইচ রহমান	১৯৯৯
আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	২০০০
বেনজির আহমেদ	২০০১
মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
সাইফুল ইসলাম	২০০৫
এম এ মোমেন	২০০৬
হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জাফর ওসমান	২০০৯
আবুল কাসেম খান	২০১০
আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-১২
মোঃ সবুর খান	২০১৩
মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
হোসেন খালেদ	২০১৫-১৬
আবুল কাসেম খান	২০১৭-১৮
ওসামা তাসীর	২০১৯
শামস মাহমুদ	২০২০
রিজওয়ান রাহমান	২০২১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক উর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
এইচ এম সেকিল (মরহুম)	১৯৬৭-৬৮
এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া (মরহুম)	১৯৭০-৭২
খোরশেদ আলম	১৯৭৩
এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামাল উদ্দিন হায়দার (মরহুম)	১৯৯৩-৯৪
সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
হোসেন আকতার	১৯৯৫
ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
এ এম মুবাশ-শার	২০০০
মাহবুব-উজ-জামান (মরহুম)	২০০১
সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জাফর ওসমান	২০০৩
এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন) (মরহুম)	২০০৫
হোসেন খালেদ	২০০৬
মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ (মরহুম)	২০০৮
এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
ওসামা তাসীর	২০১৪
হুমায়ুন রশিদ	২০১৫-১৬
কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৭-১৮
ওয়াকার আহমদ চৌধুরী	২০১৯
এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ	২০২০-২১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
মোশাররফ হোসেন (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
এম এ রাজ্জাক মিয়া (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
রমিজ উদ্দিন ফকির (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-১৯৯০
মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (মরহুম)	১৯৯১-৯২
মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক (মরহুম)	১৯৯৪-৯৫
সৈয়দ তৌফিক আলী (মরহুম)	১৯৯৫
আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জাফর ওসমান	১৯৯৮
নাসির হোসেন	১৯৯৯
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
এম আবু হোরায়রাহ্	২০০৪
হোসেন এ সিকদার	২০০৬
মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক (মরহুম)	২০০৯-২০১০
নাসির হোসেন	২০১১
আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬
হোসেন এ সিকদার	২০১৭
রিয়াদ হোসেন	২০১৮
ইমরান আহমেদ	২০১৯
মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	২০২০
মনোয়ার হোসেন	২০২১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০২১

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ
২০২১ সালের পরিচালনা পর্ষদে আমার সহকর্মীবৃন্দ
ডিসিসিআই'র সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। বাংলাদেশের জাতীয় প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর বা সুবর্ণজয়ন্তী ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। আমি জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। কোভিড সৃষ্ট অতিমারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এ দু'টি বড় আয়োজনকে উদ্‌যাপন করতে পেরেছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে বাংলাদেশ এরই মধ্যে ইউএনসিডিপি'র দ্বিতীয় ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় আগামী ২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সকল ধাপে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। এই অর্জন জাতির জন্য এক বিশেষ সম্মানের যা ২০২১ সালটিকে করেছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিড-১৯ সৃষ্ট অতিমারি বিশ্বে অর্থনীতি, জীবন-জীবিকা এবং জনস্বাস্থ্য খাতকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। কোভিড মহামারি অর্থনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা, শিল্প উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা, আন্তর্জাতিক সাপ্লাই চেইনে প্রতিবন্ধকতা, শিল্প ও বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব, চাহিদা ও যোগান হ্রাস এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থানে ব্যপক প্রভাব ফেলেছে। অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি মহামারির প্রভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রান্তিকে এসে রপ্তানিমুখী এবং স্থানীয় বাজার কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সেবাকেন্দ্রিক শিল্প, আনুষ্ঠানিক থেকে শুরু করে অনানুষ্ঠানিক সিএমএসএমই খাতকে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।

অতিমারির চ্যালেঞ্জ থেকে অর্থনৈতিক আঘাত মোকাবেলায় সাপ্লাই চেইনে স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনতে, অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে সুযোগে রূপান্তরিত করতে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে পুণঃরায় গতি ফিরিয়ে আনতে সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ বলিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব প্রদান করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বেসরকারি খাত বরাবরের মতই সম্মুখ সারিতে থেকে পরিকল্পিত কর্মপন্থা নিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সর্বোপরি জনগণের উপর যাতে করে করোনার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে না পারে সেজন্য সরকার বেশ কিছু সময়োপযোগী, প্রশংসনীয় এবং সুনির্দিষ্ট নীতি সহায়তাসহ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৃহত্তর অর্থনীতির স্বার্থে বিভিন্ন খাতের জন্য দ্রুততর সময়ে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা ঘোষণা করেন, সেজন্য ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। সময়মত প্রণোদনা ঘোষণা করা এবং প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কারের কারণে দেশের বেসরকারি খাত কোভিডের ভয়ানক প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকার ঘোষিত বিভিন্নমুখী মোট ২১টি প্রণোদনা থেকে অক্টোবরের শেষ নাগাদ ৩৯.২৩% বা ৪৭,৬১৫ কোটি টাকা বিতরণ হয়েছে, যা ৩.৫৪ কোটি মানুষসহ ৭.৬ মিলিয়ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সরাসরি উপকারে এসেছে। ঋণ বিতরণ কার্যক্রম যাতে আরও দ্রুততার সাথে করা হয় সেজন্য ডিসিসিআই সারা বছর সুপারিশমালা পেশ করে আসছে।

দক্ষ বেসরকারি খাত ও সরকারের সার্বক্ষণিক নির্দেশনায় অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে বের হয়ে পূর্বের অবস্থানে মোটামোটিভাবে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনীতিতে বাংলাদেশের এই ফিরে আসার প্রয়াসই সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে দুর্যোগ সহনশীল রাষ্ট্র হিসেবে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the year 2021

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Respected Former Presidents and Business Leaders
My Colleagues in the Board of Directors-2021
All Officials and Staff of DCCI
Ladies and Gentlemen

Assalamu Alaikum,

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome all of you to the 60th Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

Year 2021 was very significant in the national context of Bangladesh. Bangladesh observed the 50th anniversary of its glorious independence and the birth centenary of the Father of the Nation, Architect of independent Bangladesh and the Visionary Leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I would like to pay deep homage to the Father of the Nation in observance of his birth centenary. Country witnessed the celebration of two milestone events despite having huge pandemic vulnerabilities. It is worth mentioning that the country also qualified all criteria of graduation in second triennial review in 2021 for graduating into a developing economy by 2026. This achievement is the 'dignity of our nation' which made the year 2021 more celebrated.

COVID-19 pandemic has caused unprecedented challenges to the economy, livelihoods and public health across the world in 2020 and 2021. Covid outbreak has also triggered some economic vulnerabilities, recession, affected industrial production, global supply chain, damaged trade and industries, formal and informal businesses, shrunk demand of all products and services and largely impacted jobs. Many developed and developing economies were also affected and got contracted. Widespread economic activities of the country encompassing export-oriented and local market orientated manufacturing, agro-processing and service industries, CMSME businesses in formal and informal sectors encountered several blows during the third and fourth quarters of the FY 2020-21.

The unprecedented pandemic challenges underscored the need for bold, prudent and collaborative roles of both private and public sectors to curb the economic shock, supply-chain recovery, transformation of uncertainty into opportunities and accelerate economic recovery process. Private sector as usual, played frontier role with planned courses of action, under the economic leadership of the Honourable Prime Minister of Government of Bangladesh. Government has undertaken timely, laudable and focused policy measures and resilient endeavours, incentives to restrain the consequences of pandemic on businesses, economy and people. Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) profoundly appreciates timely leadership of Honourable Prime Minister for pro-economic decisions and declaration of stimulus packages for various sectors including social sectors during this precarious situation. The timely stimulus packages and policy direction of the government helped private sector mitigate the adverse impact of the pandemic. Out of 21 diverse stimulus packages announced by the government, 39.23% of the total amount equivalent to Tk. 47,615 crore was disbursed till the end of October benefitting 3.54 crore people including 7.6 million enterprises. The disbursement process and flow enriched as a result of relentless advocacy from DCCI.

Private sector with the guidance of public sector and economic leadership has overcome the economic distress and brought the economy back on the track to some extent. The rapid turnaround effort has changed the economic appearance of the country globally and elevated the position of Bangladesh as the most disaster resistant economy.

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব থাকলেও বাংলাদেশ ২০২১ সালে ৫.৪৭% জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে পেরেছে। আইএমএফ এবং এডিবি বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৭.২ শতাংশ এবং ৭.৫ শতাংশ প্রাক্কলন করেছে। আইএমএফ ধারণা করছে যে, বাংলাদেশের জিডিপি আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ আঞ্চলিক এমনকি আন্তর্জাতিক অনেক বৃহৎ অর্থনীতি যেমন: ফিলিপাইন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আরব আমিরাত, সিংগাপুর এবং হংকং-এর চাইতেও বেশি হতে পারে।

এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, অতিমারি থাকা সত্বেও আমাদের অর্থনীতিতে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছে, একই সাথে আমাদের মাথাপিছু আয় ২,৫৫৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মধ্যম আয়ের ও স্বচ্ছল শ্রেণিপেশার মানুষ এবং প্রায় ৩০ মিলিয়নেরও বেশি ভোক্তাশ্রেণি বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত করে তুলেছে। আকর্ষনীয় সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনাও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনে অনেক সহায়তা করছে। অর্থনীতিতে মুদ্রা বিনিময় হারের সহনীয় মাত্রা, ব্যাংক ঋণের বিপরীতে খরচ এবং বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

২০২০ সালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৭.১% কমে যাওয়া সত্তেও ২০২১ সালে অতি দ্রুততার সাথে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার হয়েছে যা ১৫.১০% বৃদ্ধির মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৪.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে এই পর্যন্ত সর্বোচ্চ মাসভিত্তিক রপ্তানি আয় করেছে, যা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধরের বাস্তবিক ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে।

২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ২১.২৫% রেকর্ড করা হয়েছে যা জিডিপির কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অনুপাতে কম হলেও ২০২০ সালের ক্ষতির মাত্রা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের অবস্থান মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর-এর তুলনায় ভাল অবস্থায় রয়েছে। আমাদের বেসরকারি খাতের উন্নয়ন দেশের দ্রুত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে। কর্পোরেট করের হার হ্রাসের প্রবণতা এবং ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ দেশে বাণিজ্য ও শিল্পায়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। সরকারি খাতের বিনিয়োগ দেশের জিডিপি অনুপাতের ৮% এর কাছাকাছি এবং বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রবণতা বৃদ্ধির কারণে দেশের সার্বিক বিনিয়োগ প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপির অন্যতম একটি উপাদান হল বেসরকারি খাতের ব্যয়, যেটি ৬৯.৯৫% রেকর্ড করা হয়েছে যা একটি প্রাণবন্ত স্থানীয় বাজারের নির্দেশক।

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং জ্বালানি শুল্ক বৃদ্ধির কারণে বছরের মাঝামাঝি সময়ে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিগত অর্থবছরের তুলনায় ২০২১ অর্থবছরে রেমিটেন্স ৩৬% বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নিত হয়েছে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছেছে, যা এ পর্যন্ত সর্বকালের সর্বোচ্চ, যদিও তা বছরের শেষ প্রান্তিকে হ্রাস পেয়েছে। এ সত্ত্বেও, বাংলাদেশের শক্তিশালী রিজার্ভ শ্রীলংকাকে তাদের কোভিড আক্রান্ত অর্থনীতির ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে ঋণ সহায়তা দেবার সুযোগ করে দিয়েছে।

সম্মানিত ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

বিশ্বব্যাপী জনসাধারনকে কোভিড-১৯ টিকা প্রদানের আওতায় আনার মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে গতির সঞ্চার পেতে শুরু করেছে। যদিও মহামারির প্রাদুর্ভাব অব্যাহত থাকায়, কিছু কিছু দেশ খুবই সতর্কতার সাথে তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুণরায় শুরু করেছে এবং মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার পাশাপাশি বিধিনিষেধ শিথিলতার আওতায় নিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতিবেদনে পুণরুদ্ধারের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে যাতে বলা হয়েছে যে, ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক আউটলুক-এর তথ্যমতে, বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালে ৬.৪ শতাংশে এবং ২০২২ সালে ৪.৯ শতাংশে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২০২১ সালটি উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, বিশেষ করে এশিয়ার উদীয়মান বাজারকে। বিপরীতে, উন্নত অর্থনীতিসমূহ তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নীতির মাধ্যমে নিজেদের গুছিয়ে উঠছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্য পুনরুদ্ধারে গতি সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশসহ অন্যান্য সল্পোন্নত দেশের মোট রপ্তানি ১৬% কমলেও আশা করা যাচ্ছে তা ২০২২ সালে আবারো ঘুরে দাড়াবে।

মহামারি প্রাদুর্ভাবের বিস্তৃতি উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে দ্বিগুন ভাবে আঘাত করার মাধ্যমে পিছিয়ে দিতে পারে এবং বৈশ্বিক উন্নয়নকে নিম্নগামী করে দিতে পারে। একটি টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক পুণরুদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) স্পেশাল ড্রইং রাইটস্-এর আওতায় সকল অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার ফিরিয়ে আনতে ৬৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি সাধারণ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেছে। সর্বশেষ আঙ্কটাড-এর আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ প্রতিবেদন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালে বৈশ্বিক এফডিআই প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ হবে আশা করা হয়েছিল, যদিও ২০২১ সালে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ প্রবাহ তেমন একটা উল্লেখযোগ্য ছিলনা। তবে আমাদের সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। গত বছর বাংলাদেশে এফডিআই ২ শতাংশ হারে ২,৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২,৫০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে হ্রাস পেয়েছে।

Despite such a grim outlook and unprecedented state of world economy, Bangladesh performed fairly well with a steady 5.47% GDP growth in the year 2021. The IMF and the ADB forecast economic growth of Bangladesh by 7.2% and 7.5% respectively. IMF also projects that GDP of Bangladesh is expected to surpass regional and international giants like the Philippines, Norway, Denmark, UAE, Singapore and Hong Kong by the year 2025.

It is a matter of pride for our economy that we were successful in sustaining the growth of per capita income to USD 2,554 amidst the pandemic. The Honorable Prime Minister of the country mentioned in an article of the World Economic Forum that Bangladesh's ever-growing Middle and Affluent Class People (MAC) with a consumer base of around 30 million helps make the country an attractive destination for foreign investment and trade.

Prudent macroeconomic management helps the country to be able to attract domestic and foreign investments. Moderate trend of exchange rate, cost of bank borrowing, private and public investment growth were well noticed in the economy.

Despite decline in international trade by 17.1% in 2020, the trade recovery was also really fast in the year 2021 marking 15.10% growth. In September 2021, Bangladesh has recorded the highest ever single month export earning of USD 4.16 billion and these indicated the reality of gradual economic recovery.

The private investment to GDP ratio was recorded 21.25% which was lower than the target of FY 2021 but revived over the year 2020. Our private investment state looked better than that of Malaysia and Singapore. Improvement in private investment surely influenced fast paced growth of the country. Reduced corporate tax rate trend coupled with business-friendly environment contributed towards trade and industrialization in the country. Public investment to GDP ratio for the country has been hovering around 8% of the GDP. Due to increasing trend of private investment, overall investment trend of the country tends to increase. The other important component of the GDP, the private consumption was recorded 69.95% indicating a vibrant local market.

High trend of general inflation is seen after middle of the year due to increasing food and non-food inflation caused by soaring international commodity market price and energy tariff hike to some extent.

Remittance increased largely in FY 2021 by 36% to USD 24.78 billion compared to the previous fiscal year. Foreign exchange reserve of the country has reached all time maximum worth of USD 48 billion in August, 2021 but declined in the last quarter of the year. However, strong reserve of the country allowed Bangladesh to lend Sri Lanka to overcome their COVID induced economic shocks.

Respected Members of DCCI,

The global economy started recovering slowly from the pandemic blow after enhancing the mass vaccination drive across the world. As pandemic outbreak continues, some countries are carefully resuming their economic activities and easing restriction to tackle the second wave of this outbreak. The sign of recovery is portrayed in the latest 2021 report of the International Monetary Fund (IMF) stated that global economic growth would be 6.4% in 2021 and 4.9% in 2022 as per WEO report.

Prospects for emerging market and developing economies have been marked down for 2021, especially for emerging Asia. By contrast, the forecast for advanced economies is revised up due to their economic revival friendly policy support. WTO reported that the world trade is also slightly recovering as merchandise trade rose by 8.2%. Total exports from LDCs including Bangladesh reduced by 16%. However, trade growth is expected to rebound more in 2022.

A double hit to emerging market and developing economies from worsening pandemic dynamics would severely set back their recovery and drag global growth below outlook's baseline. IMF proposed USD 650 billion general allocation of Special Drawing Rights to boost reserve assets of all economies tailored to catalyze a sustainable, inclusive recovery. According to the latest UNCTAD's World Investment Report 2021, Global foreign direct investment (FDI) flow was expected to edge up in 2021 by 15% but the FDI growth was not remarkable in 2021. However, it has not affected much our FDI inflow. FDI has reduced very insignificantly by 2% to USD 2,507 million from USD 2,563 million in last year.

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বিশ্ব অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ সৃষ্ট কষাঘাত সত্ত্বেও বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে শক্তিশালী বেসরকারি খাত, সন্তোষজনক রেমিটেন্স প্রবাহ ও স্থিতিশীল অর্থনীতির হাত ধরে ৫.৪৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। বৈশ্বিক বাণিজ্য ধ্বস সত্বেও বাংলাদেশের মার্চেন্ডাইজ বাণিজ্যের পরিমান ছিল প্রায় ৮৪.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

শিল্প প্রবৃদ্ধি এবং সেবা খাতের সামান্য অগ্রগতির কারণে অর্থনীতির বিদ্যমান কাঠামো অনেকটা পূর্ববর্তী বছরের মতই রয়েছে তবে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কিছুটা কমেছে। ২০২১ সালে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩০.৮২ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ৩০.৯১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে সেবা খাতের অবদান ৫৫.৭১ শতাংশ থেকে সামান্য বেড়ে ৫৫.৭৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, তবে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৪৮ শতাংশ থেকে কমে ১৩.২৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমান ছিল ৩৮.৭৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান ছিল শুধু পণ্য রপ্তানি। গত বছরের তুলনায় পণ্য রপ্তানি ১৫.২ শতাংশ বেশি ছিল এবং সার্বিক রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৫.৪৭ শতাংশ কম হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশকে রপ্তানিতে সবচেয়ে বেশি ধ্বসের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তা নমনীয়, সহায়ক নীতি সহায়তা, বন্দরের চার্জ মওকুফ এবং নিরবিচ্ছিন্ন বন্দর কার্যক্রম পরিচালনার কারণে পুণরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক থেকে রপ্তানি আবার চাঙ্গা হতে শুরু করে যা সামনের দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে আশা করা যায়। ২০২১ সালে আমদানির পরিমাণ প্রায় ২০ শতাংশ বেড়ে ৬০.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ছিল তবে তা ২০২০ সালে ছিল প্রায় ৫০.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। বাণিজ্য সমতায় সবচেয়ে বেশি ঘাটতি দেখা যায় ২০২১ সালে ২১.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২০ সালে ছিল ১৭.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বাণিজ্য চিত্রই ইঙ্গিত করছে যে, দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ শুরু করায় বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ চলতি বছরের আগস্ট নাগাদ ৮.৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের তুলনায় ২০২১ সালে জিডিপিতে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের আনুপাতিক হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.২৫ শতাংশে উন্নীত হয়। যার ফলে ২০২১ সালে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ৮.৪ শতাংশ ধরা হয় এবং পরবর্তী বছরে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১৪.৮ শতাংশ ও সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ৩২.৬ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্থবিরতার দরুণ বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি লক্ষমাত্রা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়, যেখানে সরকারি ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধির ফলে সরকারি খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা বেশ খানিকটা বেশি। সরকারের নিরন্তর প্রয়াসের কারণে অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধার প্রক্রিয়া বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে যা কিনা গত বছর প্রায় স্থবির ছিল। বিশ্ব ব্যাংকের মতে বাংলাদেশে এফডিআই-জিডিপির অনুপাত মাত্র ০.৬ শতাংশ যেখানে বৈশ্বিক এফডিআই-জিডিপির অনুপাত হলো ১.৭ শতাংশ। উন্নত ও এশিয়ান অর্থনীতিতে এফডিআই প্রবাহ ছিল অত্যন্ত কম যেখানে বাংলাদেশও কিছুটা কম এফডিআই পেয়েছে তবে তা অন্যান্য প্রতিবেশি দেশসমূহের তুলনায় কিছুটা ভাল।

কর্মসংস্থানের অভাব দেশের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় যা প্রায় ৫.৩ শতাংশে পৌঁছেছে। কোভিডের প্রভাবে কর্মী ছাঁটাই ও কর্মসংস্থানহীনতা আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতেই বেশ প্রকট আকারে দেখা গিয়েছে। তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান দেখিয়েছে যে, প্রায় ৩৩ মিলিয়ন মানুষ নতুন করে দারিদ্রতার কষাঘাতে নিমজ্জিত হয়েছে পক্ষান্তরে ২০২১ সালে সেবা খাতে সর্বাধিক কর্মসংস্থানহীনতা পরিলক্ষিত হয়। কর্মসংস্থানের অভাব এবং দারিদ্রতা এই দুইটি বিষয়ের সমন্বিত প্রভাব করোনা অতিমারিকালীন সময়ে বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। তবে ব্যাপক আকারে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করায় উচ্চ দারিদ্রের হার কিছুটা লাঘব হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ডিসিসিআই সারা বছর এর কর্মপরিকল্পনায় কিভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসা যায় তার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে এসেছে। ডিসিসিআই বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশ কেবলমাত্র বাংলাদেশকে নির্মাণই করছেনা বরং আমাদের দেশটি এখন বিশ্ব অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এমতাবস্থায়, অন্তবর্তীকালীন আন্তর্জাতিক পুনরুত্থান প্রক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পুণরুদ্ধার মহাপরিকল্পনাতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম।

বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে সরকারের অর্থনৈতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের এজেন্ডাকে অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং এই কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মহামারির কারণে স্থবির বিশ্ব অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি আস্থা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশের বেসরকারি খাত অত্যন্ত সময়োপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। যেহেতু বিশ্বের সব দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত, তাই বাংলাদেশের নেয়া যেকোন ইতিবাচক উদ্যোগ বিশ্ব অর্থনীতিতে অবশ্যই প্রভাব ফেলবে। আগত নিউ নরমাল পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে পরিবর্তিত ভূ-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বেসরকারি খাতের

Respected Members of DCCI,

Despite COVID-19 strain in the global economy, Bangladesh registered 5.47% GDP growth in FY 2020-21 backed by steady private sector, positive remittance inflow and economic resilience withstanding economic shocks. Despite global trade slump, merchandise trade of Bangladesh recorded USD 84.67 billion.

The structure of the economy remains almost same as earlier year with marginal increase of industry and service contribution and decrease agriculture sector contribution to GDP. In FY 2021, the contribution of industry sector to GDP ratio increased marginally from 30.82% to 30.91% and service sector from 55.71% to 55.79% whereas the share of agriculture reduced from 13.48% to 13.29%.

In FY 2020-21, total export trade reached USD 38.758 billion of which USD 33.67 billion was contributed by goods. Goods export marked 15.2% higher than the last year and 5.47% lower than the export target. Bangladesh experienced drastic fall in export in FY2019-20 but recovered due to flexible policy support, port charge waiver and uninterrupted port operation. However, exports started to recover from the 2nd and 3rd quarters which is expected to continue. Import also increased by 20% to USD 60.68 billion in FY 2021 against USD 50.69 billion in FY 2020. Trade balance recorded a higher deficit of USD 21.93 billion during FY 2021 as compared to the deficit of USD 17.86 billion during FY 2020. This trade state indicates that foreign trade of country is reviving to a large extent.

As the banks started to disburse the loans under stimulus package, private sector credit growth increased to 8.42% in August 2021. The private investment to GDP ratio slightly revived to 21.25% in 2021 over the year 2020. As a result, the Monetary Policy of 2021 recorded 8.4% private sector credit growth and targeted 14.8% and 32.6% private and public sector credit growth respectively in next year. Due to global economic stagnation, the private sector growth target is not very optimistic whereas government's target is incremental as government expenses is on the rise due to growing commitment of its development expenditure. The relentless effort of government for economic recovery will help turn around with the private sector credit growth which remains stagnant during the last year. According to The World Bank, FDI to GDP ratio of Bangladesh is only 0.6% against world average of 1.7%. FDI inflows in developed and Asian economies have heavily been declined though Bangladesh received lower FDI but a bit better rate than neighbouring economies.

Unemployment, a major concern of the country, had reached to 5.3%. COVID impact on employment loss in both formal and informal sectors was noticeable. However, different research studies showed that new poverty has gone up to 33 million and service sector has recorded highest amount of unemployment in 2021. The correlation of unemployment and poverty amidst the pandemic time has been prevalent. However, extensive social safety net programme has reduced and shielded higher poverty.

Respected Members of DCCI

In view of the given local and global business and economic context, DCCI, throughout the year, prioritizes its operations upholding the opportune philosophy of road to recovery entailing the focused course of actions relating to survive, revive and thrive. DCCI also believes that Bangladesh is no longer building Bangladesh but beyond it is contributing to the global economy. Therefore, steering the interim global resurrection is needed and Bangladesh can play critical role in integrating to global roadmap to recovery. Our structured local recovery agenda can contribute to shared global recovery roadmap.

Private sector prioritizes the comprehensive economic diplomacy agenda of the government as a policy strategy of deepening business cooperation globally. Private sector of Bangladesh took a timely measure for economic recovery from pandemic induced stagnation to revive the confidence of global businesses. Since the world has been integrated in global economy, any initiative in Bangladesh may impact positively the global business system. With the idealism for global business trend revival, some bold and strategic reforms are consistently being taken considering the changing geo-economic dynamics and private sector needs in the

প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কিছু সাহসী, সময়োপযোগী ও কৌশলগত সংস্কার উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। যখন বৈশ্বিক এফডিআই পরিস্থিতি খুব একটা ভাল নয় তখন আমাদের এফডিআই আকর্ষণ খুব একটা খারাপ নয়। দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জিডিপির প্রায় ৩৪ শতাংশ, যা কিনা নিরবচ্ছিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্য উন্নয়ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মানচিত্রে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

আরেকটি বড় বিষয় ছিল কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের পুণরুদ্ধার প্রক্রিয়া কারণ এই খাতটিই ছিল অতিমারিতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এ খাতের জন্য জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি, প্রণোদনার ঋণের সীমিত সুবিধা, চলতি মূলধনের সংকট এবং সংকুচিত বাজার ছিল সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২১ সালে সিএমএসএমই খাতের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ডিসিসিআই এ খাতের বিভিন্ন বিষয়সমূহ ও চ্যালেঞ্জগুলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট তুলে ধরা হয়। ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সিএমএসএমই-তে অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্বলিত ''এসএমই সার্কুলারস্ অফ বাংলাদেশ ব্যাংক" নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে যাতে করে সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাগণ ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য পেতে পারে। ডিসিসিআই'র এসএমই সদস্যগণ যাতে করে প্রণোদনার টাকা থেকে ঋণ পেতে পারেন সেজন্য ডিসিসিআই ইতোমধ্যেই এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে এবং এজন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও ডিসিসিআই এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে একসাথে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও গবেষণা কার্যক্রমের আয়োজন করবে এবং এলক্ষ্যে একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সিএমএসএমই'র সংজ্ঞা পরিবর্তন, প্রণোদনার টাকা থেকে সহজে ঋণ প্রাপ্তি ও সামগ্রিক সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে শিল্প নীতি ২০২১-এর উপর একটি ডায়ালগের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শিল্প প্লট প্রাপ্তিতে জটিলতার কারণে আমরা বিসিকের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

সিএমএসএমই'র পুণরুদ্ধার ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং দ্রুততম সময়ে এর উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে ডিসিসিআই যথাক্রমে 'চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড ফর সিএমএসএমই টু গেট লো-কস্ট ফাইন্যান্সিং ইন পোস্ট কোভিড বাংলাদেশ' এবং 'পোস্ট প্যানডেমিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকভারি: স্কিলস রিকোয়ারমেন্ট ফর এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন অ্যান্ড রিটেনশন ফর সিএমএসএমই' শীর্ষক দুইটি সময়োপযোগী গবেষণা পরিচালনা করেছে।

সিএমএসএমই'র ঋণ প্রাপ্তি সহজ করতে আমরা বেশ কিছু সুপারিশ পেয়েছি, যেমন: আর্থিক প্রণোদনা, ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ছাড়করণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন, জামানতবিহীন ঋণ প্রদান যাতে করে অতিমারি চলাকালীন সময়েও যেন ব্যবসা বাণিজ্যকে চালিয়ে নেয়া যায়। সরকারের সহযোগিতায় বেসরকারি খাত ও বাণিজ্য সংগঠনগুলো সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের আর্থিক জ্ঞান প্রদানে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এগিয়ে আসতে পারে।

ভোক্তা আচরণ সংক্রান্ত জ্ঞান, ব্যবসায়িক কৌশল দক্ষতা, বিপণন, বিক্রয় কৌশল, ব্যবসা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান, আলোচনার দক্ষতা, ডিজিটাল দক্ষতা, কাজের প্রতি একাগ্রতা, নেটওয়ার্কিং দক্ষতা, শেখার ইচ্ছা, টিমওয়ার্ক, সৃজনশীলতা, নেতৃত্ব দেবার গুনমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সিএমএসএমই খাতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং বিদ্যমান কর্মীদের কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য হাতে কলমে দক্ষতা ও প্রাযুক্তিক দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এ সুপারিশ সমূহ প্রাসঙ্গিক নীতিনির্ধারকদের কাছে আলাদা-আলাদা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, যেন মহামারীর সময়ে দেশের সিএসএমএমই খাতের অর্থায়নের বাধাগুলো সহজ করা এবং কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কাজ নিশ্চিত করা যায়।

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ডিসিসিআই, বেসরকারি খাতের শীর্ষ প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে সরকারের সাথে যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে যেন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ-এর প্রতিবন্ধকতা সমূহ সরকারের হস্তক্ষেপের দ্বারা সমাধান করা যায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাহিদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, জাতীয় বাজেটের উপর প্রতিক্রিয়া, মুদ্রানীতিতে বিবৃতি, প্রয়োজনীয় নীতি সংশোধনী যেমনঃ রপ্তানি, আমদানি, আইসিটি সহ চামড়া, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, এমএসএমই পুনরুদ্ধার নীতি সরকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য, আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র পুঁজি-ভিত্তিক ব্যবসায় সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা হুমকির সম্মুখীন। অন্যদিকে, স্থানীয় ও রপ্তানিমুখী ব্যবসা এবং বৃহৎ সমষ্টির সাথে জড়িত সিএমএসএমই-রা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি। অর্থনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষয়ক্ষতি ন্যূনতম রাখতে ডিসিসিআই অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য সময়োপযোগী সুপারিশ উপস্থাপন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক ও ব্যবসায়িক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর ক্ষুদ্র ব্যবসার চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পুনঃদক্ষতার প্রয়োজনীয়তার সমাধান চিহ্নিত করতে ডিসিসিআই বিভিন্ন গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

new normal state. While world FDI trend looked downward, our FDI was not adverse. International trade of country accounts for around 34% of GDP performing indispensable roles in our relentless socioeconomic development. Trade has also reshaped our economic position in global trade map in the recent past.

Another major issue was the revival of CMSMEs, the most affected sector by the pandemic. Alongside public health risk, limited access to stimulus package, working capital and markets were the major challenges of this sector. During 2021, we brought up the issues and challenges of the CMSMEs to the Prime Minister's Office, SME Foundation, Ministry of Industries, National Board of Revenue (NBR) and Bangladesh Bank along with follow-up measures to rebound the conducive business environment for this sector. We have published a book titled "SME Circulars of Bangladesh Bank" incorporating the CMSME financing related circulars and notices declared by Bangladesh Bank to help the CMSMEs with updated information on access to finance. For easy and smooth disbursement of loan under stimulus package for the DCCI members, we have arranged policy dialogue with SME foundation and planned MoU as a commitment to our CMSME members. Furthermore, we also agreed to do some training and research work with SME Foundation for the betterment of CMSMEs and a working committee was formed to make these initiatives successful. To change the definition of CMSME, easing the process of stimulus package disbursement and greater development perspective of CMSMEs, a policy dialogue on "Industrial Policy-2021" was organised. To address the industrial plot related issues in different industrial areas, we initiated the process of signing a MoU with BSCIC.

To ensure CMSME recovery identifying business challenges and their development within the earliest possible time, DCCI has conducted two timely studies on easy access to finance and skills for employment recovery titled "Challenges and way forward for CMSMEs to get low-cost financing in post COVID Bangladesh" and "Post-pandemic Industrial Recovery: Skills Requirement for Employment Creation and Retention for CMSMEs" respectively. Findings of the employment retention and generation study were:

To ease the financing constraints of CMSMEs, we received recommendations like fiscal incentives, such as – loans at subsidized rate at par the stimulus package must be increased, easing bureaucratic process of loan disbursement, collateral free loan to ensure that businesses can survive during this pandemic. Private organizations and trade bodies can work as intermediaries to offer programs targeting financial literacy to the CMSMEs with the help of the government.

Consumer behavior related knowledge, Business strategy skills, Marketing, sales strategy, Practical knowledge about the business, Negotiation skills, Tax and VAT efficiency, Proficiency in commercial activities, Digital skill, Dedication to work, Networking skills, Willingness to learn, Teamwork, Creativity, Leadership quality were found important hard and soft skills required by employees to ensure new employment and employment retention of the CMSMEs of the country.

These findings were communicated with relevant policymakers in different platforms in different manners to ensure that these are addressed for easing off the financing barriers and employment recovery for the CMSMEs of the country during the pandemic time.

Respected Members of DCCI,

DCCI, as one of the leading voices of the private sector, has continuously communicated with the Government to ensure that the challenges to trade and investment are addressed through policy and non-policy initiatives and interventions of the government. Reactions on the national budget, monetary policy statement, need of amending different policies such as – the export, import, industries including ICT, leather, agricultural mechanization, MSME recovery policies were shared with relevant government authorities to ensure that needs of the business community are addressed.

Due to the COVID-19, small capital-based businesses belong to formal and informal sectors were hit posing threat to the livelihoods of millions of people. On the other hand, CMSMEs engaged with local and export-oriented businesses and large conglomerates face challenges. To keep economic effects and damage minimum, DCCI put forward timely and economic recovery friendly recommendations. DCCI also took different research initiatives to identify solutions on requirement of upskilling and reskilling of human resources in view of the evolving socio-economic and business environment of the country, addressing the needs of small businesses after LDC graduation of the country.

বাংলাদেশ এলডিসি উত্তোরণের পর, বেসরকারি খাতের রপ্তানি গন্তব্য, স্থানীয় বাজারে মূলত আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থার হ্রাস পাবার কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে পারে। বাণিজ্য, ব্যবসায় এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নের্তৃত্বে এলডিসি উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের উত্তোরণ পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৬ সালের পরেও ক্রমাগত অর্থনৈতিক তৎপরতা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের প্রস্তুতি এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য নীতিগত সংস্কার, কৌশলগত সুপারিশ এবং নির্দেশিকা তৈরির জন্য ৬টি বিশেষ উপ-কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

ডিসিসিআই জাতীয় কমিটি ও প্রায় সকল উপ-কমিটির সদস্য হিসেবে আছে এবং বেসরকারি খাত চালিত অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়াও, অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সচল রাখার লক্ষ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহ এ বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ডিসিসিআই-কে নীতি সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করতে। স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের সুপারিশের আলোকে, বেসরকারি খাতের জন্য সঠিক পরিবেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার ৩০টিরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যার মাঝে নীতিনির্ধারকদের সাথে বেশ কিছু কল-অন মিটিং ছিল। ২০২১ সালে অনুষ্ঠান সমূহ আয়োজন করার সময়ে আমরা অর্থনীতির মূল দিকগুলোর প্রতি জোরারোপ করেছি, যেমন- সিএমএসএমইদের অর্থের যোগান, এলডিসি উত্তোরণ, আঞ্চলিক সংলাপ, স্থানীয় ব্যবসায় বৃদ্ধি, শিল্প-শিক্ষার সমন্বয়, স্থানীয় বাজার উন্নয়ন, রপ্তানি বহুমূখীকরণ, এফডিআই, অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন, শিল্পের জ্বালানীর উৎস, টেকসই নদী খনন, টেকসই ই-বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও সাপ্লাই চেইন, আর্থিক খাতের সংস্কার, জাতীয় বাজেট, ট্যাক্স ও ভ্যাট, শিল্প নীতি, পর্যটন এবং দেশের সক্ষমতা ইত্যাদি।

এলডিসি উত্তোরণের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে এগিয়ে চলার সক্ষমতা প্রতিফলিত হবে। যদিও, এই উত্তোরণ অনেক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসছে, যার জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান গুরুতর পরিবর্তনের সাথে সামাল দিয়ে উঠতে।

এলডিসি থেকে উত্তোরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষতা উন্নয়ন, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, দেশের ইতিবাচক ভাবমুর্তি তুলে ধরা এবং কৃষিখাতের আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধারের জন্য ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে যে সকল সুপারিশমালা সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল আমাদের পক্ষ থেকে তা নিয়মিত ফলো-আপ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় গণপূর্ত মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনবিআর-এর চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। ডিসিসিআই'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১২জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সহায়ক ব্যবসায় পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের দেশের সার্বিক নীতি পরিবেশ এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নের স্বার্থে ডিসিসিআই বিভিন্ন খসড়া জাতীয় নীতিমালায় এর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রেরণ করেছে। এ বছর ডিসিসিআই খসড়া শিল্প নীতিমালা ২০২১, প্লাস্টিক শিল্প-উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, হালাল সনদ নীতিমালা ২০২০, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এবং অটোমোবাইল শিল্প-উন্নয়ন নীতিমালায় গবেষণা-লব্ধ নীতি সুপারিশ প্রেরণ করেছে। পাশাপাশি দেশের বেসরকারি খাত বান্ধব অর্থনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখতে ডিসিসিআই সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বেসরকারি খাতে-এর প্রভাব দ্বি-বার্ষিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করেছে যাতে করে অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নীতি সুপারিশ করা যায়। জাতীয় নীতিমালা বিশ্লেষক, নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ এবং গবেষক মহল ডিসিসিআই প্রদত্ত মূল্যায়ন, সুপারিশমালাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। বেশ কিছু নীতি সুপারিশসমূহ যা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিবেচনার্থে প্রেরণ করা হয়েছে তার একটি সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থান করা হলোঃ

শিল্পনীতি ২০২১-এর উপর ডিসিসিআই প্রদত্ত সুপারিশমালা

- এসএমই'র সংজ্ঞা পরিবর্তন করা। মাঝারি খাতকে কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র থেকে আলাদা করে বৃহৎ খাতের সাথে সংযুক্ত করা। এই উদ্যোগটি কুটির, অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র খাতকে সহজে অর্থায়ন প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।
- জাতীয় এসএমই ক্লাস্টার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা, যা কিনা খাতভিত্তিক ক্লাস্টার-এর উৎপাদশীলতা ও বহুমুখীকরণকে তরান্বিত করবে।
- এলডিসি থেকে উত্তোরণের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। রপ্তানি বাজারে টিকে থাকতে হলে সরকারকে সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে অগ্রাধিকার অথবা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

After LDC graduation of Bangladesh, our private sector may face challenges in the global export destination even in the local market mainly due to erosion of international support measures. Considering the trade, business and economic perspective, government has already made a national committee for monitoring transformation of Bangladesh in post-LDC graduation time headed by the Principal Secretary to the Honourable Prime Minister. Alongside, 6 specialised sub-committees were formed to make policy reforms, strategic recommendations and guidance for preparedness of private sector and economic competitiveness to sustain and steer the relentless economic journey beyond 2026.

DCCI has been a member of the national committee and almost all sub-committees and actively working for private sector led inclusive economic competitiveness.

Moreover, standing committees played an important role during the year to strengthen policy advocacy role of DCCI aiming at steering economic growth. Complying with the recommendations of these standing committees, DCCI organized about 30 important events including conference, handful number of call-on meeting with policy makers for creating an enabling environment for the private sector. While organizing the events in 2021, we focused on real time growth areas of the economy such as access to finance for CMSMEs, LDC graduation, regional dialogue, local business growth, industry-academia linkage, local market development, export diversification, attracting FDI, automobile Industry development, industrial fuel sourcing, sustainable river dredging, sustainable E-commerce, food safety and supply chain, financial sector reforms, national budget, Tax and Vat policies, industrial policy, tourism and hospitality and country competitiveness etc.

LDC graduation is going to reflect the capability of a country to travel along the road of prosperity and development. However, graduation brings huge challenges which demands action plan and preparation to cope with the drastic change in the socioeconomic landscape of the country.

Skill development, resource efficiency, sustaining cost competitiveness through low-cost access to finance, developing brand image of the country as a whole, ensuring agricultural mechanization in the country will be the major solution to the challenges of the country's graduation from the LDC category.

We had also undertaken different follow-up measures to ensure that recommendations on economic recovery placed by DCCI are considered by the government agencies. In this connection, we called on Honourable Commerce Minister, Honourable Industries Minister, Honourable Minister of Foreign Affairs, Honourable Public Works Minister, Honourable Adviser to the Prime Minister on Private Sector Industry and Investment, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister, Executive Chairman of BIDA, Chairman of NBR and many dignitaries of government agencies. DCCI also invited almost 12 Cabinet Ministers of Government in different events of the Chamber.

In order to create enabling business environment, DCCI also forwarded policy inputs to different draft national polices for trade, investment, industry to ease the policy ecosystem and further development of private sector. During the year, DCCI provided research-based policy inputs on draft Industrial Policy 2021, inputs to Plastic Industry Development Policy 2021, Halal Certificate Policy 2020, National Disaster Management Plans 2021-2025 and development of Automobile Industry.

Besides, DCCI as a commitment to continuous private sector friendly economic environment, has assessed the overall macroeconomic state and their implications on private sector biannually accordingly identified the current and likely challenges for economy and formulated the recommendations and policy suggestions. National Policy analysts, economists and researchers and policy makers of the government endorsed our economy friendly assessments, recommendations and considered our initiatives to some extent. Some of the key policy recommendations and issues placed to the highest policy makers of the country are noted below:

Policy Recommendations on Industrial Policy 2021

- Reconstitute the definition of SME and bring the medium category out of Cottage, Micro and Small and add to large category of Industries. It will ease the cottage, micro and small enterprises to get financial and policy benefits.
- To establish a National SME Cluster Development Authority that will foster the sector specific cluster to ensure more productivity and diversification.
- After the graduation, Bangladesh may lose duty and quota free access in different international markets. In order to sustain in the export market, government needs to initiate signing FTA or PTA with potential trading partners.

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে আনুমানিক ৩৯ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই সুযোগ গ্রহণের জন্য আমাদের কর্মক্ষম জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুণঃদক্ষ করে তুলতে হবে।
- একটি সুষম কর কাঠামো দেশে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষনে সহায়তা করবে। পণ্যের বহুমুখীকরণে ও গুণগত মানোন্নয়নে সরকারকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- দেশের ই-কমার্স বাণিজ্যের প্রসারে লজিস্টিক খাতকে শক্তিশালীকরণে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।
- বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত আমদানি বিকল্প এসএমই খাতের জন্য আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা যেতে পারে।
- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে একটি সংকট মোকাবেলা তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
- শিল্পনীতি ২০২১ অবশ্যই বেজা, বিডা, এনবিআর, বেপজা ও বিসিক ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।
- শিল্পনীতি প্রণয়নের সময় কমপারেটিভ এডভানটেজ ফলোইং (সিএএফ) এবং কমপারেটিভ এডভানটেজ ডিফাইং (সিএডি) কৌশল যাতে করে অনুসরণ করা হয়।
- বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে জমি প্রাপ্তি, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- এলডিসি থেকে উত্তোরণ, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং ই-কমার্স খাতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যাতে করে আসন্ন শিল্প নীতিতে জায়গা পায় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।
- এলডিসি উত্তোরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পণ্যের বহুমুখীকরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
- উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের কথা বিবেচনা করে মেধাসম্পদ অধিকার আইন নিশ্চিত করতে হবে এবং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- স্পেশাল পারপাস ভেহিক্যাল-এর আওতায় এসএমই খাতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য বন্ড মার্কেট উন্নয়ন এবং মিউচুয়াল ফান্ড গঠনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

হালাল সনদায়ন ২০২০-এর উপর সুপারিশমালা

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন অধীনে বিএসটিআই-এর মত একটি হালাল সনদায়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে যাতে করে আগ্রহী কোন ব্যক্তি সনদ গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সহজে ও দ্রুত পরামর্শ নিতে পারে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্ণরের অনুমোদনক্রমে হালাল সনদ প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে ব্যবসায়ী খাতের পক্ষ থেকে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
- নতুন সনদ গ্রহণের জন্য আবেদন ফি কমিয়ে ১০০০ টাকা করা এবং নবায়নের জন্য ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- পণ্য পরীক্ষা ও গুণগত মান নিরীক্ষার জন্য হালাল সনদ কর্তৃপক্ষকে বিসিএসআইআর, বিএসটিআই, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, প্রাণি সম্পদ বিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে খুবই নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক হালাল এক্রিডিটেশন কাউন্সিল/ফোরাম এর সদস্য হিসেবে কাজ করতে হবে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক হালাল সনদায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এভাবেই হালাল নীতিমালা বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১-এর উপর প্রেরিত সুপারিশমালা

- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পাশাপাশি এমনভাবে নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে বাংলাদেশ উৎপাদন খাতে একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিতে পারে। নতুন করে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদের মাঝে যাতে করে বহুল পরিমানে জ্ঞানের আদান প্রদান হতে পারে সে বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে।

- Due to Fourth Industrial Revolution (4IR), 3.9 million new jobs will be created in the country. To grab this opportunity, we need to take re-skilling and up-skilling initiatives.
- A balanced taxation structure will expedite local and foreign investment in the country. The government needs to establish technology adoption and dissemination centre to increase product diversification and quality.
- Need Specific guidelines to strengthen logistic support in order to make the E-commerce sector effective.
- Separate incentive packages can be allocated for import substitute SMEs in the SEZs.
- To allocate a crisis mitigation fund under the Central Bank.
- Industrial Policy should be in consistent with the policies of BEZA, NBR, BEPZA, BIDA, BSCIC and Bangladesh Bank.
- The comparative advantage following (CAF) and Comparative Advantage Defying (CAD) strategies should be followed in formulating industrial policies.
- Land, facility of gas, water, electricity power etc. have to be ensured to create investment-friendly environment.
- LDC graduation, 8th Five Year Plan, 4IR, adoption of technology, sustainable economic development, development of R&D, Innovation and the e-commerce industry should be included as vital issues in the upcoming National Industrial Policy.
- Product diversification should be given the highest priority to combat upcoming LDC graduation challenges.
- The Intellectual Property Rights (IPR) of creative entrepreneurs should be ensured and get more emphasis.
- Need to develop an effective bond market and encourage the use of mutual fund for long-term financing in the SME sector under Special Purpose Vehicle (SPV).

Policy Recommendations on Halal Certificate 2020

- To establish a strong Halal lab under the Islamic Foundation like BSTI along with this system and set up an easy and quick process to get feedback from related organizations according to the rules.
- Representative from DCCI and a business representative among the members of the committee need to be approved by the Islamic Foundation Board of Governors. This will ensure the representation from the business community.
- To reduce the application fee for new certificate by Tk. 1000 and renewal application fee by Tk. 500.
- Need to work closely with organizations providing technical assistance such as BCSIR, BSTI, Department of Drug Administration, Department of Animal Resources, Department of Agricultural Extension, Department of Safe Food for product testing and quality verification. This will make it possible to implement halal policies quickly.
- Need to work as a member of the International Halal Accreditation Council/Forum and other international halal certification bodies.

Policy Recommendations on Plastic Industry Development 2021

- Policies need to be adopted to establish Bangladesh as a best manufacturing hub by creating skilled workers. The policy may include ensuring greater exchange of knowledge and establishment of business networks between local plastic industries owned by local entrepreneurs or foreign investors.

- আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখতে দেশীয় কোম্পানিগুলো যাতে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে একসাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে পারে তার জন্য নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্লাস্টিক খাতের রপ্তানি ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যে এবং উত্তর আমেরিকার বাজারে বৃদ্ধি পেতে পারে।
- শুধুমাত্র একক-ব্যবহৃত প্লাস্টিকের উপর নির্ভর না করে আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিবেশ বান্ধব ও অর্গানিক পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে। পাটের পলিমার, কাগজের মোড়ক এবং পাতা/বাঁশের তৈরি পণ্য বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- বায়ু দূষণ রোধে পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই প্লাস্টিক খাতের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে প্লাস্টিক শিল্প খাতে জিরো-ওয়েস্ট নেশন হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- বঙ্গোপসাগরে এমনকি সেন্ট-মার্টিন দ্বীপে নির্বিচারে প্লাস্টিক পণ্য ফেলার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। প্লাস্টিকের উপযুক্ত রিসাইক্লিং বা পুণঃব্যবহারযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে বঙ্গপসাগরের জীববৈচিত্র ধরে রাখা সম্ভব হবে তবে সেজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
- নীতিমালায় স্পষ্ট করে প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের মানসম্মত নির্দেশনা থাকতে হবে।
- প্লাস্টিক পণ্যের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য নীতিমালায় বলা থাকতে হবে যে কি ধরণের কাঁচামাল দিয়ে প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করা যাবে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫-এর উপর ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

- দুর্যোগ মোকাবেলায় শিল্প মালিকরা যাতে করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বান্ধব কারখানা চালাতে পারে সেজন্য একটি শিল্প বান্ধব কর কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
- সিএমএসএমইদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে একটি স্বল্প খরচের জলবায়ু তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি হিসেবে প্যারিস চুক্তি বা সিওপি ২১-এর যে উদ্দেশ্য রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কমে আসবে।
- গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন ৫ শতাংশ কমাতে সরকারের উচিত বিশেষ নীতিমালা করা এবং প্রণোদনা দেয়া বিশেষ করে সেই সকল শিল্প-কলকারখানার পুণর্বাসনের জন্য যারা গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন করে থাকে।
- সকল শিল্পকে টেকসই ব্যবসায় রূপান্তরের জন্য স্বল্প সুদে ও স্বল্প মেয়াদি সবুজ তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার ৭, ৮, ৯ এবং ১২ উদ্দেশ্যসমূহ সরাসরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তবে বাস্তবায়নের উপর বেশি জোরারোপ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি খাত এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার ১৩ নং উদ্দেশ্য-এর সাথে সমন্বয় রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে আমাদের জাতীয় নীতিমালা (অর্থনৈতিক, শিল্প ও পরিবেশগত) পরিবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন বাস্তবায়নে ও উন্নত দেশগুলোর দ্বারা ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন এবং তা থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তহবিল প্রদানের জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি আরও বৃদ্ধি করতে হবে।
- দি সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০ এর জন্য প্রয়োজন সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ৪টি অগ্রাধিকারের বাস্তবায়ন যে বিষয়ে জাতীয় বাজেটে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা উচিত।
- বন্যা, খরা, সাইক্লোন, তাপদাহ কিংবা যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে প্রকৃতি-বান্ধব সবুজ অবকাঠামো নির্মান করতে হবে।
- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রায় ৫০টি নদী রয়েছে যেগুলো দুটি দেশই সমানভাবে ভাগাভাগি করে থাকে। পানির সমব্যবহার নিশ্চিতকল্পে দুই দেশের সম্মতিতে তিস্তা ও গংগা সহ একটি যৌথ নদী কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গঠন করা যেতে পারে।
- নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিস্কার রাখতে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নিয়মিত ড্রেজিং এর মাধ্যমে পলি অপসারণ করে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা ও পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

- Policies need to be adopted so that local industries can produce affordable brands jointly with foreign companies maintaining international standard. In this way, export of plastic products to the European Union, Middle East, North America and Asia can be increased.
- We need to adopt policy to produce and promote environment friendly and organic products as an alternative to only plastic using our own resources. Jute polymers, paper packaging, and leaf/bamboo products can be used as alternatives as well as awareness among the mass people can also be a part of the policy.
- It is very important to adopt policies to ensure sustainable environment in the plastic sector for reducing air pollution. In this connection, a suitable time frame should be set for the plastics industry to become a zero-waste nation.
- Due to the dumping of excess plastics in the Bay of Bengal, Saint Martin Island is in danger of sinking. Appropriate policies need to be adopted to save the Bay of Bengal by protecting ecology and biodiversity by properly recycling these resources.
- This policy requires a standard guidelines with rules and regulations for using of plastics in those areas.
- Considering safe usage of plastic, it is necessary to specify in the policy what kind of material can be used in the production process of plastics.

Policy Recommendations on National Disaster Management Plans 2021-2025

- In order to prevent disasters, it is necessary to introduce industry-friendly tax structure to run disaster management-friendly industrial factories.
- A low-cost refundable climate fund can be provided, especially for CMSMEs, in preparation for disaster risk management.
- In preparation for disaster risk management, the goal of the Paris Agreement (COP-21) is to keep global warming within 2 degrees Celsius, which will reduce the impact of climate change and the magnitude of natural disasters.
- The government needs special policy and incentive assistance to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 5%, especially for the rehabilitation of industries that emit more greenhouse gas.
- To transform all industries into sustainable businesses, it is necessary to create green funds at low cost and on low terms.
- SDG targets 7, 8, 9 and 12 are related to disaster management, the implementation should be given special importance. In this regard, a joint time bound course of action should be formulated by government, private sector and donor agencies.
- In line with the SDG goal 13, we need effective initiative to change our national policies (economic, industrial and environmental) to reduce risk of climate change. In addition, Bangladesh needs strong economic diplomacy to implement UN Framework Convention on Climate Change including USD100 Billion fund-raising program by developed countries each year and provision to disburse the fund to developing economies.
- The Sendai Framework 2015-2030 requires the implementation of 7 targets and 4 priorities in a joint venture between the private sector and the government and the national budget needs to have appropriate guidelines for its implementation.
- Creating nature-based, green infrastructure, to deal with natural disasters, such as floods, droughts, cyclones, and heat-waves, in disaster-hit areas.
- There are over 50 common rivers between Bangladesh and India. It is essential to take measures through the Joint River Commission on the issue of water distribution of the jointly used rivers including Teesta Ganges on a priority basis.
- In order to clean the flow of the river, it is necessary to increase the navigability and water holding capacity of the river by removing the silt accumulated in the course of river by dredging through advanced technology.

- গবেষণা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে সমাধানের পথ বের করতে হবে আর সেজন্য বাজেটে গবেষণা খাতের জন্য কর অব্যাহতির সুযোগসহ বিশেষ বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন রয়েছে।
- মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ, ফসলে ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার না করা, শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশের দূষণ হ্রাসে ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি।
- পরিবেশের ঝুঁকি হ্রাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার পাশাপাশি মধ্যম ও স্বল্প-মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করাও প্রয়োজন।
- ডিসিসিআই সরকারের সাথে একসাথে পরিবেশ রক্ষার্থে সচেতনাতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, ওয়েবিনার আয়োজন করতে পারে।

অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়নে প্রেরিত সুপারিশমালা

- নীতিমালাটি কমপক্ষে ২০ বছর মেয়াদী হওয়া উচিত এবং এসেম্বলিং ও উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন এই দুইটি আলাদা ভাগে করা উচিত।
- স্থানীয় শিল্পের উন্নয়নে ও স্থানীয় উৎপাদনকারীদের দক্ষতা উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগে যন্ত্রাংশ উৎপাদনকে সরকার অনুমতি দিতে পারে।
- গাড়ি এসেম্বলিং ও উৎপাদনের স্বার্থে ট্যারিফ নীতিমালা কমপক্ষে ৫-১০ বছর মেয়াদী হওয়া উচিত।
- আমাদের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত অটোমোবাইল এসেম্বলিং/উৎপাদন শিল্পের জন্য অগ্রাধিকার মূলক স্বল্প কর্পোরেট কর ১০ বছরের ট্যাক্স হলিডে সহ প্রদান করা যেতে পারে।
- অটোমোবাইল শিল্পে যাতে করে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হয়, তার জন্য ৫ বছর মেয়াদী অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।
- অটোমোবাইল খাতে গবেষণা বৃদ্ধিকল্পে 'জাতীয় অটোমোবাইল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' থেকে আলাদা করে একটি 'জাতীয় অটোমোটিভ কাউন্সিল' গঠন করা যেতে পারে।

পর্যটন ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট খাতের উপর প্রেরিত সুপারিশমালা

- পর্যটন খাতকে আরও বেশি আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য অধিক পরিমানে পর্যটন নির্ভর অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে কারণ অবকাঠামোর অভাবে প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রগুলো জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে।
- জাতীয় পর্যটন নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরী কারণ এই নীতিমালাটি বাস্তবায়িত হলে ঋণ সুবিধা, ট্যারিফ ছাড়, কর অবকাশসহ অন্যান্য সুবিধাদি পাওয়া যাবে ও স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকরা এ সুযোগ পাবে।
- পর্যটন খাতের জটিলতা দূরীকরণে আলাদা মন্ত্রণালয় করা যেতে পারে। উপরন্তু, পর্যটন খাতের সাথে সম্পৃক্ত ব্র্যান্ডিং বিশেষ করে ডিজিটাল ব্র্যান্ডিং অনেক বেশি কার্যকরী।
- পর্যটন খাতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটন এজেন্সিসমূহের মাঝে সমন্বয় এ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- পর্যটন খাতে প্রয়োজনীয় নীতি সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত ডিসিসিআইকে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
- এই শিল্পের আরও অগ্রগতির জন্য বিদ্যমান পর্যটন আইনকে যুগোপযুগী করা প্রয়োজন, কেননা পুরাতন আইন এ খাতের সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করবে।

"এলডিসি থেকে উত্তরণঃ স্থানীয় বাজার উন্নয়ন" এর উপর সুপারিশমালা

- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা অভ্যন্তরীন ভোক্তাশ্রেণিকে সেবা প্রদান করা এতে করে আমদানি বিকল্প পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত হবে।
- অন্যান্য মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যমান প্রতিযোগী রাখা অত্যন্ত জরুরী।

- The solution needs to be worked-out through coordination between thematic research and technology, moreover tax exemptions and special allocations need to be made in the national budget for research.
- Ward-based disaster management plan needs to be formulated in densely populated areas to deal with man-made disasters like fires caused by chemicals or use of hazardous gas cylinders etc.
- On behalf of the business community, we can play role in reducing environmental pollution through sustainable construction, non-use of pesticides in food, industrial waste management and use of advanced technology to protect the environment.
- In addition to disaster management plan, medium and long-term disaster management plans need to be adopted to fully reduce environmental risks.
- DCCI will always strive and can organize seminars, webinars, workshop etc. to create awareness in the private sector in collaboration with the government.

Recommendations on Automobile Industry Development:

- The policy should be for minimum 20 years and segmented into two phases, assembling and the value addition through manufacturing.
- Government can allow setting up joint ventures for parts manufacturing to create local skills and spare parts business to develop localisation of industry.
- Minimum 5-10 year tariff policy to support assembling and manufacturing of vehicles.
- Preferential corporate tax at a reduced rate to be offered with 10 years 'tax holiday' of the automobile assembling/manufacturing ventures in our Special Economic zones.
- Allow 5-year tax exemption to encourage Non-Resident Bangladeshi (NRB) experts to work in our Automobile industry.
- Need to constitute the 'National Automotive Council' to support the relevant research in the automobile sector and separate 'National Automobile Skills Development Council' to develop diverse automotive skills.

Recommendations on Tourism and Hospitality Management:

- More investment is needed in the tourism infrastructure sector as natural tourism centers are losing popularity due to the infrastructure crisis.
- National Tourism Policy needs to be implemented soon as it ensures issues like credit facilities, tariff concessions, tariff and tax exemption in the tourism sector which encourages the economic participation of local and foreign tourists.
- Separate ministries are needed to reduce the complexity of the tourism sector. Moreover tourism-related branding needs to be done especially digital branding.
- Involvement of public-private partnerships in the tourism sector and coordination with domestic and foreign tourism agencies will play an important role in the development of the tourism industry.
- DCCI should be included in the Bangladesh Tourism Board for policy support in the tourism sector.
- It is necessary to update the tourism law as the old law hinders the decision making process of the industry.

Recommendations on LDC Graduation: Local Market Development

- Discourage importing and serving the local consumers with locally manufactured products at a competitive price.
- Ensuring competitive valuation of Taka against its peers is a vital matter.

- নমনীয় মুদ্রানীতি, আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা
- বিটিটিসি'র মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার প্রতি এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
- এমএসএমই খাতের ব্যবসায়ীদের ও তাদের ক্রেতাদের কথা বিবেচনা করে পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর ভ্যাট আরোপ না করে পণ্যের লভ্যাংশের উপর ভ্যাট আরোপ করা।
- ভিয়েতনামের মত ২ শতাংশ সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- আসিয়ানভুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার অত্যন্ত ফলপ্রসু হতে পারে।

সম্ভাবনাময় খাতসমূহে রপ্তানি বহুমুখীকরণে নীতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর সুপারিশমালা

- ডব্লিউটিও গাইডলাইনের আলোকে আইনি সংস্কার প্রয়োজন।
- এলডিসি থেকে উত্তোরণের পরও যাতে বেশ কিছুদিন রপ্তানি বাজারে শূন্য শুল্ক ও কর সুবিধা পাওয়া যায়, তার জন্য যথাযথ নেগোসিয়েশন করা প্রয়োজন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি নেগোসিয়েশন সেল গঠন করা যেতে পারে।
- শিল্পনীতির সাথে আমদানি রপ্তানি নীতিমালার সমন্বয় থাকা অত্যন্ত জরুরী। সর্বোপরি এই নীতিমালাসমূহের সাথে সমন্বয় থাকা দরকার।
- বিভিন্ন নীতিমালায় তৈরি পোষাকমুখী পক্ষপাত এবং রপ্তানি-বিরুদ্ধ পক্ষপাত ইত্যাদি বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।
- অগ্রাধিকারমূলক বাজারের সুবিধা পেতে হলে এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষর করা প্রয়োজন। সর্বাঙ্গীন দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি করা যেতে পারে। এফটিএ বা পিটিএ করলে যে যে ধরণের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা মূল্যায়ন করা দরকার।
- অর্থায়নের বহুমুখী উৎসের সন্ধান করতে হবে।
- এনএসডিএ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বাস্তবায়ন প্রয়োজন।
- প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মানোন্নয়ন করা দরকার। দক্ষতা বৈসাদৃশ্য দূরীকরণে এনএসডিএ উপযোগিতা উন্নয়নে পাঠ্যক্রম এবং কর্মদক্ষতা সহায়ক শিক্ষা উপকরণ (সিবিএলএম) তৈরি করেছে।
- নতুন নতুন রপ্তানি বাজার খুজে বের করতে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ও অধিক হারে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা।
- বিশ্বের বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে যাতে করে নন-ট্যারিফ বাধা তুলে দেয়া হয় সেজন্য সরকারকে আপোস আলোচনার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।
- বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনগুলোকে আপোস-আলোচনার দক্ষতা উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- অন্যান্য দেশের সব থেকে ভাল ভাল নীতি চর্চা, আর্থিক বা অর্থ-বহির্ভূত প্রণোদনা চর্চাকে বাংলাদেশে অনুকরণ করা যেতে পারে।
- বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ আকর্ষনে কর্পোরেট কর হার হ্রাসকরণ এবং সহজে ব্যবসা সূচকে উন্নতি করা প্রয়োজন।

শিল্প জ্বালানী উৎসের উপর সুপারিশমালা

- শহরায়ন ও শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে এলপিজি, বোতলজাত এলপিজি পিপিপি মডেলের আওতায় সংরক্ষণাগার স্থাপন করা হবে।
- প্রধান প্রধান রপ্তানিমুখী শিল্পে কো-জেনারেশন বা ট্রাই-জেনারেশনে ব্যবহৃত ক্যাপটিভ ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যতিত অন্যান্য ক্যাপটিভে সরকার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে।
- গ্যাস দ্বারা বিদ্যুৎ উপাদনের পরিমান ৪২.৯৯ শতাংশ এবং ক্যাপটিভে ১৫.৬৪ শতাংশ। অতএব যারা শিল্প গ্যাস ব্যবহারে দক্ষ নয় তারা এটা ব্যবহার না করা।
- শিল্প-কারখানার ছাদে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার এবং বৃষ্টির পানি ধরে রেখে ব্যবহার অর্থনৈতিকভাবে প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।
- দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, তাই নিজস্ব এলপিজি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দ্বিতীয় শোধনাগার তৈরি করা উচিত।

- Implementing flexible Monetary and Fiscal policy.
- Ensuring protection of local industries through Bangladesh Trade and Tariff Commission.
- Restructuring education system to shift focus from traditional education to technical education and to build skilled human resources.
- Assigning VAT on profit instead of product's price will be better in view of the capacity of the MSME businesses and their clients.
- Availability of loan at around 2% interest rate like Vietnam is essential.
- Accessing into the ASEAN market is crucial.

Recommendations on Regulatory reform requirements for export diversification of potential sectors:

- Rules and regulations require rigorous reforms in line with the WTO guidelines.
- Negotiation for a separate package after LDC graduation through a separate "Negotiation Cell" in the Ministry of Commerce.
- Industrial Policy should have proper coordination with the export and import policy. Hence, a proper coordination and synchronization among these policies are needed.
- Pro-RMG bias and anti-export bias in different policies need to be addressed.
- FTA/PTAs are needed for preferential market access. Bilateral comprehensive economic partnership agreement can be addressed. Likely benefits and costs of PTAs and FTAs need assessment.
- Multiple sources of fund are also needed.
- Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)" developed by NSDA needs implementation.
- Standard of training institutions needs to be improved. NSDA prepares skills-based curriculum and Competence based Learning Material (CBLM) to address skills gap.
- More participation in trade fairs and frequent exchange of trade delegation are important to explore new market.
- Government needs to negotiate to remove non-tariff barriers imposed by various trade partners.
- Negotiation skills of the foreign missions need to be improved.
- Cross-country best policy initiatives or incentive practices may be replicated in Bangladesh.
- Corporate tax should be reduced and improving in the ease of doing business index is necessary to attract FDI.

Recommendations on Industrial Fuel Source:

- Considering the demand for LPG, LPG bottling, storage facility needs to be enhanced through the PPP model fitting urban and industrial context in the long run.
- Government may suspend gas supply for captive power except the cases where it is used for co-generation and tri-generation in export-oriented major industries.
- Power generation from gas is 42.99% and in captive it is 15.64%. Therefore, those who are not proficient in using industrial gas are requested not to use it.
- Industrial rooftop solar, rainwater harvesting would be economically beneficial for retaining competitiveness.
- As economic growth is developing, second refinery should be built for increasing capacity of own LPG production.

দক্ষতা উন্নয়নঃ শিল্প-শিক্ষা সমন্বয় এর উপর সুপারিশমালা

- শিল্পের চাহিদা মোতাবেক শ্রেণীকক্ষ ও পরীক্ষাগার ভিত্তিক ব্লেন্ডেড আউটকাম নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।
- গুণগতমান সম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট ও নলেজ পার্ক তৈরি করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত ও গবেষণা নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্ভাবনী সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পশ্চিমা বিশ্বে এমনকি আঞ্চলিক দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুসরণকৃত উৎকৃষ্ট চর্চাসমূহকে অনুকরণ করে আমাদের এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
- শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, শিল্প রূপান্তর এবং পেশাগত স্বয়ংক্রিয়তার সাথে সমন্বিত হতে হবে যাতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা যায়।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক কাউন্সিল এবং উপদেষ্টা পরিষদে বেসরকারি খাত থেকে প্রতিনিধিত্ব শিল্প-শিক্ষার মধ্যকার দূরত্ব কমাতে সাহায্য করবে।
- উদ্ভাবনী গবেষণা কার্যক্রমকে বাণিজ্যিকীকরণ করার জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে। এই সুযোগটিই গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এবং শিল্পখাতকে একটি ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের আওতায় নিয়ে আসতে সহায়তা করবে।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সেরা চর্চাগুলোকে স্বীকৃতি দিতে পারে এতে করে শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি প্রতিযোগিতামূলক সংস্কৃতির সৃষ্টি করবে এবং এই ব্যবস্থাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে কার্যকরী হবে।
- ডিসিসিআই, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে শিল্পে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট চর্চাসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করতে পারে যেগুলো শিক্ষাখাতের খুব কাছাকাছি কাজ করে উৎকৃষ্ট মানবসম্পদ তৈরি করে।
- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবেঃ স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রার আওতায় প্রশিক্ষণ, শ্রম দক্ষতা উন্নয়ন এবং চ্যালেঞ্জ ও তার প্রতিকার বের করা, দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রার আওতায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সহজে ব্যবসা সূচকে উন্নয়নে সুপারিশমালা

- দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে।
- বাণিজ্য সহযোগিতা চুক্তি (টিএফএ) বাস্তবায়নের জন্য আমাদের কারেকটিভ এ্যাকশন প্ল্যান (সিএপি) ত্বরান্বিত করতে হবে কারণ আমাদের টিএফএ বাস্তবায়ন প্রতিশ্রুতির হার মাত্র ৩৫ শতাংশ।
- সিঙ্গাপুর কনভেনশন স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিকল্প বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা বা মেডিয়েশন একটি কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে কাজ করবে তবে একই সাথে ইনসলভেন্সি আইনের সংস্কার প্রয়োজন।
- ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারি সকল সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তিসমূহ যেন ব্যবসায়ী মহল সময়মত অবহিত থাকতে পারে সে বিষয়ে নজর দিতে হবে।
- প্রাথমিক বিনিয়োগ আকর্ষণে বেসরকারি খাতকে বিডা'র সাথে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।
- বেসরকারি খাতে যে সকল সংস্কার কর্মকাণ্ড হয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোন জরিপ হয়ে থাকে তাতে সংস্কার সংক্রান্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদান করা।
- দেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের বেসরকারি খাতের সাথে একযোগে কাজ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে চেম্বারগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে যার মাধ্যমে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ হাতে নেয়া যায় ও অতিমারি থেকে পুণঃরুদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।
- বিকল্প বাণিজ্য বিরোধ নিরসনকল্পে বাংলাদেশ মধ্যস্থতা ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের লক্ষ্যে জাতিসংঘের চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে যা সিঙ্গাপুর কনভেনশন নামেও পরিচিত।
- করজালের আওতাবহির্ভূত জনগণকে করজালের অন্তর্ভূক্ত করতে বাণিজ্য সংগঠনসমূহ বা চেম্বারগুলোর ভূমিকা রয়েছে। সকলকে করজালের আওতায় নিয়ে আসতে পারলে সবার উপর করের বোঝা কিছুটা কমে আসবে কারণ রাজস্ব আদায় বজায় রাখতে কিছু কিছু জায়গায় এখনও সমস্যা রয়ে গেছে।
- কর নীতিমালা এবং নিরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন কেননা কিছু কিছু বিধান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বাঁধাস্বরূপ।

Recommendations on Skill Development: Industry-Academia Linkage

- Introducing a blended Outcome-based-Education (OBE) system encompassing classroom and laboratory-based learning with an industrial orientation at both engineering and non- engineering education across the board.
- Establishing science technology engineering and math (STEM) based Research Universities to create quality graduates and Knowledge Parks.
- Updating the University curriculum incorporating the best practices followed in best Western and regional universities to foster innovation and students' betterment.
- The public and private sectors need to provide financial support to research activities of the universities for the development of skilled human resources.
- The educational curricula should be accustomed to technological advancement, industrial transformation, and occupational automation to survive in the global job market.
- Industry representation in the academic council and advisory board of universities could help minimise the gap between the industry and the academia.
- Need to create opportunities to commercialize research and innovations. This will incentivize research bodies, universities and industries to build the fraternity.
- Ministry of Education and University Grants Commission should recognize the best practices of the universities which will create a competitive culture and will support our education system exposure.
- DCCI in collaboration with the Ministry of Industries and Ministry of Commerce should recognize the best practices of the industries which work closely with academia to produce the best human resources for the country.
- Need to focus on Short-term and Long-term Goal: short-term goal is training People, developing skilled labor and challenges and finding solutions at the moment and long-term goal is to develop cutting edge disruptive technology in collaboration between industry academia.

Recommendations on Ease of Doing Business

- Better coordination between the government agencies and the private sector is required to attract more foreign direct investment (FDIs) in the country.
- Need to fasten the Corrective Action Plan (CAP) for implementing TFA as our TFA implementation commitment is around 35%.
- Mediation is needed as an effective tool for resolving commercial disputes by signing Singapore Convention as well as reforms of insolvency act.
- Businesses should be well aware of all government circulars or notifications related to trade and commerce.
- Private sector needs to work closely with Bangladesh Investment Development Authority
- Private sector businessmen to know about the reforms that have taken place and also response the survey considering the reforms which have already been done.
- Concerned policymakers are required to take necessary initiatives in association with the private sector for improving country competitiveness. In this regard, a high-powered national steering committee is needed including Chamber bodies for time-bound improvement for relevant reforms as well roadmap of pandemic recovery.
- Bangladesh can sign the UN treaty on mediation, namely the Singapore Convention on Mediation to achieve universal recognition of mediation as a powerful commercial dispute resolution tool.
- Trade bodies and chambers have responsibilities to fetch the people within the tax net who are not under the tax net right now. It will ease the tax burden on all, as currently; some anomalies consciously are there to meet the revenue target.
- Taxation policy and auditing process need to be changed as some provisions of these can be seen as detrimental to the economic growth of Bangladesh.

আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলোতে ডিসিসিআই থেকে প্রস্তাবিত বেশ কিছু সুপারিশমালা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে পরবর্তীতে কোভিডের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্বারা এর কিছু কিছু বাস্তবায়িতও হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশে বেসরকারি খাত নির্ভর শিল্প উন্নয়নে আর্থিক কিংবা মুদ্রানীতি উভয়েরই সমান গুরুত্ব রয়েছে, আর এ জন্যই একটি সম্প্রসারণমূলক বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহকে ত্বরান্বিত করতে ২০২১-২২ সালের জন্য একটি উপযোগী মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের অর্থনীতির জন্য ২০২১-২২ সালের বাজেটটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিসিসিআই ইতোমধ্যে এনবিআর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত অর্থনেতিক পুণঃরুদ্ধারের কথা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ব্যবসা বান্ধব মতামত/সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে এর অংশীদারিত্ব এবং নীতি সহায়তার ভূমিকা আরও জোরদার করতে পেরেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিহাসে একটি গণমুখী ও ব্যবসা-বান্ধব সর্ববৃহৎ ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকার বিশাল বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। সিএমএসএমই খাতের সুরক্ষায় ডিসিসিআই সর্বদা সরব ছিল। ডিসিসিআই বাজেটের উপর অন্যান্য প্রস্তাবনার সাথে ভ্যাট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আইনে সিএমএসএমই বান্ধব বিধান রাখা, পণ্যের মুনাফার পরিবর্তে মূল্য সংযোজনের উপর ভ্যাট আরোপ, টার্ণওভার করের সীমা রেখা বৃদ্ধি করা, ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে ভ্যাট রিটার্ন, অনলাইন ভ্যাট রিটার্ন পদ্ধতি, তালিকাভূক্ত ও অতালিকাভূক্ত কোম্পানির কর্পোরেট করের হার হ্রাসকরণ, ডিভিডেন্ট-এর উপর কর রহিতকরণ, বিদ্যমান করদাতাদের উপর চাপ বৃদ্ধি না করে নতুন করদাতা সনাক্তকরণ, রপ্তানি বহুমুখীকরণের উপর জোর দেয়া, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ভ্যাট ও ট্যাক্স ছাড়ের প্রস্তাব করে। ডিসিসিআই উন্নয়ন বাজেটে যৌক্তিক হারে বরাদ্দ রাখা, সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের জন্য অধিক বরাদ্দ, কোভিড থেকে পুণরুদ্ধারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে বেশি বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব রেখেছে। আমরা ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে নীতি সুপারিশ তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পেরেছি। এনবিআর তালিকাভূক্ত ও অতালিকাভূক্ত উভয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্পোরেট করের হার ২.৫ শতাংশ হারে কমিয়ে, তিন কোটি টাকার উপর গ্রস রিসিট ট্যাক্স ০.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.২৫ শতাংশ নির্ধারণ করে, পাইকারি ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা, শিল্পের কাঁচামালের উপর অগ্রিম কর ৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশে নির্ধারণ, আমদানি বিকল্প এসএমই উৎপাদনকারীদের সুরক্ষা এবং বিলাসবহুল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে শুল্ক বৃদ্ধি করে ব্যবসায়ীদের কিছুটা সুবিধা করে দিয়েছে।

২০২১-২২ সালের বাজেট পর্যালোচনায় আমরা দেখেছি যে, এনবিআর এর রাজস্ব খাতে ভ্যাট থেকে আহরিত হয় ৩৮ শতাংশ, ট্যাক্স থেকে আসে ৩১.৫ শতাংশ, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থেকে আসে ১৭ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ১৩.৫ শতাংশ আসে আমদানি শুল্ক থেকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি খাতের স্বার্থে অগ্রাধিকারমূলক ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের জন্য কর্পোরেট করের হার প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে মিল রেখে হ্রাস করার জন্য ডিসিসিআই সর্বদাই এনবিআরকে বলে আসছে। বর্তমানে বিশ্বে গড় কর্পোরেট করের হার ২৩.৬ শতাংশ, এশিয়াতে ২১.১৩ শতাংশ, ওইসিডি দেশগুলোতে ২৩ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশে সাধারণ কর্পোরেট করের গড়হার ৩০ শতাংশ, সর্বাধিক ৪৫ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ। এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, এনবিআর ডিসিসিআই'র সুপারিশগুলোকে আমলে নিয়ে কর্পোরেট করের হার কমিয়েছে, এমএসএমই বান্ধব ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং শিল্প বান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর সাথে সংগতি রেখে কর্পোরেট করের ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি বাংলাদেশের বিনিয়োগ প্রতিযোগী সক্ষমতা এবং দেশে বহুমুখী উৎপাদনশীল খাতে এবং বিশাল সেবা খাতে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ডিসিসিআই প্রদত্ত ব্যবসা বান্ধব বাজেট সুপারিশমালার কিছু কিছু সরকার অনুমোদন করেছে। ডিসিসিআই মনে করে, ঘোষিত বাজেটটি ব্যবসা বান্ধব ও অর্থনৈতিক পুণঃরুদ্ধার কেন্দ্রিক। জীবন-জীবিকার সমন্বয় সাধনের একটা চেষ্টা এই বাজেটে পরিলক্ষিত হয়।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা খুব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধারে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ একীভূতকরণ এ মূহুর্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নতুন অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সমষ্টিগত উদ্যোগ নিউ নরমাল পরিস্থিতিতে বিদ্যমান স্থবিরতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে অন্যতম আকর্ষনীয় বিনিয়োগের স্থান হিসেবে তুলে ধরতে ও অতিমারি থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে ২০২১ সালে ডিসিসিআই বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ হাতে নিয়েছে।

It is my pleasure to share with you that many of the policy recommendations and measures proposed by the DCCI to the Prime Minister's Office and different Government agencies were endorsed by the Government and, in turn, these were implemented by the concerned agencies of the government to reduce the COVID-19 induced impacts.

Respected Members of DCCI,

Both Fiscal and Monetary Policy have significance in determining the private sector-led industrial development of Bangladesh and thus an expansionary and private sector credit stimulating Monetary Policy for FY2021-22 has been declared. National Budget for FY 2021-22 was also very critical for the economy. I am delighted to mention that DCCI strengthened partnership and policy advocacy roles with the NBR and Ministry of Finance by giving fact-based inputs for a business-friendly national budget, especially focusing on quick recovery of the business.

A pro-people and business friendly national budget of Tk. 6,03,681 crore, the largest by size in the economic history of Bangladesh, has been declared. To safeguard the CMSME sector, DCCI was vocal to introduce CMSME friendly provisions in VAT & SD Act along-with other budget proposals such as imposing VAT based on the value addition of a product, enhancing the threshold level for turnover tax, quarterly VAT return, online VAT return system while putting emphasis on reducing corporate tax for both listed and non-listed companies, withdrawal of tax on dividend, increase the tax net without creating pressure on existing tax payers, promote export diversification, financial sector development, waiver of vat and taxes for new but small ventures along with other business and industry related recommendations to incorporate in the National Budget of FY 2021-22. DCCI also proposed rational allocation in the development budget, higher allocation in social safety net and health sector to keep the pandemic effects at minimum in the economy with a view to ensuring quick COVID recovery.

I am pleased to refer that the policy advocacy role of DCCI acted positively and NBR brought relief for both businesses and individuals through reducing corporate tax rate by 2.5% from existing rate for listed and non-listed companies, reducing Gross Receipt (more than Tk. 3 crore) tax from 0.5% to 0.25%, providing protection measures of wholesalers because they sell more traded products on lower margin profit rate and the same product changes the hands of traders frequently, reducing advance tax for industrial raw material from 4% to 3%, providing protectionist measures for import-substitute SMEs and increasing duty for importing the luxury product on import stage.

Recapping the national budget FY2021-22, we found that 38% of NBR revenue comes from VAT, 31.5% comes from Tax, 17% comes from supplementary duty and the rest 13.5% comes from Import duty. During 2021-22, DCCI played strong advocacy role pursuing NBR to prioritize private sector interests for rationalization of corporate tax for publicly listed and non-listed companies in line with competing countries. At present, the average corporate tax rate in the world is 23.6%, 21.13% in Asia and 23% in the OECD countries. On the other hand, in Bangladesh, general corporate tax threshold is 30%, maximum is 45% and minimum is 10%. It is encouraging that NBR has accepted DCCI's proposals by reducing corporate tax, MSME friendly VAT measures and pro-industry measures. Gradual reeducation of the corporate tax in line with competing countries will help improve investment competitiveness of Bangladesh encouraging local and foreign investment in diversified manufacturing and emerging service sector. Government has approved fully and partially in some cases of pro-business budget proposals shared by DCCI. DCCI found the budget business friendly and private sector recovery centric in a broader point of view. This national budget had more focus on revival of economy and tried to focus on balancing live and livelihood.

Respected Members of DCCI,

The COVID-19 pandemic has brought unprecedented challenges to the global economy severely impacting global supply chain system. Trade and investment integration with developing and developed countries is crucial for economic recovery and creating employment opportunities. The new economic collaboration and collective efforts in the new normal situation can rebound this current economic stagnation. During 2021, DCCI also undertook many focused initiatives to brand Bangladesh as a promising investment destination and secure new trade and investment opportunities unlocked due to the pandemic.

ব্যাপক অর্থনৈতিক রূপান্তরের সাথে সাথে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটালাইজেশন এর মাঝে ডিসিসিআই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ আকর্ষনের নিমিত্ত একটি বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের সাথে ৫টি আলাদা আলাদা অঞ্চল যেমন আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও প্যাসিফিক এবং আফ্রিকা অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কিত অংশীদারিত্ব জোরদার করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে ভার্চুয়ালি সপ্তাহ ব্যপি 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১' এর আয়োজন করে। সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে একটি আকর্ষনীয় বাণিজ্যিক স্থান ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য একটি উত্তম গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা। নতুন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন, অগ্রাধিকার ভিত্তিক শিল্পখাতসমূহে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাও এই সামিটের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এটাই ছিল বাংলাদেশে এযাবৎকালে হওয়া সবচেয়ে বড় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন, যা সম্পূর্ণ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

এই সামিটে ৯টি খাতকে অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এই খাতসমূহতে অধিকহারে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। খাতগুলো হলো: অবকাঠামো (ফিজিক্যাল, লজিস্টিক এবং এনার্জি), তথ্যপ্রযুক্তি ও ফিনটেক, চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, অটোমোবাইল এবং হালকা শিল্প, প্লাস্টিক পণ্য, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাট ও টেক্সটাইল, ভোগ্য পণ্য ও রিটেইল। এছাড়াও ৭দিন ব্যাপি সামিটে ৬টি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে ৬টি আলাদা আলোচনা অনুষ্ঠান বা ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। আলোচনাগুলো থেকে বেশ কিছু ফলাফল কেন্দ্রিক আউটকাম উঠে এসেছে যা আমাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ইকোসিস্টেমকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সহায়ক হবে।

সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে দেশি-বিদেশি প্রায় ৫৫২টি কোম্পানি ৩৮টি দেশ থেকে ৪৫০টি পরিকল্পিত বিটুবি থেকে ৩৬৯টি বিটুবিতে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। বিটুবি সেশন শেষে ১.১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। ১৩টি দেশ থেকে ২০টি কোম্পানি যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং ১৪টি দেশ থেকে বিদেশি কোম্পানিসমূহ বাংলাদেশ থেকে ২৬টি পণ্য আমদানি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে পক্ষান্তরে বাংলাদেশি কোম্পানি ১৩টি দেশে রপ্তানি করার আগ্রহ দেখিয়েছে। শ্রীলংকা থেকে একটি কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে চুক্তি ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করার আগ্রহ দেখিয়েছে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ যে সকল দেশ দেখিয়েছে তারা হলো- ভিয়েতনাম, চীন, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, জাপান, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, হংকং, নাইজেরিয়া, ভারত, পাকিস্তান ও ইরান। দেশগুলো দুগ্ধ পণ্য, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, ইআরপি, বন্দর উন্নয়ন, অবকাঠামো, নবায়নযোগ্য জ্বালানী, ফিনটেক, টেক্সটাইল, তৈরি পোষাক, সোলার এনার্জি, ভোগ্য পণ্য, বিদ্যুৎ, টেলি-যোগাযোগ এবং পাট খাতে আগ্রহ দেখিয়েছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বকে তার বিনিয়োগ আকর্ষনের প্রস্তুতি ও অর্থনৈতিক দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে।

এর আগে একই ভাবে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ও বৈশ্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতি পুণরুদ্ধারের স্বার্থে অর্থনৈতিক কূটনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত জানুয়ারি মাসের ৫-৭ তারিখ পর্যন্ত ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১ আয়োজন করা হয় যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'মেকিং বিজনেস স্ট্রংগার দেন এভার' অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যকে যেকোন সময়ের চাইতে শক্তিশালী করা। কনক্লেভটি আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নশীল এমনকি উন্নত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যক, বিনিয়োগ ও ম্যাচ-মেকিং-এর মাধ্যমে গভীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ এবং সর্বস্তরের উদ্যোক্তাবৃন্দ ব্যবসা সম্প্রসারণে একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান একে অপরের সাথে শেয়ার করার সুযোগ পান। এই কনক্লেভে ৯টি দেশের ২৩৪টি স্থানীয় ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে প্রায় ১৩২টি বিটুবি অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, দেশ বিদেশের ৩৪ জন কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দ এবং শিল্পোদ্যোক্তারা এই কনক্লেভে অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ডিসিসিআই'র ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিদেশি বিনিয়োগ, এমএসএমই খাতের নতুন নতুন বাজারে প্রবেশাধিকাররের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং বিশ্ব দরবারে ডিসিসিআই'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে নিরলস ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদেশি মিশনগুলো, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন, আন্তর্জাতিক চেম্বার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ডিসিসিআই আরো গভীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে ডিসিসিআই ২০২১ সালে বিভিন্ন বহুমুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

Coinciding massive economic transformation with the celebration of Birth Centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 50 years of the independence of Bangladesh and growing digitalization spree, DCCI, undertook an opportune move to rejuvenate the global trade and investment fraternity partnering Ministry of Commerce, Government of Bangladesh. Ministry of Commerce and DCCI organized a virtual week-long International Investment Summit titled **Bangladesh Trade & Investment Summit 2021** to deepen collaboration of Bangladesh with the investors from the five regions; Americas, Europe, Middle East, Asia & Pacific and Africa**.** The objectives of the Summit were to promote Bangladesh as an attractive trading and FDI destination, extend global integration on trade and investment into a new global reality as well as to secure investment in diverse priority industries. This event is the largest ever virtual trade and investment summit of the country including B2B fully arranged through a virtual mode.

This summit included nine sectors underscoring critical enablers and avenues of the economy, demanding investment especially in Infrastructure (Physical, logistics & Energy), ITES & FINTECH, Leather goods, Pharmaceuticals, Automotive & Light Engineering, Plastic products, Agro & Food Processing, Jute & Textiles, FMCG & Retail having 6 critical discussion sessions. Her Excellency Sheikh Hasina, Honourable Prime Minister of Government of the People's Republic of Bangladesh joined virtually as the Chief Guest in the inaugural ceremony of the Summit above all other dignitaries from home and abroad joined the event.

There were six separate discussion sessions held to ease the trade and investment prospects and potentials across the regions. The critical discussion sessions have created some result-oriented outcomes that were expected to shape up our trade and investment ecosystem and improve the regional and global business synergy in the near future.

In the week-long Summit, representatives from around 552 companies from 38 countries took part in 369 Business-to-Business (B2B) match-making sessions through online platform out of 450 planned B2Bs. Expression of Interests for investment of USD 1.16 billion came up from the B2Bs. 20 companies from 13 countries have expressed interest in joint ventures and foreign companies from 14 countries intended to import 26 products from Bangladesh whereas Bangladesh expressed to export to 13 countries and 1 contract farming interest was received from a Sri Lankan company.

Countries showed interest in Bangladesh were Vietnam, China, Thailand, United Kingdom, Japan, Sri Lanka, Philippines, Hong Kong, Nigeria, India, Pakistan and Iran in dairy products, digital land management, ERP, port development, infrastructure, renewable energy, fintech textile & RMG, solar energy, FMCG, energy, telecommunication and jute sectors. Through this summit, Bangladesh showed her investment readiness and economic competence to the world. The key findings of the summit are enclosed into another chapter of this Annual Report.

Prior to that, in the same direction of economic diplomacy for trade and investment expansion, DCCI, came up with an exceptional and innovative approach of global business recovery event organizing "DCCI Business Conclave-2021" held between from 5 to 7 January, 2021 with the theme of "Making Business Stronger than Ever". The objective of the conclave was to foster partnership and collaboration with both the developing and developed countries through trade, investment and business match-makings. It also connected investors and entrepreneurs for sharing knowledge, experience and forging collaboration for business expansion. Around, 132 B2B match-making sessions were held with the presence of 234 local and foreign businesses from 9 countries. Among others, Government dignitaries and 34 diplomatic mission chiefs from home and abroad around the world and business personalities, leaders and industry leaders joined and grace the Conclave.

Respected Members of DCCI,

Trade Facilitation Department of DCCI plays a pivotal role to facilitate cross-border trade, foreign investment, improves market access for MSMEs, promote economic diplomacy, enhance business to business connectivity and uphold the image of DCCI on the global stage. During the year 2021, diverse activities have been executed to increase collaboration with Foreign Missions of different countries in Bangladesh, Bangladesh Missions abroad, International Chambers and International Trade Promotion Agencies.

এরই অংশ হিসেবে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশে অবস্থিত প্রায় ১৬ জন রাষ্ট্রদূতের সাথে এবং ২ জন মিশন প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। এই সভাগুলোর উদ্দেশ্য ছিল দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বিরোধ, প্রতিবন্ধকতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা খুঁজে বের করা, বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি করা, এলডিসি থেকে উত্তোরণকালীন সময়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ, এলডিসি উত্তোরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ, যৌথ গবেষণা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা, ব্যবসায়ীদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার সুফল ভোগ করা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী এর সাথে বৈঠক

ডিসিসিআই ও পাকিস্তান হাই কমিশনের বৈঠক ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্কের সহযোগিতায় কিভাবে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আরও বেগবান করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। দু'দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্প্রসারিত করতে হলে পিটিএ/এফটিএ করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। পাকিস্তানের যে চেম্বারগুলোর সাথে ডিসিসিআই'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত আছে সেগুলোকে পুনরায় কার্যকর করা, সরাসরি বিমান যোগাযোগ, সরাসরি সমুদ্র পথে যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার উপর গুরত্বারোপ করা হয়।

মিশরের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হেইথাম গোব্যাশির সাথে বৈঠক

বাংলাদেশে অবস্থিত মিশরের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মিশরে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। মিশর থেকে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, লাতিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পাওয়া যায়। নির্মাণ ও অবকাঠামো খাতে দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মাঝে যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি হারে তৈরি পোষাক, পাদুকা, ঔষধ এবং সিরামিক পণ্য নেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মুস্তাফা ওসমান তুরানের সাথে বৈঠক

বাংলাদেশে অবস্থিত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক বিগত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের কৃষি শিল্প, হালকা প্রকৌশল, ঔষধ, তথ্য-প্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ, জ্বালানী, গৃহস্থালি পণ্যের উপর আগ্রহ দেখান। সভায় বাংলাদেশ থেকে তুরস্কে সুতা রপ্তানিতে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রত্যাহারের আহ্বান করা হয়।

বৃটিশ হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন-এর সাথে বৈঠক

বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদা একটি অর্থনৈতিক এলাকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক এবং ফিনটেক খাতে যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ আকর্ষন ইত্যাদি বিষয় আলাপ হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার রপ্তানি, বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশের উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা ও বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দূরশিক্ষণ ক্যাম্পাস চালু করার উপর আরো আলোচনা করা হয়।

সিঙ্গাপুরের কনস্যুল, শিলা পিল্লাই-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক

বাংলাদেশে অবস্থিত সিঙ্গাপুরের কনসূলেট এর সাথে ডিসিসিআই'র বৈঠকটি বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়নই ছিল আলোচনার মূল বিষয়। দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পণ্যের বহুমুখীকরণের উপর জোরারোপ করা হয়। অবকাঠামো, ডিজিটাল অবকাঠামো, জাহাজ নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, বন্দর, লজিস্টিক খাতে সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগ আশা করা হয়। এছাড়াও অবকাঠামো খাতে, আর্থিক সেবাখাতে ও বৈদ্যুতিক মেশিনারি খাতে প্রযুক্তিগত দক্ষতার আদান প্রদানের উপর জোর দেয়া হয়।

ভারতের হাইকমিশনার মান্যবর বিক্রম কে. দোরাইশামী-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

ভারতীয় হাই কমিশনারের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার আলোচনা সভা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধতা এবং বিভিন্ন বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দু'দেশের মধ্যকার যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনে দু'দেশের বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর জোরারোপ করা হয়। যে কোন পণ্য রপ্তানিতে বাধার ক্ষেত্রে আপোস আলোচনা, খাতভিত্তিক সহযোগিতা, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়ন, ভারতের কাস্টমস আইন ২০২০ পর্যালোচনা, মিউচুয়াল রেকগনিশন এগ্রিমেন্ট, বাংলাদেশের স্থল বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন, উত্তর পূর্ব ভারতের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, বাংলাদেশ থেকে ভোজ্যতেল রপ্তানি এবং অন্যান্য নন-ট্যারিফ বিষয়সমূহ সহ দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়।

In this regard, President of DCCI conducted meeting with Ambassadors/High Commissioners of 16 Foreign Diplomatic Missions in Bangladesh as well as two Head of Bangladesh Missions abroad. The objectives of the meetings were to address trade barriers, prioritize the areas of action to explore bilateral trade and investment opportunities, improve the brand image of Bangladesh, strengthen economic cooperation in the wake of smoother transition to LDC graduation of Bangladesh, address the post LDC challenges, promote joint research, strengthen business to business connectivity and reap the grater benefit of global integration. Some of the key meetings are noted below:

Meeting with H. E. Imran Ahmed Siddqui, High Commissioner of Pakistan to Bangladesh

The meeting between the High Commission of Pakistan in Bangladesh and DCCI was held on 13 January, 2021 at DCCI. The meeting discussed scope of boosting regional trade and investment with an active intervention of SAARC. Signing of PTA or FTA between these two countries, increasing trade volume, reactivating of MoUs with Pakistani Chambers, enhancing connectivity, restart direct flight and establishing direct maritime connectivity and strengthening cultural engagements were discussed.

Meeting With H. E. Haytham Ghobhashy, Ambassador, Embassy of Egypt in Bangladesh

The meeting between Embassy of Egypt in Bangladesh and DCCI was held on 26 January, 2021 at DCCI. The meeting discussed various issues including potentials of Bangladesh's private sector investment in Egypt to avail duty free and quota free access to the USA, EU, Latin America and Middle Eastern counties, joint collaboration in construction and infrastructure sector, create opportunities for more export of Bangladeshi products- cotton, garments, footwear, pharmaceuticals, ceramic and recruiting IT professionals from Bangladesh.

Meeting with H.E. Mustafa Osman Turan, Ambassador of Turkey in Bangladesh

The meeting between Embassy of Turkey in Bangladesh and DCCI was held on 2 February 2021 at DCCI. Turkey showed interest to invest in agro-industry, light engineering, pharmaceuticals, ICT, ship building, energy, household appliances sectors in Bangladesh. During the discussion, DCCI requested to withdraw anti-dumping duty on export of yarn from Bangladesh to Turkey.

Meeting with H.E. Robert Chatterton Dickson, British High Commissioner in Bangladesh

The meeting between the British High Commission and DCCI was held on 9 February 2021 at DCCI. The meeting discussed to establish economic zone in Bangladesh for UK investors, attract UK investment in health, financial sector, higher education and Fintech, promote Bangladesh as software export destination, ways to be competitive and improving business environment of Bangladesh, action for skill development and quality education and interest of UK Universities to invest in Bangladesh's higher education sector under cross-border higher education model.

Meeting with Sheela Pillai, Consul of Singapore in Bangladesh

The meeting between Consulate of Singapore in Dhaka and DCCI was held on 17 February, 2021 at DCCI. The meeting discussed boosting bilateral trade and investments through collaboration and different engagements and activities. Product diversification is mandatory to reduce trade gap between the two countries. Infrastructure, digital infrastructure, shipbuilding, ICT and port, logistics sectors are preferable sectors for Singaporean investment in Bangladesh. Transferring technical know-how in infrastructure development, financial services and electronics machinery sectors for local and regional market was stressed.

Meeting with H.E. Vikram K Doraiswami, Indian High Commissioner in Bangladesh

The meeting between the High Commission of India in Bangladesh and DCCI was held on 23 February, 2021 at DCCI. The meeting discussed inclusion of private sector of both countries in the Joint Economic Commission to address the non-tariff barriers and trade-related disputes. The meeting also highlighted negotiation on export restriction for any product, sector specific collaboration to promote bilateral trade and investment, review of Custom Rules 2020 of India pertaining to RoO, Mutual Recognition Agreement (MRA) of certification, land port infrastructure, expanding connectivity with north eastern India, export of edible oil from Bangladesh to India with high value addition, infrastructure development and other non-tariff barrier issues to improve bilateral economic relation.

নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হ্যারি ভারওয়েজ-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে অবস্থিত নেদারল্যান্ড এর রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা বিগত ১৪ মার্চ ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত বাজারে জিএসপি প্লাস সুবিধা প্রাপ্তি, কৃষি ও কৃষিভিত্তিক খাতের উচ্চমান সম্পন্ন পণ্য এবং বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান-এর বিষয়ে একসাথে কাজ করার নানামুখী সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্যের আদান প্রদান, সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে একসাথে কাজ করা, ডেল্টা মহাপরিকল্পনা, ডাচ দূতাবাসের সাথে ডিসিসিআই'র একসাথে কাজ করা, সিবিআই প্রোগ্রামের সাথে ডিসিসিআইকে সম্পৃক্ত করা এবং যৌথভাবে প্রকল্প পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মান্যবর আর্ল আর মিলার-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা বিগত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে আয়োজিত হয়। দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, খাত-ভিত্তিক সহযোগিতা, জেলা পর্যায়ে সমহারে উন্নয়ন, কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুণরুদ্ধারের স্বার্থে সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক কার্যক্রম, এলডিসি উত্তোরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, ডিসিসিআই, মার্কিন দূতাবাস ও ইউএসএআইডি তৃপাক্ষিক সহযোগিতা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, বাংলাদেশ-ইউএস বিজনেস কাউন্সিলের যাত্রা, আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা পাওয়া, মার্কিন বাজারে তৈরি পোষাক, পাদুকা, দুগ্ধজাত পণ্যের শুল্ক মুক্ত ও কোটা ফ্রি অন্তর্ভূক্তিসহ কৃষি, অটোমোবাইল, সমুদ্র অর্থনীতি, উচ্চমান সম্পন্ন তৈরি পোষাক ও পর্যটন খাতে সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পাকিস্তানের হাইকমিশনের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক

পাকিস্তান হাইকমিশনের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা গত ২০ জুন ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এফটিএ/পিটিএ স্বাক্ষরের জন্য দু'দেশের সরকারি পর্যায়ে বাণিজ্য আলোচনা, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নিতে ধর্মীয় হেরিটেজ, সংস্কৃতি, খাদ্য ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের মেলবন্ধন উন্নয়ন, জনগনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, যৌথ অর্থনীতি কমিশনের পুণঃজাগরণ, ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলোর চেম্বারসমূহের সাথে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম এবং চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর অনলাইন রোড-শোতে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মালয়শিয়ার হাইকমিশনার মান্যবর মিস হাযনাহ্ মোঃ হাশিম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতির ভার্চুয়াল সভা

বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়শিয়ার হাই কমিশনারের সাথে ডিসিসিআই সভাপতির ভার্চুয়াল বাণিজ্য আলোচনা ২৩ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দ্বি-পাক্ষিক পিটিএ/এফটিএ স্বাক্ষরের সম্ভাবনা, আসিয়ান অঞ্চলে বাংলাদেশের পর্যবেক্ষক মর্যাদা, কার্যকরী কর্পোরেট করের হার, বাংলাদেশি কৃষি পণ্য রপ্তানিকারকদের দক্ষতা উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ, এসএমইদের দক্ষতা শেয়ার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি, বাণিজ্য সহজীকরণে এবং এলডিসি থেকে স্বচ্ছন্দভাবে উত্তোরণের জন্য সেবা খাতে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে মালয়শিয়ার সহযোগিতা প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তরে আলোচনা করা হয়।

নেদারল্যান্ডের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মান্যবর এ্যানে ভ্যান লুবেন-এর সাথে পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকটি বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশে সহজে ব্যবসা করার পরিবেশের উন্নতির অগ্রগতি, কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং এর স্বার্থে বেসরকারি খাতের সেরা সফলতাসমূহের উদাহরণ তুলে ধরা, মৎস, তথ্যপ্রযুক্তি এবং কৃষি খাতে ডাচ বিনিয়োগ আকর্ষণ, কৃষি প্রক্রিয়াজতকরণ পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং দু'দেশের ব্যবসায়ীদের মাঝে আরও বেশি যোগাযোগের জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বিনিময়সহ অন্যন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত মান্যবর গানার উরেয়া-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের এক বাণিজ্য আলোচনা বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে যেসকল খাতে যৌথভাবে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় দু'দেশের মধ্যে ডাবল ট্যাক্সেশন এভয়ডেন্স ট্রিটি নিয়ে একটি সমঝোতা স্বাক্ষরের বিষয়টি উঠে আসে। ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে কসোভোর ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। কসোভো চাইলে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পেশাদার কর্মী নিতে পারে একই সাথে এ দেশ থেকে বেশি করে প্রকৌশলি এবং দক্ষ মানবসম্পদ নেয়ারও আহ্বান জানানো হয়।

Meeting with H. E. Harry Verweij, Ambassador, Embassy of the Kingdom of Netherlands in Bangladesh

The meeting between Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangladesh and DCCI was held on 14 March 2021 at DCCI. The meeting discussed ways to avail GSP plus in the EU market, virtual business summit focusing on Agro and allied sector and high-end products, working together to segregate the delta plan into different and segmented documents. The meeting also highlighted on exchanging of information and collaboration on blue economy, Delta plan activation, creating a working ground between DCCI and the Netherlands Embassy, inclusion of DCCI in the CBI program and funding for developing joint projects.

Meeting with H.E. Earl R. Miller, Ambassador, U.S. Embassy in Bangladesh

The meeting between the U.S Embassy in Bangladesh and DCCI was held on 21 March 2021 at DCCI. The meeting discussed to boost bilateral trade and investment, sectoral cooperation, balanced development of all districts of Bangladesh, potential areas of cooperation between Bangladesh and USA for next stage of revival of Bangladesh economy from COVID-19 disruption and LDC graduation challenges, potential areas of tripartite cooperation engaging DCCI, U.S. Embassy and USAID, cooperation for climate change risk management, launching Bangladesh-USA Business Council, restoration of GSP facility, inclusion of RMG, footwear and dairy products of Bangladesh under DFQF facility of USA as well as cooperation between Bangladesh and the USA in agriculture, automobile, blue economy, high-end RMG and tourism sectors.

Meeting with the Pakistan High Commission in Bangladesh

The meeting between High Commission of Pakistan in Bangladesh and DCCI was held on 20 June 2021 at DCCI. The discussion included importance of G2G cooperation for bilateral FTA/ PTA, promotion of Islamic heritage, culture, food and music to boost bilateral cooperation, building people to people contact, revival of the Joint Economic Commission (JEC), collaboration of D-8 countries engaging leading chambers and participation in China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) online Roadshow.

Meeting with H.E Haznah Md. Hashim, High Commissioner, High Commission of Malaysia in Bangladesh

The virtual meeting between High Commission of Malaysia in Bangladesh and DCCI was held on 23 June 2021. The meeting discussed on importance of framing bilateral PTA or FTA, Eastern political dynamics regarding ASEAN observer status of Bangladesh, effective corporate tax rate of Bangladesh, Joint initiative to build the capacity and knowledge of Bangladeshi agro-products exporters on SPS, launch a platform to share the expertise of SMEs from both countries, expand service sector cooperation particularly in the areas of IT, healthcare, education and support from Malaysia in the trade facilitation and smooth transition to LDC.

Meeting with H.E. Anne Van Leeuwen, Ambassador of the Netherlands in Bangladesh

The meeting between Embassy of Netherlands in Bangladesh and DCCI was held on 8 September, 2021 at DCCI. The meeting discussed about the improved doing business environment of Bangladesh, showcasing success stories of private sector to improve country branding, attracting Dutch investment in fisheries, ICT and agriculture sector, improving capacity of Bangladeshi businesses for agro-processed products export and exchange delegation to enhance business connectivity.

Meeting with H.E. Guner Ureya, Ambassador, Embassy of Republic of Kosovo in Bangladesh

The meeting between Embassy of Kosovo in Bangladesh and DCCI was held on 8 September, 2021 at DCCI. The meeting discussed on forging joint exercise to identify specific areas of bilateral cooperation and framing agreements on the "Double Taxation Avoidance Treaty" to expand economic cooperation. DCCI invited investment from Kosovo in Economic Zones and Hi-Tech Parks of Bangladesh. For economic reconstruction, Kosovo can outsource IT professionals, engineers and skilled workforce from Bangladesh.

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কিউন-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর লি জ্যাং কিউনের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎ ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে দু'দেশের একসাথে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। দ্বি-পাক্ষিক এফটিএ স্বাক্ষরের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বাংলাদেশে আমদানি বিকল্প শিল্পে কোরিয়ার ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়।

থাইল্যান্ডের মিনিস্টার কাউন্সিলর (কমার্শিয়াল) খেমাথাট আর্কাওয়াথাম্রং-এর সাথে বৈঠক

থাইল্যান্ডের দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর (কমার্শিয়াল) খেমাথাট আর্কাওয়াথাম্রং এর সাথে বৈঠকটি গত ৩ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বি-পাক্ষিক এফটিএ, যৌথভাবে বিনিয়োগের সম্ভাবনা, তৈরি পোষাক খাতে বিনিয়োগ, সরাসরি জাহাজিকরণের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং প্রাযুক্তিক দক্ষতা বিনিময়ের উপর গুরত্বারোপ করে আলোচনা করা হয়।

আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর রাবাহ্ লারবি-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর রাবাহ্ লারবি এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক গত ৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের খাতসমূহ খুজে বের করতে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি, আলজেরিয়াতে তৈরি পোষাক, ঔষধ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, সার ও ফল ইত্যাদি খাতে রপ্তানি সম্ভাবনা খুজে বের করার উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ইতো নায়োকি-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক গত ১০ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'দেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, নতুন নতুন অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুযোগ খুজে বের করা, অটোমোটিভ, তথ্য প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, দক্ষ পেশাদার তৈরি, জাপানি কোম্পানিগুলোর সাথে বাংলাদেশি কোম্পানিসমূহের যোগাযোগ সৃষ্টি, ডিসিসিআই গবেষণা কার্যক্রমে জেট্রো'র সহায়তা এবং বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ফ্রান্সিসকো ডি এসিস বেনিটেজ সালাস এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দু'দেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, বাংলাদেশে স্পেনের বিনিয়োগ আরও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ, স্পেনের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশি বাজার সম্পর্কে পরিচিত করা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক হেরিটেজ সুরক্ষায় স্পেনের কোম্পানিগুলোকে পিপিপি মডেলের আওতায় কাজে লাগানো, স্পেন থেকে নলেজ ফান্ড আহরণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময়, কৃষি খাতে যৌথ বিনিয়োগ এবং শহর ব্যবস্থাপনায় ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সহায়তার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক

বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মিস মাকাওয়াদে সুমিতমোর এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক গত ০২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদ্যমান বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। কিভাবে দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানো যায় সে ব্যাপারেও বিষদ আলোচনা করা হয়। এফটিএ স্বাক্ষরের পূর্বে নেগোসিয়েশনের জন্য একটি সম্ভাব্যতা যাচাই এর প্রস্তাব করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে র‍্যানং বন্দরের সরাসরি যোগাযোগ দুই দেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও বৃদ্ধি করবে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও বিমসটেক এর মধ্যকার নিবিড় সহযোগিতা ও কার্যকরী করা, ভারত, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের উপর দিয়ে যাওয়া ত্রিপাক্ষিক মহাসড়কটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী যৌথভাবে উদযাপন করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ইউএন টেকনোলজি ব্যাংক ফর এলডিসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ

ইউএন টেকনোলজি ব্যাংক ফর এলডিসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জশুয়া সেতিপা-এর সাথে ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশের উৎপাদন খাতকে আরো সমৃদ্ধশালী করার জন্য প্রযুক্তি বিনিময়, এসএমই'র দক্ষতা উন্নয়নে খাতভিত্তিক প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় এবং ইউএন টেকনোলজি ব্যাংকের নেয়া আসন্ন এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে ডিসিসিআইকে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

Meeting with H.E. Mr. Lee Jang-Keun, Ambassador, South Korean Embassy in Bangladesh

The meeting between South Korean Embassy in Bangladesh and DCCI was held on 9 September, 2021 at DCCI. The meeting discussed to work together for improving business climate of Bangladesh, creating environment for bilateral FTA, setting up import substitute industries by the Korean investors in Bangladesh as well as Korean investment promotion in Bangladesh.

Meeting with Mr. Khemathat Archawathamrong, Minister Counsellor (Commercial), the Royal Thai Embassy in Dhaka

The meeting between the Royal Thai Embassy in Dhaka and DCCI was held on 3 October, 2021 at DCCI. The meeting discussed bilateral FTA, investment under joint venture mode, investment in High-end garments, MoU with CPA to facilitate Direct Shipping connectivity, encourage investment and transfer of technical know-how from Thailand.

Meeting with H.E. Mr. Rabah LARBI, Ambassador, Embassy of Algeria, Dhaka

The meeting between Embassy of Algeria in Dhaka and DCCI was held on 4 October, 2021 at DCCI. The meeting discussed about the formation of working group to find best trade and investment solution and potential avenues, potential export basket from Bangladesh to Algeria like RMG, Pharmaceuticals, jute and agriculture products and potential import basket of Bangladesh from Algeria for instance energy and mineral resources, fertilizer and fruits.

Meeting with H.E. Mr. ITO Naoki, Ambassador of Japan in Bangladesh

The meeting between the Embassy of Japan in Bangladesh and DCCI was held on 10 October 2021 at DCCI. The meeting discussed to expand bilateral trade and investment, promote Bangladesh to Japanese investors, explore new avenues of economic cooperation focusing on automotive, ICT, innovation, skilled professionals; ways to connect members of DCCI and Japanese companies, support of JETRO to build the capacity of DCCI in research and trade facilitation.

Meeting with H.E. Mr. Francisco de Asís Benítez Salas, Ambassador, Embassy of Spain in Bangladesh

The meeting between the Embassy of Spain in Bangladesh and DCCI was held on 18 October 2021 at DCCI. The meeting discussed to expand bilateral trade and investment and encouraging investment from Spain to Bangladesh. The meeting also discussed to expand bilateral trade and investment, ways to make aware Spanish investment in Bangladesh, support of the Spanish company under PPP model to promote and protect cultural heritage sites of Bangladesh, attract knowledge fund from Spain, promote tech transfer, joint venture and PPP in agriculture sector of Bangladesh and cooperation to improve city management and waste management.

Meeting with H.E. Ms. Makawadee Sumitmor, Ambassador, Royal Thai Embassy in Bangladesh

The meeting between the Royal Thai Embassy in Bangladesh and DCCI was held on 2 November 2021 at DCCI. The meeting discussed current state of bilateral trade and investment, ways to reduce trade gap, feasibility study on FTA to launch negotiation, importance of setting-up direct sea port connectivity between Chittagong port and Ranong Port, closer cooperation to make BIMSTEC more effective and result-oriented, expansion of India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway Project to Bangladesh to boost regional trade and joint programs to celebrate diplomatic relation of 50 years of Bangladesh and Thailand.

Meeting with Mr. Joshua Setipa, Managing Director, UN Technology Bank for LDC

The meeting between UN Technology Bank for LDC and DCCI was held on 19th October 2021 at DCCI. The meeting discussed the role of UN Technology Bank to promote technology transfer to make our manufacturing sector more productive, support of UN Technology Bank to identify sector wise technology requirements for SMEs for capacity development and inclusion of DCCI as the lead implementing partner of an upcoming enterprise development project of UN Technology Bank for LDC.

ফিড দি ফিউচার এর সাথে বৈঠক

ফিড দি ফিউচার-এর সাথে ডিসিসিআই-এর একটি আলোচনা ২২ জুন ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় পণ্যের মানোন্নয়ন, খাদ্য পণ্যের সনদায়ন, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ ও বেসরকারি খাতকে ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্স এ বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন সভা সেমিনার করা, বেসরকারি খাতের সাথে আলোচনার আয়োজন করা, কোম্পানি নিবন্ধন, স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আলোচনা এবং যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এ ছাড়াও রাশিয়াতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মান্যবর কামরুল আহসান এবং লিবিয়াতে বাংলাদেশের চার্জ ডি এফেয়ার্স গাজী মোঃ আসাদুজ্জামান কবির-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের সাথে রাশিয়া ও লিবিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে আলোচনা করা হয়।

বিশ্ব দরবারে ডিসিসিআই'র ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করতে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডিসিসিআই সদস্যদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে চেম্বারসমূহের সাথে সম্পর্ক জোরদার করতে বেশ কিছু আঞ্চলিক ডায়ালগের আয়োজন করা হয়। ডিসিসিআই বিভিন্ন দেশের সম্মুখ সারির প্রায় ৭১টি বাণিজ্য বা বাণিজ্য সহায়ক প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারকগুলো তেমন একটা কার্যকরী ছিল না, ফলে এমওইউ অংশীদারদের সাথে প্রকৃত সম্ভাবনা খুঁজে বের করা যায়নি।

২০২১ সালে ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগ থেকে ভার্চুয়াল ডায়ালগ আয়োজনের মাধ্যমে এই সকল সমঝোতা স্মারকগুলোকে কার্যকরী করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ডায়ালগগুলোর উদ্দেশ্য ছিল (১) সমঝোতা স্মারকসমূহ কার্যকরী করা, (২) যৌথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ (৩) তথ্য বিনিময়ের পদ্ধতি কার্যকর করা (৪) বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিটে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক চেম্বারগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য সহযোগিতা কামনা। এজন্য ১৬টি দেশের ২৭টি আন্তর্জাতিক চেম্বারসমূহের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক আয়োজন করা হয়। উপরন্তু, ডিসিসিআইর কমপক্ষে ৫০টির ও বেশি সদস্য কোম্পানি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মেলা ও বিটুবি ম্যাচ মেকিং এ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ডিসিসিআই'র ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিশ্বদরবারে অনেক উজ্জ্বল করেছে এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে ডিসিসিআই প্রায় ৩৭৫টিরও অধিক আন্তর্জাতিক চেম্বার ও বাণিজ্য সহায়ক সংগঠন, ৮১টি বিদেশি দূতাবাস, ৬৮টি বাংলাদেশি দূতাবাস এবং এক হাজারেরও বেশি বিদেশি কোম্পানির কাছে পৌছতে পেরেছে। সম্মেলনটি যেন সফলতার সাথে আয়োজন করা যায় তার জন্য সহযোগিতা গ্রহণের নিমিত্ত বিদেশি দূতাবাসসহ অন্যান্য বাণিজ্য সংগঠন, শিল্প উদ্যোক্তাদের সাথে বেশ কিছু ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়। ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগের উদ্যোগে ডিসিসিআই প্রায় ৫০টি বিদেশি দূতাবাসের সাথে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। সম্মেলনটি ডিসিসিআই'র জন্য একটি মাইলফলক ইভেন্ট ছিল যার মাধ্যমে ডিসিসিআই বিদেশি দূতাবাসগুলোর সাথে একটা ভাল সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে একইসাথে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চেম্বারের ভাবমূর্তিও অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে এই ইতিবাচক ভাবমূর্তি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আর এই উদ্যোগের ফলেই উল্লেখিত সামিটে ৩৮টি দেশ থেকে ২৭১টি বিদেশি উদ্যোক্তা বিটুবি ম্যাচ-মেকিং-এ যোগদান করেন।

আইসিসি ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত দি ওয়ার্ল্ড চেম্বারস কংগ্রেস একমাত্র আন্তর্জাতিক ফোরাম যেখানে চেম্বার নের্তৃবৃন্দ তাদের সর্বোত্তম কার্যক্রমসমূহ, চিন্তা চেতনা, পরিকল্পনা, সর্বশেষ ব্যবসায়ীক পরিস্থিতি সম্পর্কে একে অপরের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারে। এ বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেস এর ১২তম আসরে ডিসিসিআইকে এবং এমএমই খাতকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়ায় আমি গর্বিত বোধ করছি। আমাদের আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের জন্য বৈশ্বিক বাজার এককীকরণের ব্যবস্থা সহজতর করার নিমিত্তে, জাতীয় নীতিমালায় প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তার প্রস্তাবনা প্রদানের মাধ্যমে ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সিইপিএ)-এর সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য মতামত প্রদান করা হয়েছে যার মাঝে ৪টি হলো: আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, বৈদেশিক পণ্যের ব্যবহার, বাণিজ্যের এবং নিরপেক্ষ মানুষের উপস্থিতি। সিইপিএ-এর এ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষাটি বিএফটিআই-এর পরিচালনায় হয়েছে।

ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে অ-শুল্ক বাধা (এনটিবি) ও এর সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করে নীতি সুপারিশ বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি)-এ ইতিমধ্যে জমা দেয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত সুপারিশ সমূহের মাঝে রয়েছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথোরিটি অব ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই) এর ল্যাব টেস্টিং, এমআরএ-এর অধীনে স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং, কিছু স্থল বন্দরে সীমিত সময়ের জন্য কাস্টমস কার্যক্রম, স্থল বন্দরে লজিস্টিক খরচ বৃদ্ধি, শর্ট শীপমেন্ট, স্থল বন্দরে অবকাঠামো সুবিধা এবং ভারত কর্তৃক রুলস অব অরিজিন (আরওও) এর নতুনত্ব এর পাশাপাশি বাংলাদেশ-কেনিয়া ব্যবসায়িক সংলাপ এর আলোচনা। বাংলাদেশ-রুয়ান্ডা এবং বাংলাদেশ-কেনিয়ার মাঝে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহায়তার সম্ভাব্য উপায়গুলো তুলে ধরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ম বাংলাদেশ-ইউএই যৌথ কমিশন মিটিং-এ আলোচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে।

Meeting with Feed the Future Bangladesh

The virtual meeting between Feed the Future Bangladesh and DCCI was held on 22 June 2021.The meeting discussed on standardization and certification of food products, sensitize the concerned government agencies and private sector on World Bank's Doing Business Indicators for national competitiveness through seminars, consultation with private sector on new platform of the company registration and Stakeholder consultation on off-dock study and create joint project opportunities.

Virtual meeting was held with Mr. Kamrul Ahsan, Ambassador, Embassy of Bangladesh in Russian Federation and Mr. Gazi Md Asaduzzaman Kabir, Charge d'Affaires, Embassy of Bangladesh in Libya to find ways and chart action plan to improve business connectivity and encourage investment from Russia and Libya respectively in the promising sectors of Bangladesh.

In order to uphold the image of DCCI at the global stage and strengthen Chamber to Chamber cooperation to facilitate international business connectivity of DCCI members, several regional dialogues were conducted engaging international chambers. Over the years, DCCI has executed total 71 Memorandum of Understandings (MoUs) with leading international chambers of different countries. However, MoUs were inactive as no activity was executed under framework of the MoU. As a result, cooperation of DCCI among the MoU partner organizations did not meaningfully flourish to its potential.

Trade Facilitation Department of DCCI has undertaken initiatives to reactivate the MoUs through a virtual regional dialogue with MoU partners in 2021. The purposes of the regional dialogue with MoU partners were: ***(a) to re-activate the MoU, (b) undertake various activities for joint implementation (c) activate information exchange mechanism and (d) seek cooperation of international chambers to encourage their member companies to participate in the B2B matchmaking of the Bangladesh Trade and Investment Summit 2021.*** In this connection, virtual meetings were held with 27 international Chambers of 16 countries. In addition, around 50 plus member companies of DCCI were connected with different international companies linking through different virtual fairs and B2B meets organized by different countries.

The international virtual summit "Bangladesh Trade and Investment Summit 2021" offered opportunities to elevate the image of DCCI on the global stage reaching out 375 plus international Chambers and trade promotion organizations, 81 Foreign Missions in Bangladesh, 68 plus Bangladesh Missions abroad and 1000 plus foreign companies. A series of virtual meetings with foreign missions and trade bodies, industry stakeholders in Bangladesh were held seeking support to organize the Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 successfully. With the effort of Trade Facilitation Department, DCCI connected foreign diplomats/officials from more than 50 foreign missions in Bangladesh to Bangladesh. It was a milestone achievement for DCCI, which in turn, facilitated to build good rapport between DCCI and foreign missions immensely contributing to improve the image of DCCI globally as well as trade and business expansion of the country. It is a matter of delight to mention that these effective endeavors helped congregation of 271 international companies from 38 countries in virtual B2B matchmaking of the Summit.

The World Chambers Congress, organized by the ICC World Chambers Federation, is the only international forum for chamber leaders and professionals to share best-practices, exchange insights, develop networks, address the latest business issues affecting private sector and learn about new areas of innovation from chambers around the world. It was my great pride to represent DCCI and SMEs of Bangladesh in the 12th World Chambers Congress in November 2021. To facilitate measures for global market integration for our cross- border trade, Trade Facilitation department played instrumental role in providing technical inputs to the national policy domains.

Technical inputs on service trade for conducting the feasibility study on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between Bangladesh and India include four modes of service trade: cross-border trade, consumption abroad, commercial presence and presence of natural persons. The feasibility study of CEPA is being conducted by the BFTI.

Policy recommendation was submitted to Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC) identifying Non-tariff Barriers (NTB) and proposing potential solutions while exporting to India. Technical inputs include avenues such as Lab Testing of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), Standard Testing under the MRA, Customs activities for limited time in few land ports, increasing logistic cost at land ports, short Shipment, infrastructure facility in the land ports and new measures on Rules of Origin (RoO) by India and important issues to the Ministry of Commerce for discussing at the next Bangladesh-Kenya Business Dialogue. Technical inputs were placed to the Ministry of Commerce highlighting the potential avenues for bilateral trade and investment collaboration between Bangladesh-Rwanda and Bangladesh-Kenya.

Recommendations made to the Ministry of Commerce to discuss at the 5th Bangladesh-UAE Joint Commission Meeting in order to increase bilateral trade and investment opportunities.

সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

২০২১ সালে কোভিড-১৯ চলমান সময়েও আমরা আমাদের সদস্যদের সেবা আরো কার্যকর ভাবে প্রদানের জন্য সদা সচেষ্ট থেকেছি। সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা বজায় রেখে আমাদের সদস্যদের সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছি। কোভিড ১৯ সৃষ্ট মহামারি আমাদের ডিজিটাল সদস্যপদ সেবার প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আর সেই তাড়না থেকেই আমরা ২০২১ সালে চেম্বার সচিবালয়কে একটি ডিজিটাল চেম্বারে রূপান্তর করতে পেরেছি।

সদস্যপদ সেবাকে ডিজিটালাইজ করার প্রয়াস হাতে নেয়া হয়েছে যাতে করে সদস্যপদ সনদ, সদস্যপদ নবায়ন এবং সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। উল্লেখিত উদ্যোগসমূহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে, বিডা'র ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে ডিসিসিআই এর সেবাসমূহের একীভূতকরণ ডিসিসিআই'র সদস্যগণের অন্যান্য সরকারি দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন কিংবা লাইসেন্স পেতে সময় এবং ব্যয় উভয়ই হ্রাস করবে।

সম্মানিত সহকর্মী ও চেম্বারের সদস্যবৃন্দ

এ পর্যায়ে আমি ২০২১ সালে ডিসিসিআই'র কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম এবং সাফল্যের উপর আলোকপাত করবো।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ১৯৯৯ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ডিবিআই'র প্রধান লক্ষ্য উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, বিভিন্ন কর্পোরেটে কর্মরত এক্সিকিউটিভ, চাকুরি প্রত্যাশীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তারা আরো বেশি পেশাদারিত্বের সাথে, সফলতার সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ও আন্তর্জাতিক বাজারের অপরিসীম সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাণিজ্যিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

২০২১ সালে ডিবিআই অত্যন্ত সফলতার সাথে জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার সহযোগিতায় সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সে পরিচালনা এবং পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। কোর্সটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

ডিবিআই পরিচালিত সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ১০১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। ২০২১ সালের জানুয়ারি, এপ্রিল, মে এবং জুন মাসে এ কোর্সের পরীক্ষা সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। জানুয়ারি মাসে ৯৪ জন ১৭৯টি মডিউলে, এপ্রিল মাসে ৫৫ জন ১১৩টি মডিউলে, মে মাসে ৩৬ জন ৭৮টি মডিউলে এবং জুন মাসে ২২ জন পরীক্ষার্থী ৩২টি মডিউলের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ৪০২ মডিউলের পরীক্ষায় ২০৭ জন অংশগ্রহণ করেন। আইটিসি'র নির্দেশিত নীতিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণের মাধ্যমেই উল্লেখিত পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আইটিসি নিজেদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিবিআই পরিচালতি সার্টিফিকেট কোর্সে ১০৪৮ জন, এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্সে ৫৩৮জন, ডিপ্লোমা কোর্সে ৩৯০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ৩২৪, ১৬০ এবং ১৩২ জন যথাক্রমে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমা অন সাপ্লাইচেইন ম্যানেজমেন্ট-এ সনদ লাভ করেছেন।

এছাড়াও ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) অক্টোবর ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ এবং এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ সেশনে 'ইন্টারন্যাশনল ট্রেড (ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট) ম্যানেজমেন্ট' পিজিডি কোর্সের ৩য় এবং ৪র্থ ব্যাচের অনলাইভিত্তিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, যেখানে যথাক্রমে ১৯ জন এবং ২৯ জন অংশগ্রহণ করেন। একই সাথে ডিবিআই 'কাস্টমস্, ভ্যাট অ্যান্ড ইনকামট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট' কোর্সের অক্টোবর ২০২০-মার্চ ২০২১ সেশন এবং এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২১ সেশনে ২য় ও ৩য় ব্যাচের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যেখানে যথাক্রমে ৩০ এবং ৪২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি) এবং ডিবিআই যৌথভাবে কোর্স দুটো পরিচালনা করেছে।

২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে ডিবিআই এবং বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি) যৌথভাবে 'বিজনেস কমিউনিকেশন' শীর্ষক ৬ মাস মেয়াদী পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স পরিচালনা করেছে। এ কোর্সের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলতি বছরের জানুয়ারি-জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ১৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন এবং ২০২১ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মেয়াদে অনুষ্ঠিত কোর্সের প্রশিক্ষণ কোর্সের ২য় ব্যাচে ৪৮জন অংশগ্রহণ করেন।

এবছর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি-এর সহায়তায় ডিবিআই ৩ মাস মেয়াদী অনলাইন ভিত্তিক "ফিন্যান্সিয়াল টেকনোলোজি (ফিনটেক)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। জুন-আগস্ট ২০২১ সেশনে কোর্সের ১ম ব্যাচে ১১জন এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২১ মেয়াদে পরিচালিত কোর্সটির ২য় ব্যাচে ৩৩জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

চলতি বছর ডিবিআই আনলাইনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে ৪২টি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ৩৬টি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করে, যেখানে সর্বমোট ১৩১৬জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠিত কোর্স সমূহে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে এবং এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স কর্মক্ষেত্রে তাদের আচরণ, মানসিক সক্ষমতা ও দক্ষতা, জ্ঞান এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদের টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

Respected Members of DCCI,

During the COVID-19 challenging time in 2021, we devoted our best endeavors to improve and strengthen our membership services. We continued our membership services following the health and safety protocol enforced by the Government. The COVID-19 has underlined the needs for digital membership services. As part of this, we continued improvement of DCCI as a digitally transformed chamber in 2021 to fulfill our commitment.

We have also undertaken initiative to digitize membership services including issuing online membership certificate, membership renewal and Certificate of Origin (CO). Digitalization of aforementioned membership services is under process. I have already mentioned that integration of DCCI with BIDA's One Stop Services (OSS) will immensely facilitate DCCI members to reduce their time and cost in getting business and investment permit, registration and licenses from other government agencies.

Respected Members of DCCI,

I would like to share some of the institutional activities and achievements of the DCCI executed in 2021.

Activities of DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institutes of Bangladesh, established in 1999 by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI). The main objectives of DBI are to train and upgrade the attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them look forward to deal more successfully with the business world to face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

In 2021, DBI successfully conducted the Supply Chain Management (SCM) courses and examinations of the International Trade Centre (ITC), Geneva. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalized market at home and abroad, by effectively managing the supply chain.

Total 101 participants completed the Supply Chain Management Course in DBI. Examinations on SCM Courses were also held in January, April, May and June 2021 successfully. In January 2021, 94 candidates participated in 179 modules, in April 2021, 55 examinees participated in 113, in May 2021, 36 candidates participated in 78 modules and in June 2021, 22 examinees participated in 32 modules. Total 207 candidates participated in 402 modules in 2021. The examinations were held as per the standard guidelines of ITC up to their satisfaction.

Up to December 2021, 1048 participants participated in Certificate, 538 in Advanced Certificate and 390 in Diploma courses of DBI. Out of them, 324 have already received International Certificates, 160 received International Advanced Certificates and 132 received International Diplomas on Supply Chain Management.

DBI has completed 3rd Batch and 4th Batch of the Online Postgraduate Diploma (PGD) in 'International Trade (Import & Export) Management' for October 2020-March 2021 session and April 2021-September 2021 session with 19 & 29 participants respectively. DBI has also successfully completed 2nd batch and 3rd batch of the online PGD in 'Customs, VAT and Income Tax Management' for October 2020 - March 2021 session and April 2021- September 2021 session with 30 & 42 participants respectively. These PGD courses are organized jointly with **American International University-Bangladesh (AIUB).**

DBI has launched a 6-month long online Postgraduate Diploma (PGD) titled "Business Communication" from January 2021 jointly with **Bangladesh University of Professionals (BUP).** First batch of this PGD for the session January - June 2021 has been completed successfully with 17 participants and second batch of the said PGD for the session July - December 2021 is going on with 48 participants.

In 2021, DBI opened up a new Certificate Course (3 months long) namely 'Financial Technology (Fin-Tech)', jointly with Daffodil International University (DIU) through Zoom online. First batch of this Certificate course for the June-August 2021 session has been completed successfully with 11 participants. Second batch of the said Certificate course for the September-November 2021 session has started with 33 participants.

DBI has been conducting 42 short training courses and 36 workshops on various topics during the year through Zoom online. Total 1,316 participants participated in these short training courses and workshops during the year.

The participants of the above courses expressed great satisfaction with the outcome of the courses which enhanced their forward-looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally.

ডিবিআই কলেজের কার্যক্রম

শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার পর হতে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হওয়ার কারণে, ডিবিআই কলেজের গভর্নিং বোর্ড বর্তমানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্যক্রম সমাপ্তির পর কলেজের কার্যক্রম চালু না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী কলেজটির বিলুপ্তির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) এর যৌথ উদ্যোগের প্রয়াস হলো বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড), যেটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মত গঠিত পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম, যা বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি পক্ষ হতে গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নীতিমালা সংস্কার ও প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণে সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বিল্ড, যা আমাদের বেসরকারি খাতের সম্ভাবনাকে আরো সম্প্রসারণের পাশাপাশি অর্থনীতিকে বেগবান করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি) এর স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে বিল্ড। ট্যাক্সেশন, এসএমই উন্নয়ন, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, লজেস্টিকস্ অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং টেকসই ও সবুজ উন্নয়ন মূলত ৭টি বিষয়ের উপর বিল্ড সরকার ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে ডায়ালগের আয়োজন করে থাকে। সরকারের নীতিনির্ধারক এবং বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দের মাঝে নিয়মিতভাবে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিল্ড আয়োজিত ডায়ালগসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, যা আমাদের নীতিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। প্রতিটি ডায়ালগই সরকার ও বেসরকারি খাতে বিজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণে যৌথভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০২১ সালে বিল্ড অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব নিয়ে কাজ করেছে। এ সময়ে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্যক্রম এবং সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিল্ড বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। স্বাধীনভাবে পরিচালিত বিল্ড'র গবেষণা কার্যক্রম এবং বেশকিছু প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের সুপারিশসমূহ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বিদ্যমান নীতিমালা বিষয়ক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বেসরকারি খাতের প্রস্তাবনা হিসেবে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এবছর বিল্ড পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণা কার্যক্রম নীচে উপস্থাপন করা হলো:

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ও পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ-এর সহায়তায় 'কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ'র ভূমিকা: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা'
- বৃটিশ কাউন্সিল এবং ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর সহায়তায় বিল্ড এবং প্রকাশ যৌথভাবে পরিচালিত 'কটেজ, অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা' বিষয়ক গবেষণা
- সিএমএসএমইদের সহায়তার লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত ২য় প্রণোদনা প্যাকেজের পুনঃমূল্যায়নের উপর পরিচালিত গবেষণা
- ইউএসএআইডি'র সহায়তায় আইডিজি এবং বিল্ড যৌথভাবে পরিচালিত 'কোম্পানী নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সময়ের দীর্ঘসূত্রিতা, ব্যয় বৃদ্ধি এবং পদ্ধতিগত জটিলতা' শীর্ষক জরিপ
- পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে পরিচালিত 'জুট প্ল্যান্ট হতে পাল্প ও পেপার প্রস্তুত' শীর্ষক জরিপ
- আইএফসি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত 'স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এমপিপিই/পিপিই পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক নীতিসহায়তা প্রদান' শীর্ষক জরিপ
- আইএফসি-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ এবং বিল্ড যৌথভাবে পরিচালিত 'বাংলাদেশে নারীদের ব্যবসা পরিচালনা এবং আইন-নীতি সহায়তার প্রস্তাবনা প্রণয়নে ভূমিকা" বিষয়ক জরিপ
- আইএফসি এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত 'রপ্তানির সম্ভাবনাময় পণ্যের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ' বিষয়ক জরিপ
- বৃটিশ কাউন্সিল এবং ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস-এর সহায়তা প্রকাশ এবং বিল্ড যৌথভাবে পরিচালিত 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ফিরে আসা প্রবাসীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত' শীর্ষক কারিগরি কৌশলপত্র প্রণয়ন
- আইটিসি-এর সহায়তায় 'জেন্ডার রেসপনসিভ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ইন বাংলাদেশ: এ নিউ মেথডোলজি' শীর্ষক জরিপ
- বিনিয়োগ সম্ভাবনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসা পরিচালনায় পুনঃরুদ্ধারের সুযোগ তৈরি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা
- আইএফসি-ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ-এর সহযোগিতায় দেশের ১৭টি অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনায় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন

Activities of DBI College

Governing Board of the DBI College decided not to continue the academic operations of the college after the end of academic programme of current batch as operating the college has not become financially viable since its inception. Necessary measures will be taken in consultation with and directives of the National University.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) is the country's pioneering Public-Private Dialogue (PPD) platform supported by three leading chambers in the country is uniquely positioned to provide research-driven policy recommendations to the government on behalf of the private sector. Since its inception, BUILD has played important roles in the public-private policy dialogue process by identifying investment, trade and business constraints and recommending policy level changes to help unlock many growth potentials for the private sector and the economy.

It works as a strategic partner of the Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC) at the Prime Minister's Office (PMO) and provides all secretarial support through Policy Coordination Unit (PCU) at the PMO. BUILD currently contributes through seven thematic Public-Private Dialogue (PPD) platforms focused on taxation, SME, financial sector, logistics and infrastructure, trade and investments, ICT and 4IR, sustainability, and green growth. These PPDs create the bridge between policy planners and the private sector on a regular basis working towards deeper engagement of the stakeholder dialogue and discussion process for improving policies. Each of the PPD is headed jointly by the senior public and private sector representatives.

BUILD starts the year 2021 following the impact of the COVID-19 pandemic. The organization has performed some activities to ensure business continuity and a smooth supply chain in the country. The activities of BUILD include independent research and are supported by a number of projects to raise issues of the private sector and recommend unlocking regulatory barriers for investment and business promotion. Some important studies of BUILD this year are:

- COVID Stimulus and Links to Employment, Consumption, and Investment: The Bangladesh Experience, Global Lessons, and Priorities for Next Round Support in collaboration with ILO and Policy Exchange.
- Financial support to Cottage, Micro, and Small Enterprises in collaboration with PROKAS supported by British Council and FCDO.
- Study on Redesigning a 2nd Stimulus Package for Economic Recovery of CMSME.
- Survey on Removing Time, Costs and Process related bottlenecks in Company registration in collaboration with IDG supported by USAID.
- Working on Paper Pulp from Whole Jute Plant in cooperation with the Ministry of Jute and Textile.
- Study on Policy Advocacy Support to Identify, Pursue and access international markets for locally produced MPPE/PPE products in cooperation with IFC-WBG.
- An Analysis of the Ranking of Bangladesh in women, business and the Law-policy recommendations for improvement in collaboration with IFC-WBG.
- Study to Identify gaps in the standard developed by BSTI focusing on potential export products aligning with international standard supported by IFC-WBG.
- Technical strategy paper on the socio-economic situation of in-country returnee migrants in the Southwest region of Bangladesh in cooperation with PROKAS supported by British Council and FCDO.
- Worked with and ITC's She Trades Initiative Geneva and Central Procurement Technical Unit (CPTU) on preparing a road map on 'Gender-Responsive Public Procurement in Bangladesh: A New Methodology'.
- Creating Resilient Recovery for Business through Enhancing Investment Opportunities: A Case of Southwest Bangladesh'.
- BUILD in collaboration with IFC-WBG organized a series of Virtual Outreach, Consultation and Awareness Workshops for Women-Owned Entrepreneurs on Trade Procedure for 17 regional women chambers, so far Dinajpur Women Chamber of Commerce Industries (DWCCI, Rahshahi women Chamber of Commerce & Industry, Mymensingh Women Chamber of Commerce and Industry, Patuakhali Chamber of Commerce have been covered.

ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা

- গত ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিল্ড'র এসএমই ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর প্রয়োজনীয়তা এবং এসএমই'র সংজ্ঞায়ন নিয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন
- গত ০৯ মার্চ ২০২১ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান, এনডিসি-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিল্ড'র সাসটেইনএ্যাবিলিটি অ্যান্ড গ্রীন গ্রোথ ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভায় উদ্যোক্তাদের দায়বদ্ধতা ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের সুপারিশ
- বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ-এর সভাপতিত্বে গত ২৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে বিল্ডের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
- বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্ণর আবু ফারাহ মোঃ নাসের এবং ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর সভাপতিত্বে গত ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে বিল্ডের ফিনান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎ/ডায়ালগ/ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর সাক্ষাৎ পূর্বক প্রয়োজনীয় নীতি সংশোধন বিষয়ক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব

দেশের বেসরকারি খাতের অংশ হিসেবে সরকারের মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর এবং বেসরকারি খাতে বিষয়ক কমিটিসমূহে বিল্ড প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করে যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী

ডিসিসিআই বেসরকারি খাতের উন্নয়নে, বাজার সম্প্রসারণে এবং টেকসই সিএমএসএমই খাতের স্বার্থে কাজ করে যেতে, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে, বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্প-বিনিয়োগ আকর্ষণে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত। বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি, ইউ, আইটিসি, টিএফও, ইওএনএসকাপ, জিটিজেড, জাইকা, আইএফসি, জেট্রো, এসইডিএফ, ডব্লিউটিসি এবং সিসিপিআইটি। ডিসিসিআই এ বছর নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছেঃ

১. সুপার প্রকল্প

ইউরোপীয়ান সিভিল প্রটেকশন অ্যান্ড হিউমেনিটারিয়ান এইড অপারেশনস-এর অধীনে এ্যাকশন এইড ইন্টারন্যাশনাল ইটালিয়া অনলাউস, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে ''স্ট্রেনদেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স" (সুপার) শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে এটি একটি ১৪ মাসের প্রকল্প। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো বেসরকারি খাতের সহায়তায় বাংলাদেশে রেজিলিয়েন্ট আরবান কমিউনিটি তৈরীতে অংশীদারিত্ব ও মাল্টিস্টেকহোল্ডার উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ একটি রেজিলিয়েন্ট দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে এবং মানবিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে অনেক অগ্রগতি সাধিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার অনেক সুযোগ রয়েছে। সুপার প্রকল্পটি এই সুযোগকে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিদ্যমান মানবিক গঠনের দূরত্বকে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদিও প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থাপনা তা সত্ত্বেও সামগ্রিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে।

সুপার প্রকল্পটি প্রাইভেট সেক্টর ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি) স্থাপন করবে, এইচসিটিটি এর অধীন বেসরকারি খাতে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরী করবে এবং ইউএন ক্লাস্টারসহ সরকারি-বেসরকারি ডিআরআর উদ্যোগের সাথে সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে অন্যান্য মানবিক দিকগুলোর সাথে অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

এ প্রকল্পের আওতায় চলতি বছর ১টি টিভি টকশো, ২টি গোলটেবিল আলোচনা, ৩টি ওয়ার্কশপ এবং ঢাকা শহরে বিভিন্ন এলাকায় ৩টি অগ্নিনির্বাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টহোল্ডারদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

A number important Working Committee Meetings:

- The 7th Meeting of the BUILD's SME Development Working Committee held on February 7, 2021, co-chaired by Mr. K M Ali Azam, Secretary, Ministry of Industries and Mahbubul Alam, President, Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI) discussed the need for revisiting the SME policy 2019 and definitional issues.
- The 3rd Meeting of BUILD's Sustainability and Green Growth Working Committee took place on March 9, 2021, to discuss different tools and policies for Extended Producer Responsibility (EPR) chaired by Ziaul Hasan ndc, Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change.
- 2nd Meeting of 4IR and ICT Working Committee held on July 28, 2021, co-chaired by Mr. Bikarna Kumar Ghosh, Managing Director, Bangladesh Hi-Tech Park Authority.
- 9th Meeting on Financial Sector Development Working Committee held on September 22, 2021 co-chaired by Abu Farah Md. Nasser, Deputy Governor, Bangladesh Bank, and N K A Mobin, Acting President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry to discuss about the 2nd round of survey of BUILD in cooperation with UNIDO on the impact of the stimulus package on a number of sectors comparing with a number of Asian countries.

Other Major Activities including Call on, Dialogue, FGDs etc.

BUILD made courtesy call on with the Mr. MA Mannan MP, Minister for Planning, Mr. Tipu Munshi MP, Minister for Commerce, Dr. Ahmed Kaikaus, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister, Mr. Abu Hena Md. Rahmatul Muneem, Chairman, National Board of Revenue to discuss various bilateral business reform issues.

Committee Representations

BUILD also actively works with the government and private sector bodies by representing a number of national committees and putting forward opinions on behalf of the private sector.

DCCI Project Activities

DCCI has been actively cooperating with various international agencies like the World Bank, ADB, UNDP, USAID, EU, ITC, TFO, ESCAP, GTZ, APO, JICA, IFC, JETRO, SEDF, WCC, CCPIT etc. in carrying out various joint project activities for the creation of a favorable investment climate and promotion of trade and industry. DCCI has implemented the following projects during this year:

1. SUPER Project

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has started a new Project named "Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience (SUPER)" Project funded by European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) under the framework of partnership with ActionAid International Italia Onlus (ActionAid Italy), ActionAid Bangladesh (AAB) and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Initially, this is a 14-month-long project. The aim of the project is to increase collaboration and multi-stakeholder initiatives engaging the private sector in creating more resilient urban communities in Bangladesh.

As a whole, the country has global recognition as a country of resilience. Amid commendable progress in disaster risk reduction and humanitarian response coordination in Bangladesh, there is a huge opportunity to engage the private sector institutionally. The SUPER project has been designed to maximize this opportunity as well as contribute to minimizing the existing gap in the humanitarian architecture of the country. Though the main focus of the project is Earthquake Disaster Risk Management (EQDRM) the project will contribute to the overall system.

The SUPER project has established a Private Sector Emergency Operation Centre (PEOC) in DCCI premises to activate a Private Sector Working Group under HCTT and a learning sharing platform in coordination with other humanitarian actors including UN clusters ensuring synergy among and promoting public-private DRR initiatives.

During this year, a TV talk show, two roundtable discussions, three workshops, three fire drills in different areas in Dhaka city and many multi-sector meetings and advocacy campaigns were organized under this project.

২. আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রকল্পের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য গৃহীত ডিসিসিআই-আইটিসি প্রোজেক্টের অর্থায়নে রয়েছে আইটিসি। এর লক্ষ্য বাংলাদেশ ও এশিয়ার ছয়টি এলডিসিভুক্ত দেশের এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় আমদানি বাজারটির সদ্ব্যবহার করা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের সহায়তার আওতায় (কস্ট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট) ৫টি কোম্পানি চীনের বাজারে রপ্তানির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে চলতি বছরের নভেম্বরে চীনের সাংহাইয়ে অনলাইন ভিত্তিক 'চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো (সিআইআইই)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

৩. এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ

এক্সপোর্ট লঞ্চপ্যাড বাংলাদেশ ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে গ্লোবাল এফেয়ার্স কানাডা এর ওমেন ইন ট্রেড ফর ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাসটেইনেবল প্রজেক্ট এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যা আন্তর্জাতিক বাজার সুবিধা গ্রহণে, দেশের দারিদ্রতা নিরসনে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে বাংলাদেশে এসএমই রপ্তানিকারকদের সহায্যার্থে কাজ করে থাকে। প্রকল্পটির দুইটি দিক রয়েছে। প্রথম অংশের সুবিধা গ্রহণকারীরা আইটিএফসি'র অর্থায়নে বাংলাদেশে টিএসআই/টিপিও/বিএসও তে টেকনিকাল ট্রেড সাপোর্ট অফিসার হবে। দ্বিতীয় অংশের সরাসরি প্রাথমিক সুবিধাভোগকারীগণ জিএসি'র অর্থায়নে বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কিছু খাতে এসএমই হিসেবে পরিগণিত হবে। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে প্রকল্পের আওতায় জাতীয় প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের এসএমইদেরই আবার প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। এই নতুন উদ্যোগের আওতায় ডিসিসিআই'র ৪ জন কর্মকর্তাকে ৯-দিন ব্যাপি অনলাইন টিওটি প্রশিক্ষণ এবং ২-দিন ব্যাপি এসএমই ট্রেনিং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করানো হয়।

৪. শিট্রেডস প্রকল্প

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহের নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে শিট্রেডস প্রজেক্ট কাজ করছে। এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের 'ট্রেড ইমপ্যাক্ট ফর গুড'-এর আওতায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে দি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) কাজ করছে। সারা পৃথিবী ব্যাপি নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষমতায় বাড়ানোর জন্যও প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায়, আইসিটি বেশকিছু বিজনেস সাপোর্ট অর্গনাইজেশনস (বিএসও)-এর সাথে কাজ করছে, যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নত সেবা প্রদানে সহায়তা করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত প্রকল্পের কর্মসূচির আওতায় ঢাকা চেম্বারের সদস্য এবং কর্মকর্তাবৃন্দ ৩টি ওয়ার্কশপ এবং অনলাইন ভিত্তিক বেশকিছু প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের প্রথম আইএসও সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বারের দেশীয় ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে সদা সচেষ্ট। বর্তমানে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা চেম্বারকে একটি স্বনামধন্য ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামনের দিনগুলোতে ঢাকা চেম্বার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বদ্ধ পরিকর এবং এবিষয়ে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য।

২০২১ সালে ডিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

বেসরকারি খাতের উন্নয়নকল্পে ২০২১ সালে ঢাকা চেম্বার ৩০টির মত খাতভিত্তিক ওয়েবিনার এবং কনফারেন্সের আয়োজন করে, যেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- "১ম ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১" শীর্ষক ৩ দিনব্যাপি ভার্চুয়াল ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনক্লেভ অনুষ্ঠিত।
- ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই-এর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোনো ঢাকার বিদ্যমান ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- পর্যটন খাতের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে আয়োজিত ভার্চুয়াল মতিবিনিময় সভা ৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ওয়েবিনার ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।

2. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade Project:

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade is funded by ITC, aims at increasing exports of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh including 6 Asian LDCs to China to take advantage of Asia's largest and most dynamic import market, as a stimulus to boost intra-regional trade. During this year, under this project support, five (3) companies have received online training on "building export capacity in exporting to the Chinese market" and due to COVID-19, the participants will participate in the international fair (virtual fair) titled "China International Import Expo (CIIE)" this year.

3. Export Launchpad Bangladesh:

The Export Launchpad Bangladesh, a project jointly funded by International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) of the Islamic Development Bank (IDB) group and Global Affairs Canada (GAC) through its Women in Trade for Inclusive and Sustainable (WITISG) project, is designed to help SME exporters in Bangladesh to take full advantage of international market opportunities (including duty-free and quota-free access through the Market Access Initiative), and thus contribute to economic growth and poverty reduction in the country. The jute and processed food sectors are the main areas to focus for Bangladesh. The project has 2 components. The beneficiaries of the first component, funded by ITFC, will be the technical trade support officers of TSIs/TPOs/BSOs in Bangladesh. The primary direct beneficiaries of the second component, funded by GAC, will be the SMEs in the identified sectors in Bangladesh. SMEs will include businesses managed both by men and women. To achieve this goal the Export Launchpad Bangladesh programme will train national trainers, who, in turn, will provide training and coaching the SME entrepreneurs in Bangladesh. Under this new initiative, 4 DCCI officials have received a 9-day long online ToT training on the Export Launchpad Bangladesh export training program and attended a 2-day long SME training workshop. As a part of the activities, Trainers will provide physical training and coaching to SMEs in Bangladesh.

4. SheTrades Project:

The SheTrades in the Commonwealth project aims to increase economic growth and job creation in Commonwealth countries by enabling increased participation of women-owned businesses in international trade. The International Trade Centre (ITC) works towards creating "trade impact for good" by fostering women entrepreneurship through inclusive and sustainable development of small and medium-sized enterprises (SMEs). ITC's SheTrades initiative works with partners from around the world to unleash the economic power of women. As a part of the project, ITC worked with partner Business Support Organizations (BSOs) to support those providing better services for women entrepreneurs. To achieve this objective, ITC has delivered a number of capacity building activities to equip BSOs to design, develop and deliver more inclusive business support services. As a part of these activities, DCCI officials and members have participated in two different workshops and three online training under this project.

Respected Members of DCCI,

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains high quality services for its esteemed members as well as business community both at home and abroad. DCCI has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

DCCI Events During 2021

In the year 2021, DCCI conducted 30 various sector specific webinars and conferences for the interest of private sector which are stated below:

- 3-day long virtual international conclave titled "1st DCCI Business Conclave 2021".
- DCCI Meet the Press held on 23 January, 2021.
- Discussion meeting on "Identify problems and prospects of trade and commerce of Old Dhaka in the development of economy of Bangladesh" on 13th February.
- Virtual discussion meeting with Stakeholders of Tourism and Hospitality Sector on 6th March 2021.
- Webinar on "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on 16th February.

- ‘শিল্প-শিক্ষাখাতের সমন্বয়; নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘বাংলাদেশের প্রতিযোগি সক্ষমতা: ব্যবসা পরিচালন সূচকে অন্যতম অনুষঙ্গ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ০৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘প্রাক-বাজেট আলোচনা: অর্থবছর ২০২১-২২’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘পবিত্র রমজান মাসে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন: বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনার ১৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘শিল্প ও শিক্ষাখাতের সমন্বয়: শিক্ষাখাতের ভূমিকা’ শীর্ষক ওয়েবিনার ২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসে চলমান সংস্কার এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা ২৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ২৯ মে, ২০২১ তারিখে ‘স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ১৯ জুন, ২০২১ তারিখে ‘বাংলাদেশের শিল্পখাতের জ্বালানি উৎসের ভবিষ্যৎ: এলপিজি এবং এলএনজি’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ‘স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানী বহুমুখীকরণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ’ শীর্ষক ১ম ও ২য় ভার্চুয়াল ডায়ালগ যথাক্রমে ৭ জুলাই এবং ১১ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ৩১ জুলাই, ২০২১ তারিখে ‘টেকসই নদী খনন: চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ০৭ আগস্ট, ২০২১ তারিখে বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ‘ই-কমার্স খাতের বিকাশে টেকসই ইকোসিস্টেম প্রণয়ন’ শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগ ১৪ আগস্ট, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ২৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখে ‘মহামারীকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ২৮ আগস্ট, ২০২১ তারিখে ‘স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি; স্থানীয় বাজারের উন্নয়ন’ শীর্ষক ভাচুর্য়াল ডায়ালগ অনুষ্ঠিত।
- “এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি” শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ‘প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি: ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ‘বাংলাদেশে দুর্যোগে ঝুঁকি মোকাবেলায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ’ শীর্ষক ওয়ার্কশপ এবং “প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)” স্থাপন অনুষ্ঠান ১২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ‘বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ১৭ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- ‘বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- “বাংলাদেশ ও ইউরোপের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা” শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত ওয়েবিনার ২৭ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ‘এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ ও প্রস্তুতি’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ‘মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ২৯ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ‘এশিয়া-প্যাসিফিক এবং বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক সম্ভাবনা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ৩০ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ‘বাংলাদেশ ও আফ্রিকার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ৩১ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে ‘দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন ঘাটতি পূরণ’ শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।
- ‘বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপনী সংবাদ সম্মেলন ০১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত।
- ১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার-এর উদ্বোধন
- ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সফররত নেপালের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সম্মানে ডিসিসিআই আয়োজিত নৈশভোজ
- ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সফররত নেপালের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত

- Webinar on 'Industry-Academia Linkage: The New Frontier' on 27th February.
- Webinar on "Country Competitiveness of Bangladesh: Key reforms in Doing Business" on 3rd April.
- Webinar on Pre-Budget discussion for FY2021-22 programme on 10th April.
- Webinar on "Overall Law and Order situation and control price spiral of essential commodities during the month of holy Ramadan" on 11th April.
- Webinar on "Automobile Industry Development: Present Situation and Future Prospects" on 18th April.
- Webinar on 'Industry-Academia Linkage: Role of Academia" on 24th April.
- Virtual discussion meeting on "Current Reforms in Ease of Doing Business in Bangladesh and Preparedness for the Future".
- Webinar on "LDC Graduation of Bangladesh: Journey towards Economic Excellence" on 27 April.
- Webinar on "Future of Industrial Fuel Source in Bangladesh: LPG & LNG" on 19th June.
- The 1st and 2nd Dialogue on "Challenges and way forward on Export diversification of Bangladesh upon LDC graduation" respectively held on 7th July and 11th July.
- Webinar on "Sustainable River Dredging: Challenges & Way forward" on 31st July.
- Webinar on "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on 7th August.
- Virtual Dialogue on "Building a Sustainable Ecosystem for Ecommerce" on 14th August.
- Webinar on "Ensuring food safety and supply chain in a pandemic" on 25th August.
- Dialogue on "Local Market Development: Preparedness for Post-LDC era" on 28th August.
- Webinar on Procedures of getting loans from the stimulus Package allocated for SMEs on 7th September.
- Webinar on Private Sector Expectations in National Industrial Policy-2021 on 12th September.
- Workshop on "Private Sector Participation in Disaster Risk Management in Bangladesh" and Cornerstone Unveiling Ceremony of the Private Sector Emergency Operation Centre (PEOC) on 12th October 2021.
- Pre-event Press Conference on Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 held on 17 October, 2021
- Week-long virtual "Bangladesh Trade & Investment Summit-2021" jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI from 26th October to 1st November, 2021.
- Thematic discussion session on Economic Tie of Bangladesh & Europe: New Regulatory Regime as a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 27th October jointly organized by MoC and DCCI.
- Thematic discussion session on LDC Graduation of Bangladesh: Transformation and Preparedness as a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 28th October jointly organized by MoC and DCCI.
- Thematic discussion session on Shapig Business Landscape : Economic Cooperation of Middle-East and Bangladesh held on 28 October, 2021 jointly organized by MoC and DCCI.
- Thematic discussion session on Shaping Business Landscape: Economic Cooperation of Middle East & Bangladesh as a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 28th October jointly organized by MoC and DCCI.
- Thematic discussion session on Asia & Pacific and Bangladesh: Harnessing Economic Potentials as a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 29th October jointly organized by MoC and DCCI.
- Thematic discussion session on Trade & Investment Cooperation of Africa and Bangladesh: Towards a new trajectory as a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 30th October jointly organized by MoC and DCCI.
- Thematic discussion session on Bridging the infrastructure financing gap through credit solutions in Bangladesh as a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 31st October jointly organized by MoC and DCCI.
- Post-event Press Conference on Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 held on 01 November, 2021.
- Inauguration of DCCI Gulshan Centre on December 11, 2021.
- Dinner hosted by DCCI in honour of visiting Nepalese business delegation on December 13, 2021.
- Bilateral business meeting between DCCI and Nepalese business delegation on December 14, 2021.

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন ওয়েবিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ বছর বিভিন্ন ওয়েবিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদানের কিছু বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. এটুআই প্রোগ্রামের ২য় প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ভার্চুয়াল সভায় যোগদান।

২. তিন দিনব্যাপি অনলাইন ভিত্তিক বিটুবি সম্মেলন 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১'-এর উদ্বোধনী সেশনে অংশগ্রহণ।

৩. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'এগ্রো প্রসেসিং অ্যান্ড মার্কেটিং' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সেশনে যোগদান।

৪. ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস্ আয়োজিত 'বাংলাদেশের পুঁজিবাজার: দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।

৫. ডিসিসিআই আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

৬. বিল্ড ট্রাষ্টি বোর্ডের ২২তম সভায় ভার্চুয়ালি যোগদান।

৭. অ্যামচেম আয়োজিত 'জার্নালিজম এ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৮. 'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের জন্য একাউন্ট চালুকরণে এডিআর কে আরো শক্তিশালীকরণ' বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান।

৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত এডিবি'র আবাসিক প্রতিনিধি মনমোহন পারকাশ এবং প্রিন্সিপাল কান্ট্রি স্পেশালিষ্ট জয়টসানা ভার্মার সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

১০. রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স সামিট'-এ অংশগ্রহণ।

১১. ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

১২. সিপিডি আয়োজিত 'এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান।

১৩. 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের টেকসই উত্তরণের নিমিত্তে বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকর পার্টনারশীপ' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

১৪. মালদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় অংশগ্রহণ।

১৫. অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস-এর নির্বাহী কমিটির ২য় সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

১৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।

১৭. ডিবিআই'র গভর্নিং বডি-এর ১৬তম সভায় যোগদান।

১৮. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি এবং প্রাক্তন সভাপতি ওসামা তাসীর-এর অংশগ্রহণ।

১৯. আইসিসি বাংলাদেশ-এর পরিচালনা পর্ষদের ৮১তম সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

২০. এপিএসি ব্লুমবার্গ মিডিয়া-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনিতা রাজন এবং হেড অব সেলস্ অমিত নায়েক-এর সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ।

২১. দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'নকল পণ্য কিনবো না, নকল পণ্য বেচবো না' শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

২২. 'এডিবি কান্ট্রি পার্টনারশিপ স্ট্রাটেজি ২০২১-২০২৫ ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ভার্চুয়াল কনসালটেটিভ সভায় অংশগ্রহণ।

২৩. এসডিজি সংক্রান্ত প্রথম ভিওবি বিষয়ক ওয়েবিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান।

২৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল, এমপি-এর সাথে জাতীয় বাজটে ২০২১-২২ বিষয়ক ভাচুর্য়াল মতবিনিময় সভায় যোগদান।

২৫. স্ট্যান্ডার্ড চার্টাড ব্যাংক বাংলাদেশ আয়োজিত 'হালাল ইকোসিস্টেম-এর সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ।

২৬. জেনারেশন আনলিমিটেড-এর স্টিয়ারিং কমিটির ভার্চুয়াল সভায় যোগদান।

২৭. বিল্ডের ট্রাাষ্টি বোর্ডের ২৩তম সভায় ভার্চুয়ালি যোগদান।

Meetings & Events attended by the President, DCCI

1. Joined the 2nd Project Steering Committee (PSC) of a2i programme via zoom.
2. Presided over the Inaugural ceremony of the International Business Conclave titled '1st DCCI Business Conclave- 2021' via zoom.
3. Attended the Inauguration ceremony of Afro Processing and Marketing organized by Ministry of Youth & Sports at Hotel InterContinental.
4. Joined as a speaker at the webinar on "Capital Market in Bangladesh: Way forward in long-term financing" organized by "Innovation & Development Associates-Idea".
5. Presided over a "Meet the Press" organized by DCCI
6. Joined the 22nd Trustee Board meeting of BUILD via zoom
7. Joined AmCham Journalism Award Ceremony via zoom
8. Joined as a speaker at the webinar on "Using ADR Clause to Strengthen Open Account Trading for Imports and Exports between China and Bangladesh" jointly organized by BIAC & International Investment & Trade Service Window of China Yunnan Pilot Free Trade Zone (IITSW of CYPFTZ) via zoom.
9. Met with Mr. Manmohan Parkash, Country Director, Bangladesh Resident Mission (BRM) and Ms. Jyotsana Varma, Principal Country Specialist, BRM, Asian Development Bank via zoom.
10. Joined as a speaker at the International Chambers Summit organized by Rawalpindi Chamber of Commerce & Industry via zoom.
11. Joined the Coordination meeting of DCCI's Coordinating Directors, Convenors and Joint Convenors.
12. Joined the webinar on Citizens Platform for SDGs organized by CPD via zoom.
13. Joined online workshop "Effective Partnership with the Private Sector for Sustainable Graduation" via Zoom.
14. Attended a Luncheon in honour of H.E. Mr. Abdullah Shahid, Honourable Foreign Minister of Maldives organized by MoFA at the State Guest House, Sugandha, Dhaka.
15. Attended the 2nd meeting of Executive Committee (EC) AIF via zoom.
16. Joined the webinar on "The role of Ministry of Foreign Affairs in attracting foreign investment in the economic zones of Bangladesh" organized by MoFA via zoom.
17. Joined the 16th meeting of DBI Governing Body via zoom.
18. Received "National Productivity & Quality Excellence Award-2019" along with Mr. Osama Taseer, Former President and Director, DCCI awarded by the Ministry of Industries at Pan Pacific Sonargaon Hotel, Dhaka.
19. Joined the 81st Board meeting of ICC, Bangladesh via zoom
20. Met Ms. Sunita Rajan, Managing Director for APAC, Bloomberg Media and Mr. Amit Nayak, Deputy Head of Sales for APAC, Bloomberg Media via zoom
21. Joined as panel discussant at the Webinar on "stand against fake product & marketing" organized by Samakal via zoom.
22. Joined as a panel discussant at the virtual consultation on ADB's Country Partnership Strategy (CPS) 2021-2025 for Bangladesh via zoom.
23. Joined as a panel discussant at the maiden summit of VoB, Strategy Summit 2021 via zoom.
24. Joined stakeholders' discussion meeting along with the Honourable Finance Minister of Bangladesh regarding upcoming budget via zoom.
25. Joined as a panel discussant at the "Halal 360: Connecting your business to the halal ecosystem" organized by Standard Chartered Bank, Malaysia via zoom.
26. Joined the Steering Committee meeting of Generation Unlimited via zoom.
27. Joined the 23rd Trustee Board meeting of BUILD via zoom.

২৮. ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'বাংলাদেশের রপ্তানির বহুমুখীকরণে এফডিআই এবং এলডিসি উত্তরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ।

২৯. আইএফসি বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ম্যানেজার মিস ওয়েন্ডি জে ওর্য়ানার-এর সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় যোগদান।

৩০. ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় যোগদান।

৩১. সানেম আয়োজিত 'কোভিড ১৯ এবং বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান।

৩২. আইসিএবি এবং ইআরএফ যৌথভাবে আয়োজিত 'সামষ্টিক অর্থনীতি: জাতীয় বাজেটে ২০২১-২২ আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ।

৩৩. সিপিডি আয়োজিত 'আয় এবং কর্মসংস্থান' শীর্ষক ভার্চুয়াল কনফারেন্সে অংশগ্রহণ।

৩৪. এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তী প্রস্তুতি বিষয়ক ১ম সভায় যোগদান।

৩৫. 'বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের ব্যবহার বৃদ্ধি: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে অংশগ্রহণ।

৩৬. ইংরেজি দৈনিক দি বিজনসে স্ট্যান্ডার্ড আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় যোগদান।

৩৭. বিএফটিআই আয়োজিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার 'কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট' বিষয়ক পরামর্শক কমিটির সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৩৮. 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২০২১-২০২৫-এর জন্য জাতীয় পরিকল্পনা: বেসরকরীখাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে যোগদান।

৩৯. ককাসাস এশিয়া সেন্টার, আসাম-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আয়োজিত ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ।

৪০. 'কোভিড-১৯ বাস্তবতায় জাতীয় বাজেটে ২০২১-২২: বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ।

৪১. বিল্ড আয়োজিত 'কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সিএমএসএমই খাতের উত্তরণের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ-এর পুনঃবিন্যাস' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগের আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।

৪২. 'বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিসএ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক'-এর ভার্চুয়াল ডায়ালগে যোগদান।

৪৩. জেনারেশন আনলিমিটেড বাংলাদেশ আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ।

৪৪. বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

৪৫. দি ডেইলি ষ্টার এবং এ্যাকশন এইড যৌথভাবে আয়োজিত '৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতীয় বাজেট-এর মধ্যকার সমন্বয়: প্রেক্ষিত যুব সমাজ' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে যোগদান।

৪৬. বিএফটিআই আয়োজিত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার 'কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট' বিষয়ক পরামর্শক কমিটির ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ।

৪৭. ডিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২-এর পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ।

৪৮. এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে যোগদান।

৪৯. ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সিএমএসএমই খাতের সম্ভাবনা' বিষয়ক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে যোগদান।

৫০. ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল'-এ আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর নিকট বিশেষ অনুদানের চেক হস্তান্তর।

৫১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত স্বল্পন্নোত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তী পর্যালোচনা বিষয়ক কমিটির ২য় সভায় অংশগ্রহণ।

৫২. আইসিসি বাংলাদেশ এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে আয়োজিত 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ইন বাংলাদেশ: রুল অব প্রাইভেট সেক্টর' শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

৫৩. ডিসিসিআই এবং লিবিয়ার ত্রিপলী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

৫৪. বিল্ডের এইচআর পলিসি বিষয়ক সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

28. Joined as a panel discussant at the ERF-TAF-RAPID Webinar on “FDI for Export Diversification and Smooth LDC Graduation” via zoom.
29. Met Ms. Wendy Jo Werner, Country Manager, IFC (Bangladesh, Bhutan and Nepal) via zoom.
30. Attended a get together discussion meeting virtually attended by the members of the Board of Directors and Former Presidents of DCCI on the occasion of an Iftar Mahfil organized by DCCI.
31. Joined a webinar on "COVID-19 and Business Confidence in Bangladesh: Findings from the 4th round of a nationwide firm-level survey" organized by SANEM via zoom.
32. Joined as a panel discussant at the Webinar on ‘Macro Economy: Expectation from National Budget 2021-22’ jointly organized by ICAB and ERF via zoom.
33. Joined as a panel discussant at the webinar on “Income & Employment during Pandemic” organized by CPD via zoom.
34. Joined the 1st preparatory meeting on Bangladesh from LDC to a Developing Country via zoom organized by PMO.
35. Joined a dialogue on ‘Implementing Alternative Dispute Resolution in Bangladesh: Prospects and Challenges’ via zoom.
36. Joined as a panel discussant at a pre-Budget Discussion organized by The Business Standard via zoom.
37. Joined a Consultation Meeting on Investment Section of the Joint Feasibility Study on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between Bangladesh and India organized by BFTI via zoom.
38. Joined a Round Table Discussion on 'National Plan for Disaster Management 2021-2025: Participation of Private Sector in Disaster Risk Management via zoom.
39. Had a meeting with Caucasus-Asia Center, Assam, India via zoom.
40. Joined a discussion on Private sector employment amid Covid-19: Expectations from budget FY2021-22 via zoom.
41. Attended a Dialogue on ‘Redesigning Stimulus Package for Economic Recovery of CMSMEs’ organized by BUILD via zoom.
42. Had a meeting with Bangladesh Business & Disability Network (BBDN) via zoom.
43. Joined a steering committee meeting of Generation Unlimited Bangladesh – Youth Employment Taskforce via zoom.
44. Had a meeting Met with the representatives of Netherland Embassy in Dhaka via zoom.
45. Joined a round table on “Translating Eighth Five Year Plan into Fiscal Year Budget 2021-22: Youth Perspective” jointly organized by The Daily Star and ActionAid Bangladesh via zoom.
46. Joined a Joint Feasibility Study on a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between Bangladesh and India with Indian counterpart, the Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) organized by BFTI via zoom.
47. Attended the Budget Listening Programme on National Budget 2021-22 and made an initial Budget Reaction.
48. Attended a Press Conference on National budget 2021-22 organized by FBCCI at FBCCI.
49. Joined as a speaker at the webinar on “The Impact of Covid-19 on the CMSME Sector and Prospects for their Recovery” organized by Economic Reporters’ Forum (ERF) via Zoom.
50. Handed over a cheque to the Principal Secretary Dr. Ahmad Kaikaus for the Prime Minister’s Corona Assistance Fund. Honourable Prime Minister H.E. Sheikh Hasina joined the event virtually from Ganabhaban.
51. Attended the 2nd LDC Monitoring Committee meeting at the PMO.
52. Joined the webinar on “Demographic Dividend in Bangladesh: Role of Private Sector” jointly organized by ICCB and UNICEF via Zoom
53. Had a meeting with Tripoli Chamber of Commerce, Libya via Zoom
54. Joined BUILD’s HR Policy Meeting via Zoom

৫৫. ফিড দি ফিউচার বাংলাদেশ ট্রেড এ্যাক্টিভিটি-এর প্রতিনিধি মার্ক সিমান এর সাথে বৈঠকে যোগদান।

৫৬. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ইউএন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি যৌথভাবে আয়োজিত 'এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

৫৭. বিল্ড আয়োজিত 'কোভিড স্টিমুলাস অ্যান্ড লিঙ্কস টু এমপ্লয়মেন্ট, কনজামশন অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট : দি বাংলাদেশ এক্সপেরিয়েন্স' বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন উন্মোচন অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৫৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রপ্তানি বহুমুখীকরণ বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান।

৫৯. দি ডেইলি স্টার এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত 'কোভিড-১৯ মহামারীকালীন সময়ে কটেজ, মাইক্রো, স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সমূহের অবস্থা : তরুণ ও নারীদের জন্য সহনীয় কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন' শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান।

৬০. বিশ্বব্যাংক-এর প্রতিনিধি এম সিরকার-এর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণ।

৬১. এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ভার্চুয়াল সভায় যোগদান।

৬২. বিএফটিআই'র ৫২তম পর্ষদ সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৬৩. কনফেডারেশন অফ দি নেপালিজ ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত 'ইউনিয়ন অব এশিয়ান চেম্বার্স'-এর ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

৬৪. বিল্ড ট্রাষ্টি বোর্ডের ২৪তম সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৬৫. ভার্চুয়াল শো 'থিংক বিজনেস'-এ যোগদান।

৬৬. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর পরিচালনা পর্ষদের ২৪তম সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৬৭. এফবিসিসিআই কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় দেশব্যাপি চিকিৎসা সরঞ্জমাদি বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৬৮. করোনা আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ হতে এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন-এর নিকট ১০টি অক্সিজেন কনসানট্রেটর মেশিন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগদান।

৬৯. 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' আয়োজনের প্রস্তুতি হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার সভায় যোগদান।

৭০. ড্যাফোডিল পরিবার এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ।

৭১. এফবিসিসিআই আয়োজিত রপ্তানি বহুমুখীকরণের উপর আয়োজিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ।

৭২. বাংলাদেশ রিজিওন্যাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১ এর জন্য জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে অনলাইভিত্তিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৭৩. বিল্ড আয়োজিত 'বাংলাদেশ কোম্পানী নিবন্ধনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।

৭৪. 'অর্থনীতিতে তরুণদের অবদান' বিষয়ক ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ।

৭৫. ডিবিআই-এর গভর্নিং বডি'র ১৭তম সভায় অংশগ্রহণ।

৭৬. কর্মস্পৃহা অনুসন্ধান বিষয়ক ভার্চুয়াল আলোচনায় সভার ১৭তম পর্বে যোগদান।

৭৭. ফ্রন্টিয়ার এএমসি সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগদান।

৭৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল বৈঠকে যোগদান।

৭৯. সিক্সথ এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৮০. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর স্মরণে ডিসিসিআই আয়োজিত স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ।

৮১. বাংলাদেশ চেম্বার্স অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন : আজকের বাংলাদেশ' বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান।

৮২. 'ইনফরমালিটি ফরমাল' শীর্ষক টকশোতে অংশগ্রহণ।

৮৩. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ১০ম সভায় যোগদান।

55. Met with Mr. Marc Shiman, COP, Feed the Future Bangladesh Trade Activity, International Development Group LLC via Zoom
56. Joined a virtual meeting on 'Graduation of Bangladesh from the least developed country (LDC) category and smooth transition towards sustainable development' jointly organized by Economic Relations Division (ERD), UN-OHRLLS and UN Committee for Development Policy (CDP) via Zoom.
57. Joined the webinar on Launching the Study Report on "Covid Stimulus and Links to Employment, Consumption and Investment: The Bangladesh Experience, Global Lessons, and Priorities for Next Round Support" organized by BUILD via Zoom.
58. Attended LDC Standing Committee meeting on Export Diversification at PMO.
59. Attended the roundtable titled "Post Covid Cottage, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs): Youth and Women Responsive Strategy" jointly organized by The Daily Star and ActionAid Bangladesh via Zoom.
60. Met Mr. Sharif Islam from Deloittee and Mr. M. Sircar from World Bank via Zoom.
61. Joined the working committee meeting on SME Foundation Training & Capacity Building via Zoom
62. Joined the 52nd Board meeting of BFTI via Zoom.
63. Joined a virtual programme of soft-launch of the Union of Asian Chambers (UAC) organized by the Confederation of Nepalese Industries (CNI) via zoom.
64. Joined the 24th meeting of the Board of Trustees of BUILD via zoom.
65. Joined a virtual show "Think Business" via zoom.
66. Joined the 33rd BIAC's Board Meeting via zoom.
67. Joined Inauguration of nationwide health and medical equipment distribution programme by FBCCI via zoom.
68. On behalf of DCCI, handed over Oxygen Concentrator Machines to FBCCI.
69. Joined the Consultation meeting on International Trade and Investment Summit with Ministry of Commerce via zoom.
70. Joined the Meeting on Possible Cooperation between Daffodil Family and DCCI via zoom.
71. Joined Meeting on Export diversification and incentive organized by FBCCI via zoom.
72. Joined for an Interview for Bangladesh Regional Connectivity Project-1 via zoom video.
73. Joined the Webinar on "Removing Time, Cost, and Process related Bottlenecks in Company Registration" in Bangladesh organized by BUILD via zoom.
74. Joined the Webinar on "Youth Voice Matters: Role of youth in economy" via zoom.
75. Presided over the 17th Governing Body meeting of DBI via zoom.
76. Joined the 17th Episode of Discovering Willpower via zoom.
77. Joined the Frontier AMC Meeting via zoom.
78. Joined for a coordination meeting with the Ministry of Commerce via zoom.
79. Joined the Dissemination Meeting of the Sixth Assessment Report (AR6) via zoom.
80. Joined and presided over the programme "In Remembrance of Late Alhaj Anwar Hossain, Founder Chairman of DCCI Foundation and Anwar Group of Industries" organized by DCCI.
81. Joined the Webinar on "Bangabandhu's Industrial Philosophy: Today's Bangladesh" organized by Bangladesh Chamber of Industries via zoom.
82. Joined for a discussion in a programmed "Informally Formal" via zoom.
83. Presided over the 10th meeting of DCCI Foundation.

৮৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ড দূতাবাসের মিনিষ্টার কাউন্সিলরের সাথে মতবিনিময় সভায় ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ।

৮৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব (১) মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন-এর সাথে বৈঠক।

৮৬. ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার অফ বাংলাদেশ ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রজেক্ট-এর কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৮৭. পাবলিক স্টেকহোল্ডারস কমিটি-এর ১৪তম সভায় যোগদান।

৮৮. 'বাংলাদেশে দুর্যোগে ঝুঁকি মোকাবেলায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপ এবং "প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)" স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান।

৮৯. রাশিয়ায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসানের সম্মানে বাংলাদেশস্থ রাশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে অংশগ্রহণ।

৯০. কানাডার বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে বাংলাদেশস্থ আলজেরিয়ার দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় অংশগ্রহণ।

৯১. 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

৯২. ওয়ার্ল্ড বিজনেস এনজেলস্ ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম আয়োজিত 'স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে এনজেলস্ ইনভেস্টরসদের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।

৯৩. তুরস্কের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ।

৯৪. বিয়াকের ১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এডিআর বিষয়ক ওয়েবিনারে যোগদান।

৯৫. আইসিএবি আয়োজিত 'দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের প্রসারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ।

৯৬. জেট্রোর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি টাকুমা ওটাকি-এর সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অংশগ্রহণ।

৯৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ।

৯৮. আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চেম্বারস কংগ্রেস-এর ১২তম সভায় অংশগ্রহণ।

৯৯. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ এ অংশগ্রহণ ও ইলেক্ট্রিক, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড প্লাস্টিক সেক্টর-এর উপর আয়োজিত সেশন সঞ্চালনা।

১০০. এছাড়াও বছরব্যাপি সমসাময়িক অর্থনীতি, কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও বেসরকারি খাতের করণীয়সহ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ের উপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে মতামত প্রদান ও টকশোতে অংশগ্রহণ।

১০১. ইআরএফ ও বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত আয়কর আইন ২০২২-এর উপর আয়োজিত সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ।

১০২. বিএফটিআই আয়োজিত ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম 'মেইড ইন বাংলাদেশ'-এ অংশগ্রহণ।

১০৩. ইউজিসি আয়োজিত 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলোশন এন্ড বিয়ন্ড' শীর্ষক আন্তর্জাতিত সম্মেলনে সেশন চেয়ার হিসেবে যোগদান।

ডিসিসিআই সভাপতি, অফিস বিয়ারার্স ও পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকারসমূহঃ

১. মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২. মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

৩. মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎ।

৫. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৬. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আতিকুর রহমানের সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৭. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৮. মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমতউল্ল্যাহ মুনিম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎপূর্বক জাতীয় বাজেটে ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা পেশ।

84. Met with Mr. Khemathat Archawathamrong, Minister Counsellor (Commercial), Thailand Embassy in Dhaka via zoom.
85. Had a meeting with Mr. Mohammad Salah Uddin, PS-1 to the Honourable Prime Minister.
86. Attended the launching ceremony of U.S. Department of Agriculture of Bangladesh Trade Facilitation Project at Hotel InterContinental.
87. Attended the 14th meeting of Public-Private Stakeholders' Committee (PPSC) at the Planning Commission.
88. Attended the workshop on Private Sector Participation in Disaster Risk Management in Bangladesh" & Cornerstone Unveiling Ceremony of the Private Sector Emergency Operation Centre (PEOC) at DCCI Building.
89. Attended a reception in honor of H.E. Mr. Kamrul Ahsan, Ambassador of the People's Republic of Bangladesh to the Russian Federation organized by Russian Embassy in Dhaka at Residence.
90. Attended a farewell in honour of the Canadian High Commissioner, H.E. Mr. Benoit Prefontaine.
91. Presided over a pre-event Press Conference on the occasion of Bangladesh Trade and Investnebt Summit 2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI.
92. Joined as a panel speaker at the webinar on" The role of Angel Investors for developing a Startup Ecosystem" organized by World Business Angles Investment Forum via zoom
93. Attended the reception on the occasion of 98th Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey.
94. Attended BIAC's 10th Anniversary seminar on "Dispute Resolution in the Virtual World: The impact of COVID-19".
95. Joined as a speaker at the Webinar on "Creating Enterprise Value by Responsible Business Practices" organized by ICAB via zoom.
96. Had a meeting with Mr. Takuma Otaki, South Asia Regional Representative of Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) Govt of Japan and Policy Director, JETRO, New Delhi.
97. Joined as a member of Honourable Prime Minister's entourage to visit USA on the occasion of United Nation General Assembly.
98. Joined the 12th edition of the World Chambers Congress, from 23-25 November 2021 in Dubai, UAE.
99. Attended various TV talk shows and interviews with the renowned media throughout the year.
100. Attended a meeting presided over by the Executive Chairman of BIDA Mr. Md. Sirazul Islam along with other business leaders on the occasion of International Business Summit Bangladesh 2021.
101. Attended the seminar on Income Tax Law 2022 as Panel Discussant jointly ogranized by ERF and BUILD.
102. Attended a campaign programme 'Made in Bangladesh' organized by BFTI.
103. Attended an International Conference on 4th Industrial Revolution and Beyond as session chair organized by UGC.

DCCI President/ Board of Directors' Call on Meetings

1. DCC President called on Dr. AK Abdul Momen, MP, Honourable Foreign Minister, Ministry of Foreign Affairs
2. DCCI Board of Directors called on Honourable Industries Minister, Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP.
3. DCCI Board of Directors called on Honourable Commerce Minister, Mr. Tipu Munshi, MP.
4. DCCI Board of Directors called on Mr. Salman Fazlur Rahman, MP, Honourable Private Sector Industry and Investment Adviser to the Prime Minister.
5. DCCI Office Bearers called on Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh, Mayor, Dhaka South City Corporation.
6. DCCI Office Bearers called on Mr. Atiqul Islam, Mayor, Dhaka North City Corporation.
7. DCC Office Bearers called on Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister.
8. DCCI office bearers called on Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury, Chief Coordinator of the National Implementation Committee for Celebration of birth centenary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
9. DCCI office bearers called on Chairman of NBR Mr. Abu Hena Mr. Md. Rahmatul Muneem to place budget recommendations from DCCI.

১০. বাণিজ্য সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দিন-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

১১. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

১২. শিল্প সচিব কে এম আলী আজম-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

১৩. নবনিযুক্ত শিল্প সচিব মিস জাকিয়া সুলতানা-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

১৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হেইথাম গোব্যাশি-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

১৫. অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিস ফাতেমা ইয়াসমিন-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

১৬. বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষের সাথে ডিসিসিআই সভাপতির সাক্ষাৎ।

১৭. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)'র চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্ল্যাহ নূরী-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারর্স-এর সাক্ষাৎ।

১৮. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম আহসানের সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

১৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ইতো নায়োকি-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২০. বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মোস্তাফা ওসমান তুরান-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২১. বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটেনের হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২২. বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার মান্যবর ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

২৩. বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার মান্যবর বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী'র সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

২৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হ্যারি ভ্যারওয়েজ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মান্যবর আর্ল আর মিলার-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

২৬. বাংলাদেশস্থ মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার মান্যবর মিস হাজনাহ মোঃ হাসিম-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২৭. বাংলাদেশের নিযুক্ত ডাচ্ রাষ্ট্রদূত এনে গেরার্ড ভেন লিউইন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২৮. বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর লি জ্যাং-ইউন-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

২৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর রাবাহ্ লারবি-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

৩০. বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৩১. বাংলাদেশে নিযুক্তি কসোভো'র রাষ্ট্রদূত গুনার উরিয়া-এর সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৩২. বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনসুল মিস শিলা পিল্লাই'র সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

৩৩. জর্ডানের আম্মানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিস নাহিদা সোবহানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতির ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৩৪. লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ আলী মহসিন রেজা-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতির ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৩৫. ইউএন টেকনোলজি ব্যাংক ফর এলডিসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জশুয়া সেতিপা'র সাথে ডিসিসিআই অফিস বিয়ারার্স-এর সাক্ষাৎ।

৩৬. এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ।

৩৭. পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান ড. এম মাসরুর রিয়াজের সাথে ডিসিসিআই সভাপতির বৈঠক।

10. DCCI President called on Senior Secretary, Ministry of Commerce Dr. Md. Jafar Uddin.
11. DCCI President called on Mr. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, BIDA.
12. DCCI office bearers called on Mr. K M Ali Azam, Secretary, Ministry of Industries.
13. DCCI President called on newly appointed Secretary of Ministry of Industries Ms. Zakia Sultana,
14. DCCI President called on H. E. Mr. Hytham Ghobashy, Ambassador, Embassy of Egypt in Bangladesh.
15. DCCI President called on Ms. Fatima Yasmin, Secretary, ERD, Ministry of Finance.
16. DCCI President called on Commerce Secretary Mr. Tapan Kanti Ghosh.
17. DCCI President called on Mr. ABM Amin Ullah Nuri, Chairman, RAJUK.
18. DCCI President called on Mr. A.H.M. Ahsan, Vice Chairman & CEO of EPB.
19. H.E. Mr. ITO Naoki Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of Japan in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
20. H.E. Mr. Mustafa Osman Turan, Ambassador of Turkey in Dhaka called on DCCI President and the Office Bearers.
21. British High Commissioner H.E. Mr. Robert Chatterton Dickson called on DCCI President and the Office Bearers
22. H. E. Mr. Imran Ahmed Siddiqui, High Commissioner of Pakistan in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
23. High Commissioner of India in Bangladesh H.E. Mr. Vikram K Doraiswami called on DCCI President and the members of the Board of Directors
24. H.E. Mr. Harry Verweij, Ambassador, Embassy of the Netherlands in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
25. H.E. Earl R. Miller, Ambassador of U.S.A. in Bangladesh called on DCCI President and the members of the Board of Directors
26. DCCI President had a meeting with H.E. Ms. Haznah Md. Hashim High Commissioner, Malaysian High Commission in Bangladesh via Zoom.
27. H.E. Mr. Anne Gerard van Leeuwen, Ambassador, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
28. H.E. Mr. Lee Jang-Keun Ambassador of Korea in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
29. H.E. Mr. Rabah Larbi Ambassador of Algeria to Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
30. H. E. Mr. Francisco Benítez, Ambassador of Spain in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
31. H.E. Mr. Guner Ureya, Ambassador of Kosovo in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
32. Ms. Sheela Pillai, Consul of Singapore in Bangladesh called on DCCI President and the Office Bearers
33. H.E. Mrs. Nahida Sobhan, Bangladesh Embassy in Amman had a meeting with DCCI President and the Office Bearers via zoom.
34. DCCI President along with the Office Bearers had a meeting with Mr. Md. Ali Mohsin Reza, Ambassador of Bangladesh in Libya via Zoom.
35. Managing Director of the United Nations Technology Bank Mr. Joshua Setipa called on DCCI Office Bearers
36. DCCI President met Mr. Md. Jashim Uddin, President, FBCCI.
37. DCCI President had a meeting with Dr. M. Masrur Reaz, Chairman, Policy Exchange of Bangladesh.

৩৮. ইউএনএসকাপ এর অর্থনীতি বিষয়ক কর্মকর্তা মাসাতো এ্যাবে-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতির ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৩৯. এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাক্ষাৎ।

৪০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ (আইবিএ)'র পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি ভার্চুয়ালি সাক্ষাৎ করেন।

৪১. ইউএনএসকাপ-এর ফিন্যান্স ফর ডেভেলপমন্ট বিভাগের প্রধান ড. টেইনটিপ সুবহাঞ্জ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে ভার্চুয়ালি সাক্ষাৎ।

৪২. সফররত সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী মন্ত্রী মান্যবর আব্দুল নাসের জামাল হোসাইন মোহাম্মদ আলশালীর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির একান্ত সাক্ষাৎ।

৪৩. দুবাইতে সফররত অবস্থায় ডিসিসিআই সভাপতি দুবাই চেম্বারের সহ-সভাপতি হাসান হুসাইন আলহাসেমি এবং বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল অব দুবাই এর সভাপতি মাহতাবুর রহমান এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৪৪. ডিসিসিআই সভাপতি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-এর সহ-সভাপতি এবং আ'মাল গ্রুপ এর চেয়ারম্যান ইয়াসিন আল সুরুর-এর সাথে দুবাই সফরকালীন সময়ে সাক্ষাৎ করেন।

৪৫. ডিসিসিআই সভাপতি দুবাই সফরকালীন সময়ে তুরিনো চেম্বারের সভাপতি দারিও গাল্লিনা-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৪৬. বাংলাদেশ নৌবাহিনী-এর প্রধান এ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-এর সাথে সাক্ষাৎ।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১. ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২. ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

৩. ডিসিসিআই এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস যৌথভাবে আয়োজিত ২দিন ব্যাপি উদ্যোক্তা সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী সেশনে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৪. ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশস্থ এডিবি'র আবাসিক প্রতিনিধি মনমোহন পারকাশ-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৬. বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই'র বৈঠকে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাথে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৮. ডিসিসিআই আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেনসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।

৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত-এর সাথে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর যোগদান।

১০. ডিসিসিআই, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট ২০২১-২২' ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ।

১১. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান-এর সাথে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ।

১২. বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং প্রাক্তন সভাপতি ও পরিচালক শামস মাহমুদ এর যোগদান।

38. DCCI President met Mr. Masato Abe, Economic Affairs Officer, UNESCAP Bangkok via zoom.
39. DCCI office bearers called on Dr. Md. Masudur Rahman, Chairman, SME Foundation.
40. DCCI President met Prof. Mohammad Abdul Momen, Director, IBA, University of Dhaka via zoom.
41. DCCI President met Dr. Tientip Subhanij, Chief, Financing for Development, UNESCAP Meeting via zoom.
42. DCCI President met H.E. Mr. Abdul Nasser Jamal Hussain Mohammed Alshaali, Assistant Minister for Economic and Trade Affairs at Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation, UAE.
43. DCCI President met Mr. Hassan Hussain AlHashemi, Vice President of Dubai Chamber and Mr. Mahtabur Rahman, President of Bangladesh Business Council of Dubai during the visit of Dubai.
44. DCCI President met International Chamber of Commerce Vice President and Aa'mal Group Chairman Mr. Yassin Al Suroor in Dubai.
45. DCCI President met the President of Torino Chamber of Commerce Mr. Dario Gallina in Dubai.
46. DCCI President met Chief of Naval Staff Admiral M Shaheen Iqbal, NBP, NUP, ndc, afwc, psc.

Meeting attended by the Members of the Board of Directors

1. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President attended the Coordination meeting with all staff of DCCI.
2. Oath-Taking ceremony of newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of 2021
3. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI joined the Inauguration of Online Course on "How to become an entrepreneur" jointly organized by DCCI and Embassy of Bangladesh in Seoul, South Korea
4. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI joined the meeting with Mr. Manmohan Parkash, Country Director, Bangladesh Resident Mission (BRM) and Ms. Jyotsana Varma, Principal Country Specialist, BRM, Asian Development Bank was held virtually on zoom online.
5. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honourable Prime Minister.
6. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI & Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Call On Meeting with Commerce Minister Mr. Tipu Munshi, MP.
7. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the High Commissioner of Pakistan in Dhaka.
8. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Preparatory meeting on "Meet The Press" organized by DCCI
9. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H. E. Mr. Hytham Ghobashy, Ambassador of Egypt in Dhaka
10. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Channel 24 (Regarding DCCI Live Budget-2021)
11. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, BIDA
12. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, Mr. Monowar Hossain, Vice President, and Mr. Shams Mahmud, Immediate Former President, DCCI attended the meeting with Japanese Ambassador in Dhaka

১৩. ডিসিসিআই ম্যানেজমেন্ট কমিটি অন ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস-এর ১ম সভায় ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর অংশগ্রহণ।

১৪. কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর যোগদান।

১৫. 'কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ এবং জার্মানির দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ যোগদান করেন।

১৬. ৭ম আইসিএসবি ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড ফর করর্পোরেট গভর্নেন্স ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ যোগদান করেন।

১৭. ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

১৮. মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী-এর সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাক্ষাৎ।

১৯. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স' বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর যোগদান।

২০. বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারের সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর যোগদান।

২১. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি ও পরিচালক ওসামা তাসীর যোগদান করেন।

২২. বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনস্যুল মিস শিলা পিল্লাই-এর সাথে ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।

২৩. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাক্ষাৎ।

২৪. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর সাথে ডিসিসিআই'র প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর অংশগ্রহণ।

২৫. ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর যোগদান।

২৬. বাংলাদেশ নিযুক্ত নেদারল্যান্ডস-এর রাষ্ট্রদূতের সাথে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর যোগদান।

২৭. বাংলাদেশ নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর অংশগ্রহণ।

২৮. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সদস্য (ভ্যাট) মাসুদ সাদিক-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ সাক্ষাৎ করেন।

২৯. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামের সাথে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর অংশগ্রহণ।

৩০. ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ যোগদান করেন।

৩১. এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ও পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না সাক্ষাৎ করেন।

13. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI joined the 1st virtual meeting of DCCI Management Committee on Finance & Accounts -2021
14. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI joined virutally the 1st meeting of the DCCI Standing Committee on "Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues-2021"
15. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI virutally joined the International Webinar on "Prospect and Challenges: Post COVID Economic Relations between Bangladesh and Germany" organized by BGCCI
16. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the the 7th ICSB National Award for Corporate Governance, 2019
17. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Mustafa Osman Turan, Ambassador of Turkey in Dhaka
18. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Dr. Kamal Abdul Naser Chowdhury, Chief Coordinator of the National Implementation Committee for Celebration of birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman
19. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Discussion meeting regarding Custom, VAT & Tax related issues
20. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Robert Chatterton Dickson, British High Commissioner in Bangladesh
21. Mr. Osama Taseer, Director & Former President, DCCI attended the "National Productivity & Quality Excellence Award-2019" organized by Ministry of Industries
22. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H.E. Ms. Sheela Pillai, Consul of Singapore in Bangladesh
23. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh, Mayor, Dhaka South City Corporation
24. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with NBR Chairman (Pre-Budget Discussion)
25. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, Mr. Monowar Hossain, Vice President attended the the 1st meeting of DCCI Constitution, Membership, Administration & HR Related Management Committee-2021.
26. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with H.E. Mr. Harry Verweij, Ambassador of the Netherlands in Bangladesh.
27. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the US Ambassador in Bangladesh
28. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. Masud Sadik, Member (VAT Policy), NBR
29. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. Atiqul Islam, Mayor, Dhaka North City Corporation
30. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President virutally joined the 1st Meeting of DCCI Employees Provident Fund Trustee
31. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, Mr. Monowar Hossain, Vice President, and Mr. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the meeting with Dr. Md. Masudur Rahman, Chairman, SME Foundation

৩২. ডিসিসিআই এস্টেট বিষয়ক বিশেষ কমিটির ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালক হোসেন এ সিকদার এবং আরমান হক অংশগ্রহণ করেন।

৩৩. 'আরএনআই বাংলাদেশ' এর উপর ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং ব্যারিষ্টার শাহেদুল আজম-এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

৩৪. ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৩৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারের সাথে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৩৬. আইসিএবি আয়োজিত 'টেকসই অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ যোগদান করেন।

৩৭. ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং রাজউক চেয়ারম্যানের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত।

৩৮. 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল'-এ আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৩৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

৪০. নবনিযুক্ত বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষের সাথে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

৪১. ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৪২. ডিসিসিআই রেনোভেশন ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালক হোসেন এ সিকদার এবং ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন।

৪৩. লিবিয়ার ত্রিপলী চেম্বার এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৪৪. ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাসের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৪৫. ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ'র সাথে বিডি ফিন্যান্স'র ব্যবস্থপনা পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।

৪৬. ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ১০ম সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।

৪৭. পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৪৮. বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৪৯. ডিসিসিআই এবং রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ চেম্বারের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫০. 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১' আয়োজন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

32. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, Mr. Monowar Hossain, Vice President, Directors Mr. Hossain A Sikder, Mr. Arman Haque, Engr. Shamsuzzoha Chowdhury and Convenor Engr. M. A. Wahab virutally joined the special meeting of DCCI Estate related committee.
33. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the meeting with Barrister Shahedul Azam on the issue of RNI Bangladesh
34. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the MoU Signing ceremony between DCCI and BUET
35. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the meeting with the Malaysian High Commissioner in Bangladesh
36. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, DCCI virutally joined the webinar as a panel discussant on Future readiness of SMEs and SMPs: Vital for Sustainable Economy organized by ICAB
37. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the Chairman of RAJUK
38. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President & Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Cheque Handover to PM
39. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the Principal Secretary to the Prime Minister
40. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the newly appointed Commerce Secretary Mr. Tapan Kanti Ghosh
41. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Budget Listening programme for preparing initial budget reaction from DCCI
42. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, Mr. Monowar Hossain, Vice President, Directors Mr. Hossain A Sikder and Engr. Shamsuzzoha attended the working committee meeting on DCCI renovation.
43. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the meeting with Tripoli Chamber of Commerce & Industry
44. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the MoU signing ceremony between DCCI and Vietnam Embassy
45. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with the Managing Director of BD Finance Limited.
46. DCCI Senior Vice President Mr. N K A Mobin, FCS, FCA attended the 10th meeting of DCCI Foundation.
47. DCCI Senior Vice President Mr. N K A Mobin, FCS, FCA and Vice President Mr. Monowar Hossain took part in a meeting with the Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen, MP at the Foreign Ministry.
48. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the meeting with Mr. Bikarna Kumar Ghosh, Managing Director Bangladesh Hi-Tech Park Authority
49. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI joined for a meeting between DCCI and St. Petersburg Chamber arranged by the Bangladesh Embassy in Russia virtually.
50. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the internal coordination meeting on "Bangladesh Trade & Investment Summit-2021"

৫১. বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভো'র রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫২. বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডস্ রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৩. বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৪. বাংলাদেশস্থ থাইল্যান্ড দূতাবাসের কনস্যুল (কমার্শিয়াল) এর সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৬. ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড-এর চেয়ারম্যান মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে ঢাকা চেম্বারের বৈঠকে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৭. বাংলাদেশ নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১'-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৫৯. বাংলাদেশ নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূতের সাথে ঢাকা চেম্বারের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৬০. 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা' সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬১. ডিসিসিআই পরিচালক হোসেন এ সিকদার 'শিল্পাঞ্চলে বাণিজ্যিক জমি বরাদ্দ' বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৬২. 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৬৩. জেডিপিসি-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না অংশগ্রহণ করেন।

৬৪. 'ফার্স্ট ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ-২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৬৫. ডিসিসিআই পরিচালক আরামান হক 'কান্ট্রি কমপিটিটিভনেস, সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৬৬. এইচকেটিডিসি আয়োজিত 'এশিয়ান ফিন্যান্সিয়াল ফোরাম-২০২১' অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ করেন।

৬৭. ডিসিসিআই 'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০২১'-এর ভার্চুয়াল সভায় ডিসিসিআই পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ অংশগ্রহণ করেন।

৬৮. 'হালাল সার্টিফিকেশন পলিসি-২০২০' বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী যোগদান করেন।

৬৯. ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৭০. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভোজ্যতেল নিয়ে আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ যোগদান করেন।

৭১. বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত ভোজ্যতেল বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ যোগদান করেন।

51. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Guner Ureya, Ambassador of Kosovo in Bangladesh
52. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended a meeting with H.E. Mr. Anne Gerard van Leeuwen, Ambassador of the Netherlands to Bangladesh
53. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with South Korean Ambassador
54. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the meeting with Mr. Khemathat Archawathamrong, Minister Counsellor (Commercial), Thailand Embassy in Dhaka
55. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the meeting with Japanese Ambassador
56. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. Md. Nojibur Rahman, Chairman, Capital Market Stabilization Fund and former Principal Secretary.
57. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Algerian Ambassador
58. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the coordination meeting with Ministry of Commerce regarding Bangladesh Trade & Investment Summit 2021
59. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H. E. Mr. Francisco Benítez, Ambassador of Spain in Bangladesh
60. Mr. N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President and Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 1st meeting of DCCI Annual Report & Audit Report Working Committee-2021
61. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the 24th meeting of the Industrial Land District Allocation Committee
62. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy" organized by DCCI
63. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the Steering Committee meeting of JDPC
64. Board of Directors, DCCI virutally joined the Inaugural ceremony of International Business Conclave titled '1st DCCI Business Conclave- 2021'
65. Mr. Arman Haque, Director, DCCI virutally joined the Brain Storming Session of the Standing Committee on "Country Competitiveness, Sustainability & investment (Local & Foreign)"
66. Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI virutally joined the Asian Financial Forum-2021 organized by HKTDC
67. Mr. Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI virutally joined the Discussion meeting of DCCI Standing Committee on "National Infrastructure-2021"
68. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI attended the meeting on the issues of Halal Certification Policy-2020
69. DCCI Directors attended the Coordination meeting with the Coordinating Directors, Convenors & Joint Convenors of DCCI-2021
70. Alhaj Deen Mohammad, Director, DCCI attended the meeting with Edible oil Traders organized by Ministry of Commerce
71. Alhaj Deen Mohammad, Director, DCCI attended the meeting with Edible oil Traders organized by Bangladesh Trade & Tariff Commission

৭২. বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন এবং পিপিপি অথরিটি যৌথভাবে আয়োজিত 'টেক্সটাইল খাতে পিপিপি'র ব্যবহার' শীর্ষক স্টেকহোল্ডার আলোচনায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর অংশগ্রহণ।

৭৩. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং সিসিআই-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এর অংশগ্রহণ।

৭৪. ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২১ বিষয়ক সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর যোগদান।

৭৫. ডিসিসিআই ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড গ্লোবাল লিংকেজ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক শামস মাহমুদ-এর অংশগ্রহণ।

৭৬. ডিসিসিআই কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী যোগদান করেন।

৭৭. শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এ্যাওয়ার্ড ২০১৯' বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না অংশগ্রহণ করেন।

৭৮. মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি'র সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎ।

৭৯. 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোনো ঢাকার বিদ্যমান ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ।

৮০. বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

৮১. 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ট্রেড পলিসি-২০২১' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।

৮২. 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক গোলাম জিলানী যোগদান করেন।

৮৩. 'আইটি, আইসিটি, টেলিকম আন্ড ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন টেকনোলজি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক গোলাম জিলানী অংশগ্রহণ করেন।

৮৪. 'ল অ্যান্ড অর্ডার, এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক হোসেন এ সিকদার অংশগ্রহণ করেন।

৮৫. 'প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং সেক্টর' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন যোগদান করেন।

৮৬. 'ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক এম এ রশিদ শাহ সম্রাট অংশগ্রহণ করেন।

৮৭. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ ও বিতরণ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ অংশগ্রহণ করেন।

৮৮. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি'র সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

৮৯. ডিসিসিআই আয়োজিত 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ' বিষয়ক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

৯০. ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাথে প্লাটিনাম হোটেলের প্রতিনিধি সাখাওয়াত হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

৯১. ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১ম সভায় সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৯২. ডিসিসিআই'র 'রপ্তানিমুখী পণ্য ও বাজার সম্প্রসারণ' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

৯৩. বিডা আয়োজিত 'অনলাইন ট্রেড লাইসেন্স' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

৯৪. 'এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী যোগদান করেন।

৯৫. 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস-২০২১' উপলক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর অংশগ্রহণ।

৯৬. 'বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা: ব্যবসা পরিচালন সূচকের অন্যতম অনুষঙ্গ' শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

72. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Stakeholder Workshop on "Textile Sector and PPP" jointly organized by Bangladesh Textile Mills Corporation & Public Private Partnership Authority , PMO
73. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the MoU Signing Ceremony between CCI&E and Sonali Bank Ltd.
74. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting on the issue of DITF-2021
75. Mr. Shams Mahmud, Director, DCCI virutally joined the 1st meeting of DCCI Trade Facilitation & Global Linkages Standing Committee-2021
76. Engr. Shamsuzzoha Chowdhury, Director, DCCI virutally joined the 1st Meeting of DCCI Construction and Maintenance Standing Committee-2021
77. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the preparatory meeting for National Productivity and Quality Excellence Award 2019 organized by Ministry of Industries
78. Board of Directors, DCCI attended the meeting with Honourable Industries Minister of Bangladesh Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP
79. Board of Directors, DCCI attended the discussion meeting on "Identify problems and prospects of trade and commerce of Old Dhaka in the development of economy of Bangladesh" organized by DCCI
80. Board of Directors, DCCI attended the meeting with H.E. Mr. Vikram K Doraiswami, High Commissioner of India to Bangladesh
81. Mr. Md. Zia Uddin, Director, DCCI attended the 1st Meeting of the standing committee of "Industrial & Trade Policies- 2021"
82. Mr. Golam Zilani, Director, DCCI attended the 1st meeting of DCCI Industry Academia Linkage & Skills Development Standing Committee
83. Mr. Golam Zilani, Director, DCCI attended the 1st meeting of DCCI IT, ICT, Telecom & 4th IR Technologies 2021 Standing Committee
84. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the 1st meeting of DCCI Law and Order, Anti-Smuggling, Counterfeiting & Adulteration Standing Committee-2021
85. Mr. Md. Shahid Hossain, Director, DCCI attended the 1st meeting of Printing & Publishing Sector Standing Committee-2021
86. Mr. Rashid Shah Shamrat, Director, DCCI attended the 1st meeting of DCCI Tourism & Hospitality Standing Committee-2021
87. Alhaj Deen Mohammed, Director, DCCI attended the meeting of National Committee on the Essential Products Marketing and Distribution
88. Board of Directors, DCCI attended the meeting with Mr. Salman F. Rahman, MP, Honourable Adviser to the Prime Minister on Private Sector Industry and Investment
89. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on 'Industry-Academia Linkage: The New Frontier' organized by DCCI
90. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. Shakawat Hossain from Platinum Hotel
91. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 1st meeting of DCCI Purchase Committee-2021
92. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 1st meeting of DCCI Standing Committee on Exportable Products & Market Diversification-2021
93. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Launching ceremony of "Online Trade License" organize by BIDA
94. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI joined the 2nd meeting of DCCI Agriculture & Agro-Based Sector Standing Committee-2021
95. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting on World Consumer Rights Day-2021 organized by National Department of Consumer Protection
96. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on "Country Competitiveness of Bangladesh: Key reforms in Doing Business" organized by DCCI

৯৭. ডিসিসিআই, সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট ২০২১-২২' এর উপর আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৯৮. 'পবিত্র রমজান মাসে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৯৯. 'অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন: বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১০০. 'শিল্প ও শিক্ষাখাতের সমন্বয়: শিক্ষাখাতের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১০১. 'বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে চলমান সংস্কার এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১০২. ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১০৩. 'ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক খায়রুল মজিদ মাহমুদ অংশগ্রহণ করেন।

১০৪. 'ন্যাশনাল এ্যানার্জি সিকিউরিটি' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি ওসামা তাসীর অংশগ্রহণ করেন।

১০৫. 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১০৬. এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিনের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎ।

১০৭. বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন।

১০৮. এটুআই প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৩য় সভায় ডিসিসিআই পরিচালক গোলাম জিলানী যোগদান করেন।

১০৯. 'বাংলাদেশের শিল্পখাতে জ্বালানী উৎসের ভবিষ্যৎ : এলপিজি এবং এলএনজি' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১১০. ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন-এর নির্বাহী কমিটির ২৩তম সভায় ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না যোগদান করেন।

১১১. এনপিও আয়োজিত উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না অংশগ্রহণ করেন।

১১২. ধামরাই উপজেলায় বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

১১৩. 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পদক-২০২০' প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

১১৪. জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

১১৫. ইপিবি'র পরিচালনা পর্ষদের ১৪২তম সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

১১৬. 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বহুমুখীকরণের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ১ম ভার্চুয়াল ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১১৭. 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বহুমুখীকরণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ২য় ভার্চুয়াল ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১১৮. ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচলক, আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

97. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on Pre-budget Discussion for FY 2021-22 jointly organized by DCCI, Samakal and Channel 24
98. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on "Keeping Law and Order situation under control, tackling smuggling and food adulteration in the month of holy Ramadan" organized by DCCI
99. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on the "Automobile Industry Development: Present Situation and Future Prospects" organized by DCCI
100. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on 'Industry-Academia Linkage: The New Frontier' organized by DCCI
101. Board of Directors, DCCI virutally joined the Discussion Meeting on "Current Reforms in Ease of Doing Business in Bangladesh and Preparedness for the Future" organized by DCCI
102. On the occasion of DCCI's Annual Iftar, members of the Board of Directors virutally joined for an interactive get together with the Former Presidents of DCCI
103. Mr. Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI virutally joined the 1st meeting of DCCI National Infrastructure Standing Committee-2021
104. Mr. Osama Taseer, Director joined the 1st meeting of DCCI National Energy Security Standing Committee-2021
105. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on "LDC Graduation of Bangladesh: Journey towards Economic Excellence"organized by DCCI
106. Board of Directors, DCCI attended the Call on with FBCCI President
107. Board of Directors, DCCI attended the Luncheon with the Pakistan High Commission in Dhaka
108. Mr. Golam Zillani, Director, DCCI virutally joined the 3rd Meeting of the Steering Committee of a2i Programme
109. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar on "Future of Industrial Fuel Source in Bangladesh : LPG & LNG" organized by DCCI
110. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI virutally joined the 23rd Executive Committee meeting of National Productivity Organization
111. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI virutally joined the Seminar on Effectiveness of Productivity Improvement Training Program of NPO
112. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 24th meeting of Dhamrai BSCIC Land Allotment committee
113. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting on the issues of Bangabandhu Sheikh Mujib Industry Award-2020
114. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting on the issue of National Export Trophy Selection
115. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the 142nd Board meeting of Export Promotion Bureau
116. Board of Directors, DCCI virutally joined the 1st Dialogue of Challenges and Way forward on Export diversification of Bangladesh upon LDC graduation organized by DCCI
117. Board of Directors, DCCI virutally joined the 2nd Dialogue on "Challenges and Way forward on Export diversification of Bangladesh in LDC graduation" organized by DCCI
118. Board of Directors, DCCI joined the coordination meeting of Coordinating Directors, Convenors and Join Convenors of all Standing Committee of DCCI for 2021

১১৯. বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি মাষ্টার প্ল্যান ২০২১-২০৩০ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না যোগদান করেন।

১২০. ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'টেকসই নদী খনন: বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য প্রতিকার' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচলনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২১. 'বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা: প্রেক্ষিত সেবা খাত' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১২২. এটুআই প্রকল্পের ৪র্থ সভায় ডিসিসিআই পরিচালক গোলাম জিলানী অংশগ্রহণ করেন।

১২৩. 'ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই পরিচালক আশরাফ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

১২৪. 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২৫. 'ই-কমার্স খাতের বিকাশে টেকসই ইকোসিস্টেম প্রণয়ন' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২৬. 'মহামারীকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২৭. 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি: ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২৮. বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১ এর সাইডলাইন ইভেন্ট হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশ ও ইউরোপের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা" শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১২৯. বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১ এর সাইডলাইন ইভেন্ট হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ ও প্রস্তুতি' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৩০. বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১ এর সাইডলাইন ইভেন্ট হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক এবং বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৩১. বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১ এর সাইডলাইন ইভেন্ট হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও আফ্রিকার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৩২. বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১ এর সাইডলাইন ইভেন্ট হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন ঘাটতি পূরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৩৩. ফিশারিজ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির ৩য় সভায় ডিসিসিআই পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী অংশগ্রহণ করেন।

১৩৪. ডিসিসিআই আয়োজিত 'এলডিসি পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি হিসেবে স্থানীয় বাজারের উন্নয়ন' বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৩৫. "এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৩৬. গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

১৩৭. প্লাস্টিক প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল-এর নির্বাহী কমিটির ৩য় সভায় ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

১৩৮. বিয়াকের ১০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন যোগদান করেন।

119. Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI virutally joined the meeting on Bangladesh National Productivity Master Plan 2021-2030
120. Board of Directors, DCCI virutally joined the Webinar titled “Sustainable River Dredging: Challenges & Way forward” organized by DCCI
121. Board of Directors, DCCI virutally joined the virtual dialogue titled “Bangladesh-UK Trade and Investment Cooperation: Service Sector Perspective” organized by DCCI
122. Mr. Golam Zilani, Director, DCCI joined the 4th meeting of PSC a2i project
123. Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI virutally joined the 1st Meeting of the Standing Committee on Financial Institutions (Money Market, Bank, Insurance, NBFI, VC & Capital Market)-2021
124. Board of Directors, DCCI joined the webinar on “Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective” organized by DCCI
125. Board of Directors, DCCI virutally joined the Dialogue on “Building a Sustainable Ecosystem for Ecommerce" organized by DCCI
126. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar on “Ensuring food safety and supply chain in a pandemic” organized by DCCI
127. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar on private sector expectations in national Industrial policy-2021 organized by DCCI
128. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar title “Economic tie of Bangladesh & Europe: New Regulatory Regime” a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI
129. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar title LDC Graduation of Bangladesh: Transformation and Preparedness´ a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI
130. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar title “Shaping Business Landscape: Economic Cooperation of Middle East & Bangladesh” a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI
131. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar title “Trade & Investment Cooperation of Africa and Bangladesh: Towards a new trajectory” a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI
132. Board of Directors, DCCI virutally joined the webinar title “Bridging the Infrastructure Financing Gap through Credit Solutions in Bangladesh” a sideline event of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI
133. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI joined the 3rd Executive Committee meeting of Fishering Business Promotion Council
134. Board of Directors, DCCI virtually joined the Dialogue on “Local Market Development: Preparedness for Post-LDC era” organized by DCCI
135. Board of Directors, DCCI virutally joined the discussion meeting on "Procedures of getting loans from the stimulus Package allocated for SMEs" jointly organized by DCCI and SME Foundation
136. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. Sharif Ahmed MP, Honourable State Minister, Ministry of Housing & Public Works
137. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI virutally joined the 3rd Executive Committee meeting of Plastic Product Business Promotion Council
138. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the BIAC’s 10th Anniversary seminar on Dispute Resolution in the Virtual World: The impact of COVID-19

১৩৯. শিল্প সচিব কে এম আলী আজম-এর সাথে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

১৪০. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

১৪১. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৪২. 'বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক ওয়ার্কশপ এবং "প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)" স্থাপন অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৪৩. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ২০২১' শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রাক-সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৪৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ২০২১' শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।

১৪৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাথে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

১৪৬. সফররত তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৪৭. বিডা আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট বাংলাদেশ ২০২১ এর ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিকস ও প্লাস্টিক সেক্টর এর উপর আয়োজিত সেমিনারে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতির বাণিজ্য সফর

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ২১-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন।
- আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চেম্বারস কংগ্রেস-এর ১২তম সভায় অংশগ্রহণ।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়াতে ঢাকা চেম্বারের ট্রেড ফেসিলিটেশন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে প্রতিবছর সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করে থাকে।

এছাড়ও ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে সমঝোতা/সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমঝোতা/সহযোগিতা স্মারক অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিবিআইতে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, প্রশিক্ষণ কোর্সের আধেয়ের যুগোপযোগীকরণ ও সংযোজন, নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকবৃন্দকে ডিবিআইতে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ, খাত ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ, ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষানবীশ হিসেবে চেম্বারে ইনটার্ণ হিসেবে কাজের সুযোগ প্রদান, যৌথভাবে চাকুরী মেলা, ওয়েবিনার ও সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি আয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে একযোগে কাজ করায় সম্মত হয়েছে। নিচে এ সকল চুক্তিসমূহের তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ডিসিসিআই এবং আর্জেন্টিনা চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

২। রাশিয়ার সেন্ট-পিটার্সবার্গ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ডিসিসিআই-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৩। নেপালের ইউনিয়ন অব এশিয়ান চেম্বারর্স এবং ডিসিসিআই-এর মাধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৪। ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাসের মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৫। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সাথে ডিসিসিআই'র সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর।

৬। ডিসিসিআই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ (আইবিএ)'র মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর।

139. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with Mr. K M Ali Azam, Industries Secretary
140. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the Diasterment Management Committee meeting organized by Dhaka South City Corporation
141. Board of Directors, DCCI attended the Inaugural Ceremony of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021 jointly organized by Ministry of Commerce and DCCI
142. Board of Directors, DCCI attended the workshop on "Private Sector Participation in Disaster Risk Management in Bangladesh" and Cornerstone unveiling ceremony of the Private Sector Emergency Operation Centre (PEOC)
143. Board of Directors, DCCI attended the pre-event Press Conference on Bangladesh Trade and Investment Summit 2021 organized by DCCI
144. Board of Directors, DCCI attended the Press Briefing on Outcome Declaration of Bangladesh Trade & Investment Summit-2021
145. Mr. Monowar Hossain, Vice President, DCCI attended the meeting with H.E. Mrs. Makawadee Sumitmor, Ambassador of Thailand to Bangladesh
146. Board of Directors, DCCI attended meeting with the visiting business deligation of Turkey.
147. Board of Directors, DCCI attended the seminar on "Electric/Electronics and Plastic Sector" organised by BIDA's International Investment Summit 2021.

Business trip of President DCCI

- President of DCCI visited U.S.A. as a member of Prime Minister's entourage to attend the UN General Assembly from September 21 to 27.
- President, DCCI attended the 12th edition of World Chambers Congress in Dubai, UAE

Signing Memorandum of Understanding (MoU) for bilateral cooperation

In order to extend bilateral cooperation, boost trade and investment and increase global connectivity, Trade Facilitation Department undertook initiative to expand the bilateral partnership with different international Chambers and organizations. Moreover, DBI has also taken initiative for signing Memorandum of Cooperation (MoC) with different Universities for expansion of its training areas. Partner organizations have found it mutually beneficial to offer specially-designed mutually agreed upon short courses, to use the logo of the partners in documents related to the jointly approved academic programs of both partners, to organize training programs jointly, share resource persons and develop content on different areas of collaboration, to jointly conduct sector-wise business research activities, to waive fees for the concerned institutions and faculty students for participating/attending DBI courses/training (as per DCCI policy), to jointly organize job fair, seminars, workshop and business conference initiated by both parties. A list of MoUs and MoCs signed and to be signed are given below:

1. DCCI signed MoU with Argentine Chamber of Commerce for Asia and The Pacific, Argentina.
2. DCCI signed MoU with The Saint-Petersburg Chamber of Commerce and Industry, Russia.
3. DCCI signed MoU with Union of Asian Chambers, Nepal.
4. DCCI signed MoU with Embassy of The Socialist Republic of Viet Nam in Bangladesh.
5. DCCI signed MoC with Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)
6. DCCI signed MoC with Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka

জাতীয় নীতিমালায় ডিসিসিআই'র সুপারিশসমূহ

১। খসড়া জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১
২। প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট পলিসি ২০২১
৩। হালাল সার্টিফিকেট পলিসি ২০২০
৪। জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ এর জন্য ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং অর্থমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
৫। বিদেশি কোম্পানীসমূহের বাংলাদেশে ব্রাঞ্চ, লিয়াঁজো অফিস, প্রজেক্ট অফিস স্থাপনে অনুমতি প্রদান এবং বিদেশী নাগরিক/প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ক খসড়া নীতিমালা ২০২০
৬। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গঠিত এলডিসি উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের স্থানীয় বাজার উন্নয়ন এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, সংযোজন, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ বিয়ষক কমিটিতে সুপারিশমালা প্রেরণ

২০২১ সালে প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলোঃ

১। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ স্যুভেনির
২। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ এর আউটকাম প্রতিবেদন
৩। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র
৪। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১
৫। ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২১-২২
৬। ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ইস্যু)
৭। এসএমই সার্কুলাস্ অব বাংলাদেশ ব্যাংক

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই-এর ২০টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৫টি বিশেষ কমিটি প্রতিটিতে একজন করে পরিচালক 'সমন্বয়কারী পরিচালক' হিসেবে নেতৃত্ব দিয়ে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২০২১ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৭৫টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে দুটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কগণকে বছরব্যাপি অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

২০টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়াও ৫টি বিশেষ কমিটি এবছর কাজ করছে, সেগুলো হলোঃ

- কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটি
- ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্টি বোর্ড
- ক্রয় কমিটি
- প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি
- ম্যানেজমেন্ট কমিটি অন ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস

ডিসিসিআইতে এ বছর দশটি (১০) টি বোর্ড সভা ও একটি (১) টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই-এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০২১ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও মানুষের সহায়তার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে (করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা তহবিল) ১ কোটি টাকার অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কারোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার লক্ষ্যে 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' কে ৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের সামাজিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে করোনা মহামারীতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এফবিসিসিআইকে ৬,১৫,০০০/- টাকা মূল্যমানের ১০টি অক্সিজেন কনসানট্রেটর মেশিন প্রদান করা হয়।

DCCI Recommendations on National Policy

1. Draft National Industry Policy 2021.
2. Plastic Industry Development Policy 2021.
3. Halal Certification Policy-2020
4. DCCI National Budget Proposal for FY2021-22 placed to National Board of Revenue (NBR) and Ministry of Finance.
5. Amendments to Draft Permission to set up Branches, Liaisons, Representative Offices and Project offices of foreign companies in Bangladesh and to issue work permits to foreign nationals 2020.
6. Submission to Committees on Preparation, Adoption, Implementation and Monitoring of Possible Challenges of Bangladesh as a Transition from Least Developed Countries to Developing Countries highlighting Domestic Market Development and Export Diversification at the PMO, GoB.

Publication in the year 2021

Research & Development (R&D) Department of DCCI in cooperation with Public Relation Department of DCCI has prepared the following publications in 2021

1. A Souvenir on Bangladesh Trade & Investment Summit 2021
2. Event outcome report of the thematic sessions of BTIS 2021
3. Special Supplement on Bangladesh Trade & Investment Summit 2021
4. Annual Report 2021
5. DCCI Tax Guide 2021-22
6. DCCI Monthly Review (January to November Issues)
7. SME Circulars of Bangladesh Bank

Standing Committee activities and Board Meetings

20 Standing Committees and 5 special committees headed by a member of Board of Directors each who acted as 'Coordinating Director' of the committee throughout the year conducted 75 meetings where some important policy recommendations were made for development of the private sector and support desired economic growth. Two coordination meetings with the Convenors and Joint Convenors of all the Standing Committees of DCCI were also held. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Convenors, Joint Convenors and members of all the Standing Committees for their whole–hearted cooperation and efforts throughout the year.

Other than 20 regular standing committees the special Committees worked in 2021 are as follows:

- Constitution, Membership, Administration & HR Related Management Committee
- DCCI Employees' Provident Fund Trustee Board
- Purchase Committee
- Project Monitoring Committee
- Management Committee- DCCI Finance and Accounts

11 Board meetings and 01 emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held to discuss the managerial & financial issues along with suggesting policy issues to improve management efficiency of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2021, DCCI foundation has donated a grant of BDT. 1,00,00,000 (One Crore) to the Prime Minister's Grant Fund (Sahayata Tahobil) for COVID-19 affected families and distressed people (Corona virus e Khatigrasta Manusher Jonno Prodhanmontrir Sahayata Tahobil). Tk. 5,00,000 (Five Lac) was donated to Anjuman Mufidul Islam to support COVID-19 affected people as CSR. DCCI Foundation also donated 10 Oxygen Concentrators to FBCCI for supporting helpless people affected by the COVID-19 pandemic at a cost of BDT. 6,15,000 (Six Lac Fifteen Thousand).

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানি, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা চেম্বারের এ অর্থবছরে ৬৩৩ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ২১২ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩৪৮০ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর চেম্বারের সদস্য সংখ্যা ১২.৯৮% হারে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৪৩২৫ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের শেষ নাগাদ ঢাকা চেম্বারের সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

ডিসিসিআই-এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

চলতি বছরে ট্যাক্স কর্তন পূর্বক ব্যয়াতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ৪,৬৫,২২,৬০৬ টাকা, ২০২০ সালে যার পরিমাণ ছিল ৬,৯২,১১,৩৯৭ টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০২১ সালে ৩২.৭৮% হারে ২,২৬,৮৮,৭৯১ টাকা আয় কম হয়েছে।

এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অর্ন্তভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪,৬৮,৪০,৯৪৬ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৬,১০,৩১,৭৩০ টাকা, অর্থাৎ ২০২১ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় কমেছে ১,৪১,৯০,৭৮৪ টাকা বা ৮.৮১%। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯.২৬% বৃদ্ধিতে, অর্থাৎ ২০২১ সালে খরচ বেড়েছে ৮৪,৯৮,০০৭ টাকা। ২০২১ সালে চেম্বারের মোট খরচ হয়েছে ১০,০৩,১৮,৩৪০ যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৯,১৮,২০,৩৩৩ টাকা।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৭১,৯৫,৪১,১৮০ টাকা থেকে ৭,৪০,৭৪,৫৯৯ টাকা অর্থাৎ ১০.২৯% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৭৯,৩৬,১৫,৭৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২১ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

২০২১ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা পরলোক গমন করেছেন, তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। ডিসিসিআই নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেঃ

- ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক ও জাতীয় সংসদের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার প্রফেসর মোঃ আলী আশরাফ, এমপি
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মাহবুব-উজ্জ-জামান
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক দীন মোহাম্মদ
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)
- প্রাক্তন আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, এমপি
- বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু
- সুপ্রীম কোর্ট বার কাউন্সিল'র প্রাক্তন সভাপতি ও এ্যাডভোকেট আব্দুল বাসেদ মজুমদার
- জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রফিকুল ইসলাম
- বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ কবরী সারোয়ার
- বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুজ্জামান খান
- প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিষ্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ
- শিক্ষাবিদ ও নাট্যলেখক ড. ইনামুল হক
- বিশিষ্ট সংঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর
- দোহাটেক নিউ মিডিয়া-এর চেয়ারম্যান লুনা শামসুদ্দোহা
- উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডুরান্ড মেহদাদুর রহমান
- ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হোসেন আকতার-এর বড় বোন রাশিদা বেগম

Membership Enrollment

DCCI is being supported by a large number of members engaged in several businesses ranging from export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate, trading, ICT and other avenues in form of MSMEs. I am delighted to mention that during the financial year, 633 new members were enrolled and 212 inactive members revived their membership despite the ongoing novel coronavirus pandemic. In addition, 3,480 members have renewed their membership. These numbers reflect a 12.98% growth in membership taking the number of total members to 4,325, which is really a commendable achievement. If this trend continues, total membership number will significantly increase by the end of this calendar year.

DCCI Accounts

I am delighted to mention that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2021. We have achieved Tk. 4,65,22,606 as the excess of Income over Expenditure after tax in 2021 whereas it was Tk. 6,92,11,397 in 2020. Excess of Income over Expenditure has decreased by 32.78% or Tk. 2,26,88,791 in 2021 compared to previous year.

Membership subscription, building rent, interest on deposits, training and project are the key income generating sources of the Chamber. Total income of the Chamber has reached Tk. 14,68,40,946 in 2021 as against Tk. 16,10,31,730 in 2020. Income for DCCI in 2021 has decreased by 8.81% or Tk. 1,41,90,784 compared to previous year. On the other hand, total expenditure has increased by 9.26 % or Tk. 84,98,007 in 2021 compared to 2020. Total expenditure has reached Tk. 10,03,18,340 in 2021 whereas it was Tk. 9,18,20,333 in 2020. The total savings of the Chamber in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 79,36,15,779 in 2021 from Tk. 71,95,41,180 in 2020, registering 10.29 % growth, which is equivalent to Tk. 7,40,74,599.

Ladies and Gentlemen

Let me pay solemn condolence and homage, on behalf of DCCI family, to the departed souls belonging to eminent politicians, nationally important, socially enlightened persons and dignitaries from diverse streams, DCCI members and family members of DCCI family who left us in 2021 and sympathy to their grieved stricken family members. DCCI expressed deep shock at the sad demise of following persons in 2021:

- Alhaj Anwar Hossain, Founder Chairman, DCCI Foundation and Anwar Group of Industries.
- Professor Md. Ali Ashraf, MP, Former Director, DCCI and Former Deputy Speaker of the Parliament, Bangladesh.
- Mahbub-Uz-Zaman, Former Senior Vice President, DCCI.
- Md. Sirajuddin Malik, Former Vice President, DCCI.
- Deen Mohammad, Former Director, DCCI.
- Major Md. Yead Ali Fakir (Retd.), Former Director, DCCI.
- Abdul Matin Khasru, MP, Former Law Minister of Bangladesh.
- Ziauddin Ahmed Bablu, MP, Politician, Jatiya Party, Bangladesh.
- Advocate Abdul Baset Majumder, Former President of Supreme Court Bar Council.
- National Professor and Educationist Rafiqul Islam
- Kabori Sarwar, Politician & Legendary Film Actress of Bangladesh.
- Professor Shamsuzzaman Khan, Chairman, Bangla Academy.
- Syed Abul Maksud, Journalist, Columnist, Research scholar, Essayist and Writer, Bangladesh.
- Dr. Enamul Haque, Actor, Academician and Playwrighter, Bangladesh.
- Fakir Alamgir, Eminent Singer.
- Luna Shamsuddoha, Entrepreneur of Bangladesh, Chairman of the software firm Dohatec New Media.
- Durand Mehdadur Rahman, DMD, Uttara Group of Companies.
- Rashida Begum, elder sister of Hossain Akhtar, former Sr. Vice President, DCCI.

- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম-এর বড় বোন শাহানা রহমান চৌধুরী
- ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক এম সালেম সোলায়মানের বাবা মোহাম্মদ সোলায়মান
- ডিসিসিআই'র ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড গ্লোবাল লিংকেজেস স্ট্যান্ডিং কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ দেলোয়ার হোসেন
- এসিআই লিমিটেড'র চেয়ারম্যান আনিস-উদ্দ দৌলা-এর স্ত্রী নাজমা দৌলা
- বিশিষ্ট শিল্পপতি আজম জে চৌধুরী'র স্ত্রী মেরিনা ইয়াসমিন চৌধুরী
- কুমিল্লা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি -এর সাবেক সভাপতি অধ্যক্ষ আফজল খান এডভোকেট
- ডিসিসিআই অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব (গবেষণা) এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী-এর বাবা মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং মাতা রহমতুন্নেছা
- ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব (বোর্ড এ্যাফেয়ার্স) মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ-এর বড় ভাই আবুল কালাম মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- ঢাকা চেম্বারের সহকারী নির্বাহী সচিব মুন্সী মোঃ আজিজুর রহমানের বড় মেয়ে তাসনিম বিনতে আজিজ
- ডিসিসিআই'র সাপোর্ট স্টাফ কাজী রহিমউল্ল্যাহ-এর মাতা কুরফুলের নেসা

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি বলতে চাই, অপ্রত্যাশিত কোভিড-১৯ মহামারীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেও, ২০২১ সালটি ঢাকা চেম্বার একটি কর্মচঞ্চল ও সফল বছর হিসেবে অতিক্রান্ত করতে পেরেছে। বেসরকারি খাতের শক্তিশালী ও কার্যকর কণ্ঠস্বর হিসেবে বিশেষ করে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, বিনিয়োগে গতি ফিরিয়ে আনা, কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে ঢাকা চেম্বার সরকারের সাথে একযোগে নিরলসভাবে কাজ করে এসেছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ২০২১ সালে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ও বেসরকারি খাতের উন্নয়নে, বিশেষ করে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য ডিসিসিআই যে প্রচেষ্টা রেখেছে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে চেম্বারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

আমি আমার পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য ও ডিসিসিআই'র সকল সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং ২০২১ সালে ডিসিসিআইকে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ ও সম্মান প্রদানের জন্য।

আমি আমার সকল পূর্বশুরীদের ও উত্তরশুরীদের প্রতি গভীর আস্থা জানাচ্ছি। নবনির্বাচিত ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং পুনঃনির্বাচিত সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা রাখি, আগামী দিনগুলোতে ডিসিসিআই'র বলিষ্ট নেতৃত্ব চেম্বারে আরও গতিশীলতা নিয়ে আসবে এবং ডিসিসিআইকে আরও উচ্চতর মর্যাদায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের বেসরকারি খাতের সার্বিক উন্নয়নে আমি সর্বদা ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করার জন্য আমি আবারও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

রিজওয়ান রাহমান
সভাপতি, ডিসিসিআই
তারিখ: ২২ ডিসেম্বর, ২০২১

- Sahana Rahman Chowdhury, Elder Sister of Kh. Shahidul Islam, Former Vice President, DCCI.
- Mohammad Sulaiman, Father of DCCI's Former Director M Salem Sulaiman.
- Mostofa Kamal Bhuiyan, Younger Brother of M. Bashir Ullah Bhuiyan, Former Director, DCCI.
- Md. Delwar Hossain, Joint Convenor, Trade Facilitation and Global Linkages Standing Committee, DCCI.
- Nazma Dowla, wife of Anis Ud Dowla, Chairman of ACI Limited.
- Marina Yasmin Chowdhury, wife of renowned Industrialist Azam J. Chowdhury.
- Md. Abdus Sattar & Rahmotennesa, Father and Mother of AKM Asaduzzaman Patwary, Additional Executive Secretary, R&D, DCCI.
- Abul Kalam Mohammad Saifuddin Khaled, Elder Brother of Md. Shamsuddin Azad, Additional Executive Secretary, DCCI.
- Tasnim Binte Aziz, Daughter of Munshi Md. Azizur Rahman, Assistant Executive Secretary, DCCI.
- Kurfuler Nessa, Mother of Kazi Rahimullah, Support Staff, DCCI.

Respected Members of DCCI

In summing up, I would like to reiterate that DCCI has marked a vibrant and successful year in 2021 despite unprecedented challenges due to COVID-19 led exogenous shocks. We put our best endeavor to portray DCCI as a leading Chamber in the country and played pivotal role as a strong partner of the government to rebound trade, investment and economic activities, protect business community, promote national economic and development priorities during the pandemic time.

I am delighted to mention that with relentless effort and sincerity of the board of directors, conveners, joint conveners, standing committee members and all officials of the Secretariat, DCCI further strengthened its research-based policy advocacy roles for development of business ambiance which immensely contributed to uphold the image of the Chamber in home and abroad.

It is my great honour and privilege to lead DCCI as the President in 2021. I would like to thank all members of Board, former Presidents, DCCI members and all officials of DCCI secretariat for their wonderful contribution and keeping trust on me to lead the DCCI in 2021.

I would like to extend my deep appreciation to all of my predecessors and successors. I would also like to congratulate the newly elected Senior Vice President, re-elected Vice President and the newly elected Directors of DCCI for the year 2022. I hope the bold leadership of DCCI will bring in more dynamism to elevate DCCI into a new height and further spearhead the journey of the country to achieve its long-cherished vision to become a developed one by 2041. Serving DCCI is truly been an enjoyable journey for us to serve this great institute.

I thank you all once again for your valued and kind presence in the 60th AGM of DCCI and to grace this occasion.

Allah Hafez

Rizwan Rahman
President, DCCI
Date: 22 December, 2021

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

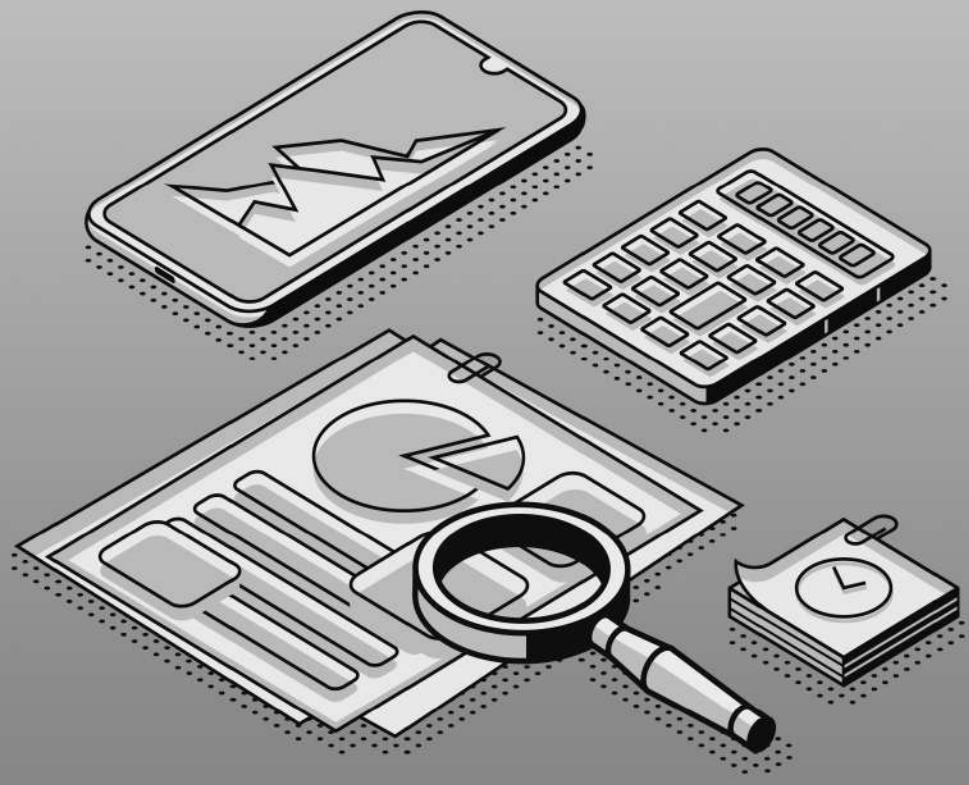

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the members of Dhaka Chamber of Commerce and Industry

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Dhaka Chamber of Commerce and Industry ("the Chamber") which comprise the Statement of Financial Position as at September 30, 2021 and the Statement of Comprehensive Income, the Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to the financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka as at 30 September 2021, and of its financial performance for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Chamber in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management of the project is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Chamber's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Chamber or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the project's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Chamber's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Chamber to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, section 213 (4), we also report the following:.

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Entity so far as it appeared from our examination of these books;

(c) The statements of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No.: PF 1015

Ziaur Rahman Zia, FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2111291259AS537713

Place: Dhaka
Date: 29 November 2021

AQC SINCE 1953

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Statement of Financial Position
As at 30 September 2021

Assets	Notes	30 September 2021 Taka	30 September 2020 Taka
Non-Current Assets			
Property, plant and equipment	3.1	40,306,229	41,213,499
Intangible asset	3.2	1,445,053	725,991
Capital work-in progress (Gulshan Centre)	3.3	70,339,200	-
Investment property	3.4	17,825,518	18,763,703
Investment in FDR	7.3	122,360,863	122,360,863
		252,276,863	**183,064,056**
Current Assets			
Accounts receivable	4	60,964,846	49,043,222
Interest receivable		97,718,426	135,997,529
Deferred revenue expenditure	5	498,115	849,595
Advance, deposits and pre-payments	6	62,280,944	115,459,224
Inventories		1,752,779	1,607,322
Investment in FDR	7.2	667,456,941	590,182,214
Cash and cash equivalents	7.1	3,797,975	6,998,103
		894,470,026	**900,137,209**
Total assets		**1,146,746,889**	**1,083,201,265**
Funds and liabilities			
Funds			
General fund	11	941,613,778	896,235,289
DCCI relief and social welfare fund	12	9,969,634	13,300,716
DCCI development fund	13	91,244,104	81,896,070
Deferred liability - gratuity	14	28,078,541	24,895,899
		1,070,906,057	**1,016,327,974**
Current Liabilities			
Liabilities for expenses and services	8	2,047,745	5,947,988
Liabilities for other finance	9	71,836,599	55,475,876
Advance building rent	10	1,956,488	5,449,427
		75,840,832	**66,873,291**
Total fund and liabilities		**1,146,746,889**	**1,083,201,265**

Footnotes:

1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No.: PF 1015

Ziaur Rahman Zia, FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2111291259AS537713

Place: Dhaka
Date: 29 November 2021

Rizwan Rahman
President

N K A Mobin, FCS, FCA
Sr. Vice President & Coordinating Director

Afsarul Arifeen
Secretary General

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2021

	Notes	For the year ended 30 September 2021	For the year ended 30 September 2020
		Taka	Taka
Income			
A) General Income			
Subscriptions	15	41,480,525	38,182,750
Admission fee	16	7,395,750	7,127,250
Bulletin fee	17	3,006,763	2,731,613
Certificate of origin fee		1,521,411	1,436,675
Certification and attestation fee		1,567,677	1,187,550
Rent	18	23,999,381	34,257,962
Income from Investment - interest	19	54,044,385	61,000,531
DBI (DCCI Business Institute)		11,590,321	10,451,268
Miscellaneous income	20	1,880,733	2,925,180
		146,486,946	**159,300,779**
B) Extraordinary Income			
Projects Income	21	354,000	1,730,951
		354,000	**1,730,951**
C) Total income (A+B)		**146,840,946**	**161,031,730**
Expenditure			
D) General Expenses			
Pay and allowances	22	51,530,986	51,851,183
Postage and telephone	23	967,395	726,806
Printing and stationery		776,690	748,180
Newspapers, bulletin and publications	24	3,245,238	3,506,061
Travelling & conveyance		204,212	312,905
Repairs and maintenance	25	2,196,656	1,658,792
Fuel and lubricants		408,806	269,261
Entertainment		503,767	757,887
Audit and Legal fees	26	784,867	645,250
Subscription expense		160,753	-
Seminar & symposium, conference and delegation	27	1,710,364	1,247,377
AGM, EGM and election expenses		1,158,035	2,022,512
Utility charges	28	2,297,199	1,776,123
Rent -Gulshan Centre		2,016,000	1,872,000
DBI (DCCI Business Institute)		10,848,305	10,389,139
Iftar party expense		281,160	-
Rates and taxes		1,197,180	1,197,180
Estate expenses		489,048	415,268
Deferred revenue expenses-written off		351,480	410,990
DCCI Members Night expense		-	2,824,947
Research & Studies exp. (Rni)		300,000	103,225
Depreciation		5,779,360	5,674,552
Miscellaneous expenses	29	1,826,848	1,675,968
		89,034,349	**90,085,606**
E) Extraordinary Expenses			
Project expenses		203,260	1,734,727
		203,260	**1,734,727**
F) Total expenditure (D+E)		**89,237,609**	**91,820,333**
Excess of income over expenditure before Tax		**57,603,337**	**69,211,397**
Income Tax		11,080,731	-
Excess of income over expenditure after Tax	**11**	**46,522,606**	**69,211,397**

Footnotes:
1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No.: PF 1015

Ziaur Rahman Zia, FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2111291259AS537713

Place: Dhaka
Date: 29 November 2021

Rizwan Rahman
President

N K A Mobin, FCS, FCA
Sr. Vice President & Coordinating Director

Afsarul Arifeen
Secretary General

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2021

	For the year ended 30 September 2021	For the year ended 30 September 2020
	Taka	Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	46,522,606	69,211,397
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	5,779,360	5,674,552
Gratuity provision against paid	3,182,642	6,969,011
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	(11,921,624)	(4,701,709)
Interest receivable	38,279,103	(24,557,284)
Deferred revenue expenditure	351,480	410,990
Advance, deposits and prepayments	53,178,280	887,238
Inventories	(145,457)	(161,478)
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses and services	(3,900,243)	(2,563,682)
Liabilities for other finance	16,360,723	(1,600,127)
Short Term Finance	-	(37,106)
Advance Building rent	(3,492,939)	(3,909,755)
Net cash provided by operating activities	**144,193,931**	**45,622,047**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(4,652,966)	(10,116,940)
Changes in investment in FDR	(77,274,728)	(52,922,346)
Work-in progress (Gulshan Flat)	(70,339,200)	-
Net cash used in investing activities	**(152,266,894)**	**(63,039,286)**
Cash flows from financing activities		
General Fund	(1,144,117)	-
DCCI Relief & Social Welfare Fund	(3,331,082)	1,254,210
DCCI Development Fund	9,348,034	10,175,984
Grant received	-	(76,920)
Net cash used in financing activities	**4,872,835**	**11,353,274**
Net increase in cash and cash equivalents	**(3,200,128)**	**(6,063,965)**
Opening cash and cash equivalents	6,998,103	13,062,068
Cash and cash equivalents at the end of the year	**3,797,975**	**6,998,103**

Footnotes:
1. Independent auditor's report - Page 1
2. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
RJSC Firm Registration No.: PF 1015

Ziaur Rahman Zia, FCA
Partner
Enrolment Number: 1259

DVC: 2111291259AS537713

Place: Dhaka
Date: 29 November 2021

Rizwan Rahman
President

N K A Mobin, FCS, FCA
Sr. Vice President & Coordinating Director

Afsarul Arifeen
Secretary General

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2021

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1914.

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in going concern basis in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.3 Investment property

The chamber building have been recognized as Investment property according to IAS 40. Building are allocated as per space occupied basis rental spaces are 63,115 sq.ft and own occupied spaces are 25,900 sq.ft .The value of the investment property is measured under cost model.

Cost of the investment property comprises its purchase price, import duties and non-refundable taxes, after deducting trade discount and rebates, and any costs directly attributable to the asset.

Depreciation

Depreciation on building is charged @ 5% on reducing balance method.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis except for so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2021 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.8 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.9 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.10 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

			As at 30 September	
			2021	2020
			Taka	Taka
3.01	**Property, plant and equipment**			
	(A)	**At Cost**		
		Opening balance	102,875,833	96,091,378
		Add: Additions during the year	3,572,641	6,784,455
			106,448,474	102,875,833
		Less: Disposals / adj. during the year	-	-
		Closing balance	**106,448,474**	**102,875,833**
	(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
		Opening balance	61,662,333	57,156,844
		Add: Charge during the year	4,479,912	4,505,490
			66,142,245	61,662,334
		Less: Acc. depreciation of disposed assets	-	-
		Closing balance	**66,142,245**	**61,662,334**
	(A-B)	**Written down value**	**40,306,229**	**41,213,499**
3.02	**Intangible Asset**			
	(A)	**At Cost**		
		Opening balance	1,649,921	1,089,500
		Add: Additions during the year	1,080,325	560,421
			2,730,246	1,649,921
		Less: Disposals / adj. during the year	-	-
		Closing balance	**2,730,246**	**1,649,921**
	(B)	**Less: Accumulated Amortization**		
		Opening balance	923,930	742,432
		Add: Charge during the year	361,263	181,498
			1,285,193	923,930
		Less: Acc. amortization of disposed assets	-	-
		Closing balance	**1,285,193**	**923,930**
	(A-B)	**Written down value**	**1,445,053**	**725,991**

3.03 Capital work-in progress (Gulshan Centre)

In 2016, DCCI purchased an office space measuring 3,324 sft from M/S Building technology & Ideas Ltd. (bti) for Gulshan Centre which is currently under lease/rental. The above mentioned amount of Taka 7,03,39,200 were paid in 2 installments during June 2016 to January 2017 as per contract. The property is now under process of registration.

As per decision of the current Board, DCCI has started interior decoration and expected to move our Gulshan Centre in December 2021. This amount will be capitalized in 2021-2022 accounting period

3.04	**Investment property**			
	(A)	**At Cost**		
		Opening balance	46,015,642	43,243,578
		Add: Additions during the year	-	2,772,064
			46,015,642	46,015,642
		Less: Disposals / adj. during the year	-	-
		Closing balance	**46,015,642**	**46,015,642**
	(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
		Opening balance	27,251,939	26,264,376
		Add: Charge during the year	938,185	987,563
			28,190,124	27,251,939
		Less: Acc. depreciation of disposed assets	-	-
		Closing balance	28,190,124	27,251,939
	(A-B)	**Written down value**	**17,825,518**	**18,763,703**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

		As at 30 September	
		2021	2020
		Taka	Taka
4.0	**Accounts receivable**		
	Considered good		
	Building rent	366,595	366,595
	Utility charge (Electricity)	1,311,736	1,631,926
	Utility charge (WASA)	355,461	264,108
	Sponsorship and other income receivable	177,000	-
	Service charge (Modhumoti Bank)	-	99,180
	Current A/C with DBI-BBA	47,799,687	41,850,396
	Current A/C with DCCI Foundation	10,954,367	3,486,500
		60,964,846	**47,698,705**
	Considered doubtful		
	Building rent	-	1,233,039
	Utility charge (electricity)	-	54,290
	Utility charge (WASA)	-	57,188
		-	**1,344,517**
		60,964,846	**49,043,222**
5.0	**Deferred revenue expenditure**		
	Opening balance	849,595	1,260,585
	Less: Written off (Note-5.1)	351,480	410,990
		498,115	**849,595**
5.1	**Written off**		
	Commercial History (Bangla)	351,480	351,480
	Estate expenses - Gulshan	-	59,510
		351,480	**410,990**
5.2	**Break up of Deferred revenue expenditure**		
	Commercial History (Bangla)	498,115	849,595
	Estate expenses - Gulshan Centre	-	-
		498,115	**849,595**

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2017. Deferred Commercial History (Bangla) completed in 2017 and will be amortized from the year 2021 after decision thereon.

6.0	**Advances, deposits and pre-payments**		
	Advances		
	Advance against salaries	24,773	70,537
	Advance against Gulshan Office Space	-	70,339,200
	Advance against expenses	7,556,333	739,670
	Taxes deducted at source by bank / parties	52,587,444	42,467,617
		60,168,550	**113,617,024**
	Security deposits		
	Gulshan Centre - Rent	400,000	400,000
	PDB - Electricity connection	314,000	314,000
	T&T - Telephone lines	5,540	5,540
	Others	59,360	19,360
		778,900	**738,900**
	Prepayments		
	City Corporation tax	798,120	897,885
	Prepaid insurance premium	122,673	104,672
	Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	38,750	42,503
	Prepaid AGM/ election expenses	45,160	-
	Prepaid internet connectivity	258,507	14,906
	Patent & trade marks	29,534	43,334
	Prepaid other exp.	40,750	-
		1,333,494	**1,103,300**
		62,280,944	**115,459,224**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at 30 September 2021

		As at 30 September	
		2021	2020
		Taka	Taka
7.1	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand	40,484	34,178
	On Project Bank accents	4,977	4,977
	STD account - Custom Automation	-	87,377
	STD accounts -DCCI	3,752,514	6,871,571
		3,797,975	**6,998,103**
7.2	**Investment in Fixed Deposit (FDR) accounts:**		
	FDR accounts (current portion)	667,456,941	590,182,214
		667,456,941	**590,182,214**
7.3	**Investment in Fixed Deposit (FDR) accounts:**		
	FDR accounts (non-current portion)	122,360,863	122,360,863
		122,360,863	**122,360,863**
	Total	**793,615,779**	**719,541,180**
8.0	**Liabilities for expenses and services**		
	Salaries payable	12,768	3,354,360
	Employer's contribution to Provident Fund	138,360	115,278
	Utility charges (electricity/water/gas)	629,028	602,080
	Rent/Utility suspense (tenants)	137,649	76,360
	Provision for annual leave	200,217	447,891
	Telephone expenses	18,741	10,000
	Bulletin and publications	-	621,793
	Newspaper and periodicals	-	5,995
	Entertainment	5,880	6,020
	Fax & internet connectivity	21,884	400
	Audit fee and legal expenses	205,000	196,633
	International seminar payable	-	200,400
	Washing expense and others	8,996	23,668
	Estate expenses	68,731	27,497
	Reception and dinner payable	118,800	-
	Gift payable	-	57,500
	DBI College Scholarship Fund	67,000	165,000
	DBI expenses	414,691	37,113
		2,047,745	**5,947,988**
9.0	**Liabilities for other finance**		
	Employees' contribution to Provident Fund	170,328	145,841
	Staff income tax	59,200	56,150
	Tax / VAT deducted at sources (parties)	488,935	42,953
	Advance subscription (Note 9.1)	10,295,787	9,476,875
	Subscription advance	10,350	10,350
	Security deposits	2,454,457	3,102,124
	Project -METABUILD / AVC Project	1,748,217	55,584
	Credit Card Liabilities -CBL	29,172	-
	DBI training fee	3,243,193	1,070,207
	Tax Fund	53,336,960	41,515,792
		71,836,599	**55,475,876**

		As at 30 September	
		2021	2020
		Taka	Taka
9.1	**Advance subscription**		
	Opening balance	9,476,875	10,316,888
	Transferred to income	9,476,875	10,316,888
		-	-
	Recognized as at reporting date:		
	Subscriptions (note 16)	8,274,875	7,670,250
	Admission fee (note 17)	1,413,000	1,242,750
	Bulletin fee (note 18)	607,912	563,875
		10,295,787	**9,476,875**
10	**Advance Building rent**		
	Opening balance	5,449,427	9,359,182
	Advance rent received during the year	-	-
		5,449,427	9,359,182
	Advance rent adjusted during the year	3,492,939	3,909,755
		1,956,488	**5,449,427**
11	**General Fund**		
	Opening balance	896,235,289	827,023,892
	Prior year's adjustment	(1,144,117)	-
		895,091,172	827,023,892
	Excess of income over expenditure for the year	46,522,606	69,211,397
		941,613,778	**896,235,289**
12	**DCCI Relief and Social Welfare Fund**		
	Opening balance	13,300,716	12,046,506
	Received from members during the year	3,256,500	2,892,500
		16,557,216	14,939,006
	Paid during the year against Relief Fund	(6,587,582)	(1,638,290)
		9,969,634	**13,300,716**
13	**DCCI Development Fund**		
	Opening balance	81,896,070	71,720,086
	Collections during the year	6,330,000	6,140,000
	Interest on Development Fund FDR	3,018,034	4,035,984
		91,244,104	**81,896,070**
14	**Deferred Liability - Gratuity**		
	Opening balance	24,895,899	17,926,888
	Provision made during the year	3,430,588	8,836,989
		28,326,487	26,763,877
	Paid during the year	(247,946)	(1,867,978)
		28,078,541	**24,895,899**

		For the year ended	
		30 September 2021	30 September 2020
		Taka	Taka
15	**Subscriptions**		
	New	6,693,750	6,582,750
	Renewal	39,200,000	35,493,000
	Arrear	3,861,650	3,777,250
	Advance adjustment	-	-
		49,755,400	45,853,000
	Portion attributable to the period from October 2021 to December 2021	(8,274,875)	(7,670,250)
		41,480,525	**38,182,750**
16	**Admission fee**		
	Admission fee	6,693,750	6,582,750
	Re-admission fee	2,115,000	1,787,250
		8,808,750	8,370,000
	Portion attributable to the period from October 2021 to December 2021	(1,413,000)	(1,242,750)
		7,395,750	**7,127,250**
17	**Bulletin fee**		
	Current	3,375,125	3,093,338
	Arrear	239,550	202,150
	Advance adjustment	-	-
		3,614,675	3,295,488
	Portion attributable to the period from October 2021 to December 2021 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(607,912)	(563,875)
		3,006,763	**2,731,613**
18	**Rent**		
	Building rent	23,920,381	34,045,962
	Auditorium rent	79,000	212,000
		23,999,381	**34,257,962**
19	**Income from Investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 19.1)	53,992,591	60,612,592
	Interest from STD and savings account	51,794	387,939
		54,044,385	**61,000,531**
19.1	**Interest from Fixed Deposits**		
	DCCI Fund	45,855,832	53,353,249
	DCCI Scholarship Fund	375,063	450,716
	DCCI Retirement Benefit Fund	2,151,739	2,112,274
	DCCI Research Fund	5,609,957	4,696,353
		53,992,591	**60,612,592**

		For the year ended	
		30 September 2021	30 September 2020
		Taka	Taka
20	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	100,250	108,100
	Photocopy charge realized	595	1,834
	Advertisement income	537,541	1,265,045
	Services income	717,139	1,000,423
	Commercial History book sale	3,000	11,600
	Seminar & Workshop	56,658	125,000
	Internet Connectivity	20,000	-
	Other Income -misc	445,550	413,178
		1,880,733	**2,925,180**
21	**Projects Income**		
	Income from project	354,000	1,730,951
		354,000	**1,730,951**
22	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	47,640,175	42,584,876
	Liveries & Uniforms	63,095	65,490
	Gratuity exp. Provision	3,430,588	8,836,989
	Employees insurance premium (Pension)	397,128	363,828
		51,530,986	**51,851,183**
23	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	153,430	301,984
	Telephone	87,135	41,065
	Fax charges	6,263	2,645
	Internet connectivity	720,567	381,112
		967,395	**726,806**
24	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	86,592	59,914
	Bulletin	2,217,476	2,230,756
	Publication	941,170	1,215,391
		3,245,238	**3,506,061**
25	**Repairs and maintenance**		
	Car	372,107	192,313
	Computer	380,594	123,822
	Lift	179,400	170,480
	AC	309,897	8,000
	Generator	63,100	86,730
	Building	4,220	500,803
	Software & Others	887,338	576,644
		2,196,656	**1,658,792**

		For the year ended	
		30 September 2021	30 September 2020
		Taka	Taka
26	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	115,000	115,000
	Internal audit	240,000	215,250
	Legal exp.	429,867	315,000
		784,867	**645,250**
27	**Seminar & symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium	553,156	1,046,619
	Conference and delegation	1,157,208	200,758
		1,710,364	**1,247,377**
28	**Utility charges**		
	Electricity	5,102,793	5,343,641
	WASA	777,082	835,373
	Gas	27,837	44,976
	Utility reimbursement from tenants (Note-28.1)	(3,610,513)	(4,447,867)
		2,297,199	**1,776,123**
28.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	3,130,267	3,835,165
	WASA	480,246	612,702
		3,610,513	**4,447,867**
29	**Miscellaneous expenses**		
	Gift & Presentation	372,692	72,308
	Festival / national day expenses	30,000	164,279
	Washing expenses	8,590	16,760
	ISO 9001 Certification exp.	50,700	-
	Photography	19,200	60,570
	Bank charge	12,652	9,485
	Training expenses	211,875	25,142
	Insurance	101,560	106,735
	Advertisement expenses	212,240	221,250
	Service Charge -Corporate Credit Card	12,641	11,500
	Reception & Dinner	668,527	812,563
	Interest on loan from BFIC	-	2,670
	Employees Hajj exp.	30,752	30,752
	Patent & trade marks	13,800	36,016
	Others. exp.	81,619	105,938
		1,826,848	**1,675,968**

30 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at 30 September 2021

A. Property, plant and equipment

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2020	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2021	Rate	As at 01 October 2020	Charged during the year	Disposals / adj.	Accumulated as at 30 Sep. 2021	As at 30 September 2021	As at 30 September 2020
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	18,883,073	466,548	-	19,349,621	5%	11,183,161	408,323	-	11,591,484	7,758,137	7,699,911
Mach. & equipment	13,636,164	2,804,793	-	16,440,957	15%	7,797,653	1,296,496	-	9,094,149	7,346,808	5,838,511
Furniture & fixtures	14,614,056	11,700	-	14,625,756	10%	6,425,111	820,065	-	7,245,176	7,380,581	8,188,945
Books	1,080,819	-	-	1,080,819	10%	963,941	11,688	-	975,629	105,190	116,878
Electrical inst.	4,982,459	-	-	4,982,459	10%	2,272,310	271,015	-	2,543,325	2,439,134	2,710,149
Sanitary fittings & renov.	1,769,974	-	-	1,769,974	10%	798,248	97,173	-	895,421	874,553	971,726
Air cooler	13,417,663	289,600	-	13,707,263	15%	9,944,502	564,414	-	10,508,916	3,198,347	3,473,161
Wall clock	2,050	-	-	2,050	15%	1,561	73	-	1,634	416	489
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,477	3	-	17,480	20	23
Sundry assets	2,989,561	-	-	2,989,561	12.50%	996,598	249,120	-	1,245,718	1,743,843	1,992,963
Water installation	126,766	-	-	126,766	2.50%	40,625	2,154	-	42,779	83,987	86,141
Crockery & cutleries	296,576	-	-	296,576	10%	210,092	8,648	-	218,740	77,836	86,484
Telephone inst.	1,348,705	-	-	1,348,705	10%	1,212,122	13,658	-	1,225,780	122,925	136,583
Lift	10,843,860	-	-	10,843,860	10%	8,169,455	267,441	-	8,436,896	2,406,965	2,674,405
Auditorium	9,055,810		-	9,055,810	5%	4,287,588	238,411	-	4,525,999	4,529,811	4,768,222
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,280,633	11,782	-	1,292,415	66,766	78,548
E-mail /internet inst.	649,767	-	-	649,767	10%	411,589	23,818	-	435,407	214,360	238,178
DCCI car	3,951,964	-	-	3,951,964	15%	3,216,957	110,251	-	3,327,208	624,756	735,007
Diesel generator	2,068,090	-	-	2,068,090	15%	1,787,387	42,105	-	1,829,492	238,598	280,703
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	580,025	43,274	-	623,299	822,199	865,473
Gift assets	307,140	-	-	307,140	-	65,299	-	-	65,299	241,842	241,841
As at 30 Sept 2021	**102,875,833**	**3,572,641**	**-**	**106,448,474**	**-**	**61,662,334**	**4,479,912**	**-**	**66,142,246**	**40,306,229**	**41,213,499**
As at 30 Sept 2020	**96,091,378**	**6,784,455**	**-**	**102,875,833**	**-**	**57,156,844**	**4,505,490**	**-**	**61,662,333**	**41,213,499**	**-**

B. Intangible Asset

Particulars	Cost				Dep.	Amortization				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2020	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2020	Rate	As at 01 October 2019	Charged during the year	Disposals / adj.	Accumulated as at 30 Sep. 2021	As at 30 September 2021	As at 30 September 2020
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
MIS & Software	1,649,921	1,080,325	-	2,730,246	20%	923,930	361,263	-	1,285,193	1,445,053	725,991
As at 30 Sept 2021	**1,649,921**	**1,080,325**	**-**	**2,730,246**	**-**	**923,930**	**361,263**	**-**	**1,285,193**	**1,445,053**	**725,991**
As at 30 Sept 2020	**1,089,500**	**560,421**	**-**	**1,649,921**	**-**	**742,432**	**181,498**	**-**	**923,930**	**725,991**	**-**

C. Investment property

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2020	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2020	Rate	As at 01 October 2019	Charged during the year	Disposals / adj.	Accumulated as at 30 Sep. 2021	As at 30 September 2021	As at 30 September 2020
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
											-
Building	46,015,642	-	-	46,015,642	0	27,251,939	938,185	-	28,190,124	17,825,518	18,763,703
As at 30 Sept 2021	**46,015,642**		**-**	**46,015,642**		**27,251,939**	**938,185**	**-**	**28,190,124**	**17,825,518**	**18,763,703**
As at 30 Sept 2020	**43,243,578**	**2,772,064**	**-**	**46,015,642**		**26,264,376**	**987,563**	**-**	**27,251,939**	**18,763,703**	**-**
Grand Total (A+B+C)	**150,541,396**	**4,652,966**	**-**	**155,194,362**		**89,838,203**	**5,779,360**	**-**	**95,617,563**	**59,576,800**	**60,703,193**

Annexure-2

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2021

Particulars	For the year ended 30 September 2021 Taka	For the year ended 30 September 2020 Taka
Subscription income	41,480,525	38,182,750
Admission fee	7,395,750	7,127,250
Bulletin fee	3,006,763	2,731,613
	51,883,038	**48,041,613**
Less: Pay and allowances	51,530,986	51,851,183
Surplus / (deficit)	**352,052**	**(3,809,570)**
Less: Utilities- net	2,297,199	1,776,123
Printing and stationery	776,690	748,180
Postage and telephone	967,395	726,806
Subcription and donation	160,753	
News paper, bulletin and publications	3,245,238	3,506,061
Rates and taxes	1,197,180	1,197,180
Entertainment	503,767	757,887
Seminar and symposi, conf. and delegation	1,710,364	1,247,377
Travelling and Conveyance	204,212	312,905
AGM, EGM and election expenses	1,158,035	2,022,512
Audit and legal fee	784,867	645,250
Repairs and maintenance	2,196,656	1,658,792
Fuel and lubricants	408,806	269,261
Rent -Gulshan Centre	2,016,000	1,872,000
Iftar Party expenses	281,160	-
Estate expenses	489,048	415,268
Deferred revenue expenses - written off	351,480	410,990
Project expenses	203,260	1,734,727
Depreciation	5,779,360	5,674,552
Research and Studies	300,000	103,225
DCCI Members Night exp.	-	2,824,947
Income Tax expenses	11,080,731	
Miscellaneous expenses	1,826,848	1,675,968
	37,939,049	**29,580,011**
(Deficit)	**(37,586,997)**	**(33,389,581)**
Add: Income		
Certificate of Origin	1,521,411	1,436,675
Certification and attestation fee	1,567,677	1,187,550
Project Income	354,000	1,730,951
Miscellaneous income	1,880,733	2,925,180
	5,323,821	7,280,356
(Deficit)	**(32,263,176)**	**(26,109,225)**
Add : Interest income	54,044,385	61,000,531
DBI (DCCI Business Institute)-net	742,016	62,129
	54,786,401	61,062,660
Surplus	**22,523,225**	**34,953,435**
Add : Rent	23,999,381	34,257,962
Excess of income over expenditure for the year	**46,522,606**	**69,211,397**

২০২১ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন
(১৯৩৭-২০২১)

'ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট শিল্পপতি, সফল ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব, জাতীয় সংসদের ঢাকা-৮ আসনের প্রাক্তন সদস্য এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন গত ১৭ আগস্ট, ২০২১ তারিখ, মঙ্গলবার রাত ১০.০০ ঘটিকায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

উল্লেখ্য, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকাল ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলাহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিমবক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসুতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন'স শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য ছিলেন।

অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ, এমপি

অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ, এমপি ১৯৮৫-৮৭ এবং ১৯৮৯-৯১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চান্দিনা ফার্মল্যান্ড অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড-এর সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। বরেণ্য এ ব্যক্তিত্ব কুমিল্লা-৭ হতে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে বেশ কয়েকবার নির্বাচিত হন এবং জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ৩০ জুলাই, ২০২১ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মাহবুব-উজ-জামান

মাহবুব-উজ-জামান, ২০০১ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অরিয়েন্ট ফুড কোম্পানী লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মাহবুব এজেন্সী-এর সত্ত্বাধিকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। গত ১৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে বার্ধক্যজনিত জটিলতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মোঃ সিরজাউদ্দিন মালিক

মোঃ সিরজাউদ্দিন মালিক, ১৯৯৪-৯৪ এবং ২০০৯-১০ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ক্যাপিটাল প্লাস্টিক অ্যান্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ, ক্যাপিটাল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ক্যাপিটাল ট্রেডিং কোম্পানী-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। গত ২৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীন মোহাম্মদ

দীন মোহাম্মদ, ১৯৮২-৮৪ মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গত ১৫ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে বার্ধক্যজনক জটিলতায় ৮৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বিশিষ্ট এ শিল্পপতি ফিনিক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সিটি ব্যাংক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)

মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ) ২০০৮-১০ মেয়াদে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইয়াদ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি গত ০৮ আগস্ট, ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ২০২১ সালের ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড গ্লোবাল লিংকেজ স্ট্যান্ডিং কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ দেলোয়ার হোসেন গত ০১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জেনারেল মটরস্-এর সত্ত্বাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ যাদের আমরা হারিয়েছি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় যাদের আমরা হারিয়েছি তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, হিসেবে চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর এবং সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ফজলুল করিম চৌধুরী

ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

আবু নাসের আহম্মদ

আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন।

একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক।

এ ছাড়াও আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

আলহাজ্ব
আবুল কাশেম, এফসিএ

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি ছিলেন।

তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।

নুরউদ্দিন আহমেদ

নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

এম ইউনুস, এফসিএ

এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

এ রব চৌধুরী

এ রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব'র সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি খবধফবৎ হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প "সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম" তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানি জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মোহাম্মদ সাখী মিঞা

মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চাকুরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালিদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

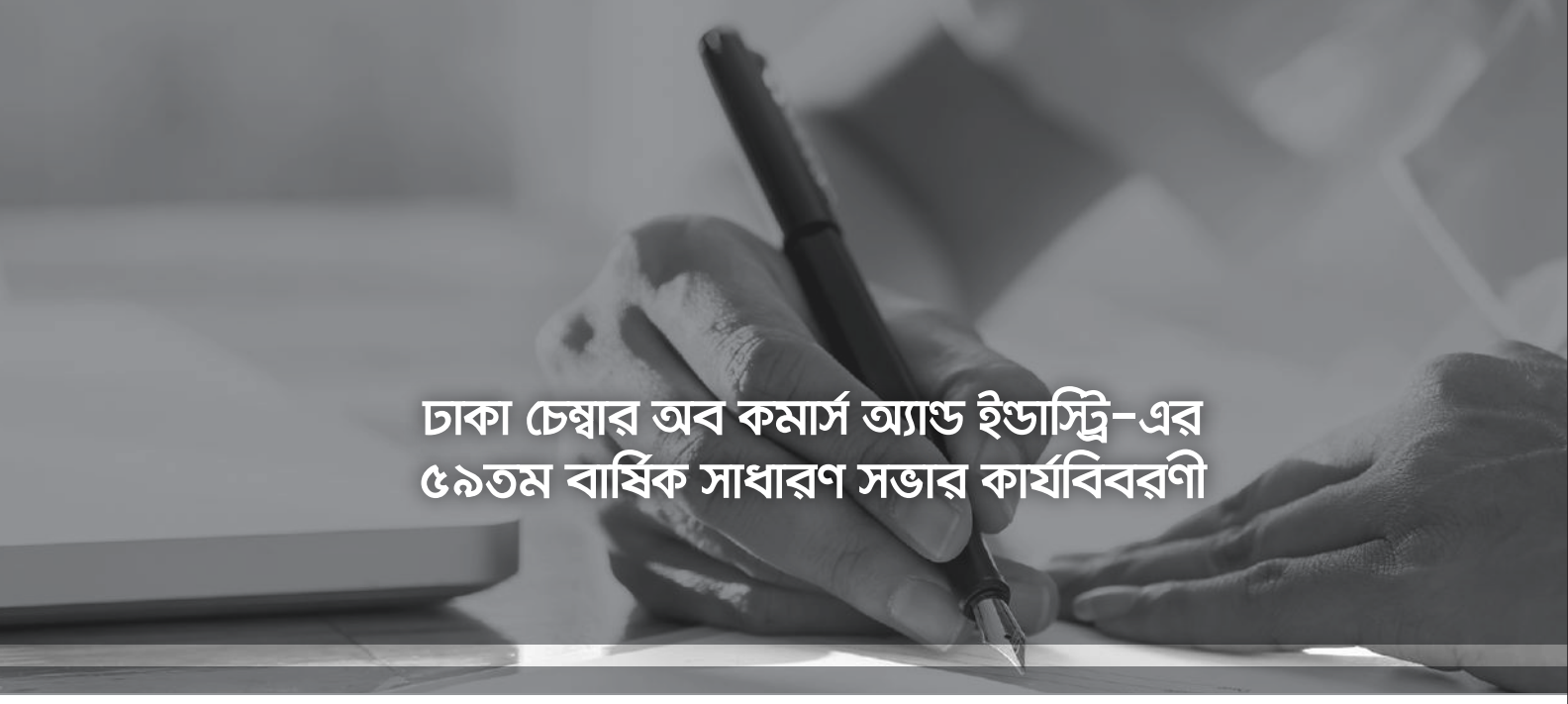

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০ইং (১৪ পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ) মঙ্গলবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম থেকে সরাসরি জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হাইব্রিড মুডে অনুষ্ঠিত হয়।

৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১	রিজওয়ান রাহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
২	শামস মাহমুদ	-	মেসার্স শাশা ডেনিমস লিমিটেড
৩	মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	-	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুটস কোং
৪	এম. এ. রশিদ শাহ সম্রাট	-	মেসার্স ফ্লাইট এক্সপার্ট
৫	ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৬	ওয়াকার আহমদ চৌধুরী	-	মেসার্স র‍্যানকন ট্রেডিং (প্রাঃ) লিঃ
৭	আন্দালিব হাসান	-	মেসার্স নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৮	খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৯	আফতাব-উল-ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
১০	গোলাম জিলানী	-	মেসার্স গেটওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
১১	মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
১২	মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
১৩	ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিমিটেড
১৪	এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস্ এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
১৫	আশরাফ আহমেদ	-	মেসার্স রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড
১৬	মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
১৭	মোঃ নুরুজ্জামান দিপু	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৮	হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স স্টার স্টীল স্টোর
১৯	মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস.এস. ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
২০	আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
২১	মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না	-	মেসার্স ক্রিয়েশন (প্রাইভেট) লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
২২	এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
২৩	ওয়াসিক বিন বশির	-	মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেডিং কর্পোরেশন
২৪	মনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং
২৫	এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ	-	মেসার্স ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিঃ
২৬	আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ গার্মেন্টস লিমিটেড
২৭	নাসিরউদ্দিন এ, ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
২৮	নূহের লতিফ খান	-	মেসার্স জুলস পাওয়ার লিঃ
২৯	আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড
৩০	মোঃ জিয়া উদ্দিন	-	মেসার্স একটিভ ফাইন কেমিক্যালস লিঃ
৩১	সালমান রশিদ শাহ্ সাইম	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্
৩২	মাসুক হোসেন	-	মেসার্স মাসুক হোসেন
৩৩	আবু নাঈম রিপন	-	মেসার্স লাকি ট্রেডিং এজেন্সি
৩৪	নাসির হোসেন	-	মেসার্স নাহারিন কর্পোরেশন
৩৫	ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
৩৬	নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন. এইচ. ইন্টারন্যাশনাল
৩৭	মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৩৮	এস এম গোলাম ফারুক আলমগীর	-	মেসার্স বিডিকম অনলাইন লিঃ
৩৯	আখতারুজ্জামান	-	মেসার্স এক্সপো কর্পোরেশন
৪০	মিসেস সাবিনা আক্তার তুহিন	-	মেসার্স গ্লোব টেক লিংক
৪১	মোঃ শামীম ভূঁইয়া	-	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
৪২	এম আবু হোরায়রাহ্	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
৪৩	সৈয়দ নওসাদ আহমেদ	-	মেসার্স এম্পেল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
৪৪	দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
৪৫	স্বপন কুমার দাস	-	মেসার্স প্রকৃতি
৪৬	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
৪৭	ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
৪৮	এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৪৯	মোঃ মামুন উর রহমান	-	মেসার্স এক্সপোপ্রো
৫০	ড. লকিয়ত উল্লাহ	-	মেসার্স বায়োফার্মা লিঃ
৫১	শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	-	মেসার্স রুটস্ সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
৫২	হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
৫৩	ওসমান গনি	-	মেসার্স আগামী প্রকাশনী
৫৪	ইঞ্জিঃ এম আনিসুজ্জামান ভূঁইয়া রানা	-	মেসার্স জামান কনস্ট্রাকশন
৫৫	হোসেন খালেদ	-	মোসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিমিটেড
৫৬	আরমান হক	-	মেসার্স গ্যাস ওয়ান লিমিটেড
৫৭	আরিফ হোসেন খান	-	মেসার্স রাণী ফুড ইন্ডাস্ট্রি লিঃ
৫৮	মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ভাসটেক লিঃ
৫৯	মোঃ সাহিদ হোসেন	-	মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৬০	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৬১	মতিউর রহমান	-	মেসার্স উত্তরা মটরস্ লিমিটেড
৬২	মোঃ সাইফুর রহমান সাইফ	-	মেসার্স ফেয়ার অ্যান্ড এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলোজি লিঃ
৬৩	মিসেস ইরিনা ইসলাম	-	মেসার্স অথেনটিক ইমপোর্ট
৬৪	মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ	-	মেসার্স রিলাইএ্যাবল কর্পোরেশন
৬৫	এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৬৬	নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল কর্পোরেশন
৬৭	বেনজির আহমেদ	-	মেসার্স এল. এ. ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ
৬৮	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম	-	মেসার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৬৯	মোহাম্মদ শারফুদ্দিন	-	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
৭০	মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড
৭১	এম শফিকুল আলম, এফসিএ	-	মেসার্স ন্যাশনাল এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড
৭২	খন্দকার আতিকুর রহমান	-	মেসার্স আর্ক কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৭৩	হুমায়ুন রশিদ	-	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড
৭৪	মিসেস ইসমাত জেরিন খান	-	মেসার্স জার্মাজ লিমিটেড (Jermatz Limited)
৭৫	এ. কে. ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
৭৬	মোঃ ইকরাম ঢালী	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসোরিজ
৭৭	সৈয়দ আলমাস কবির	-	মেসার্স মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড
৭৮	মোঃ মুজিবুল হক	-	মেসার্স হক ডকইয়ার্ড
৭৯	মির্জা আব্দুল খালেদ	-	মেসার্স লায়ন ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল সার্ভিসেস
৮০	একেএম মিজানুর রহমান, এফসিএ	-	মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড অগাস্টিন
৮১	মোহাম্মদ শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস. এস.শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
৮২	রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স এম. এম. রহমান অ্যান্ড কোং
৮৩	রিয়াদ হোসেন	-	মেসার্স আর এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৮৪	মোঃ রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
৮৫	মির্জা আব্দুল খালেস	-	মেসার্স লায়ন সিনেমা (প্রাঃ) লিঃ
৮৬	মোঃ কামাল উদ্দিন	-	মেসার্স জেড এম জেড ইন্টারন্যাশনাল
৮৭	রাজিব এইচ চৌধুরী	-	মেসার্স ডিফেন্স ডায়নামিকস এন্টারপ্রাইজ
৮৮	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটরস
৮৯	মোঃ হারুন অর রশিদ	-	মেসার্স হারুন কম্পোজিট মিলস্ লিমিটেড
৯০	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
৯১	মোঃ ওমর আলী	-	মেসার্স ওমর সাফারি লিমিটেড
৯২	আরিফ হোসেন	-	মেসার্স পাটোয়ারী ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন
৯৩	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশন
৯৪	মোঃ এনামুল হক সুজন	-	মেসার্স গেটস্কীল
৯৫	ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	-	মেসার্স এলাইড এন্টারপ্রাইজ
৯৬	কাউসার মৃধা	-	মেসার্স মৃধা ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন
৯৭	এম সালিম সোলায়মান	-	মেসার্স মাসন্স পলিমার কর্পোরেশন

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৯৮	মোহাম্মদ জামশের আলী	-	মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার
৯৯	এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এ্যাডভারটাইজিং
১০০	ব্যারিস্টার সামির সাত্তার	-	মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং
১০১	রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল	-	মেসার্স আয়োরবেদি ফার্মেসি (ঢাকা) লিঃ
১০২	মোঃ ইফতেখারউদ্দিন নওশাদ	-	মেসার্স ইন উইন এন্টারপ্রাইজ
১০৩	এস রুমি সাইফুল্লাহ	-	মেসার্স ভিনসেন্ট ইমপেক্স লিমিটেড
১০৪	খন্দ. রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
১০৫	রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিমিটেড
১০৬	শাহজাদা এ হামিদ	-	মেসার্স ল্যান্ডমার্ক বাংলাদেশ লিমিটেড
১০৭	কে এম এন মঞ্জুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
১০৮	এস এম মহিউদ্দিন সেলিম	-	মেসার্স সামমনি ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্ বিডি
১০৯	কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিমিটেড
১১০	সৈয়দ মাহমুদুর রশিদ	-	মেসার্স বগুড়া ট্রেড সেন্টার
১১১	মোঃ মাহফুজ খান	-	মেসার্স ডট ফাইভ প্রাইভেট লিমিটেড
১১২	এম এইচ রহমান	-	মেসার্স আরেনকো ট্রেড লিমিটেড
১১৩	ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব	-	মেসার্স একিউরেট টেকনোলজি লিঃ
১১৪	মোঃ বিল্লাল হোসেন	-	মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১১৫	ইঞ্জিঃ কাজী মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ম্যাক্রো হান্টস লিমিটেড

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর মহাসচিব আফসারুল আরিফিন বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকারী সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তিনি চেম্বারের সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সবাই আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদের সভাপতিত্বে ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন। তিনি ২০২০ সালে ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা ইন্তেকাল করেছেন, তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা পেশ করেছে। বিশেষত সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, এমপি; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ, এমপি; বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত, বীর প্রতীক; জাতীয় অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান; জাতীয় অধ্যাপক এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এমাজউদ্দিন আহমেদ; বাংলাদেশ-এর এ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম; প্রখ্যাত আইনজীবি ব্যারিস্টার রফিক-উল হক; বাংলাদেশ ব্যাংক-এর উপদেষ্টা মোহাম্মদ আল্লাহ মালিক কাজেমি; ট্রান্সকম গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী লতিফুর রহমান; ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম-এর পিতা এবং আব্দুল মোনেম লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মোনেম; বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম বাবুল; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি সৈয়দ জামাল উদ্দিন হায়দার; বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্ট এসোসিয়েশন-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি মাহবুবুর রহমান-এর ভাই মোঃ আহমদ ফজলুর রহমান; দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও পারটেক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, সাবেক সংসদ সদস্য, এম এ হাশেম; ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মনোয়ার হোসেন-এর বাবা এবং ঢাকা চেম্বারের সাবেক পরিচালক আব্দুল মালেক; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ (হাবিব); ডিসিসিআই-এর 'প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং' স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আলহাজ্ব ফাইজুর রহমান; ডিসিসিআই এগ্রোবেইজড ট্রেড, সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আফজাল হোসেন; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান-এর বড় ভাই ও

ডিসিসিআই সদস্য মোঃ কামরুজ্জামান; ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক কে এম এন মঞ্জুরুল হক-এর বড় বোন প্রফেসর তাহেরা আক্তার জাহান; ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমদ চৌধুরী-এর খালাম্মা সুরাইয়া রাজা চৌধুরী; ডিসিসিআই পরিচালক মনোয়ার হোসেন-এর খালাম্মা হোসনে আরা বেগম; ডিসিসিআই-এর ল' অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামসের আলী'র বাবা মোহাম্মদ শেহের আলী; ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান-এর শ্বশুর এম আব্দুল হালিম ভূঁইয়্যা; ডিসিসিআই পরিচালক আশরাফ আহমেদ-এর শ্বাশুরী তাসনিম সুলতানা আলম; ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক আবুল কালাম মোঃ শামসুদ্দিন-এর শাশুরী ওজিরন বিবি; ডিসিসিআই'র উপ-সচিব মিসেস খালেদা বেগম-এর মাতা মিসেস হামিদা খাতুন এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সৈয়দ মঞ্জুর এলাহীর স্ত্রী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নিলুফা মঞ্জুর-এর জন্য শোক প্রকাশ করছি। মরহুমদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত এবং করোনাভাইরাস সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অসুস্থ্যগণের আরোগ্য কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করেন চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রাহ্।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব আফসারুল আরিফিন আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ঃ ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ২০২১ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং তাঁর পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন– বিগত বছরের মত এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০২০ সালের পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন এবং ডিসিসিআই'র বয়োজ্যেষ্ঠ, মুরুব্বী ও সম্মানিত সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

তিনি ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্যে বলেন– "সভাপতি হিসেবে প্রথমবারের মতো ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। সফলতা ও কিছু সীমাবদ্ধতার মাঝে এটি ছিল আমার জন্য এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি– গত বছরে চেম্বারের সাফল্য ও কার্যক্রম মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ, সদস্যদের সেবার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা তুলে ধরার জন্য"।

কোভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যয় ও সাধারণ ছুটি সত্ত্বেও চলতি বছরের পুরো সময় ধরে ডিসিসিআই চব্বিশ (২৪)টি গুরুত্বপূর্ণ Webinar, stakeholders' discussion আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানগুলো ডিসিসিআই এর আঠারো (১৮)টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশের আলোকে আয়োজন করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট Policy Makers, Experts ও Stakeholderদের Engage করা হয়েছে। তিনি আরও জানান– এ সব ওয়েবিনারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর কারণে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং পলিসি সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান– ২০২০ সালে ঢাকা চেম্বার কোভিড-১৯ পরবর্তী শিল্পখাতের প্রস্তুতি, প্রকাশনা শিল্পের সংকট ও প্রতিকার নির্ধারণ, পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময়, Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও করণীয়, Trade & FDI opportunities with the UK, Implications of COVID-19 on FDI Inflow, 4IR, E-Learning, Logistics–Issues and Challenges, Supply Chain of CMSMEs, Financial Reporting Act-2015, ই-কমার্স এবং ভোক্তা অধিকার, Food Value Chain, Finance Act 2020 এবং VAT & SD Act 2012, The Future of Jobs and Skills, শিল্পনীতির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা, Settlement of Letters of Credit Related International Trade Disputes through ADR, Vietnam-Bangladesh Business Matching, Collaboration with Private Finance Advisory Network (PFAN) প্রভৃতি বিষয়ে ওয়েবিনার এবং কর্মশালা আয়োজন করে। পাশাপাশি, বেসরকারি খাতের স্বার্থ রক্ষার্থে এবছর ২৪ জন শীর্ষস্থানীয় Policy Maker এর সঙ্গে Call on সহ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত ২০৭টি সভা, ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখ করেন।

তিনি ডিসিসিআই'র সদস্যপদ-এর ব্যাপারে বলেন, কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ৬১৪ জন নতুন সদস্য Registration করেছেন, ১৫৭ জন সদস্য Re-registration করেছেন এবং ৩০৫৭ জন সদস্যপদ Renew করেছেন। তিনি জানান, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ডিসিসিআই'র বর্তমান সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৪০০৪ জন।

বিদেশী ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি জানান– এ বছর Turkey, Afghanistan, Egypt, Vietnam, Pakistan সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী ও কূটনীতিকদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সভাসমূহে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বিষয়ে তিনি জানান– ঢাকা চেম্বার এবছর ১৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের উন্নয়নে Policy Research Institute (PRI), Polish Investment and Trade Agency (PAIH), Lagos Chamber of Commerce and Industry (LCCI) এবং Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অন্যতম। এছাড়া যৌথভাবে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য United International University (UIU), North South University (NSU), Bangladesh University of Professionals (BUP), University of Liberal Arts, Daffodil International University, ICMAB, ICSB-এর সঙ্গে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম বিষয়ে তথ্য দিয়ে তিনি বলেন– এ বছর ডিসিসিআই'এর ১৮টি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রায় ৬১টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়।

বক্তব্যের এই পর্যায়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন– ডিসিসিআই'এর মতো একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সংগঠনকে নেতৃত্ব দিতে পারা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের। ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়গণের পরার্মশ, বিশেষ করে এম এ সাত্তার, মাহবুবুর রহমান, আর মাকসুদ খান, এমএইচ রহমান, আফতাব-উল-ইসলাম, এফসিএ, হোসেন খালেদ, আবুল কাসেম খান, আসিফ ইব্রাহিম -এর দিক-নির্দেশনা ও সহযোগিতা আমাকে এই নেতৃত্ব প্রদানে সাহায্য করেছে। তিনি ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর আশু রোগমুক্তি এবং সুস্থতা কামনা করছি। কোভিড-১৯ মহামারি'র সময়ে ঢাকা চেম্বারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ যারা ইন্তেকাল করেছেন, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

অতঃপর ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং এম আবু হোরায়রাহ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই তারপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর সৈয়দ আলমাস কবির এর প্রস্তাবে এবং হায়দার আহমদ খান, এফসিএ, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এর সমর্থনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের পরিচালক এবং ২০২১ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, ডিসিসিআই ২০২১ সালের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করে বলেন– জেনারেল শ্রেণির ৪ (চার) জন এবং এসোসিয়েট শ্রেণির ২ (দুই) জন প্রার্থী ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের জন্য ডিসিসিআই-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অতপর ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের জন্য ডিসিসিআই এর নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম ঘোষণা করা হয়। জেনারেল শ্রেণি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন– রিজওয়ান রাহমান, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, নাসিরউদ্দিন এ, ফেরদৌস ও গোলাম জিলানি এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন: হোসেন এ শিকদার ও এম এ রশীদ শাহ সম্রাট।

অতঃপর ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান, মোঃ গোলাম মোস্তফা ২০২১ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে তিনি জানান– সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন রিজওয়ান রহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন– এন কে এ মবিন, এফসিএস এফসিএ এবং সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন– মনোয়ার হোসেন। নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দকে নির্বাচন বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়। ২০২১ সালের পরিচালনা পর্ষদকে অভিনন্দন ও শুভ কামনা করেন। অতঃপর নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন বোর্ড ও এ্যাপিলেট বোর্ডের কার্যক্রম এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ পর্যায়ে ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নবনির্বাচিত সভাপতি, **রিজওয়ান রাহমান** বলেন– কোভিড-১৯ এর কারণে ২০২৪ সালের উন্নয়নশীল অর্থনীতি, ২০৪১ সালে উন্নত অর্থনীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বেসরকারিখাতের কার্যক্রম অনেকটা থমকে গেছে। তা স্বত্ত্বেও, ব্যবসায়ীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। এই ধারাবাহিকতায়– ঢাকা চেম্বার আগামী বছর বেসরকারি খাত ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে রোড টু রিকভারি হিসেবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবসাবান্ধব কর ব্যবস্থা প্রণয়ন, CMSME খাতে সহজ শর্তে অর্থায়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ নিয়ে কাজ করবেন। পাশাপাশি,

ডিজিটাল অর্থনীতির ত্বরান্বিতকরনসহ স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরন, কর্মমুখী শিক্ষা, দক্ষতা ও ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিঙ্কেজ এবং শিল্প অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিবে। এ লক্ষ্যে– নতুন পরিচালনা পর্ষদ, মুরব্বিগণ, প্রাক্তন সভাপতিগণ ও স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি ২০২১ সালে তার কর্মপরিকল্পনা জানিয়ে বলেন– আমি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে ৩টি পর্যায়ে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে চাই। এই তিনটা পর্যায় হলো বেঁচে থাকা, পুনরুজ্জীবিত করা, এবং সাফল্য অর্জন করা (Survive, Revive and then Thrive)। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবী আজ হাতের নাগালে। তিনি ডিজিটাল বিপ্লবের বাস্তবতা তুলে ধরে বলেন– পৃথিবী বিখ্যাত ট্যাক্সি কোম্পানি Uber, তাদের কোনো ট্যাক্সি নেই, পৃথিবী বিখ্যাত আবাসন কোম্পানি Airbnb, তাদের কোনো আবাসন নেই, সবচেয়ে বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগ সাইট Facebook, তাদের নিজস্ব কোনো কন্টেট নেই। তিনি উল্লেখ করেন– আমি আমার পরিচালনা পর্ষদ নিয়ে এমন ভাবে কাজ করতে চাই, যেন কোনো এক সময়ে বলা যায় বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চেম্বার ডিসিসিআই, যাদের কোনো ব্যবসা নেই কিন্তু তারা উদ্যোক্তা তৈরি করে।

এরপর তিনি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে বলেন– ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পর ২৩ বছর আমরা এক অভিভাবকের অধীনে ছিলাম, তারপর এখন আমরা ৫০ বছর পার করলাম। এখন আমরা যখন দেখি আমাদের অর্থনীতি আমাদের অভিভাবকের রেখে যাওয়া মাথাপিছু আয় থেকে থেকে ৯৩৪ ডলার বেশি, আমরা যখন দেখি আমাদের করোনাকালীন জিডিপি তাদের চাইতে ৪.৮ শতাংশ বেশি, আমরা যখন দেখি আমাদের ফরেন রিজার্ভ তাদের চাইতে ২২ বিলিয়ন ডলার বেশি, আমরা দেখি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার হার তাদের চাইতে ২৬ শতাংশ বেশি, আমরা যখন দেখি আমাদের গড় আয়ু তাদের চাইতে ৫ বছর বেশি, এটা আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার। এই উপহারের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে নতুন পরিচালনা পর্ষদ প্রাইভেট সেক্টর উন্নয়নের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে জানান।

এ পর্যায়ে সাবেক সভাপতি **হোসেন খালেদ** বলেন– করোনা সংক্রমণের সময় বিগত সভাপতি শামস মাহমুদ এবং তাঁর সচিবালয় কাজের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কথা শুনে সকল সদস্যদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন– আপনার পরিচালনা পর্ষদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন।

সাবেক সভাপতি **আবুল কাসেম খান** বিদায়ী সভাপতি শামস মাহমুদকে সম্বোধন করে বলেন– এই মহামারির সময় বা এমন করোনাকালেও অনেক সীমাবদ্ধতা স্বত্তে আপনি অসাধারণ কাজ করেছেন। তিনি নবনির্বাচিত সভাপতির অসাধারণ বক্তব্যের প্রশংসা করেন। তিনি আরও জানান– ঢাকা চেম্বার আজকে যা চিন্তা করে, তা প্রায় ১০ বছর পর অন্যরা চিন্তা করে। ২০১০ সালে আমরা আসিফ ইব্রাহিমের নেতৃত্বে ঘোষণা করি বাংলাদেশ ২৯তম অর্থনীতির দেশ হবে যা এখন বর্তমানে আন্তর্জাতিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করেছে।

সাবেক সভাপতি ওসামা তাসীর অভিনন্দন জানান প্রাক্তন সভাপতি শামস মাহমুদকে বিগত বছর যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য। পাশাপাশি রিজওয়ান রাহমানকে তার অসাধারণ বক্তব্যের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন– পর্ষদ সভাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে করে সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় এবং পাশাপাশি কৃতিত্ব দিতে হবে চেম্বারের সচিবালয়কে এত সুন্দর সহযোগিতা করার জন্য।

সাবেক সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম বলেন– আমরা ঢাকা চেম্বার পলিসি সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করি। তিনি আরও জানান– কর ও মূসক এবং অন্যান্য নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের মতামত সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি আনন্দের সঙ্গে জানান– ঢাকা চেম্বারের নিয়ে আসা নতুন নতুন নেতৃত্ব দেশের অর্থনীতি বিকাশে কাজ করছে এবং নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করছে, যা দেশের জন্য বিশাল প্রাপ্তি। তিনি আরও জানান– এটা একটা অর্জনের প্লাটফর্ম। তিনি নবনির্বাচিত সভাপতিকে তার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি সাবেক সভাপতি শামস মাহমুদসহ পরিচালনা পর্ষদ ও সচিবালয়ের সকলকে ধন্যবাদ করোনাকালীন সময়ে সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্য। তিনি অনুরোধ করেন– আগামী পর্ষদ ও সভাপতি এসএমইকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করার জন্য যাতে এসএমই খাত পুনরায় সচল হয়।

সাবেক সভাপতি বেনজির আহমেদ বলেন– আমাদের মুরব্বিগণ যে সভাপতি নির্বাচন করেন, তার নিশ্চয় যোগ্যতা থাকে। তিনি বলেন– শামস মাহমুদ এবছর অনেক কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এর বক্তব্য প্রমাণ করে– তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

সাবেক সভাপতি ড. মোঃ সবুর খান জানান– আমরা রিজওয়ান রাহমান এর বক্তব্য সমর্থন করে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের অর্থনীতি পরিবর্তন করে দিতে পারি। তিনি আরও বলেন– শুধু পর্ষদ নয় বরং অফিসিয়াল সেক্রেটারিয়েট একসাথে কাজ করতে পারে। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন– রিজওয়ান রাহমান অনুমোদন করলে আমার প্রতিষ্ঠানের গবেষণা বিভাগের তিন থেকে চারজনের মাধ্যমে টেকনোলজি ব্যবহার করার সুবিধা নিয়ে ডিসিসিআই অডিটের জন্য প্রেরণ করতে পারি। তিন বলেন– আমরা ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়া সহযোগিতা বাড়াতে পারি এবং ডিবিআই এক্ষেত্রে ভালো কাজ করতে পারে।

এ পর্যায়ে সাবেক সভাপতি **আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ** বলেন– সাবেক সভাপতিগণ অনেক কিছুই করেছেন ঢাকা চেম্বারের জন্য। তিনি আনন্দের সাথে আরও জানান– বিগত বছরগুলোতে অনেক কিছুই শিখেছি ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এবং ভাবি এখনকার সভাপতিগণ কত কিছুই করছে। আর তাদের কার্যক্রম দেখে আমি অনেক আশাবাদী হই। আমরা দেখেছি– শামস মাহমুদকে বিগতবার সভাপতির দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি ধন্যবাদ জানান– বিদায়ী সকল পরিচালকদের সমর্থনের জন্য। পাশাপাশি তিনি নবনির্বাচিত সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেনের এবং পুনঃরায় নির্বাচিত উদ্ধর্তন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-কে অভিনন্দন জানান।

অতঃপর চেম্বারের সাবেক সভাপতি **মাহবুবুর রাহমান** বলেন– শামস মাহমুদ সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণে আমরা আপনার পর্ষদ ও ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদকে সহায়তা করার জন্য সচিবালয়কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি নবনির্বাচিত সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং পুনঃরায় নির্বাচিত উদ্ধর্তন সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

এ পর্যায়ে মহাসচিব মহোদয়– নির্বাচিত পরিচালক এবং বিদায়ী পরিচালকবৃন্দকে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজের স্বীকৃতি হিসেবে স্কিল ডেভলপমেন্ট, কাস্টম, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলিটেড স্ট্যান্ডিং কমিটি ও এগ্রো বেইজড ট্রেড, সার্ভিস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটিকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

মহাসচিব মহোদয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির উল্লেখ করেন যথাক্রমে মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স একনাবিন, জোহা জামান রশিদ অ্যান্ড কোং ও মেসার্স আখতার আমির অ্যান্ড কোং। ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং- কে নিরীক্ষা ফি মোট ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা (ভ্যাট/ট্যাক্সসহ) পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন রিয়াদ হোসেন, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই, এবং সমর্থন করেন মোঃ ইমরান আহমেদ, সাবেক সহ-সভাপতি ডিসিসিআই। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(আফসারুল আরিফিন)
মহাসচিব

(শামস মাহমুদ)
সভাপতি

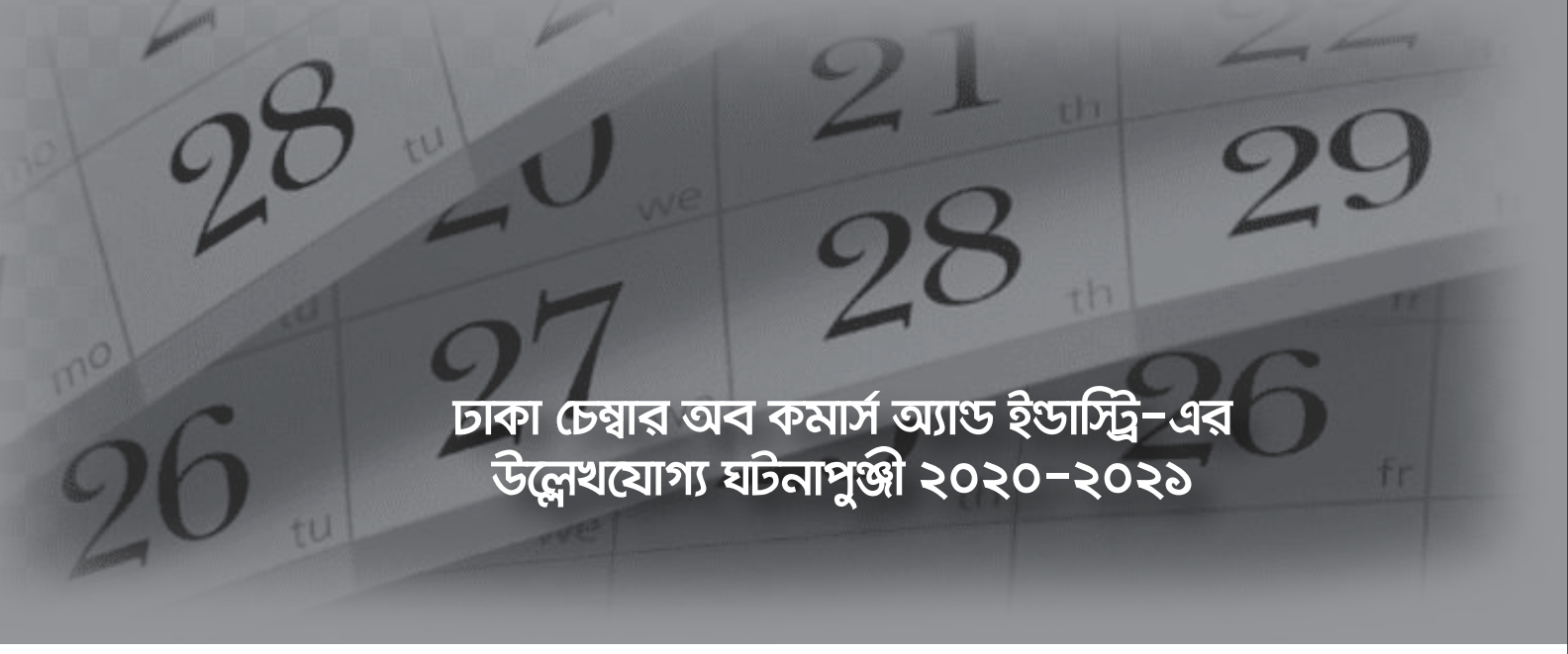

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০২০-২০২১

২৯ ডিসেম্বর ২০২০ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ ডিসেম্বর ২০২০ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ জাফর আহমেদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এটুআই প্রকল্পের ভার্চুয়াল স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

০৪ জানুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৫ জানুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশে প্রথমবারের মত তিন দিনব্যাপী অনলাইন ভিত্তিক বিটুবি সম্মেলন 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১'-এর উদ্বোধনী সেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি. এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

০৬ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ সাক্ষাৎ করেন।

১০ জানুয়ারি ২০২১ : বাংলাাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাক্ষাৎ।

: প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিজ দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু ও বিনিয়োগ বিষয়ক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস যৌথভাবে আয়োজিত ২দিনব্যাপী উদ্যোক্তা সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী সেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (কনস্যুলার এবং ওয়েলফেয়ার উইং) এফ এম বোরহান উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১১ জানুয়ারি ২০২১ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৩ জানুয়ারি ২০২১ : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'এগ্রো প্রসেসিং অ্যান্ড মার্কেটিং' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সেশনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি মোহাম্মদ সুলেমান খান প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই-এর পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী 'হালাল সনদ নীতিমালা- ২০২০' প্রণয়নের বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই-র পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি (এনপিইসি) এর ২১তম সভায় যোগদান করেন।

১৪ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই গবেষণা শাখার অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী ও সহকারী নির্বাহী সচিব মোঃ জুলফিকার ইসলাম, লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের নিমিত্তে গণশুনানি সভায় যোগদান করেন।

১৬ জানুয়ারি ২০২১ : ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটস্ আয়োজিত 'বাংলাদেশের পুঁজিবাজার: দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই এর মহাসচিব আফসারুল আরিফিন প্রাইভেট সেক্টরের অংশীজনদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৭ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই এর পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৮ জানুয়ারি ২০২১ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং ইউনেস্ক্যাপ'র প্রতিনিধি মাসাতো আবে-এর মধ্যকার অনলাইন ভিত্তিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২০ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি- ২০২১ এর আহবায়ক মালিক তালহা ইসমাইল বারী "বাংলাদেশের জ্বালানীখাতে বেসরকারি খাতের ভূমিকা" শীর্ষক একটি ভার্চুয়াল সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

২৩ জানুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'সংবাদ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সমসাময়িক অর্থনীতি বিষয়ক ১১টি এজেন্ডা'র উপর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরার, পাশাপাশি ২০২১ সালে ডিসিসিআই'র কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

২৪ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বিল্ড-এর ২২তম ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণ করেন।

: আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচেম) আয়োজিত 'এ্যামচেম জার্নালিজম এ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই এর পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভোজ্য তেল ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০২১ : বিয়াক এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড সার্ভিস ইউন্ডো যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের জন্য একাউন্ট চালুকরণে এডিআর কে আরো শক্তিশালীকরণ' বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ দূতাবাস আম্মান, জর্ডান-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল সভায় জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিস নাহিদা সোবহান, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা (প্রথম সচিব) মোঃ বশির প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই গবেষণা শাখার উপ নির্বাহী সচিব মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন অর্থনৈতিক অঞ্চল ও শিল্প নগরীর বাইরে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়নের সভায় যোগদান করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের মান্যবর রাষ্ট্রদূত হিথাম গোবাসি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং মিশর দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মিস মারিয়াম এম রাগেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৯ জানুয়ারি ২০২১ : রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনলাইন ভিত্তিক 'ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স সামিট'-এ ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

৩০ জানুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : এসডিজি নাগরিক প্ল্যাটফর্ম আয়োজিত ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মোস্তাফা ওসমান তুরান সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং তুরস্কের দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর কেনান কালায়চি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ভ্যাট, ট্যাক্স বিষয়ক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : 'ডিসিসিআই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া লিংকেজ অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের টেকসই উত্তোরণের নিমিত্তে বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকর পার্টনারশীপ' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: 'ডিসিসিআই আইটি, আইসিটি এবং ফোর্থ আইআর টেকনোলোজি' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: 'এক্সপোর্টেবল প্রডাক্টস অ্যান্ড মার্কেট ডাইভারসিটিফিকেশন' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই এর নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নতুন জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন ওয়ার্কশপ-এ যোগদান করেন।

০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন' বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই-এর প্রাক্তন পরিচালক সামির সাত্তার ব্যবসা সহজীকরণের জন্য গ্যাস সংযোগ, ঋণ সহায়তা এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।

০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটেনের হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং বৃটিশ দূতাবাসের বেসরকারি খাতের উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকর্তা মহেশ মিশ্রা প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: মালদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক জাতীয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সাক্ষাৎ করেন।

: অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস-এর নির্বাহী কমিটির ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই এর নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ কে যুগোপযোগী করে জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত নীতিমালা ড্রাফটিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোনো ঢাকার বিদ্যমান ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সহ পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ এ সভায় যোগদান করেন।

: ডিবিআই গভার্নিং বডি-এর ১৬তম সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ডিসিসিআই গবেষণা শাখার উপ-নির্বাহী সচিব মোহাম্মদ মোসলেহ্ উদ্দীন এলডিসি দেশসমূহের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশসমূহকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাড় প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশের সমর্থন ও কো-স্পন্সরশীপ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৯' প্রদান অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং প্রাক্তন সভাপতি ওসামা তাসীর-এর যোগদান।

: আইসিসি বাংলাদেশ'র ৮১তম ভার্চুয়াল পর্ষদ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই পরিচালক আরমান হক বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটির সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন "সাপ্লাইচেইন রেজিলিয়েন্স ট্রেনিং মডুল শেয়ারিং" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ বিশেষ আলোচক হিসেবে যোগদান করেন। ওয়েবিনারটিতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

: শিল্প সচিব কে এম আলী আজম-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাক্ষাৎ।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : এপিএসি ব্লুমবার্গ মিডিয়া-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুনিটা রাজন এবং হেড অব সেলস্ অমিত নায়েক-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

: বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনস্যুল মিসেস শিলা পিল্লাই এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর মধ্যকার সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এম.পি.-এর সাথে বিডা'র কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই যুগ্ম নির্বাহী সচিব (ট্রেড ফেসিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট) এএইচএম মানিরুজ্জামান ডব্লিউটিও'র 'ট্রেড রিলেটেড টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স (টিআরটিএ) সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ' এর সভায় যোগদান করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'শিল্প-শিক্ষাখাতের সমন্বয়; নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত' শীর্ষক ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি প্রধান অতিথি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

০২ মার্চ ২০২১ : ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

০৩ মার্চ ২০২১ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রস্তাবনা সমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম-এর নিকট পেশ করেন ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কাউন্সিলের ৩৫তম সভায় যোগদান করেন।

০৪ মার্চ ২০২১ : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র আতিকুল ইসলামের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাক্ষাৎ।

০৫ মার্চ ২০২১ : ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) আয়োজিত 'এলডিসি উত্তো রণ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ভাচুর্য়াল ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

০৬ মার্চ ২০২১ : 'ডিসিসিআই ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি' স্ট্যান্ডিং কমিটি আয়োজিত পর্যটন খাতের স্টেকহোল্ডারদের ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০৭ মার্চ ২০২১ : ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি কাউন্সিল-এর ১৬তম ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: ভারতের বাণিজ্য সচিব ড. অনুপ ওয়াদুয়ান এর সম্মানে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব (গবেষণা) হারুনুর রশিদ ঢাকা অভ্যান্তরীন কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি) পরামর্শদাতা কমিটির ৫৭ তম সভায় যোগদান করেন।

০৮ মার্চ ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন শিল্প মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার, ২০২০' প্রদানের লক্ষ্যে পরিদর্শন দলের মতামত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্তে মূল্যায়ন কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

০৯ মার্চ ২০২১ : 'ট্র্যাভেল অ্যান্ড টেকনোলোজি: ফিউচার অব ট্যুরিজম' শীর্ষক সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১০ মার্চ ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বিডা এবং ইউএনডিপি যৌথভাবে আয়োজিত 'কোভিড মহামারী মোকাবেলা ও উত্তোরণে বেসরকারি খাত' শীর্ষক ডায়ালগে রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১১ মার্চ ২০২১ : ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব হারুনুর রশিদ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৪ মার্চ ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হ্যারি ভ্যারওয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি বাস ব্ল্য এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব ইনামুল হাফিজ লতিফী "স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ: তৈরি পোষাক খাতে এর প্রভাব" বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।

১৬ মার্চ ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে 'মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন-২০২১' বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 'ট্রেড লাইসেন্স প্রদান' শীর্ষক সেবা প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন 'মেধাসম্পদ দিবস ২০২১' উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত সমন্বয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৮ মার্চ ২০২১ : ডিসিসিআই, চ্যানেল ২৪ এবং সমকাল যৌথভাবে আয়োজিত 'জাতীয় বাজেট ২০২১-২২' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, সমকালের প্রতিনিধি ইমরান কাদির এবং ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই যুগ্ম-নির্বাহী সচিব এএইচএম মনিরুজ্জামান দুবাইতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২০ সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৯ মার্চ ২০২১ : ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত '৬ষ্ঠ এসিটি ইস্ট বিজনেস শো' বিষয়ক ভার্চুয়াল কনফারেন্সের বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

২১ মার্চ ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, মার্কিন দূতাবাসের ইকোনোমিক অ্যান্ড ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট চিফ জন ডি. ডানহাম এবং ইউএসএআইডি-এর ইকোনোমিক গ্রোথ অফিস-এর পরিচালক জন স্মিথ শ্রীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২২ মার্চ ২০২১ : এসএমই ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমান-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব রাসেল আহমেদ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের [১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৩ মার্চ ২০২১ : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আয়োজিত 'মুজিব শতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' শীর্ষক ওয়বিনারের প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ডিসিসিআই এস্টেট বিশেষ কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

২৪ মার্চ ২০২১ : এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুর-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ মার্চ ২০২১ : এসএমই ফাউন্ডেশন-এর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ডিসিসিআই পরিচালন পর্ষদের ৩য় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

৩১ মার্চ ২০২১ : ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান গ্রে-এর প্রতিনিধিবৃন্দে সাথে ঢাকা চেম্বারের ব্রেইন স্ট্রমিং সেশন অনুষ্ঠিত।

০৩ এপ্রিল ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা : ব্যবসা পরিচালন সূচকে অন্যতম অনুষঙ্গ' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত, যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগ-এর সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

: দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'নকল পণ্য কিনবনা; নকল পণ্য বেচবনা' শীর্ষক প্রচারাভিযান অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০৪ এপ্রিল ২০২১ : ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, আমদানি, মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল রাখা শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

০৫ এপ্রিল ২০২১ : 'এডিবি কান্ট্রি পার্টনারশীপ স্ট্র্যাটেজি ২০২১-২০২৫ ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক ভার্চুয়াল কনসালটেশন সেশনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

০৮ এপ্রিল ২০২১ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল, এমপি এর সাথে জাতীয় বাজটে ২০২১-২২ বিষয়ক ভাচুর্য়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১০ এপ্রিল ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট আলোচনা : অর্থবছর ২০২১-২২' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এবং ব্র্যাক-এর চেয়ারপার্সন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১১ এপ্রিল ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'পবিত্র রমজান মাসে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১২ এপ্রিল ২০২১ : স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ আয়োজিত 'হালাল ইকোসিস্টেম এর সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা' শীর্ষক আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: জেনারেশন আনলিমিটেড-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৩ এপ্রিল ২০২১ : বিল্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ডের ২৩তম ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৭ এপ্রিল ২০২১ : ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'বাংলাদেশের রপ্তানীর বহুমুখীকরণে এফডিআই এবং এলডিসি উত্তোরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১৮ এপ্রিল ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন : বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহ্মুদ হুমায়ুন, এমপি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ইতো নায়োকি উক্ত ওয়েবিনারে যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২৪ এপ্রিল ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'শিল্প ও শিক্ষাখাতের সমন্বয় : শিক্ষাখাতের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ এপ্রিল ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) মধ্যকার 'বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয়হ্রাস কার্যক্রমে চলমান সংস্কার এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত, যেখানে বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং বিডা'র নির্বাহী সদস্য মোঃ বিল্লাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

০২ মে ২০২১ : সানেম আয়োজিত 'কোভিড ১৯ এবং বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় আত্মবিশ্বাস' শীর্ষক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৪ মে ২০২১ : আইসিএবি এবং ইআরএফ যৌথভাবে আয়োজিত 'সামষ্টিক অর্থনীতি: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২-এর প্রত্যাশা" শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

০৫ মে ২০২১ : সিপিডি আয়োজিত 'আয় এবং কর্মসংস্থান' শীর্ষক ভার্চুয়াল কনফারেন্সে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী প্রস্তুতি বিষয়ক ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০৮ মে ২০২১ : 'বাংলাদেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রমের ব্যবহার বৃদ্ধি: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১৮ মে ২০২১ : ইংরেজি দৈনিক দি বিজনসে স্ট্যান্ডার্ড আয়োজিত প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৯ মে ২০২১ : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার 'কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট' বিষয়ক পরামর্শক কমিটির ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান 'দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২০২১-২০২৫-এর জন্য জাতীয় পরিকল্পনা: বেসরকরি খাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে যোগদান।

২০ মে ২০২১ : ককাসাস এশিয়া সেন্টার, আসাম-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২২ মে ২০২১ : 'কোভিড-১৯ বাস্তবতায় জাতীয় বাজেটে ২০২১-২২: বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

২৩ মে ২০২১ : বিল্ড আয়োজিত 'কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সিএমএসএমই খাতের উত্তোরণের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ-এর পুনঃবিন্যাস' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগের আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

২৪ মে ২০২১ : 'বাংলাদেশ বিজনেস অ্যান্ড ডিসএ্যাবিলিটি নেটওয়ার্ক'-এর ভার্চুয়াল ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: জেনারেশন আনলিমিটেড বাংলাদেশ আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

২৫ মে ২০২১ : বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২৬ মে ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ মে ২০২১ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রা' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত, যেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিসেস ফাতিমা ইয়াসমিন এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

৩১ মে ২০২১ : দি ডেইলি স্টার এবং এ্যাকশন এইড যৌথভাবে আয়োজিত '৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও জাতীয় বাজেট-এর মধ্যকার সমন্বয়: প্রেক্ষিত যুব সমাজ' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০১ জুন ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কনসুল জেহ্যানজেব খান সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মিস জাকিয়া সুলতানা'র সাথে সাক্ষাৎ করেন।

০২ জুন ২০২১ : অর্থনৈতিক বিভাগের সচিব মিস ফাতিমা ইয়াসমিন এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান'র সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।

০৩ জুন ২০২১ : ডিসিসিআইতে জাতীয় বাজেট ২০২১-২২-এর পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

০৫ জুন ২০২১ : এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০৬ জুন ২০২১ : ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সিএমএসএমই খাতের সম্ভাবনা' বিষয়ক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০৭ জুন ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক অনলাইনে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সত্য প্রসাদ মজুমদার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

: ডিসিসিআই যুগ্ম-নির্বাহী সচিব এএইচএম মানিরুজ্জামান ডব্লিউটিও দ্বাদশ মিনিস্টেরিয়াল বৈঠকের প্রস্তুতিমুলক ওয়েবিনারে যোগদান করেন।

০৮ জুন ২০২১ : নববিযুক্ত বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১০ জুন ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল'-এ আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ডিসিসিআই সভাপতির নিকট থেকে চেক গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে চেক গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই যুগ্ম নির্বাহী সচিব এএইচএম মানিরুজ্জামান দুবাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২০ সফলভাবে অংশগ্রহণের জন্য কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি এবং নিয়োগকৃত সিসিডি-এর সাথে আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৩ জুন ২০২১ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী পর্যালোচনা বিষয়ক কমিটির ২য় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তোরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তা মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালক গোলাম জিলানী 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্পের 'স্টিয়ারিং কমিটি' এর ৩য় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১৪ জুন ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর আইসিসি বাংলাদেশ-এর ৮২তম পর্ষদ সভায় অনলাইনে অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই যুগ্ম নির্বাহী সচিব (প্রকল্প) খন্দকার আনোয়ার কামাল "বাংলাদেশের এগ্রো-প্রসেসিং খাতের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সেক্টরিয়াল ডায়াগনস্টিক স্টাডিজ" শীর্ষক ভার্চুয়াল কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১৫ জুন ২০২১ : আইসিসি বাংলাদেশ এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে আয়োজিত 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ইন বাংলাদেশ: রুল অব প্রাইভেট সেক্টর' শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৬ জুন ২০২১ : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্ল্যাহ নূরী-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ত্রিপলী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের ভাচুয়াল সংলাপ অনুষ্ঠিত।

১৭ জুন ২০২১ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মনোয়ার হোসেন ও যুগ্ম-আহ্বায়ক মিস বার্থা গীতি বাড়ৈ শিল্পনগরী জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার ২০২০' প্রদানের লক্ষ্যে 'মনোনয়ন চূড়ান্তকরণ কমিটি'র সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন জাতীয় রপ্তানি ট্রফি সংক্রান্ত চূড়ান্ত বাছাই কমিটির সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সহকারী নির্বাহী সচিব মোঃ মোহন মিয়া মুজিব বর্ষের সেমিনার ও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

১৯ জুন ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের শিল্পখাতের জ্বালানি উৎসের ভবিষ্যৎ: এলপিজি এবং এলএনজি' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমান এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন-এর সদস্য (গ্যাস) মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২০ জুন ২০২১ : দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাস-এর মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ফাম ভিয়েত চিয়েন উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এর সাথে বাংলাদেশস্থ পাকিস্তানের হাইকমিশনার মান্যবর ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাইসার হামিদ সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ফান্ডের আওতায় বাছাইকৃত উদ্ভাবনী প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত নির্বাহী কমিটির ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল আহসান শিল্প করিডোর নীতিমালা-২০২১ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২২ জুন ২০২১ : ডিসিসিআই যুগ্ম-নির্বাহী সচিব মোঃ মেহেদি হাসান ভূঁইয়া, সহকারী নির্বাহী সচিব আবুল বাশার, সহকারী নির্বাহী সচিব সোহেল রানা সরকার থেকে ব্যবসায় (জি২বি) চিহ্নিত সেবাসমূহ সহজীকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন-এর নিমিত্ত কর্মশালায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই এর যুগ্ম-নির্বাহী সচিব খন্দকার আনোয়ার কামাল বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত অংশীজনদের সভায় যোগদান করেন।

২৩ জুন ২০২১ : বাংলাদেশস্থ মালয়েশিয়ান হাইকমিশনার মিস হাজনা মোঃ হাসিম এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত 'এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি (এনপিইসি) এর ২৩তম সভায় যোগদান করেন।

: ডিসিসিআই সহকারী নির্বাহী সচিব সোহেল রানা "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি বরাদ্দ কমিটির ২৬তম ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৪ জুন ২০২১ : বিল্ড আয়োজিত 'কোভিড স্টিমোলাস্ অ্যান্ড লিঙ্কস টু এমপ্লয়মেন্ট, কনজামশন অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট: দি বাংলাদেশ এক্সপেরিয়েন্স' বিষয়ক স্টাডি রিপোর্ট উন্মোচন অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

: ঢাকা চেম্বারের রপ্তানি বহুমুখীকরণ বিষয়ক স্ট্যার্ন্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

২৬ জুন ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

: মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই যুগ্ম নির্বাহী সচিব মিস তামান্না সুলতানা "চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ আমাদের করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় যোগদান করেন।

২৭ জুন ২০২১ : ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)' এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৮ জুন ২০২১ : ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব মোঃ কামরুল বারী, বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রকল্প-১ এর আওতায় বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল-এর উপর অনলাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২৯ জুন ২০২১ : ডিসিসিআই যুগ্ম-নির্বাহী সচিব খন্দকার আনোয়ার কামাল 'কৃষি খাদ্য শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১' চূড়ান্ত করার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অংশগ্রহণ করবেন।

০১ জুলাই ২০২১ : ইউনিয়ন অব এশিয়ান চেম্বার্স-এর ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ডের ২৪তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এর অংশগ্রহণ।

০৩ জুলাই ২০২১ : ভার্চুয়াল শো 'থিংক বিজনেস'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

০৫-০৮ জুলাই ২০২১ : ডিসিসিআই সহকারী নির্বাহী সচিব আবুল বাশার, সোহেল রানা ও সিনিয়র অফিসার তানভীর আহমেদ "চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি" বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।

০৭ জুলাই ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানী বহুমুখীকরণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এ এইচ এম আহসান।

১১ জুলাই ২০২১ : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর সহায়তায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানী বহুমুখীকরণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ: প্রেক্ষিত নীতিমালা সংস্কার' শীর্ষক ভার্চুয়াল ২য় ডায়ালগে প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

: আইসিসি বাংলাদেশ-এর ২৬তম বার্ষিক কাউন্সিল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১২ জুলাই ২০২১ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৩৩তম বোর্ড সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৩ জুলাই ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)-এর পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন-এর মধ্যকার অনলাইন ভিক্তিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ জুলাই ২০২১ : কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় দেশব্যাপী চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১৮ জুলাই ২০২১ : করোনা আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন-এর নিকট ১০টি অক্সিজেন কনসানট্রেটর মেশিন হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৪ জুলাই ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের মতবিনিময় সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২৭ জুলাই ২০২১ : ট্রেড ফেসিলিটেশন অ্যান্ড গ্লোবাল লিংকেজ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

২৯ জুলাই ২০২১ : ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি মাষ্টারপ্ল্যান ২০২১-২০৩০ এর আলোকে এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

৩০ জুলাই ২০২১ : 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' আয়োজন উপলক্ষে ঢাকা চেম্বার এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ জুলাই ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'টেকসই নদী খনন: চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও জাতীয় সংসদের সদস্য ও এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এমপি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার উক্ত ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

০১ আগস্ট ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে 'মুজিব শতবর্ষ' উদ্‌যাপন বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

০৫ আগস্ট ২০২১ : এফবিসিসিআই আয়োজিত 'রপ্তানী বহুমুখীকরণ ও প্রণোদনা সহায়তা' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

০৭ আগস্ট ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্ণর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

০৮ আগস্ট ২০২১ : বাংলাদেশ রিজিওন্যাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট শীর্ষক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

: বিল্ড আয়োজিত 'বাংলাদেশ কোম্পানী নিবন্ধনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

১১ আগস্ট ২০২১ : রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১২ আগস্ট ২০২১ : 'অর্থনীতিতে তরুণদের অবদান' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৪ আগস্ট ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'ই-কমার্স খাতের বিকাশে টেকসই ইকোসিস্টেম প্রণয়ন' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৬ আগস্ট ২০২১ : বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনস্যুলর মিস শিলা পেল্লাই-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ডিবিআই-এর গভর্নিং বডি'র ১৭তম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ আগস্ট ২০২১ : ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন এর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন।

২১ আগস্ট ২০২১ : ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন এর স্মরণে মরহুমের পরিবার আয়োজিত কুলখানি ও দোয়া মাহফিলে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

২৩ আগস্ট ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যকার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ আগস্ট ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'মহামারীকালীন সময়ে খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, যেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

: ডিসিসিআই সহকারী নির্বাহী সচিব সোহেল রানা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, আমদানি, মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৮ আগস্ট ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি; স্থানীয় বাজারের উন্নয়ন' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ।

: ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান প্রয়াত আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর স্মরণে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ আগস্ট ২০২১ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

: বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা: প্রেক্ষিত সেবা খাত' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

৩০ আগস্ট ২০২১ : বাংলাদেশ চেম্বার্স অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন : আজকের বাংলাদেশ' বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

৩১ আগস্ট ২০২১ : ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

০৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং এসএমই ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত রিপালিক অব কসোভো'র মান্যবর রাষ্ট্রদূত গুনার উরইয়া সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস্‌ের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মান্যবর অ্যানে ভেন লিওভেন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথরিটি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই-এর সহকারী নির্বাহী সচিব মোঃ মোহন মিয়া ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পুরাতন কাপড় আমদানিকারক নির্বাচনের লক্ষ্যে ঢাকা জেলা কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেন।

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর লি জ্যাং কিয়ুন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, অতিরিক্ত নির্বাহী সচিব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তোরণে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে গঠিত অগ্রাধিকারমূলক বাজার অভিগম্যতা এবং বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির ২য় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি: ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

: পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপির সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তোরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তা মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটির ৩য় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ডিসিসিআই এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ চেম্বার, রাশিয়া-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল সমন্বয় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় দুবাই এক্সপো ২০২০-এ বাংলাদেশের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের ভূমিকা পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ : পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউশন (পিআরআই) "বৈশ্বিক রপ্তানিতে ভিয়েতনামের প্রাধান্য: বাংলাদেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত" বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী বিভিন্ন চেম্বার, এসোসিয়েশন সহ অন্যান্য বাণিজ্যিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৯-২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনী সেশনে অংশগ্রহণের জন্য মাননয়ী প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যুক্তরাষ্ট্র গমন।

২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ : ইউনেস্ক্যাপ-এর ভার্চুয়াল সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর যোগদান।

২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ : বিল্ড-এর ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ওয়ার্কিং কমিটির ৯ম সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ-এর অংশগ্রহণ।

: উত্তর এবং ল্যাটিন আমেরিকার বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর অংশগ্রহণ।

০২ অক্টোবর ২০২১ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

০৩ অক্টোবর ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বাংলাদেশস্থ থাইল্যান্ড দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর (কমার্শিয়াল)-এর মধ্যকার ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত।

০৪ অক্টোবর ২০২১ : বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত মান্যবর রাবাহ্ লারবি এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

০৫ অক্টোবর ২০২১ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সহকারী সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

০৬ অক্টোবর ২০২১ : ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার অফ বাংলাদেশ ট্রেড ফেসিলিটেশন প্রজেক্ট আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

০৭ অক্টোবর ২০২১ : পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার্স কমিটি'র (পিপিএসসি) ১৪তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

১০ অক্টোবর ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং জাপান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি মিস শিরাহাতা কাসুমি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১১ অক্টোবর ২০২১ : বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎ।

: রাজউক চেয়ারম্যান এ বি এম আমীন উল্ল্যাহ নূরী-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১২ অক্টোবর ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং স্ট্রেংথেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স (সুপার প্রজেক্ট) যৌথভাবে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে প্রথমবারের মত বাংলাদেশে দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে "প্রাইভেট সেক্টর ইমাজেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)" স্থাপন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং সচিব মোঃ মোহসীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

: রাশিয়ায় নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মান্যবর কামরুল আহসানের সম্মানে বাংলাদেশে অবস্থিত রাশিয়ার দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১৬ অক্টোবর ২০২১ : আইসিসি বাংলাদেশ-এর ৮৩তম ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১৭ অক্টোবর ২০২১ : 'বাংলাদেশে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' উপলক্ষে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি, বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

১৮ অক্টোবর ২০২১ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।

১৯ অক্টোবর ২০২১ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাথে ইউএন টেকনোলজি ব্যাংক ফর এলডিসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জশুয়া সেতিপা'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।

২১ অক্টোবর ২০২১ : ওয়ার্ল্ড বিজনেস এনজেলস ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম আয়োজিত 'স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম উন্নয়নে এনজেল ইনভেস্টরস্-এর ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারের আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

২৬ অক্টোবর ২০২১ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি বিশেষ অতিথি এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী সেশনে উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য প্রদান করেন।

২৭ অক্টোবর ২০২১ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ ও ইউরোপের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা" শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ওয়েবিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

২৮ অক্টোবর ২০২১ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত 'এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ ও প্রস্তুতি' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধান অতিথি এবং ইষ্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও এ্যাপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২৯ অক্টোবর ২০২১ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক এবং বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিস ফাতিমা ইয়াসমিন বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

: তুরস্কের ৯৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

৩০ অক্টোবর ২০২১ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত "ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে এডিআর-এর ব্যবহার। কোভিড-১৯ এর প্রভাব" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ও আফ্রিকার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম আহসান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

: আইসিএবি আয়োজিত 'দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের প্রসারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য বৃদ্ধি' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত।

৩১ অক্টোবর ২০২১ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত 'দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন ঘাটতি পূরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও ক্যাপিটাল মার্কেট স্টাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ)-এর চেয়ারম্যান মোঃ নজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

০১ নভেম্বর ২০২১ : ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং ক্যাপিটাল মার্কেট সাসটেইনএ্যাবল ফান্ড (সিএমএসএফ)'র চেয়ারম্যান মোঃ নজিবুর রহমান ও সিএমএসএফ'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যকার মতিবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

: বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর সমাপনী প্রেস ব্রিফিং-এ ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

: ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

০২ নভেম্বর ২০২১ : বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মাকাওয়াদে সুমিতমোর ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

০৭ নভেম্বর ২০২১ : আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির ৮৪তম ভার্চুয়াল সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: ডিসিসিআই পরিচালক হোসেন এ সিকদার-এর সভাপতিত্বে 'রিয়েল এস্টেট ইনক্লুডিং আরবানাইজেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

০৮ নভেম্বর ২০২১ : জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না যোগদান করেন।

৯ নভেম্বর ২০২১ : 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা' সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালক গোলাম জিলানী, হোসেন এ সিকদার, মোঃ সাহিদ হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

১৩ নভেম্বর ২০২১ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'লজেস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়ার্কিং কমিটি'-এর ২য় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

১৪ নভেম্বর ২০২১ : সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সহাকরী মন্ত্রী আব্দুল নাসের আল সালি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই 'আইটি, আইসিটি, টেলিকম অ্যান্ড ফোর্থ আইআর টেকনোলোজি' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভায় পরিচালক গোলাম জিলানী অংশগ্রহণ করেন।

১৫ নভেম্বর ২০২১ : ভারতের নয়াদিল্লী ভিত্তিক জেট্রো'র পলিসি ডিরেক্টর এবং জাপান সরকারের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি তাকুমা ওটাকি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফএিস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা' সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালক গোলাম জিলানী, মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না অংশগ্রহণ করেন।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন, যুগ্ম নির্বাহী সচিব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাংলাদেশস্থ স্পেনের দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলরের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

১৬ নভেম্বর ২০২১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)' এবং ডিসিসিআই-এর মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালক গোলাম জিলানী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

: বিডা কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' আয়োজন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

: ইন্ডিয়ান ওশেন রিম এসোসিয়েশন (আইওআরএ)-এর ২১তম সভা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১৮ নভেম্বর ২০২১ : বাংলাদেশ সফররত দক্ষিণ আফ্রিকার আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী ড. গ্রেস নালিডি মানডিসা পানডর-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

১৯-২৬ নভেম্বর ২০২১: সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত '১২তম ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেস'-এ ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

২০ নভেম্বর ২০২১ : আইসিসি বাংলাদেশ-এর শুলশান কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।

২১ নভেম্বর ২০২১ : 'ডিসিসিআই ফাইন্যান্স এ্যান্ড একাউন্টস-২০২১' বিষয়ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির ১১তম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

: 'ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্টি বোর্ড'-এর ৩য় সভ ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন, যুগ্ম নির্বাহী সচিব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাংলাদেশস্থ থাইল্যান্ডে দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর (কমার্শিয়াল)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

: ডিসিসিআই উপ-নির্বাহী সচিব মোসলেম উদ্দিন 'রপ্তানি নীতিমালা ২০১৮-১৯, আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-১৮, শিল্পনীতি ২০১৬, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯' বিষয়ক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।

২৩ নভেম্বর ২০২১ : 'কাস্টমস্, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত।

২৪ নভেম্বর ২০২১ : ডিসিসিআই মহাসচিব আফসারুল আরিফিন, নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন, যুগ্ম-নির্বাহী সচিব (প্রজেক্ট) খন্দ. আনোয়ার কামাল ইকো-প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

২৫ নভেম্বর ২০২১ : ডিসিসিআই যুগ্ম-নির্বাহী সচিব (প্রজেক্ট) খন্দ. আনোয়ার কামাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি'-এর ৯ম সভায় যোগদান করেন।

২৮ নভেম্বর ২০২১ : বিডা আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট বাংলাদেশ ২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

২৯ নভেম্বর ২০২১ : বাংলাদেশ সফররত তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।

: বিডা আয়োজিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলনের 'ইলেক্ট্রিকাল, ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফেকচারিং অ্যান্ড প্লাস্টিক' শীর্ষক কারিগরি সেশনে সঞ্চালনা করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

৩০ নভেম্বর ২০২১ : ক্লাইমেট ভালনারেভল ফোরাম'র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আবুল কালাম আজাদ-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের বৈঠক অনুষ্ঠিত।

: ডিসিসিআই নির্বাহী সচিব মোঃ জয়নাল আব্দীন, যুগ্ম নির্বাহী সচিব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাংলাদেশস্থ নেপাল দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

০২ ডিসেম্বর ২০২১ : 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা' সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ৩য় সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন অংশগ্রহণ করেন।

০৭ ডিসেম্বর ২০২১ : ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা-এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

০৮ ডিসেম্বর ২০২১ : ডিসিসিআই-এর 'কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর' বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

: প্রধামন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ: করণীয় নির্ধারণ' বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

: 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এর মুদ্রণ এবং ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের খসড়া অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা' সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির ৪র্থ সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং পরিচালক গোলাম জিলানী, হোসেন এ সিকদার এবং মোঃ সাহিদ হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

০৯ ডিসেম্বর, ২০২১ : বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান এ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল, এনবিপি, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বিল্ড এবং ইআরএফ যৌথভাবে আয়োজিত 'আয়কর আইন ২০২২' শীর্ষক ডায়ালগের আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারেরর সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের যোগদান।

: বিএফটিআই'র 'মেইড ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রচারনামূলক কার্যক্রম উপলক্ষে আয়োজিত নেটওয়ার্কিং সেশনে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১১ ডিসেম্বর ২০২১ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি রাজধানীর শুলশানে ঢাকা চেম্বারের নিজস্ব কার্যালয় 'ডিসিসিআই শুলশান সেন্টার' উদ্বোধন করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ : চতুর্থ শিল্প বিপ্লব প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে আলোচক হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

১২ ডিসেম্বর ২০২১ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম কর্তৃক 'ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২১-২২'-এর মোড়ক উন্মোচন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

: বিডা আয়োজিত 'অনলাইন পোর্টাল ওয়ান-স্টপ সার্ভিস (ওএসএস)' কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।

১৩ ডিসেম্বর ২০২১ : বাংলাদেশ সফররত কনফেডারেশন অফ নেপালীজ ইন্ডাস্ট্রিজ (সিএনআই)-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই'র নৈশভোজ সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ ডিসেম্বর ২০২১ : কনফেডারেশন অফ নেপালীজ ইন্ডাস্ট্রিজ (সিএনআই)-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের বিটুবি ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠিত।

১৫-১৮ ডিসেম্বর ২০২১ : সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'এক্সপো ২০২০ দুবাই' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ডে অ্যান্ড কান্ট্রি বিজনেস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের অংশগ্রহণ।

DCCI ACTIVITIES *at a Glance 2021*

1st DCCI Business Conclave-2021

234 Local and Foreign Businesses	132 B2B Sessions	9 Countries	USD 52 mln Investment Potential	Dignitaries 34

Overall 6 Budget Recommendation Implemented

2.50% Corporate Tax Reduced

0.25% from 0.5% Reduced Gross Receipt tax

Bangladesh Trade & Investment Summit-2021

38 Countries	552 Local and Foreign Businesses	369 B2B Sessions	82% B2B Execution Rate

Potential Investment Size: USD 1.16 billion

Joint Venture 20 Interests from 13 countries	Export Potentials 26 products to 14 countries	Import 29 products from 13 countries	01 Contract in Manufacturing

Policy Recommendation through Webinar/Seminar

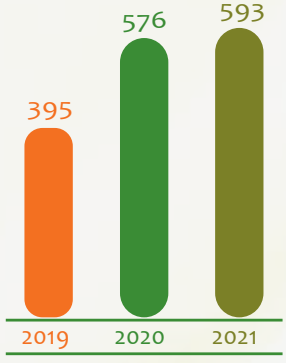

Studies conducted by DCCI in 2021

- CMSME Financing for post COVID-19 Recovery
- Skill requirements for post COVID-19 recovery of CMSME
- Export Diversification upon LDC Graduation.
- Local Market Development upon LDC Graduation.

Expenditure
Tk. 89,237,609

Income
Tk. 146,840,946

633
New Membership

4,325
Total Membership

Meeting attended by President

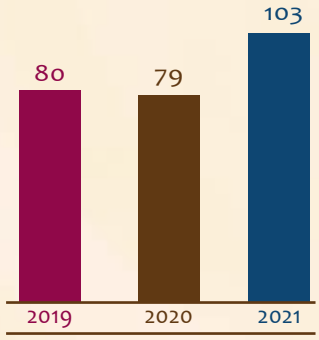

Call on meeting by DCCI President & BOD

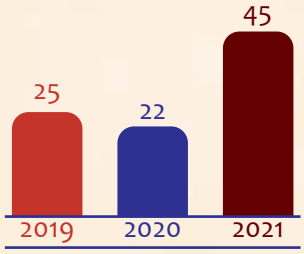

National Policy Recommendations

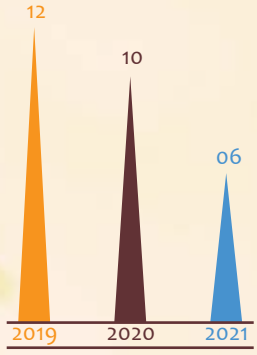

Membership

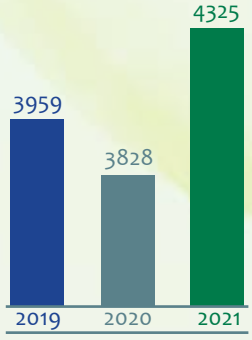

Events

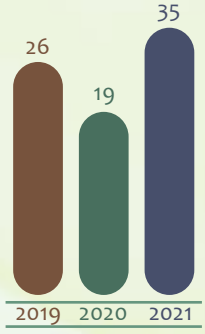

MoU Signed

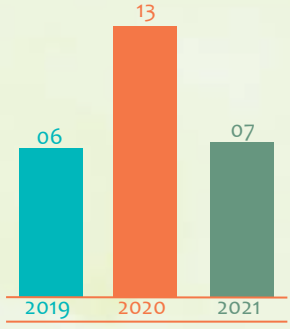

5
International Trade Policy Advocacy

27
Regional Meetings with International Chambers

50
Economic Diplomacy Meetings with 50 Countries

5
Long Courses with 2 new in DBI

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

০৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত বাংলাদেশে প্রথমবারের মত সর্ববৃহৎ অনলাইন ভিত্তিক বিটুবি সম্মেলন 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১'-এর উদ্বোধনী সেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সেশনে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি শামস মাহমুদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং বিল্ড-এর চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডানে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়) ২৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে আয়োজিত 'সংবাদ সম্মেলন'-এ বক্তব্য রাখছেন। ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) ছবিতে উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের মান্যবর হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দীকি (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) এবং পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি মোহাম্মদ সুলেমান খান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হিথাম গোবাসি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডানে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিজ দেশে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু ও বিনিয়োগ বিষয়ক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস যৌথভাবে আয়োজিত ২ দিনব্যাপী অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১০ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশ সরকারের 'বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (কনস্যুলার এবং ওয়েলফেয়ার উইং) এফ এম বোরহান উদ্দিন যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই'র সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

৩০ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সহ প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এবং জর্ডানে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান এবং দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মোঃ বশির অংশগ্রহণ করেন।

১৯ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি এম আবু হোরায়রাহ্ (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

২৭ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'আরসিসিআই ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার্স সামিট'-এ গেস্ট স্পিকার হিসাবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি (ডান থেকে নবম) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে অষ্টম)। ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে শিল্প সচিব কে এম আলী আজম (বাম থেকে নবম), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে অষ্টম), সহ-সভাপতি মনোয়ার হেসেন (ডান থেকে সপ্তম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান এমপি (বাম থেকে সপ্তম) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে অষ্টম)। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান, পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট (পিআরআই)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ-এর চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'শিল্প-শিক্ষাখাতের সমন্বয়: নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি প্রধান অতিথি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, বুয়েট-এর 'রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার ফর সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদার, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর পরিচালক তাহমিনা বিনতে মোস্তফা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর অধ্যাপক ও পরিচালক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প সচিব কে এম আলী আজম (ডানে)-এর নিকট প্রস্তাবিত শিল্পনীতি-২০২১ এর উপর ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) এবং বৃটিশ দূতাবাসের বেসরকারি খাতের উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকর্তা মহেশ মিশ্রা (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার মান্যবর বিক্রম কে দোরাইস্বামী (প্রথম সারিতে, ডান থেকে চতুর্থ) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (প্রথম সারিতে, বাম থেকে পঞ্চম)। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে তৃতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে চতুর্থ) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর মোস্তাফা ওসমান তুরান (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) এবং তুরস্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর কেনান কালায়চি (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনস্যুল শিলা পিল্লাই (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মালদ্বীপের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল্লাহ শহীদ (বামে)-এর সাথে কুশল বিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি (মাঝে) কে দেখা যাচ্ছে।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন বিষয়ক জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের ছবিতে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের টেকসই উত্তোরণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের কার্যকর অংশগ্রহণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) যৌথভাবে আয়োজিত 'অর্থনৈতিক অঞ্চল সমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অনুষ্ঠানে গেস্ট স্পিকার হিসেবে যোগদান করেন, যেখানে বেজা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশন প্রধানগনসহ বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআউ আয়োজিত 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরোনো ঢাকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমাধান' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে নবম) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দশম) সহ পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'আয়কর ও মূসক' এর উপর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখের সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সহ অংশগ্রহণকারীদের দেখা যাচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-কে প্রদত্ত 'ইন্সটিটিউশনাল এপ্রিশিয়েশন এ্যাওয়ার্ড ২০১৯'-এর ট্রফি ও সার্টিফিকেট হাতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে) এবং ২০১৯ সালের সভাপতি ওসামা তাসীর (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিবিআই গভার্ণিং বডির ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, প্রাক্তন সভাপতি এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সহ-সভাপতি খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং প্রাক্তন পরিচালক দাতা মাগফুর সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কনজুমার রাইট্স অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ (ডান থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও কমিটির সদস্যবৃন্দ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশে চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)-এর পুনঃনির্বাচিত সভাপতি আনোয়ারুল আলম পারভেজ (ডান থেকে তৃতীয়) কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। এ সময় বিসিআই এবং এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এ কে আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ জিয়া উদ্দিন (ডানে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে এক্সপোর্টেবল প্রোডাক্টস অ্যান্ড মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রথম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া লিংকেজ অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক গোলাম জিলানী (বাম থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক মোহাম্মদ সাইফুর রহমান সাইফ (ডান থেকে চতুর্থ) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিসিং সেক্টর' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন (মাঝে), আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল হামিদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), যুগ্ম-আহ্বায়ক মোঃ শামীম ভূইয়্যা (বাম থেকে তৃতীয়) সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা কর অঞ্চল-৪ এর সেরা করদাতা হিসেবে কর কমিশনারের নিকট থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের পরিচালক মোঃ সাহিদ হোসেন (ডানে)।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৩ মার্চ, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মান্যবর হ্যারি ভ্যারওয়েজ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৪ মার্চ, ২০২১ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মান্যবর আর্ল আর মিলার (প্রথম সারিতে, বাম থেকে তৃতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (প্রথম সারিতে, ডান থেকে তৃতীয়)। ২১ মার্চ, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (প্রথম সারিতে, বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (প্রথম সারিতে, বামে), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং মার্কিন দূতাবাসের ইকোনোমিক এন্ড ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট চিফ জন ডি. ডানহাম (প্রথম সারিতে, ডান থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএআইডি-এর ইকোনোমিক গ্রোথ অফিস-এর পরিচালক জন স্মিথ শ্রীন (প্রথম সারিতে, ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

০২ মার্চ, ২০২১ তারিখে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ব্যারিষ্টার শেখ ফজলে নূর তাপস (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। এ সময় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডানে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ০৪ মার্চ, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

০৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সফররত ভারতের বাণিজ্য সচিব অনুপ ওয়াদহান (মাঝে)-এর সম্মানে বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে ভারতের হাইকমিশনার মান্যবর বিক্রম কে দোরাইস্বামী (ডানে) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মাসুদুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়)-এর সাথে সাক্ষাৎ শেষে 'জেনেসিস অফ ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ২২ মার্চ ২০২১ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে), পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (ডানে) এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে এ সময় দেখা যাচ্ছে।

০৯ মার্চ, ২০২১ তারিখে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে মনিটর ম্যাগাজিন আয়োজিত 'ট্রাভেল অ্যান্ড টেকনোলোজি: ইমার্জিং অফ ওটিএস ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে চতুর্থ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিএসই ব্রোকার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ-এর সভাপতি সাইফ আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে পঞ্চম)। ০৮ মার্চ, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) সহ ডিএসই ব্রোকার্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড আয়োজিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভিশন এবং বাংলাদেশ পুঁজিবাজারের অর্জন ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বিশেষ আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। ২৩ মার্চ, ২০২১ তারিখে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এম.পি.।

০৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত পর্যটন খাতের উদ্যোক্তা অংশীজনদের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

০৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল-এর ১৬তম ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সহায়তায় দি প্লাস্টিক এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া কৃর্তক ৩০ মার্চ, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল বিটুবি সেশনের উদ্বোধনী সেশনে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

০৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই এস্টেট অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্টান্ডিং কমিটির ২য় সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), সম্বয়কারী পরিচালক হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে পঞ্চম), আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), দৈনিক সমকাল এবং চ্যানেল ২৪ যৌথভাবে আয়োজিত 'প্রাক-বাজেট আলোচনা: অর্থবছর ২০২১-২২' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এবং ব্র্যাক-এর চেয়ারপার্সন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঞ্চালনায় ১০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় ৪টি বিষয়ভিত্তিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

০৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা: ব্যবসা পরিচালন সূচকে অন্যতম অনুষঙ্গ' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগ-এর সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এ ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত 'পবিত্র রমজান মাসে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ১১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়ন: বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহ্‌মুদ হুমায়ুন, এমপি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ১৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'শিল্প ও শিক্ষাখাতের সমন্বয়: শিক্ষাখাতের ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর উপাচার্য অধ্যাপক সত্য প্রসাদ মজুমদার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস্ (বিইউপি)-এর উপ-উপাচার্য এম আবুল কাসেম মজুমদার, পিএইচডি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর উপাচার্য ড. কারম্যান জেড লামাগনা এবং ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর বিশেষ উপদেষ্টা ও ডীন প্রফেসর ইমরান রহমান প্রমুখ আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

২৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস কার্যক্রমে চলমান সংস্কার এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং বিডা'র নির্বাহী সদস্য মোঃ বিল্লাল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, প্রাক্তন সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম, প্রাক্তন পরিচালক দাতা মাগফুর এবং বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন'র সভাপতি কবীর আহমেদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

০৩ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'নকল পণ্য কিনবো না, নকল পণ্য বেচবো না' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি., মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এম.পি. সহ সরকারী ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

০৮ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২' এর উপর ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এম.পি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সহ বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষন এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে বাংলাদেশের টেকসই উত্তোরণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এম.পি. প্রধান অতিথি এবং বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের ডায়ালগে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

৩০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড সাদিক, মালয়েশিয়া কর্তৃক ১২ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে আয়োজিত 'হালাল ৩৬০: হালাল ইকোসিস্টেমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা' বিষয়ক ওয়েবিনারে আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

মে ২০২১

২৯ মে ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অগ্রযাত্রা' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধান অতিথি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে নির্ধারিত আলোচনায় এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, ডব্লিউটিও-এর এলডিসি ইউনিট অফ দি ডেভেলপমেন্ট ডিভিশন-এর প্রধান তৌফিকুর রহমান এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতি'র সাবেক সভাপতি ড. মইনুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন।

০৫ মে, ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত 'এলডিসি উত্তোরণ: পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ' বিষয়ক কমিটির ১ম সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ এ সময় অংশগ্রহণ করেন।

৪ মে ২০২১ তারিখে ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত 'সামষ্টিক অর্থনীতি: জাতীয় বাজেটে প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, প্রাক্তন সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ, বিল্ড চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান, এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর সহ বেসরকারী গবেষণা সংস্থা ও বাণিজ্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯ মে, ২০২১ তারিখে দৈনিক সমকাল আয়োজিত 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২০২১-২৫-এর জন্য জাতীয় পরিকল্পনা: বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

০৮ মে, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশে এডিআর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

১০ মে, ২০২১ তারিখে এফবিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বামে) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)।

৩১ মে, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) আয়োজিত 'কমপ্রিহেনসিভ ইকোনোমিক পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট' বিষয়ক ভার্চুয়াল সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ জাফর উদ্দীন সহ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

২৪ মে ২০২১ তারিখে জেনারেশন আনলিমিটেড বাংলাদেশ চাপ্টার-এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত 'জেনারেশন আনলিমিটেড'-এর টাস্কফোর্সের ভার্চুয়াল সভায় অন্যান্যাদের মাঝে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

দি ডেইলি স্টার এবং এ্যাকশন এইড যৌথভাবে ৩১ মে ২০২১ তারিখে আয়োজিত '২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের সাথে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমন্বয়; তরুণদের প্রত্যাশা' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. আতিউর রহমান, সিপিডি'র সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এম এম আকাশ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

বিল্ডের চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান-এর সভাপতিত্বে ২৩ মে, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিএমএসএমইদের প্রদত্ত প্রণোদনা পুনঃমূল্যায়ন বিষয়ক বিল্ডের ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

০৫ মে, ২০২১ তারিখে সিপিডি আয়োজিত 'আয় ও কর্মসংস্থান' বিষয়ক ওয়েবিনারে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, সিপিডি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান, সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন-এর সভাপতি কামরান টি রহমান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

১৮ মে, ২০২১ তারিখে দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড আয়োজিত প্রাক-বাজেট ভার্চুয়াল আলোচনা সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, এনবিআরের প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ, বিশ্বব্যাংক-এর প্রাক্তন লিড অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন এবং পিআরআই-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মানসুর প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

প্রাইভেট এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন কর্তৃক ২২ মে, ২০২১ তারিখে আয়োজিত 'কোভিড-১৯ বাস্তবতায় বেসরকারি খাতের কর্মসংস্থান সৃষ্টি : জাতীয় বাজেট ২০২১-২২-এ প্রত্যাশা' বিষয়ক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

সানেম পরিচালিত 'বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব' বিষয়ক সার্ভে রিপোর্ট-এর উপর ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস (ডান থেকে চতুর্থ)-এর নিকট 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল'-এ আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি (বামে) ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে চেক গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ১০ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ এর উপর ডিসিসিআই'র তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে)। ০৩ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

১৯ জুন, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের শিল্পখাতের জ্বালানি উৎসের ভবিষ্যৎ : এলপিজি এবং এলএনজি' শীর্ষক ওয়েবিনারে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আনিছুর রহমান এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন-এর সদস্য (গ্যাস) মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

০৭ জুন, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক সত্য প্রসাদ মজুমদার নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনাম দূতাবাসের মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে) এবং ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২০ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে ২৮ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য স্বাক্ষাৎ পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নবনিযুক্ত সচিব তপন কান্তি ঘোষ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ' জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ০৮ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) কে এ সময় দেখা যাচ্ছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যান এ বি এম আমিন উল্ল্যাহ নূরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১৬ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডানে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) কে এ সময় দেখা যাচ্ছে।

১৩ জুন, ২০২১ তারিখে এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে অষ্টম)-এর সাথে সাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে ষষ্ঠ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

আইসিসি, বাংলাদেশ এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে আয়োজিত 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট ইন বাংলাদেশ: রুল অব দি প্রাইভেট সেক্টর' শীর্ষক ওয়েবিনার গত ১৫ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আইসিসি, বাংলাদেশ-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান-এর সঞ্চালনায় পরিচালিত ওয়েবিনারে এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, আইসিসি, বাংলাদেশ-এর সহ-সভাপতি রোকেয়া আফজাল রহমান ও এ কে আজাদ, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন, এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর, বিজিএমইএ'র সভাপতি ফারুক হাসান ও চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম অংশগ্রহণ করেন।

২৪ জুন, ২০২১ তারিখে বিল্ড এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে আয়োজিত 'কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও বিনিয়োগ: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান উক্ত অনুষ্ঠানে প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

২০ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের হাইকমিশনার ইমরান আহমেদ সিদ্দিকী (ডান থেকে পঞ্চম) এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার মতবিনিময় সভা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

০৬ জুন, ২০২১ তারিখে ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম এবং প্রিজম যৌথভাবে আয়োজিত 'সিএমএসএমই খাতে কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং পুনঃরুদ্ধারের সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন, এমপি।

২৮ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভার ছবিতে সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (মাঝে), উর্ধ্বর্তন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে পঞ্চম) এবং পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট পর্যালোচনাপূর্বক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ০৫ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বামে) সহ ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

২৮ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এমসিসিআই অয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর (ডান থেকে চতুর্থ), বিল্ড-এর চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডানে) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ইউএন কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি যৌথভাবে ২৩ জুন, ২০২১ তারিখে আয়োজিত 'এলডিসি তালিকা হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ এবং টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান উক্ত ভার্চুয়াল সভায় আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

১৪ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিসি, বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্ষদের ৮২তম ভার্চুয়াল সভায় আইসিসি, বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান সহ আইসিসি, বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

বাংলাদেশ ও লিবিয়া-এর মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত ভার্চুয়াল দ্বিপাক্ষিক সভা ১৬ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, ত্রিপলীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আলী মহসিন রেজা প্রমুখ উক্ত ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

নবনিযুক্ত শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা (ডানে) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ০১ জুন, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

০২ জুন, ২০২১ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতেমা ইয়াসমিন-এর সাথে ভার্চুয়ালি মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

২৮ জুন, ২০২১ তারিখে দি ডেইলি স্টার এবং এ্যাকশন এইড যৌথভাবে আয়োজিত 'সিএমএসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের কোভিড মহামারী মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় জাতীয় সংসদের সদস্য ড. শ্রী বীরেন সিকদার, ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, বিল্ড-এর চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

২৯ জুন, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মফিজুর রহমান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানী বহুমুখীকরণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এ এইচ এম আহসান। ০৭ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল ডায়ালগটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। এতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর সহায়তায় ডিসিসিআই আয়োজিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানী বহুমুখীকরণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নির্ধারণ: প্রেক্ষিত নীতিমালা সংস্কার' শীর্ষক ২য় ভার্চুয়াল ডায়ালগে প্রধানমন্ত্রী'র কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১১ জুলাই, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল ডায়ালগটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।

৩১ জুলাই, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'টেকসই নদী খনন : চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকার' শীর্ষক ওয়েবিনারে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে জাতীয় সংসদের সদস্য ও এফবিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), এমপি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

২৪ জুলাই, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই'র সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের 'সমন্বয় সভা' ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়।

৩১ জুলাই, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় অংশগ্রহণ করেন।

করোনা আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বারের-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়) ১৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে চতুর্থ)-এর নিকট ১০টি অক্সিজেন কনসানট্রেটর মেশিন হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি এম এ মোমেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ ডন (বামে) এবং পরিচালক আবুল কাসেম খান (ডানে) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এফবিসিসিআই কর্তৃক সারাদেশে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন। ১৫ জুলাই, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১১ জুলাই, ২০২১ তারিখে আইসিসি, বাংলাদেশ'র সভাপতি মাহবুবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৬তম বার্ষিক কাউন্সিলে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান যোগদান করেন।

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে ১২ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিয়াকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

০১ জুলাই, ২০২১ তারিখে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ফর লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খানের সভাপতিত্বে বিল্ডের পরিচালনা পর্ষদের ২৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর, চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম, বিল্ডের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারপার্সন আসিফ ইব্রাহীম এবং বিল্ড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম প্রমুখ ভার্চুয়ালি যোগদান করেন।

দেশের সিএমএসএমই খাতের উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ০৪ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মফিজুর রাহমান অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর স্মরণে ২৮ আগস্ট, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত স্মরণ সভায় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, এমপি, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এম এ সাত্তার, মাহবুবুর রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, হোসেন খালেদ, আবুল কাসেম খান, আসিফ ইব্রাহীমসহ অন্যান্য প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন আনোয়ার গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন, হোসেন মেহমুদ, ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দ ও অসংখ্য শুভাকাঙ্খী অংশগ্রহণ করেন।

০৭ আগস্ট, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সাবেক গভর্নর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

১৪ আগস্ট, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'ই-কমার্স খাতের বিকাশে টেকসই ইকোসিস্টেম প্রণয়ন' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ডায়ালগটি অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ ও সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় অংশগ্রহণ করেন।

২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই আয়োজিত 'মহামারীকালীন সময়ে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে কৃষি মন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ এ সময় অংশগ্রহণ করেন।

২৮ আগস্ট, ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তোরণ পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি; স্থানীয় বাজারের উন্নয়ন' শীর্ষক ভাচুর্য়াল ডায়ালগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এ সময় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা: প্রেক্ষিত সেবা খাত' শীর্ষক ভার্চুয়াল ডায়ালগে বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার মান্যবর রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডায়ালগটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ এ ডায়ালগে অংশগ্রহণ করেন।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে)। ২৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

২৯ আগস্ট, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এ কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ) সহ পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত "প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি: ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা" শীর্ষক ওয়েবিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সভাপতিত্বে পরিচালিত ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) শেখ ফয়েজুল আমীন, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর মহাব্যবস্থাপক (এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট) হোসনে আরা শিখা, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন এবং আব্দুল মোনেম লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মাঈনউদ্দিন মোনেম প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়) কে 'জেনেসিস অব ডিসিসিআই' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সৌজন্য স্বাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং এসএমই ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে আয়োজিত "এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি" শীর্ষক ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভাটি সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস্-এর নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত অ্যানে ভ্যান লিওভেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে)-কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কিয়ুন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

২২ সেপ্টম্বর, ২০২১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (ডানে) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে ইউ-এস বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল আয়োজিত "বাংলাদেশ ফরওয়ার্ড: দি ফ্রন্টিয়ার ফর গ্রোথ" শীর্ষক ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বাংলাদেশ ও আমেরিকার ব্যবসায়ী নের্তৃবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' আয়োজনের লক্ষ্যে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডানে)-এর সাথে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা শেষে বিশেষ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)

পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআরআই) কৃর্তক ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে আয়োজিত 'রপ্তানিতে ভিয়েতনামের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' শীর্ষক ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি। পিআরআই'র চেয়ারম্যান ড. জায়েদী সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর, বিজিএমইএ'র সাবেক সভাপতি ড. রুবানা হক, এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর প্রমুখ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে চায়না-বাংলাদেশ বিজনেস কো-অপারেশন ফোরাম'র ভার্চুয়াল ডায়ালগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি, বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন, ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং বাংলাদেমে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভো'র রাষ্ট্রদূত গানার উরেয়া (বামে)-কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' আয়োজনের লক্ষ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ও প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' আয়োজনের লক্ষ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক চেম্বারর্স'-এর প্রতিনিধিদের সাথে ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার এবং রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ চেম্বারের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, রাশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কামরুল আহসান প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে'র মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার দাস প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি (বামে)। ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ), প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ (বাম থেকে তৃতীয়) এবং এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এর উদ্বোধনী সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে ষষ্ঠ), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিষ্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে), এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর এবং ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তোলা ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বামে), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি আসিফ ইব্রাহিম (ডানে) এবং এ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের একাংশ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের অংশ হিসেবে ২৭ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ ও ইউরোপের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা" শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ওয়েবিনারে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের অংশ হিসেবে ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তোরণ ও প্রস্তুতি' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস প্রধান অতিথি এবং ইষ্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও এ্যাপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ যোগদান করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের অংশ হিসেবে ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত মান্যবর আব্দুল্লাহ আলী আলহোমদি যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান-এর সঞ্চালনায় ও সভাপতিত্বে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের অংশ হিসেবে ২৯ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এশিয়া-প্যাসিফিক এবং বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রধান অতিথি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ইতো নায়োকি সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের অংশ হিসেবে ৩০ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ও আফ্রিকার মধ্যকার বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম আহসান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের অংশ হিসেবে ৩১ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে অর্থায়ন ঘাটতি পূরণ' শীর্ষক ওয়েবিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি প্রধান অতিথি এবং ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ডের চেয়ারম্যান মোঃ নজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারটি অনুষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সামিটপূর্ব প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (মাঝে)। ১৭ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ (ডানে) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং স্ট্রেনদেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স (সুপার প্রজেক্ট) যৌথভাবে বাংলাদেশে দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে "প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)" স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ১২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের ছবিতে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়), সচিব মোঃ মোহসীন (ডান থেকে দ্বিতীয়), এ্যাকশনএইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং স্ট্রেনদেনিং আরবান পাবলিক-প্রাইভেট প্রোগ্রামিং ফর আর্থকোয়েক রেজিলিয়েন্স (সুপার প্রজেক্ট) যৌথভাবে বাংলাদেশে দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণে "প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার (পিইওসি)"-এর উদ্বোধন করছেন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ১২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের ছবিতে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোহসীন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএ, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে), এ্যাকশনএইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবীর (ডানে) এবং ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ইতো নায়োকি (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১০ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বামে) এবং সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ফ্রান্সিসকো বেনিতেজ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বামে) এবং স্পেন দূতাবাসের বাণিজ্যিক এটাচে ফ্রান্সিসকো খাবিয়ের ইয়েপেস (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

০৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে বাংলাদেশে নিযুক্ত আলজেরিয়ার রাষ্ট্রদূত রাবাহ্ লারবি (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। এ সময়ে ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এ কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

ইউএন টেকনোলজি ব্যাংক ফর এলডিসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জশুয়া সেতিপা (ডান থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ১৯ অক্টোবর ২০২১ তারিখের ছবিতে ইউএন টেকনোলজি ব্যাংকের প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট অফিসার ইয়েসিম বেইকাল (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অরিয়েন্ট মুলোঙ্গো (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ০২ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভার ছবিতে পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

০৩ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশস্থ থাই দূতাবাস এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন সহ দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যোগদান করেন।

মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী "বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১" শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের আউটকাম ডিক্লারেশন এর উপর আয়োজিত 'প্রেস ব্রিফিং'-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ০১ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ (মাঝে) এবং ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর (মাঝে) কে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ০২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)'র মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরের পর হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়) ও আইবিএ'র পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ মোমেন (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক গোলাম জিলানী (ডান থেকে দ্বিতীয়), আইবিএ'র অধ্যাপক শেখ মোরশেদ জাহান বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং অধ্যাপক ড. রিদওয়ানুল হক (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

১৭ নভেম্বর তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালনা পর্ষদ এবং ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা সভা শেষে গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (প্রথম সারিতে, বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশস্থ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন (বাম থেকে পঞ্চম) প্রমুখকে দেখা যাচ্ছে।

দুবাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি হাসান হোসাইন আলহাসেমি (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল অব দুবাই-এর সভাপতি মাহতাবুর রহমান (ডানে) এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ২৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেস-এ অংশগ্রহণকালে তোলা গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-এর সহ-সভাপতি ও দুবাই ভিত্তিক আমাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ইয়াসিন আল সুরুর (ডানে) এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডানে) কে ২৫ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স পরবর্তী সাক্ষাতে দেখা যাচ্ছে।

স্পেনের দি তুরিনো চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি ড্যারিয়ো গ্যালিনা (ডানে) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে) কে ২৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে ১২তম ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেসে সাক্ষাৎকার পরবর্তী ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক সহাকরী মন্ত্রী আব্দুল নাসের আল সালি (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যদের ১৪ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতের নয়াদিল্লী ভিত্তিক জেট্রো'র পলিসি ডিরেক্টর এবং জাপান সরকারের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধি তাকুম ওটাকি (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১৫ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস (বামে), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ জেট্রো'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

'ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ বাংলাদেশ' উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক সভার ছবিতে বিডা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ডানে), এফবিসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ) এবং ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে ০২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্ষদের ১১তম সভায় পর্ষদের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

বিডা আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১ বাংলাদেশ এর দ্বিতীয় দিনে 'ইলেক্ট্রিকাল, ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফেকচারিং অ্যান্ড প্লাস্টিক' শীর্ষক কারিগরি সেশন সঞ্চালনা করছেন ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়। ২৯ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য আলোচকবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

৩০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ক্লাইমেট ভালনারেভল ফোরাম'র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত আবুল কালাম আজাদ (ডানে) কে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)।

২৯ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদ এবং তুরস্ক-বাংলাদেশে বিজনেস কাউন্সিলের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনা শেষে গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (সামনের সারিতে বাম থেকে পঞ্চম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান (বাম থেকে সপ্তম) এবং তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল-এর চেয়ারপার্সন হুলিয়া জেডিক (বাম থেকে ষষ্ঠ) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।

'ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (বাম থেকে ষষ্ঠ)। ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে এফসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে পঞ্চম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (বামে), মোঃ জিয়া উদ্দিন (বাম থেকে তৃতীয়), এনামুল হক পাটোয়ারী (ডানে), ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ (ডান থেকে তৃতীয়), মোঃ সাহিদ হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ) এবং হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

'ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার'-এর উদ্বোধনী ফলক উন্মোচন করছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়)। ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে এফসিসিআই সভাপতি মোঃ জসিম উদ্দিন (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ), প্রাক্তন সভাপতি আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ (ডান থেকে পঞ্চম), এম এ মোমেন (ডান থেকে চতুর্থ), আবুল কাসেম খান (ডানে), আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ডঃ মোঃ সবুর খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

'ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০২১-২২'-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম (বাম থেকে পঞ্চম)। ১২ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বামে) এবং এনবিআর'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

বিল্ড এবং ইআরএফ যৌথভাবে আয়োজিত 'আয়কর আইন ২০২২' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (বামে)। ০৯ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিল্ড'র চেয়ারপার্সন আবুল কাসেম খান (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ইআরএফ-এর সভাপতি শারমিন রিনভী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ফোরথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলেশন' শীর্ষক সম্মেলনের 'ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়া লিংকেজ ইন দি এইজ অফ ফোরথ আইআর' সেশন সঞ্চালনা করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি'র ট্রাষ্টি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ সবুর খান (বাম থেকে তৃতীয়)।

JOINTLY ORGANIZED BY

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Ministry of Commerce

বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

BANGLADESH TRADE & INVESTMENT SUMMIT 2021

Connecting The Economy of Tomorrow

26 October - 01 November 2021

38 COUNTRIES

7 DAYS

1 SUMMIT

369 B2Bs

552 PARTICIPATING COMPANIES

Honourable Prime Minister of Bangladesh H.E. Sheikh Hasina, MP seen addressing the inaugural ceremony of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on 26 October, 2021 as the Chief Guest.

BANGLADESH TRADE & INVESTMENT SUMMIT 2021

AT A GLANCE

Bangladesh had been consistently growing at an average rate of 8% before the COVID – 19 induced economic shock. The pandemic implication pulled down the GDP growth and exports of the country creating an unprecedented exogenous shock on the economy of the country. GDP growth reduced to 3.51% and export experienced a sharp decline of around 7% in the year 2020. However, with prudent macroeconomic management coupled with different socio-economic stimuli by the Government of Bangladesh, the country's economy bounced back to some extent in 2021 recording GDP at 5.47% and the GNI per capita had reached the all-time high figure of USD 2,227. With the advantage of location of the country along with an ever increasing Middle and Affluent consumer (MAC) group, Bangladesh has become an attractive destination for international trade and investment.

Business-friendly policies and incentives of the government had further influenced the macroeconomic landscape of the country. The result of which can be seen from the outstanding macroeconomic performance of the country even during the COVID – 19 Pandemic. Exports grew, interest rate, inflation rate and exchange rate remained steady causing the people of the country to breathe a temporary sigh of relief. Economists are now expecting a V-shaped recovery of the economy and the confidence of the world investors had also bolstered this success of the country. The outstanding economic performance had further been acknowledged by the UNCDP by declaring that the country is going to graduate from the LDC group of countries in 2026.

Against this economic momentum, to celebrate the birth centenary of the father of the nation and Golden Jubilee of independence of Bangladesh and promote the country as an attractive trading and FDI destination through global integration in the new normal time, DCCI partnered with the Ministry of Commerce to organize the "Bangladesh Trade and Investment Summit 2021". **H. E. Sheikh Hasina, Honourable Prime Minister of the Government of Bangladesh,** inaugurated the summit which included 6 thematic sessions and 369 B2B events connecting traders and investors of 38 countries of the world. Total 552 companies from home and abroad joined this Summit. The summit also had **6 thematic sessions,** an abridged version of the findings from these sessions are given below:

Recommendations of the Session on Economic Tie of Bangladesh & Europe: New Regulatory Regime

- With full compliance, businesses can also earn attractive return through its operation.
- Diversification of products is mandatory.
- Sustainable pricing is required as we are not getting the acceptable price.
- Addressing environmental issue is also equally important since it is a reflection of ethical business practice.
- Bangladesh is ahead of its neighbors in terms of per capita GNI but behind them in terms of per capita consumption.

- The country has a surplus in poultry production for export. 'Halal' market needs to be tapped and measures must be taken to ensure that worldwide our 'Halal' certificate can be endorsed.
- Compliance and investment in Research and Development are among other major requirements for the Agro and food processing sector's growth.
- In the agricultural sector, the country has many advantages including fertile land, which must be leveraged for generating better yields and improved return on investment.
- Timeline for implementation of 27 core labour, environmental and industrial compliances need to be extended.
- Fiscal and technological support can be ensured for SME units.
- Rules of Origin requirement can be eased. FTA can be signed between Bangladesh and the UK, Comprehensive economic partnership Agreement may be inked between Bangladesh and Europe for preferential market access to the EU market.
- TBT needs to be reduced and rationalised for revival of Agro and food export to Europe.

Recommendations of Discussion on LDC Graduation of Bangladesh: Transformation and Preparedness

- The areas that the policymakers and the Government needs to focus on are protection and creation of jobs. Since Bangladesh is a large country in terms of population, it is essential that pro-job creation policies are formulated.
- Expanding the economic freedom is equally crucial. The country must create avenues for ensuring economic freedom by reforming ancient systems, processes and procedures with new and modern ones catering to the needs of the century.
- Taxes on technical know-how, royalty and technical assistance fees must be removed.
- Joint Venture projects can be the initial move for local businesses to receive technical know-how and ensure technology transfer from abroad to the country.
- The country also needs exclusive economic zone for footwear industry.
- Redesigning and innovating solutions for replacements of cash incentives is essential.

DCCI President Rizwan Rahman seen speaking at the inaugural ceremony of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021

Her Exellency Sheikh Hasina, MP, Honourable Prime Minister of Bangladesh seen addressing the inaugural ceremony of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 virtually as the Chief Guest on October 26, 2021.

- Another issue is that 75% of the country's foreign trade takes place with duty-free opportunities as an LDC. EU, UK preferential system allows us to enjoy this benefit, but after graduation, this benefit will no longer sustain. We need home-work and preparations to tackle these issues.
- FTA/PTA needs to be signed with our major trading and other relevant partners. We must start thinking about reciprocity.
- Quality education is an antecedent for developing human infrastructure. As a result, we will never have qualified graduates to tackle the needs of the future.
- Industry – Academia collaboration and linkage is still absent. The bridge between these two must be effectively built and harnessed.
- Increasing trade and investment, creating opportunities for investment, domestic market and product diversification will lead to export diversification.
- Building new competitive areas for Bangladesh by leveraging the country's comparative advantage is extremely important. Our competitiveness needs to be expanded across all sectors.
- Bangladesh is not comparable with other graduating LDCs since it has the highest merchandise exports in the LDC group and is also among the top 5 commercial service exporters. Therefore, identifying the challenges and way out need special attention. The countries like Vanuatu, Maldives and other countries graduated before Bangladesh are mainly island economies.
- We need to look for newer avenues to access International Support Measures.
- The focus of the country needs to be shifted towards reciprocal arrangements from unilateral arrangement.
- Negotiation skills must be developed to ensure equitable treatment while negotiating terms for FTAs and/or PTAs.
- The Government also needs to concentrate on exit strategy to move from one tier of development to the next.
- It is also to be remembered that schemes like the GSP+ and inking PTAs and FTAs are crucial for continuation of preferential market access following graduation.
- The graduation should not become a force of disruption in the growth trajectory of any graduating LDC.

Her Exellency Sheikh Hasina, MP, Honourable Prime Minister of Bangladesh seen virtually inaugurating the Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 on October 26, 2021.

- Outward investment policies of the country need to be revisited so that businesses can go abroad with their capital and can repatriate profits/ dividends back to the country. In this way, it will be possible for Bangladeshi firms to become regional, global and multinational.
- Significant investment is needed in the R&D.

Recommendations of the Session on Shaping Business Landscape: Economic Cooperation of Middle East & Bangladesh

- UAE looks forward to establish a bilateral business council and joint committee meetings to expand business collaboration. Steps should be taken in this regard to ensure that goal of both countries is achieved.
- Bangladesh can emphasize on diversified products to enhance export market based on export market needs.
- Export can also consider the need of Bangladeshi diaspora in the Middle-eastern countries.
- Technological knowhow and financial cooperation for setting joint venture Halal certification and testing institutes are needed.
- Economic diplomacy should be strengthened by Bangladesh to ensure labor supply in Gulf countries.

Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen, MP (left), Commerce Minister Tipu Munshi, MP (second from left) and Private Industry and Investment Adviser to the Honourable Prime Minister Salman Fazlur Rahman, MP (third from left) are seen in conversation at the inaugural ceremony of Bangladesh Trade & Investment Summit 2021 at the Hall of Fame of BICC on 26 October, 2021.

- Making arrangement of internationally accredited technical training facilities and reforming academic curricula for developing skilled workforce for migration.
- Vegetable has the potential to become the most important export item of Bangladesh in the Middle Eastern region. Steps must be taken to ensure export diversification.
- Special focus for foreign investment on technological and knowledge-based production are required.
- DCCI can open a unit for the middle east to track the development. The government would work with them closely as needed.
- Focus on tapping into the "Halal" food market.
- Diversification of high value and agricultural products and agro-processing industry are needed for export diversification.
- Quick transportation and port management and air transportation facilities need to be addressed.

Recommendations of the Session on Asia & Pacific and Bangladesh: Harnessing Economic Potentials

- Exporting to EU including Ad valorem tariff rate is cheaper than exporting to South Asia. Therefore, tariff rationalization for this region is a must.
- For paperless trade, a common digital platform is required.
- Mutual Recognition Agreement (MRA) is essential in education and healthcare sectors.
- Automation of the Customs clearance system.
- Encouraging the investors to invest in the economic zones.
- Need to enhance focus on trade facilitation.
- Japan is going to help to develop the education sector, not only in the Japanese language. 300000 Bangladeshi study in Japan in English.

Dr. A.K. Abdul Momen, MP
Hon'ble Foreign Minister

Tipu Munshi, MP
Hon'ble Commerce Minister

Salman Fazlur Rahman, MP
Private Industry and Investment Adviser to PM

Tapan Kanti Ghosh
Commerce Secretary

Md. Jashim Uddin
President, FBCCI

- There are 7 core opportunities for Bangladesh those should attract foreign traders and investors to come to our country. They are: *(a) China and India, the two more important economies of the world are our neighboring countries (b) The potential of the Bangladesh market is driven by strong Middle and Affluent Class Consumers (MAC) group, (c) We need to look to the Asian countries for investment. Vietnam is the poster child for FDI. Top 6 countries with the largest number of FDI supported projects are from Asia, (d) Bangladesh needs to invest out, (e) the opportunity to link economies of ASEAN and the BIMSTEC through focusing on infrastructure, (f) businesses of the country must also find low-cost financing form home and abroad (for example – Japan), (g) We must also focus on services. It is important to understand that the e-commerce market in this region will cross that of the USA by 2034.*
- Implementation of timely policies, simplification of rules, overhauling NBR from tax collection and Air-port facility need to be improved for building trust in businesses in Bangladesh.

Recommendations of the Session on Trade & Investment Cooperation of Africa and Bangladesh: Towards a new trajectory

- Direct flight can be introduced from Bangladesh to African countries having trade relation.
- Frequent eexchange of business delegations and regional trade fairs are needed to identify the scope and utilize potentials for new businesses between Bangladesh and African countries.
- Bangladesh can sign bilateral FTAs with the African countries. Bangladesh may discuss for joining economic cooperation like Continental free trade of Africa (CFTA) and Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) for strategic and mutual trade benefits.
- Bangladesh may invest in manufacturing and Agriculture of some African countries to meet their domestic needs.
- Businesses from African countries can make joint venture with Bangladeshi counter parts for low-cost production and export to Africa.
- Forming "Support to Export Integration and Entrepreneurship Development" project to increase trade between Bangladesh and African region.
- Bangladeshi investors can invest in Africa under African Growth and Opportunity Act (AGOA) and can expand export to the US market for strategic market sustenance.
- Joint venture can be held in Pharmaceuticals, RMG, Real Estate, Construction, Footwear, Energy, Agro & food-Processing, bio-degradable packaging, Light-weight manufacturing, ICT & telecommunications.
- Demand for low-cost agro-products is high in Africa and around 4 million Bangladeshis can be employed in different sectors, especially in agriculture in different countries for Contract Farming of Agro-products to meet their needs.
- The LDC graduation loses the preferential benefit in the EU. So, we may explore Africa for another export destination.

- Following steps can be helpful for the ***Bangladeshi Pharmaceutical*** firms to operate in ***African region:***
  - *Promoting Bangladesh Pharmaceutical Industry in Africa*
  - *Establishing cooperation between regulatory authorities*
  - *Exporting Branded Generic Pharmaceutical in a strategic manner*
  - *Making the joint venture with local business community by Setting up production plants in Africa*

Recommendations of the Session on Bridging the infrastructure financing gap through credit solutions in Bangladesh

- Need foreign capital for infrastructure development since the domestic financing is insufficient.
- To make the infrastructure project bankable, blended financing have been used by PIDG. It can be taken as an example for further exploration of financing solutions in our infrastructure sector.
- It is imperative that debt be deployed in both local and foreign currency.
- Blended finance is the strategic use of development finance and philanthropic funds to mobilize private capital flows to emerging and frontier markets creating positive results for businesses in Bangladesh.
- It is immensely important to develop local currency market.
- The alternative investments also offer a way for the pension fund to invest in different investment opportunities.
- In Bangladesh, there are diverse sources of capital and all we need to do is channel that capital in the right way.
- We need to look at both local and foreign currency solutions to debt and bond issuances.
- We need to focus on attracting commercial loan, bond investment from global lenders.
- Market has to be stable, secured and must offer a sustained return.
- We have to be more creative in terms of raising funds for private sector.
- ADP allocation is not enough for developing the infrastructure, we need the organisation like GuarantCo. The partnership between Pran, Solartech and GuarantCo set examples how Bangladesh needs the foreign partner.
- Development of Capital market is the key of infrastructure development.

Key Findings: Summary of the B2B Meetings

Representatives of 552 companies from 38 countries took part in 369 Business-to-Business (B2B) sessions through online platform. An investment commitment of USD 1.16 Billion has been received from these interactions. 20 companies from 13 countries have expressed interest in joint ventures and foreign companies are intended to import 26 varieties of products from Bangladesh.

B2B MATCH-MAKING

B2B facilitators are being assisting the pre-fixed B2B match-makings.

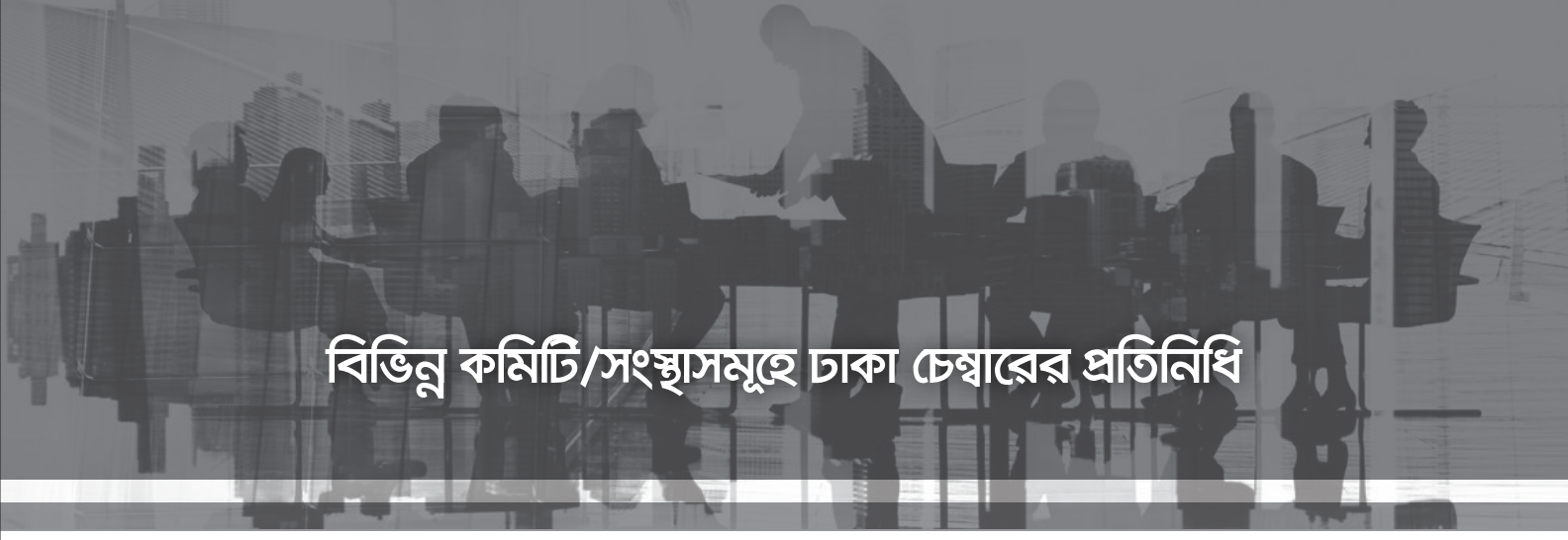

বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। **রিজওয়ান রাহমান**
সভাপতি, ডিসিসিআই

০২। **এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ**
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৩। **মনোয়ার হোসেন**
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

০৪। **বেনজির আহমেদ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৫। **আবুল কাসেম খান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

০৬। **মোহাম্মদ শাহজাহান খান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

২০২১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধা-সরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (পর্ষদ সদস্য)	রিজওয়ান রাহমান সভাপতি, ডিসিসিআই
২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) (পর্ষদ সদস্য)	রিজওয়ান রাহমান সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) (পর্ষদ সদস্য)	রিজওয়ান রাহমান সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উত্তোরণের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তা মনিটরিং সংক্রান্ত কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধি	রিজওয়ান রাহমান সভাপতি, ডিসিসিআই
৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'গ্রান্ট এ্যাডভাইজরি কমিটি ফর ইআরএফ' শীর্ষক সভা	রিজওয়ান রাহমান সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	এসএমই ফাউন্ডেশন	ওসামা তাসীর পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	ঢাকা ওয়াসা (পর্ষদ সদস্য)	ইমরান আহমেদ প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর শিল্প নগরী ধামরাই-এর প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র বাছাই কমিটি	মনোয়ার হোসেন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯	রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার পণ্য নির্বাচন চুড়ান্তকরণ বিষয়ক কমিটি	মনোয়ার হোসেন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১০	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড (পর্ষদ সদস্য)	সৈয়দ মামনুন কাদের আহ্বায়ক, ডিসিসিআই ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যান্ড গ্লোবাল লিংকেজ স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০২১
১১	শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর নির্বাহী কমিটি	মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
১২	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর স্টিয়ারিং কমিটি	মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩	বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত বিভাগীয় বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উন্নয়ন সহায়তা কমিটি	আরমান হক পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪	কলকারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনা রোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নেতৃত্বে সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ টিম	এনামুল হক পাটোয়ারী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদে-১৩ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত জাতীয় কমিটির সভা	আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১৬	জাতীয় রপ্তানি ট্রফি সংক্রান্ত চূড়ান্ত বাছাই কমিটির সভা	মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৭	'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম'-এর 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি'	গোলাম জিলানী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮	'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার-২০২০' প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত মূল্যায়ন কমিটি	মনোয়ার হোসেন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৯	বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ড সভা	আফসারুল আরিফিন মহাসচিব, ডিসিসিআই
২০	ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ফান্ডের আওতায় বাছাইকৃত উদ্ভাবনী প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত নির্বাহী কমিটির সভা	মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
২১	হালাল সার্টিফিকেশন কমিটি'	মোঃ জয়নাল আব্দীন নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই
২২	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস-এ ঢাকা চেম্বারের ফোকাল পয়েন্ট	মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ যুগ্ম নির্বাহী সচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্জকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্বক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০২১ সালে মোট ২০টি স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং ৫টি বিশেষ কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন: সৈয়দ কামাল উদ্দিন-চেয়ারম্যান, এ এস এম কাসেম-সদস্য, এম এ মোমেন-সদস্য, হোসেন খালেদ-সদস্য এবং শামসুল হক জাহিদ-সদস্য। এছাড়াও ইংরেজি দৈনিক দি নিউ এইজ-এর উপ-সম্পাদক আবু-জর মোঃ আক্কাস, ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটি

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতি, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থা সমূহের বিবেচনার জন্য কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর" স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এ কমিটির কার্যক্রমে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও কমিটি তাদের কর্মপরিকল্পনার প্রায় সকল কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে এই কমিটি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে **"Ensuring food safety and supply chain in a Pandemic"** বিষয়ক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করে। উক্ত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীসহ, সম্মানিত খাদ্য সচিব, ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সমন্বয়কারী পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন। এই কমিটি ২০২১ সালে ৫টি নিয়মিত সভাসহ বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত ও হালাল খাদ্য বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশ প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও ট্যাক্স বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছে। তাছাড়া বছর-ব্যাপি বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় ৭/৮ টি অনানুষ্ঠানিক সভার আয়োজন করেছে।

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙ্গালীর জীবিকার মূল উৎস। কৃষিখাতের সাথে কৃষিভিত্তিক শিল্পের আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - অধিক ফলনশীল বীজ ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সম্ভাবনা। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য সম্পদ ও বনজ সম্পদ ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন: কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি সামগ্রী বিপণন, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর কিট-পতঙ্গ ও রোগবালাই নিরসণ, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। উল্লেখিত বিষয়াবলীর আলোকে ডিসিসিআইয়ের "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর" স্ট্যান্ডিং কমিটি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সাথে ২০২১ সালে সম্পৃক্ত ছিল যার কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

১. গত ২৫ শে আগষ্ট, ২০২১ তারিখে Zoom অনলাইন প্ল্যাটফমে **"Ensuring food safety and supply chain in a Pandemic"** শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়েবিনারে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ডঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ডঃ মোসাম্মৎ নাজমানারা খানম। এছাড়া ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি রিজওয়ান রাহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এন কে এ মবিন, এফসিএস, এফসিএ, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন এবং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন।

২. এই কমিটির মাধ্যমে কৃষি ছাড়াও এগ্রো-প্রসেসিং সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয়ে ডিসিসিআই-এর সদস্যসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুপারিশসমূহ সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত সুপারিশমালা ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

৩. আনোয়ার ফারুক, প্রাক্তন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, একজন সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুতে ডিসিসিআই এর "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর" স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কাজ করেছেন।

৪. এছাড়াও "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর" স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক এবং ডিলিং অফিসারগণ বছরের বিভিন্ন সময়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

২০২১ সালের "এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রো-বেইজড সেক্টর" স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সমন্বয়কারী পরিচালক এনামুল হক পাটোয়ারী, আহ্বায়ক আরিফ হোসেন খান; যুগ্ম-আহ্বায়ক পারভেজ আহমেদ ও মোঃ মামুনুর রহমান দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়া মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ আদিল, মোঃ সারমাদ মানসুর, মোঃ সাখায়েত উল্লাহ, মুহাম্মাদ মাসুদুল হক, মোঃ আতিকুল হাসান, এম. এ. রিয়াজ, সাইফ উদ্দৌলাহ, কামরুল হাসান তুহিন, আবু বাকার মোঃ সিদ্দিক, রফিকুল ইসলাম, খান আক্তারুজ্জামান, এম. এন. কবীর, আসাদুজ্জামান রাকিব, মোঃ মাসুদুর রহমান, আমির হাম্‌জা, সাখাওয়াৎ হোসেন মামুন, মোঃ নিয়াজ আলী চিশ্‌তি, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, জি. এম. হাফিজুর রহমান এবং জোবায়ের আহম্মেদ প্রমুখ এ কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on Country Competitiveness, Sustainability & Investment (Local & Foreign)

The main objective of the committee was to contribute in increasing Bangladesh's overall performance in Global Competitiveness Index (GCI) and Ease of Doing Business Index (EoDBI) through comprehensive policy advocacy along with government. The committee also aimed at extending the economic cooperation with different relative organizations.

Arman Haque, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee on Country Competitiveness, Sustainability & Investment (Local & Foreign); M.A. Mannan, Managing Director, M/s. Beta Bangladesh Ltd., Convenor and Saeed Uz Zaman & Sk. Md. Waliul Islam, Joint-Convenors of the Standing Committee. The other members of the Standing Committee are: Sameer Sattar, Former Director, DCCI, Moniruzzaman, Md. Dulal Hossain, Dr. Lokiat Ullah, Molla Ataur Rahman Mintu, Abdus Salam, Utpal Kumar Das, Md. Ashif Shadman, Md. Masudur Rahman (Mohon Raihan), Khaled Shams and Rifat Khandaker. In 2021, the standing committee had arranged 4 (four) meetings in total.

The committee arranged a Webinar titled **"Country Competitiveness of Bangladesh: Key Reforms in Doing Business"** held on April 03, 2021 at 11:00 am through Zoom online platform where Salman Fazlur Rahman, M.P., Private Investment & Industry Adviser to the Honorable Prime Minister was present as the Chief Guest while Secretary of the Law and Justice Division, Golam Sarwar attended as Special Guest. Barrister Sameer Sattar one of the prominent and dynamic legal professionals, senior lawyer of Bangladesh Supreme Court delivered the keynote presentation.

Consequently, the Committee also organized a discussion meeting under the theme **"Current Reforms in Ease of Doing Business in Bangladesh and Preparedness for the Future"** on April 27, 2021 where Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) was present as the Chief Guest while Md. Billal Hossain, (Additional Secretary), Executive Member-5 (Investment Environment Services), Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) attended as the Special Guest. Jibon Krishna Saha Roy, Director, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) delivered the Keynote Presentation.

The objective of these webinars is to explore ways of improving Bangladesh's overall competitiveness and make it an attractive investment destination for both local and foreign investors.

Standing Committee on Customs, VAT, Taxation & NBR Related Issues

This standing committee had greater attention to the rules and procedures of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for the simplification and rationalization of the taxation systems. The committee also prepared effective and fruitful recommendation on National Budget FY 2021-22.

The beginning of the year, a full-year programme schedule had created and the committee followed the schedule. During the year Five (5) standing committee meeting, One (1) DCCI National Budget Proposal preparation meeting was held. Effective and fruitful recommendations on National budget 2021-22 came out and the committee prepared a total of 37 proposals under Tax, VAT and different business sector before the COVID-19 stress. Among these 6 proposals were fully or partially implemented which reflected the validity of the proposal given by the standing committee. Furthermore, After the Pandemic, DCCI has given 29 proposals with consultation of the standing committee and Tax consultations of DCCI of which 10 proposals are fully implemented while another 5 proposals are partially implemented, reflecting 16.2% of proposal implementation of DCCI, made by the committee. one (1) Tax Guide-2021-22 preparation related sub-committee meeting were held. Effective and valuable correction, suggestion, recommendation on 'Tax Guide-2021-22' came out and implemented.

N K A Mobin, FCA, FCS, Senior Vice President, DCCI acted as the Coordinating Director. While M. Shafiqul Alam, FCA, Convenor, Manoranjan Bhakta, FCA and Lutful Hadee, FCA, LLM, as Joint Convenors performed their responsibilities of the standing committee.

The other distinguished members of the standing committee were: Sameer Sattar, Md. Abaid Monsur, Anowar A. Tarafdar, Md. Sarwar Mamun Chowdhury, M. A. Reaz, Engr. Kazi Mahbubur Rahman, Md. Momotaj Ali, A S M Nazrul Islam, Humayun Kabir, Golam Mostafa Rocky, Nasima Jahan Bisly, Sharmin Sultana Jitu, Dr. M. Munirul Islam, Shakhawat Hossain Forhad, Md. Abu Sadeq, Md. Sakhayet Ullah, Sailendra Nath Roy, A.H.M Amran, Asif Malik, Shahid Alam, Md. Shafiqul Alam LL.B, ACS, FCMA, FCA. Furthermore, Animesh Chandra Saha (Partha), Joint Executive Secretary, Accounts and Mahamudul Hassan, Assistant Executive Secretary, R&D has performed their responsibility as the dealing officers of the standing Committee.

প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং সেক্টর স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড ২০২১-২২, ব্রশিউর, ফ্লায়ার ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

এ বছর উক্ত কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কমিটির সদস্যবৃন্দ অভিমত করেন যে, যথাযথ নীতি সহায়তা ও শিল্প হিসেবে এখাতের স্বীকৃতি না থাকায় শিল্পখাতের প্রতিটি সেক্টরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সত্বেও দেশের প্রকাশনার খাতের বিকাশ বেগবান হচ্ছে না। এমতাবস্থায় দেশের প্রকাশনা ও মুদ্রণ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এখাতটিকে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবিত 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৯'-এ শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে প্রস্তাব সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে, দেশের প্রকাশনা ও মুদ্রণ খাত সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা সহ অন্যান্য নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত হবে, যার মাধ্যমে এখাতের উদ্যোক্তাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে।

ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি মোঃ সাহিদ হোসেন সমন্বয়কারী পরিচালক, মোঃ আব্দুল হামিদ আহ্বায়ক এবং মোঃ শামিম ভূঁইয়া ও মোঃ ইকরাম ঢালী যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে ২০২১ সালে এ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও আবু বকর মোঃ সিদ্দীক, আর এইচ এম ইমরান চৌধুরী, আজিজুর রহমান, রিজভিউল আহসান, মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, রঘু পতি সেন, মনিরুজ্জামান, আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক, এ এস এম নজরুল ইসলাম এবং লিলি হক প্রমুখ এ বছর কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব মতিঝিলস্থ অফিসের ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা এবং পর্ষদ অনুমোদিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও চেম্বারের এস্টেট সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলোর উপর বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ: প্রকৌশলী শামসুজ্জোহা চৌধুরী (সমন্বয়কারী পরিচালক), প্রকৌশলী এম এ ওয়াহাব (আহ্বায়ক), প্রকৌশলী মোঃ মোস্তফা কামাল (যুগ্ম-আহ্বায়ক), মোঃ আনোয়ার হোসেন (যুগ্ম আহ্বায়ক), আবুল হাসনাত মাসুদ (সদস্য), সাইদ উজ জামান (সদস্য), তামজিদ হায়দার খান (সদস্য), আরিফ হোসেন (সদস্য), ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (সদস্য), মোঃ ফয়সাল (সদস্য), মীর্জা আব্দুল খালেস (সদস্য), এবং মোঃ আতিকুল হাসান (সদস্য)।

চলতি বছরে করোনা সংক্রমণের মাঝে জুম-অনলাইনের মাধ্যমে কমিটির প্রথম সভায় ডিসিসিআই সচিবালয় ৫ম তলায় স্থানান্তর, গুলশানে ডিসিসিআই অফিস নির্মানসহ বাৎসরিক কর্মকান্ড/উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে। মতিঝিল ভবনের ডিসিসিআই সচিবালয় বর্তমান ২য় তলা থেকে ৫ম তলায় স্থানান্তর, ডিসিসিআই এর ক্রয়কৃত স্পেসে গুলশান অফিস নির্মান কাজের স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে সম্মানিত সভাপতি মহোদয় এর নেতৃত্বে এই কমিটির কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে অনলাইনে অন্তঃত বিশেষ ০৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মানিত সভাপতি মহোদয়ের দিকনির্দেশনায় এবং কমিটির সদস্যদের পরিচালনায় বর্তমানে ডিসিসিআই সচিবালয় ৫ম তলায় স্থানান্তর এবং গুলশান অফিস রেনোভেশনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্ষদ সিদ্ধান্তে এ কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক প্রাপ্ত ২টি প্রকল্পের (মতিঝিল সচিবালয় ও গুলশান অফিস) দর প্রস্তাবসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পর্যালোচনা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। গুলশান অফিস ডেকোরেশন কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান মেসার্স নৈরিৎ আর্কিটেক্ট এর কার্যাদেশ ভিত্তিক হস্তান্তর দিবস ১৯ নভেম্বর ২০২১ এবং ভবনের ৫ম তলায় মতিঝিল ডিসিসিআই সচিবালয় রেনোভেশন কাজে মেসার্স ডট ৫ এর অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ ভিত্তিক ২১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে হস্তান্তর করার সময় ধার্য রয়েছে। ২টি প্রকল্প কাজের অগ্রগতি আশানুরুপ এবং তা যথাসময়ে হস্তান্তর গ্রহণ করা যাবে। নিচতলায় ফ্লোর উচু করা সহ পার্কিং জোন নির্মান এবং প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে সম্পন্ন করার উপর কমিটি গুরুত্বারোপ করেছে।

চেম্বার ভবনের অফিস স্পেস ভাড়া আয়ের অন্যতম উৎস। কমিটির দিক নির্দেশনানুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেওয়ার বিষয়ে সকল সদস্যগনের সহযোগিতা চেয়ে পত্র প্রেরণ, ব্যাংক, বীমা, ইনস্যুরেন্স, লিজিং কোম্পানী, ব্রোকারেজ হাউস-কে আলাদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মধুমতি ব্যাংক লিঃ এর সাথে ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলা অবসায়নকৃত স্পেস বুঝে নেওয়া হয়েছে, ভাড়া আদায়ে সচিবালয় কর্তৃক ভবনের খালি জায়গাসমূহ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সভাপতির স্বতস্ফুর্ত সহোযোগীতায়

ইতোমধ্যে ভবনের ৪র্থ তলায় ১০৮০০ বর্গফুট স্পেস ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (MCSF)-কে ১লা জানুয়ারী ২০২২ থেকে কার্যকর করে ভাড়ায় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৪র্থ তলা ভাড়া দেয়া এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে সভাপতি মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগীতাপূর্ন অবদানের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভবনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল, ইলেক্ট্রিক্যাল-মেকানিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণ যেমন: লিফট, সাবস্টেশনের এএইচটি ফিউজ ইনস্টলেশন, এসি মেরামত জেনারেটর, পর্যায়ক্রমে পিএলসি লাইট প্রতিস্থাপন করে এলইডি লাইট স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি লিফট এর ত্রুটি বিচ্যুতি সংস্কার, প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি এলার্ম সংযোজন করা হয়েছে, ইন্টারকম যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম সময়পোযোগীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই এর ৩টি লিফট ও জেনারেটর সার্ভিসিং সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া, বাৎসরিকভাবে এয়ার কুলার সার্ভিসিং মেরামত, ওয়াটার পাম্প মোটর অটো-সিস্টেম, ট্রান্সফরমার সার্ভিসিং, ত্রুটিপূর্ণ পিএফআই সিস্টেম সংস্কারসহ ভবনের ইলেক্ট্রিক্যাল আপগ্রেডেশন নিশ্চিত করা হয়েছে।

জিটিজেট প্রজেক্ট থেকে প্রাপ্ত নিশান মাইক্রোবাস গাড়িটি ব্যবহার অনুপোযোগী হওয়ায় তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অবসায়ন করা হয়। ভবনের বৈদ্যুতিক ও ফায়ার সেফটি নিশ্চিত সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা, Extinguisher রিফিলিং সহ বৈদ্যুতিক ইকুয়েপমেন্ট আপগ্রেডেশন করা হয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পৌরকর আগের নির্ধারিত হারেই ২০২১-২২ অর্থবছরের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করা হয়েছে। ৬৫ নং প্লট অবমুক্তির বিষয়ে হাইকোর্ট রায়ের পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত যোগাযোগের প্রেক্ষিতে আপিল (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩৫৮১/২০১৬, তারিখ ১৩-১১-২০১৬) কার্যক্রম ব্যারিস্টার ফজলে নুর তাপস, এমপি মহোদয়ের দপ্তরে পরিচালনাধীন ছিল। এ বিষয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে মাননীয় সভাপতিসহ ডিসিসিআই নেতৃবৃন্দ পর্যায়ে এবিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি পর্যায়ে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দপ্তর থেকে ডিসিসিআই ৬৫ নং প্লট অবমুক্তির বিষয়টি আইনকোষ বিভাগের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রয়েছে। কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক পর্যায়ে এ বিষয়ে দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়েছে। চেম্বারের লীগ্যাল এডভাইজার বিষয়টি নিয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছেন। গত ১২ই নভেম্বর, ২০২০ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ভার্চুয়াল কোর্টে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর ৬৫ নং প্লট অবমুক্তি সংক্রান্ত সিভিল পিটিশন নাম্বার ১৩৫৮১/২০১৬ উত্থাপিত হয় এবং তা খারিজ হয়ে ঢাকা চেম্বারের অনুকূলে রায় হয়েছে।

ডিসিসিআই এর জন্য ল্যান্ড ওনার-দের নিকট থেকে গুলশানে ক্রয়কৃত (বিটিআই ল্যান্ডমার্ক কর্তৃক নির্মিতব্য) ৩৩২৪ বর্গফুট অফিস স্পেস (প্লট # ১৬, সি ডব্লিউ এস (এ), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২) এ কমিটির তত্ত্বাবধানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রদান করা হয়েছে। গত ডিসেম্বর'১৮ এর মধ্যে হস্তান্তরের কথা থাকলেও তারা গত সেপ্টেম্বর'২০ ইং তারিখে চাবি হস্তান্তর করেছে। তবে রেজিস্ট্রেশন করে দিতে সময় চেয়েছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দিক নির্দেশনাক্রমে আইনজিবীর সহযোগীতায় বায়না দলিল মতে অবিলম্বে রেজিস্ট্রেশন করা, অন্যথায় রেজিস্ট্রেশন না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত হারে কম্পেনসেশন দাবি করে পত্র দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন নির্ধারিত সময়ে না করায় অসংখ্য বার তাগিদপত্র দেওয়া সত্ত্বেও রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা না করা এবং ল্যান্ড ওনারদের জমির আইনগত বিরোধ গোপন রাখা ইত্যাদি কারণে ল্যান্ড ওনারদের কাছে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

পূর্বাচলে রাজউক কর্তৃক ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট এর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ১ বিঘা জমির বিপরীতে ১ম কিস্তি বাবদ (৪০%) ১,১৪,০০,০০০/- (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। ডিসিসিআই সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে পূর্বাচলে এক বিঘার স্থলে দ্বিতীয় আবেদন মতে এক একর প্রাতিষ্ঠানিক প্লট প্রদানের বিষয় বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি এবং রাজউক চেয়ারম্যান পর্যায়ে একাধিকবার আলোচনা করা হয়েছে।

এ কমিটি ডিসিসিআই আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ রাখে। কমিটির সুপারিশমতে উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য এ কমিটি অভিমত রেখেছে।

Standing Committee on Financial Institutions (Money Market, Bank, Insurance, NBFI, Venture Capital and Capital Market)

The Standing Committee worked as a platform to deal with matter of the financial sector and provide policy recommendation to the concerned authorities for the effective development of financial institution like Banking, Insurance and Capital Market & Venture Capital. The committee also dealt with policy issues to ease access to finance for SMEs, Governance in the financial sector.

During the year 2021 the Committee planned to arrange a webinar on "Development of Bond Market" to ensure middle to long term stability of Capital Market but the committee was not able to hold the webinar on time. However, it was integrated with Bangladesh Trade and Investment Summit-2021.

Ashraf Ahmed was the Coordinating Director of the Standing Committee and Zeyad Rahman was the Convenor while Kaiser Tamiz Amin and Sumon Talukder were the Joint Convenors of the Standing Committee for the year 2021. The members of the Standing Committee were Syed Nowshad Ahmed, Asif Malik, Md. Shakawat Hossain Mamun, A.K. Mizanur Rahman, FCA, Md. Jakir Hossain, Mohammad Delwar Hossain, Md. Abaid Monsur, Benazir Ahmed Tuhin, Molla Ataur Rahman Mintu, Shaikh Abdul Wahid, Md. Salauddin Yousuf, Md. Akter Hossain Sannamat, Sharfuddin Ahmed Adil, Rifat Khandaker and Nasima Jahan Bisly.

Standing Committee on Real Estate including Urbanization and Decentralization

Standing Committee on Real Estate including Urbanization and Decentralization is focused on promoting sustainable urban housing and encouraging decentralization by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placing to the concerned Ministries and Government agencies.

Dhaka is densely populated, while the economy, administration and social services of the country are centrally concentrated in this city. Currently 40% of the total urban population of Bangladesh lives in Dhaka. Decentralization and planned urbanization are urgently needed to save Dhaka as well as the country from the current critical situation. For this reason, streamlining various services provided by different organizations relating to the urban housing sector development, improvement of habitation and livability in urban life, separate zoning for commercial and residential area, development of relevant infrastructure and utility services were prioritized and persuaded at various policy making levels by this Standing Committee during this year.

Three (03) meetings were held under this standing committee during the year 2021. The committee has made several important recommendations to improve the economic situation of the country during the Covid-19 epidemic. The committee has been working to ensure that middle class families in the country can easily can get a 1200-1400 sft apartment within their means. Besides that, this committee is also working to implement a project to build a suburb in the Dhamrai, Keranigong, Nobabgonj and Maowa.

Hossain A Sikder, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Engr. Md. Anisuzzaman Bhiyan Rana as the Convenor; Alhaj Md. Zakir Hossain and Md. Zakir Hossain acted as Joint Convenor of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were: Absar Karim Chowdhury, M. Abu Hurairah, Md. Alauddin Malik, Mohammad Bashiruddin, M. Anwarul Haque, Engr. Debashis Barua, S.M Zahidur Rahman, Md. Kamrul Hasan, Kawsar Mridha, Md. Mizanur Rahman, Nabiullah Babu, Mohammed Anamul Hoque, Arif Hossain, Engr. Md. Abdur Razzak, Md. Ashif Shadman, Pervez Rana Mintu and Md. Arifurzzaman.

Standing Committee on National Energy Security

Heading towards an upper middle income country, ensuring uninterrupted supply of energy at an affordable rate will become a major concern for Bangladeshi industrial sector. There would be a critical shortage of gas in the coming decades, as we are on run for massive industrialization and on run for expanding export growth. Now grave concern is aired on LNG price and electricity price along with uninterrupted captive energy and power supply, as both middle-income country status and double digit economic growth depend on the availability of energy. Growth cannot happen without secured energy supply and only import dependent energy generation cannot ensure energy security.

On the other hand, for ensuring uninterrupted captive power generation, urgent action to ensure LNG supply and provision at affordable price need to be addressed. Therefore, the committee regarding these issues raise the voice in national level for cost efficient coal based electricity supply, offshore & onshore exploration, mining and alternative energy source for uninterrupted energy and power supply. Thus it will become proactive to meet up the SDG Goal 7, Goal 9 & Goal 12 (Affordable & Clean Energy, Industry Innovation & Infrastructure and Responsible Consumption and Production).

The Committee dealt with the matters related to national energy security focusing on specially uninterrupted supply of energy and power at a competitive price in the industrial/manufacturing sector. This committee recommended for coal based energy, off shore and on shore exploration, mining and alternative energy sources, introducing LNG and LPG for industrial manufacturing sector so that Bangladesh would become self-reliant to meet the energy and growing power demand for industrial/manufacturing sector. Moreover, the committee tried to focus more on rational LNG and LPG ecosystem with an adequate infrastructure sector with a view to ensure long term energy security to meet the challenges of LDC graduation and export diversification.

The standing committee this year initiated to hold a seminar on "Future of Industrial Fuel Source in Bangladesh: LPG & LNG" on July 19, 2021. Senior Secretary, Energy & Mineral Resources Division, Md. Anisur Rahman joined as the Chief Guest. DCCI President Rizwan Rahman chaired and moderated the webinar. Three meetings of this committee have been held during this year.

Osama Taseer, Director & Former President of DCCI was the Coordinating Director of this standing committee. Malik Talha Ismail Bari was the Convenor, Kamrul Hasan Tuhin and Rayan Moyeen were the Joint Convenors. As member of the committee Md. Saiful Islam, Khandaker Atiqur Rahman, Abtahi Islam Shuvo, Mohammad Rezaul Ashraf Khan, Asif Uddowlah, Utpal Kumar Das, Shahid Alam, Sailendra Nath Roy, Md. Akter Hossain Sannamat and Raghupati Sen played their valued role in this committee.

"ল' অ্যান্ড অর্ডার, এন্টি-স্মাগলিং, কাউন্টারফেইটিং অ্যান্ড এডাল্টারেশন" স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই "ল' অ্যান্ড অর্ডার, এন্টি-স্মাগলিং, কাউন্টারফেইটিং অ্যান্ড এডাল্টারেশন" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বন্দরে চোরাচালান রোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যুক্ত রেখে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন পরিমার্জন-পরিবর্ধনপূর্বক ব্যবসায়ী ও তাঁর অংশীজনদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের স্থলবন্দর সমূহের আমদানী-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চোরাচালান রোধ, বন্দর ব্যবস্থাপনার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং চলমান করোনা পরিস্থিতিতে দেশের আপামর জনসাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত রাখাসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নসহ যাবতীয় বিষয় সামনে রেখে উক্ত কমিটি ২০২১ সালের কার্যক্রম শুরু করে।

এই কমিটি ২০২১ সালে বাৎসরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে, কর্মপরিকল্পনার মধ্যে কমপক্ষে ৪টি সভা ও দু'টি সেমিনার এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভাসহ দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই)-এর সাথে যৌথভাবে একটি সেমিনার আয়োজনসহ ৫টি কল-অন মিটিং বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করে।

আমরা সকলেই অবগত যে, গত প্রায় ২ বছর যাবৎ সারা বিশ্ব কোভিড-১৯ দ্বারা আক্রান্ত এবং বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে জনসমাগম এড়িয়ে লকডাউনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে অধিকাংশ দেশ তাদের সার্বিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে স্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে।

কমিটি গত ১১ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত "পবিত্র রমজান মাসে দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক মতবিনিময় (ভার্চুয়াল) সভার আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এম.পি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ

করেন। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন পাইকারী ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাজী গোলাম মাওলা, মৌলভী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এনায়েত উল্লাহ, ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, বিএসটিআই এর পরিচালক (প্রশাসন) তাহের জামিল, র‍্যাব-৩ এর লেঃ কর্ণেল রাকীবুল হাসান পিএসসি, ডিএমপি'র অতিরিক্ত কমিশনার মিজানুর রহমান এবং বাংলাদেশ সুপার মার্কেট ওনার এসোসিয়েশন এর সভাপতি কাজী ইনাম আহমেদ প্রমূখ।

উক্ত ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত সকলেই আস্থার সাথে উল্লেখ করেন যে, রমজান মাসের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ আছে এবং দাম বৃদ্ধি যেন না হয় সেজন্য বাজার মনিটরিংসহ সরেজমিনে বাজার পরিদর্শন এবং পণ্যের গুণগত মান রক্ষায় বিএসটিআই এর টিম কাজ করবে বলে ব্যবসায়ী সমাজকে অবগত করেন। এছাড়াও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ও র‍্যাবের পক্ষ থেকে জনানো হয় যে, রমজান মাসের পবিত্রতা ও করোনা চলাকালীন অবস্থার কথা বিবেচনা রেখে সারা দেশে আলাদা টহল টিম কাজ করবে। উল্লেখ্য যে, এই ওয়েবিনারটির মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়ী মহলকে একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে আহবান করা হয়। ব্যবসায়ী মহলের সার্বিক সমস্যা নিরসনকল্পে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন ও অবকাঠামোগত অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য উক্ত কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কমিটির ৩য় সভায় আলোচনা হয় যে, কোভিড-১৯ মহামারীর ২য় ধাপের বিস্তার চলাকালীন সময়ে "পবিত্র ঈদুল আয্হায় কোরবানীর পশুরহাটসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ" খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোরবানীর পশুর হাটে গরু বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ভালো মানের হওয়া ও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সভায় আরও বলা হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে কম সুদে ঋণ প্রদান একটি কার্যকরি পদক্ষেপ। যেখানে প্রায় প্রতিবছরেই আমাদের প্বার্শবর্তী দেশ ভারতের উপর নির্ভরশীল থাকতে হতো কিন্তু একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কারণে আমরা গরু লালন-পালনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এখন দেখা যায়, গ্রাম বাংলার প্রায় প্রতিটি ঘরে কৃষকের ২-৩টি গরু ও অন্যান্য পশু লালন-পালন করে খায়। যা দিয়ে আমাদের দেশের কোরবানীর পশুর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। চিহ্নিত এলাকা ব্যতীত কোন জায়গায় পশুর হাট বসানো হলে রাস্তায় ট্রাফিকের সমস্যা প্রকট আকারে দেখা যায়। বিগত বছর গুলোতে নয়াবাজার ও ধোলাইখালে যখন হাট বসতো তখন দেখা যেত যে রাস্তা-ঘাটে ব্যপক যানজট সৃষ্টি হত। পশুর হাটে প্রায়ই দেখা যায় যে, হাসিল নির্দিষ্ট করা থাকে কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু হাট কর্তৃপক্ষ বাড়তি হাসিল আদায় করে।

বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে কুরবানীর চামড়ার দর নিয়ে অনিয়ম ও চামড়ার দর কম থাকায় ব্যবসায়ীদের চামড়া ক্রয়ের আগ্রহ কম পাওয়া যায় এবং গ্রাহকরাও চামড়া বিক্রি না করে মাদ্রাসা ও এতিমখানায় দিয়ে দেয়, ক্রমানুসারে মাদ্রাসা, এতিমখানায় চামড়া বিক্রির যথার্থ টাকা না পাওয়ায় তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারছেনা। তাছাড়াও দেখা গেছে যে, ব্যবসায়ীরা উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় চামড়া নদীতে ফেলে দিচ্ছে এবং এতে চামড়া পঁচে নষ্ট হচ্ছে ও পরিবেশের ওপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। সামগ্রিকভাবে দেশের চামড়া শিল্প দিন দিন নষ্ট হচ্ছে। আমাদের সকলকে কোভিড-১৯ এর ২য় ধাপ রুখতে এগিয়ে আসতে হবে। গত ঈদুল ফিতরে অনেকে সরকারের আদেশ ব্যাতিরেকে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে গ্রামের বাড়িতে যেতে দেখা যায়। যদিও সরকার বাড়ি না যাওয়ার ব্যপারে নিরুৎসাহিত করেছিল। বর্ডার এলাকাগুলোতে কোভিড-১৯ যেন আর না ছড়াতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার। উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলাতে ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। তাই বর্ডার এলাকাগুলোতে কোভিড-১৯ মহামারী রুখতে কঠোর নির্দেশনা প্রয়োজন। ঈদুল ফিতরে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের বড় বড় শপিংমলগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এছাড়াও গ্রামে-গঞ্জে সুব্যবস্থাপনাসহ প্রচার ও সচেতনতার অভাবে কোভিড-১৯ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। কোভিড-১৯ মহামারী রুখতে জরুরি ভিত্তিতে ২০০-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল ইন্সটিটিউট করা প্রয়োজন। কোভিড-১৯ এর ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট যেন আমাদের দেশে না ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য আমাদের সবাই-কে সচেতন হতে হবে। আমাদের সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধান করা উচিৎ। আলোচ্য বিষয়গুলো সার্বিকভাবে বিবেচনায় এনে সরকার পর্যায়ে সুপারিশমালা প্রেরণ করা জরুরি বলে কমিটি মনে করে।

"ল' অ্যান্ড অর্ডার, এন্টি-স্মাগলিং, কাউন্টারফেইটিং অ্যান্ড এডাল্টারেশন" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি এর ২য় ও ৩য় সভা কোভিড-১৯ মহামারীর ২য় ধাপের বিস্তার চলাকালীন সময়ে Zoom Video Conference এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়েছে। চলতি বছরে এ কমিটির মোট ৪টি সভা এবং ০১ টি মতবিনিময় সভা (ভার্চুয়াল) অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে, ২০২১ সালের এই কমিটিতে ছিলেন হোসেন এ সিকদার, সমন্বয়কারী পরিচালক; ব্যারিস্টার মোঃ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক, আহ্বায়ক; মোহাম্মদ মোনায়েম খান ও মোহাম্মদ জমশের আলী, যুগ্ম-আহ্বায়ক; ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন আলহাজ্ব আবদুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, এম আবু হোরায়রাহ্, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, মরহুম মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির, প্রাক্তন পরিচালক, নাজির হোসেন, প্রাক্তন পরিচালক, এম আনোয়ারুল হক, প্রাক্তন পরিচালক, এছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা হলেন- মির্জা আব্দুল খালেস, মিসেস পারভীন হোসেন, পারভেজ রানা মিন্টু, মোহাম্মদ রেজাউল আশরাফ খান, মোঃ আবু সাদেক এবং নুর হোসেন প্রমুখ।

Standing Committee on National Infrastructure Standing Committee

National Infrastructure Standing Committee set priority on four areas including Port & Waterways, Railway, Road Transport and sustainable River Dredging. Based on the set priority areas, the committee focused on three aspects: (a) policy (b) operational capacity and (c) development of the aforementioned four infrastructure sectors to strengthen policy advocacy role of DCCI. In order to place concrete and effective policy recommendations to the government, the committee stressed on organizing result-oriented activities aligning with government's plan encompassing on-going and up-coming infrastructure projects. The committee also focused on promoting private sector participation and investment in infrastructure development projects.

Under this standing committee, two meetings were held during the year 2021. The first meeting was held on 8th May, 2021 and the second meeting was held on 5th June, 2021**.** During the meeting, the committee concluded that development of waterways through sustainable river dredging will enable to create more economic opportunities as waterways play an important role in cargo and passenger handling, ensuring trade facilitation, regional integration and ensuring cost effective hinterland connectivity for Chittagong Sea Port and Mongla Sea Port.

In order to improve the ecology of surrounding areas of the rivers, river basin management, water resource management, implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100 and ensure governance in spending for river dredging, the Committee organized a webinar titled **"Sustainable River Dredging: Challenges & Way forward" on 31st July 2021.**

Khalid Mahmud Chowdhury, M.P., Honourable State Minister, Ministry of Shipping, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Md. Shafiul Islam (Mohiuddin), M.P & Former President, FBCCI and Kabir Bin Anwar, Senior Secretary, Ministry of Water Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh were present as special guests. Dr. Ainun Nishat, Professor of Emeritus, Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER), BRAC University delivered the Keynote presentation. Commodore Golam Sadeq, NGP, ndc, ncc, psc, BN, Chairman, Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA), Robert Hennessy, Vice President, Group Civil Engineering, PSA International Pte. Ltd., M. A. Jabbar, Managing Director, DBL Group and Abu Saleh Khan, Executive Director, Institute of Water Modelling (IWM) participated in the Webinar as Panelists.

The webinar played an important role to draw the attention of the policy makers for preparing a Comprehensive Master Plan on River Dredging encompassing river, canal and pond management plan, capital dredging and maintenance dredging, training for skill development and capacity building, increasing private sector participation in capital dredging activities, navigation routes and channel, spoil management plan, environment management plan and re-excavation plan with maintenance work for Canal, Ponds.

Standing Committee on National Infrastructure comprises of Khairul Majid Mahmud, Coordinating Director; Engr. Md. Nurul Aktar, Convenor; Syed Aminul Kabir, Joint Convenor; Md. Wahiduzzaman, Joint Convenor; Sameer Sattar, Member; Md. Ataur Rahman, Member; Abtahi Islam Shuvo, Member; Engr. Debashis Barua, Member; Rabiul Alam, Member and Tasnuva Ahmed, Member.

Standing Committee on Industrial and Trade Policies

Industrial & Trade Policies Standing Committee set priority on policy advocacy support to the government in favor of the small & medium scale enterprises for securing more liberal industrial and trade policies next, to sensitize the business community about existing National Industrial Policy-2016, Motor Cycle Industry Development Policy 2018, Leather and Leather Goods Development Policy 2019, Export Policy 2018-2021, Subcontracting Guidelines for Readymade Garments-2019, Registered Exporter System (REX) Implementation

Guidelines-2019, Policy Guidelines on Expansion and Facilitation of Business in the Readymade Garment Sector-2020, Import Policy Order 2015-2018, Amendment of Import Policy Order 2015-2018, etc. The committee submitted three budget recommendations: to allocate an adequate amount in the next national budget for subsidizing SMEs' business activities related to research and development of newer products/services and establishment of innovative and productivity efficient factories/plants, to abolish customs duty and advance tax, if a company imports environmentally friendly capital machineries for its factory or trading purposes, Government to consider the per unit electricity charges for the SMEs of all sectors.

Under this standing committee, 3 meetings were held during the year 2021. The committee successfully organized a webinar on **"Automobile Industry Development: Present Situation and Future Prospects"**. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome address. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Honourable Minister, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the Chief Guest while H. E. ITO Naoki, Ambassador, Embassy of Japan in Bangladesh attended as the Guest of Honour. Taskeen Ahmed, Deputy Managing Director, IFAD Group Bangladesh, delivered the Keynote Presentation. The webinar played an important role to draw the attention of Automobile Industrial policy Development. The committee also decided to organize a Policy Dialogue on "Export Prospects of the Light Engineering Sector" to promote export sector in Bangladesh. Due to COVID-19, the webinar was delayed and later due to unavailability of the Honorable Minister of Commerce, the webinar was postponed.

The committee comprises of Md. Zia Uddin, Coordinating Director; Nayeemur Rahman, Convenor; Mostafizur Rahman, Joint Convenor; Ln. Md. Sarwar Mamun Chouwdhury, Joint Convenor; Rashed Ahmed, Member; Dr. Mohammad Naveed Ahmed, Member; Md. Salauddin Yousuf, Member; Md. Saiful Islam, Member; Moniruzzaman, Member; Syed Nowshad Ahmed, Member; Md. Ataur Rahman, Member; Md. Zakir Hossain, Member; Rashed Ali, Member; Humayun Kabir, Member; Md. Kamrul Hasan, Member; Tamzid Haider Khan, Member; A.H.M Amran, Member; Md. Jakir Hossain, Member; Sohana Rouf Chowdhury, Member;

Standing Committee on Industry Academia Linkage & Skills Development

Golam Zilani, Director, DCCI and the Coordinating Director of the Standing Committee; Mohammad Saifur Rahman Saif, the Convenor, Dr. Khalilur Rahman and Mohammad Abu Hena are the Joint-Convenor of this Standing Committee. Other members of the Standing Committee are: Shamsunnahar Begum, Abu Zahur Nizam, Shaikh Abdul Wahid, Abdul Latif Khan, Waseque Bin Bashir, Dr. Lokiat Ullah, Md. Manirul Islam Khan, Engr. Kazi Mahbubur Rahman, Md. Manirul Islam Khan, R.H.M. Imran Chowdhury, Golam Mostafa Rocky, Md Mizanur Rahman, A.K. Mizanur Rahman, FCA, Md. Abul Hossain, Nur-E-Alam, Muntasir Ahmed and Quazi Taif Sadat.

Main Terms of Reference (ToR):

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Industry Academia Linkage & Skills Development-2021" of DCCI could be summarized as follows:

1. To recommend appropriate policies for national skills development initiative of Government
2. To guide DBI & DBI College as and when required
3. To undertake relevant program as and when assigned by the Board of Directors/President
4. Committee may adopt any other important issue relevant to the subject matter with the consent of the President.

Number of Meetings:

Four meetings of this Standing Committee were held on February 06, 2021, March 13, 2021, May 24, 2021 and September 22, 2021 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. First Meeting held on February 06, 2021:

In this meeting Committee recommended to present a presentation on Action Plan of Industry Academia Linkage & Skills Development Standing Committee. Committee also suggested for 1st Webinar.

2. Second Meeting held on March 13, 2021:

In this meeting Committee suggested for 2nd Webinar, Committee also recommended to signing of Corporate Agreement.

3. Third Meeting held on May 24, 2021:

In this meeting Committee recommended for integration of DBI with National Intelligence for Skilled and Education (NISE) Project of a2i. Committee also suggested for fixation the date for signing MoC with BUET, collaboration for organizing capacity building training for NRB's with different Embassies and also discussion on Job Portal.

4. Fourth Meeting held on September 22, 2021:

In this meeting Committee suggested for signing MoC with IBA, organizing Certificate Awarding Ceremony. Committee also discussed on DBI Training Calendar 2022. Distinguished members of this committee also discussed on DBI College & Library issues.

Implementation Status:

All Recommendations of this Standing Committee are approved by the board and maximum recommendations are implemented by this committee successfully.

MoC Signing with different University:

DBI has been initiating for signing Memorandum of Cooperation (MoC) with different Universities for expansion of its training areas by the recommendations of this standing committee. DBI has already signed MoC with Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka on 07 June, 2021 and MoC with Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka, on 16 November, 2021. Another MoC with BGMEA University of Fashion & Technology (BUFT) will be signed soon.

Partner organizations have found mutually beneficial to offer specially-designed mutually agreed short courses, to use the logo of the partners in documents related to the jointly approved academic programs of both partners, to organize training programs jointly, share resource persons and develop contents on different areas of collaboration, to jointly conduct sector-wise business research activities, to waive fees for BUET faculty/BUET students for participating/attending DBI courses/trainings (as per DCCI policy), to jointly organize job fair, seminars, workshop, and business conference initiated by the both parties.

Webinars of this Committee: In this year 2021 this committee has organized two (2) webinars titled:

1. Webinar on **"Industry-Academia Linkage: The New Frontier"** on Saturday, 27 February 2021 at 11:00 a.m. through Zoom Online platform. Honourable Education Minister, Dr. Dipu Moni, MP, graced the occasion as the Chief Guest.
2. Webinar on **'"Industry and Academia Linkage: Role of Academia"'** on Saturday, 24 April, 2021 at 11:00 a.m. through Zoom Online platform. Honourable Deputy Minister, Ministry of Education, Mohibul Hasan Chowdhury, MP graced the occasion as the Chief Guest.

Conclusion:

In 2021, this committee successfully arranged meetings, webinars and MoC signing ceremony.

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এই কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আজ অবধি আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, পাশাপাশি আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে সরকার অনেক সময় পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না।

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বার এর পক্ষ থেকে পরিচালক, আহবায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ, পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল, বিপণন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ দীন মোহাম্মদ, আহ্বায়ক মিনহাজ আহমেদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক আবু বকর সিদ্দিকী ও মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ।

এই কমিটির মাধ্যমে ২০২১ সালে যে সমস্ত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

১। কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ২০২১ সালে ০২টি সভা, ০৩টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ০১টি ওয়েবিনার করার লক্ষ্যে প্রধান অতিথির সময় সাপেক্ষে আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। এই কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে। ১ম সভায় ২০২১ সালের কার্যক্রম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১ম সভায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষে ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩। কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে। এই সভায় একটি ওয়েবিনার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হলেন, সমন্বয়কারী পরিচালক, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, আহ্বায়ক, মিনহাজ আহমেদ, যুগ্ম-আহ্বায়ক, আবু বকর সিদ্দিক ও আহমেদ উল্লাহ। এই কমিটির মোট সদস্য রয়েছেন ১১ জন। প্রাক্তন পরিচালক-ডিসিসিআই, এ.কে.ডি খায়ের এম খান, প্রাক্তন পরিচালক-ডিসিসিআই; মোহাম্মদ এনামুল হক, কে.এম. ইশতিয়াক, আবদুল হামিদ বাদশা, নূর হোসেন, মির্জা আবদুল খালেছ, মোহাম্মদ ফয়সাল, এম. মোসাররফ হোসেন, মাহমুদ হাসান, মুহাম্মদ ইমদাদ হোসেন, মোহাম্মদ শারফুদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক- ডিসিসিআই প্রমুখ।

কনজুমার রাইটস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ, ব্যবসায়ীদের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্বস্ততা, দ্রব্যমূল্যের মান ও নীতি নির্ধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সার্বিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

"এসএমই ডেভেলপমেন্ট" এই স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমূখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে যা এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও বিদ্যমান। করোনাকালীন এই পরিস্থিতিতে এসএমইদের ব্যবসায়িক অবস্থা বিপদের সম্মুখীন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের সহযোগিতা ও সহায়তার জন্য এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলসভাবে এই খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হচ্ছেঃ

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০২১ সালে ২টি সভার আয়োজন করেঃ

- **এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি** শীর্ষক মতবিনিময় সভা।
- **প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা** শীর্ষক ওয়েবিনার।

উল্লেখিত কমিটি হতে জাতীয় শিল্প নীতিতে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুপারিশমালা মাননীয় শিল্প মন্ত্রী মহোদয় সমীপে প্রেরণ করা হয়েছে। একইসাথে, ডিসিসিআই সদস্যরা যাতে সহজেই প্রণোদনা প্যাকেজ হতে ঋণ সহায়তা পেতে পারে তার নিমিত্তে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে নিয়মিত কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ডিসিসিআই সদস্যদের বেশ কিছু নথি ও ঋণ আবেদন পত্র ঋণ প্রাপ্তির বিবেচনায় এসএমই ফাউন্ডেশনে প্রদান করা হয়েছে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন, মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না-সমন্বয়কারী পরিচালক, এ এস এম মশিউর রহমান-আহ্বায়ক, মোঃ সিরাজুল ইসলাম-যুগ্ম-আহ্বায়ক, একেএম নুরুল হুদা পিন্টু-যুগ্ম-আহ্বায়ক, নুর আলম-সদস্য, রিজভিউল আহসান সদস্য, মিসেস তাসলিমা সিদ্দিক রত্না-সদস্য, মিসেস শামসুন্নাহার বেগম-সদস্য, এম এন কবির-সদস্য, আবু জহুর নিজাম-সদস্য, মোঃ গোলাম রাশেদ-সদস্য, রাশেদ আহম্মেদ-সদস্য, মীর আসাদুজ্জামান রাকিব- সদস্য, আব্দুল লতিফ খান-সদস্য, সৈয়দ তাসদিক-সদস্য, মিসেস পারভিন হোসেন-সদস্য, ওয়াসেক বিন বশির-সদস্য, জি এম হাফিজুর রহমান-সদস্য, মিসেস হুমায়রা চৌধুরী প্রমূখ।

Standing Committee on Exportable Products & Market Diversification

Standing Committee on Exportable Products & Market Diversification set the priority on proactive plans for Enterprise Level Export Development Strategy as well as to explore the diversification and new export opportunities.

The committee has organized a meeting on 06 February 2021. Under the supervision of this standing committee, DCCI has sent opinion on Export Policy 2021-2024 to Export Promotion Bureau (EPB) after collecting the opinion from all members of DCCI. Committee proposed to list the sectors with the policy incentives and disseminate to the members accordingly. Committee also emphasized for organizing consultation meeting and workshop with trade development agencies, foreign missions and exporters for the prospect of export opportunities in New Markets.

This committee focused to identify trade barriers in the selected Land Ports of Bangladesh, India, Nepal & Bhutan. Trading opportunities among India, Bhutan and Nepal has got new dimensions as there have been some bilateral deals recently. Bangladesh signed Preferential Trade Agreement (PTA) with Bhutan and is progressing to sign PTA with Nepal. On the other hand, Bangladesh is working for signing Comprehensive Economic Partnership Agreement with India. Trading with these three countries is done mainly through land ports.

On this backdrop, to identify the trade barriers in the selected land ports, Standing Committee on Exportable Products & Market Diversification -2021 has planned to organize two focused group discussions at Burimari Land port & Banglabandha Land port and consultation meeting at Shiliguri, India including stakeholders of Bangladesh, India, Nepal & Bhutan in partnership with Indian Chamber of Commerce (ICC), Nepal Chamber of Commerce (NCC) and Bhutan Chamber of Commerce & Industry (BCCI).

The committee has contacted with all the concern authorities and prepared budgets and all other arrangements for the meetings but due to severe outbreak of Covid 19 couldn't make it physically at last.

Standing Committee on Exportable Products & Market Diversification comprises of Monowar Hossain, Vice President of DCCI & Coordinating Director; Md. Habib Ullah Tuhin, Convenor; Md. Bellal Hossain & Bertha Gity Baroi, Joint Convenor; Abu Bakr Md. Siddique, Member; K.M. Istiaque, Member; Abdul Hamid Badsha, Member; Azizur Rahman, Member; Md. Earul Islam, Member; Khan Aktaruzzaman, Member; ASM Nazrul Islam, Member; Mohammad Sohel, Member.

Standing Committee on IT, ICT, Telecom & 4th IR Technologies

This Standing Committee works as a platform to deal with matters related to policy recommendations to concerned ministries and government agencies, for effective development of Digital Bangladesh. The Committee also advocates and formulates recommendations to improve the business in the digital environment for its members through the effective use of IT, ICT, Telecom & 4th IR Technological Industries. Furthermore, it has the mandate to oversee the implementation of DCCI Online Membership Service.

During the year 2021, the Committee organized four official meetings within the premises of DCCI. The Committee set out to implement the software for digitalization of DCCI membership services such as (a) Membership Online System (MOS) and Country of Origin Online System (COOS), (b) The committee also integrated between Country of Origin Online System (COOS) and One Stop Service (OSS) of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) has been developed to improve members facilities. Further, the Committee has also organized a virtual Dialogue on **"Building a Sustainable Ecosystem for Ecommerce"**. This Committee also advises the DCCI IT Departmental planning and also monitors the activities like Online Webinars, Zoom Meetings, IT Operations, IT Governance, Standardizations of IT Products etc.

Golam Zilani, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Committee, S. M. Golam Faruk Alamgir was the Convener while Fahim Ahmed and Gazi Alim Al Razy were the Joint Conveners for the year 2021. The Members of the Committee were Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI, Benazir Ahmed Tuhin, Md. Khan Abdul Mannan, Md. Golam Rashed, Md. Manirul Islam Khan, Engineer Mahreen Nasir, Md. Abul Hossain, Khandaker Atiqur Rahman, Sayeed Uz Zaman, Khandaker Atiqur Rahman, Rezviul Ahsan, Mohammad Delwar Hossain, Tasnuva Ahmed, Khaled Shams, Md. Niaz Ali Chisty and Jobayer Ahmed.

Standing Committee on Blue Economy

Standing Committee on Blue Economy set priority for developing the blue economy policy for Bangladesh, addressing the challenges and opportunities in the, deep sea port, deep sea fishing sector, coastal tourism, offshore drilling, and other avenues under the purview of blue economy, strengthening inter-ministerial cooperation engaging private sector in order to promote Blue Economy, designing the viable arrangement for encouraging the local private investment as well as PPP for harnessing marine resources- exploration of sea-based energy and oil and others, designing policy recommendations regarding the development of coastal shipping, coastal tourism, offshore drilling, renewable energy, biotechnology, salt production and shipbuilding and policy advocacy to ensure security of fishing, mineral and other resources in the Bay of Bengal areas.

Under this standing committee, two meetings were held during 2021 through Zoom online platform due to COVID-19. In this connection, the committee decided to organize a webinar titled "Blue Economy: Leveraging the potentials of Fishing Sector of Bangladesh" to promote the sea fishing sector in Bangladesh. Due to COVID-19, the webinar was delayed and later due to unavailability of the Honorable Minister of Fisheries and Livestock, the webinar was postponed. The committee also recommended: To identify the logistics problems of those who are involved in business-centric business, to conduct a study on marine resources in the Bay of Bengal. Experienced institute or individual should be selected for research. Its funding can be negotiated with local or international organizations with experience in blue economy research. The committee submitted three budget recommendations: for creating a comprehensive database of Blue Economy Resources, to introduce Blue Economy Bond for financing infrastructure development in the Blue Economy Sector, allocation for strengthening Coast Guard and NAVY for ensuring Maritime territorial security.

Standing Committee on Blue Economy comprises of Nasiruddin A. Ferdous, Coordinating Director; M. S. Siddiqui, Convenor; Mirza Abdul Khaled, Joint Convenor; Md. Kabir Hossen, Joint Convenor; ABM Mahbubur Rashid, Member; M. A. Reaz, Member; Showkat Osman, Member; Dr. M. Munirul Islam, Member; Md. Abu Sadeq, Member; Sailendra Nath Roy, Member; Asif Malik, Member; Md. Zahidul Islam, Member; Sifat Ahmed Chaudhuri, Member; Md. Nazmul Huda Chowdhury, Member; Engineer Mahreen Nasir, Member.

Standing Committee on Trade Facilitation & Global Linkages

The Standing Committee on Trade Facilitation & Global Linkages set the priority on exploring potential of trade and sale of services in new destinations, strengthening policy advocacy role of DCCI to improve business climate for bilateral FTA/PTA and integration with Regional Economic Bloc and Global Value Chains to maintain export competitiveness of Bangladesh in the wake of the LDC graduation.

The committee has organized two meetings during the year 2021. The first meeting of the committee was organized on 13 February, 2021 and second meeting was organized on 13 March, 2021. In order to identify and promote new export destinations, the committee conducted brief study outlining 15 established export destinations, 15 major import partners and identifying 10 emerging export markets of Bangladesh.

The committee identified that in order to promote service export of Bangladesh, country-specific approach needs to be adopted considering market demand in the destination country. Accordingly, the committee recognized that Bangladesh has huge potential to expand services export to the UK encompassing business process outsourcing (BPO), business professional services (BPS), software and ITES services.

In view of the above, the committee organized a virtual dialogue titled **"Bangladesh-UK Trade and Investment Cooperation: Service Sector Perspective"** on 29th August, 2021. The dialogue played an important role to promote Bangladesh to UK investors as a reliable destination for outsourcing. The dialogue also contributed to demonstrate capacity, readiness and ICT investment ecosystem of Bangladesh to attract investment from UK in Tech companies.

H. E. Robert Chatterton Dickson, High Commissioner, British High Commission in Dhaka was present as the Chief Guest in the aforesaid dialogue. Bikarna Kumar Ghosh, Managing Director, Bangladesh High-Tech Park Authority; Faqueer Tanvir Ahmed, Managing Director, MF Asia Ltd.; Md. Asad-Ur-Rahman Nile, Country Director, Bangladesh Simprints Technology Ltd.; Sonia Bashir Kabir, Founder & Managing Director, SBK Tech Ventures; Adnan Imam, Co-Founder and Managing Director, Genex Infosys Limited and Syed Almas Kabir, President, BASIS, attended the dialogue as panel speakers.

Trade Facilitation & Global Linkages Standing Committee comprises of Rizwan Rahman, President, DCCI & Coordinating Director ; Syed Mamnun Quader, Convenor; Late Md. Delwar Hossain, Joint Convenor; Suraiya Alam, Joint Convenor; Rashed Ali, Member; S.M Zahidur Rahman, Member; Sarmad Mansoor, Member; Md. Momotaj Ali, Member; Dr. Mohammad Naveed Ahmed, Member; Abdus Salam, Member; Nur Alam, Member; Shakhawat Hossain Forhad, Member; Amir Hamza, Member; Taslima Siddique Ratna, Member; Showkat Osman, Member and Salman Bin Rashid Shah Sayem, Member.

Standing Committee on Tourism & Hospitality

M. A. Rashid Shah Shamrat, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee on Tourism & Hospitality. Ismat Jerin Khan the Convenor, Md. Enamul Haque Sujon and Md. Lutfor Rahman are the Joint Convenors of this Standing Committee. Other Members of the Standing Committee are Syed Habibur Rahman, Former Director, DCCI; Al-haj Md. Sharfuddin, Former Director, DCCI; Advocate Alhaj Abdul Aziz Sarker, Former Director, DCCI; Moniruz Zaman, Abul Hasnat Masud, Kawsar Mridha, Nabiullah Babu, Showkat Osman, Salman Bin Rashid Shah Sayem, Md. Nazmul Huda Chowdhury, Mahmud Hasan, Muhammad Emdad Hossain, Afsia Saleh, Md. Farid Ahamed, Md. Mahbubar Rahman and S. M. Mohiuddin Salim.

Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee:

1. To review existing policy regime of tourism related service sector & recommend ways forward.
2. To undertake any other work in the related sector as and when assigned by the Board of Directors/President.
3. Committee may adopt any other important issue relevant to the subject matter with the consent of the President.
4. In absence of the Convenor the members of the committee will select someone amongst themselves to chair that meeting.

Number of Meetings:

Three meetings of this Standing Committee were held on February 20, 2021; March 13, 2021 and May 11, 2021 respectively. Two preparatory meetings were also held as per Action Plan of this Standing Committee. All recommendations of this Standing Committee are approved by the Board and maximum recommendations are implemented by this committee successfully.

Main Activity performed by this Standing Committee:

On March 06, 2021 this Committee organized a dialogue titled **"Opportunities & Challenges of Tourism & Hospitality Sector in Bangladesh"** virtually through Zoom Online Platform. Distinguished Representatives from Association of Travel Agents of Bangladesh (ATAB), Hajj Agencies Association of Bangladesh (Haab), Tour Operators Association of Bangladesh (TOAB), Bangladesh Inbound Tour Operators Association, Bangladesh Outbound Tour Operators Association (BOTOA), Tourism Developers Association of Bangladesh (TDAB), Tourism Resort Industries Association of Bangladesh (TRIAB), Bangladesh Tourism Board (BTB), Bangladesh Parjatan Corporation (BPC), Bangladesh International Hotel Association (BIHA), Aviation Operators Association of Bangladesh (AOAB), Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB), Tourist Police Bangladesh participated in this dialogue virtually. The points raised by the speakers in the dialogue are: The tourism industry is recognized as one of the major economic activities in the world.

There are more than 600 tourist destinations in Bangladesh, big and small. Tourism sector contributes a lot to the country's GDP and it will contribute more in the near future. Bangladesh has already started to face its horrible look. The economy of Bangladesh is just sunk and like other industries tourism industry is facing most awful situation ever before. Due to lockdown, people cannot move from one place to another. As the number of COVID-19 positive cases increasing day by day, all international flights have been cancelled and stopped for long days; accommodation business (hotels/motels/resort owners) already started to face a countless loss. Small hotels/motels/restaurants/travel agencies already closed their businesses; thousands of people working in tourism industry have started to become jobless. Already government of Bangladesh offered different special packages for recovery and ensuring sustainability of different sector. Tourism industry also needs to offer different stimulus and discount packages for attracting domestic tourist which will help to recover the losses.

Tourism and Hospitality industry stays at one of the major sectors which is going to look more shocking situation due to COVID-19 outbreak. Impacts of COVID-19 on tourism and hospitality industry in Bangladesh should be measured and it is needed to present some recovery plans for re-shaping tourism industry to minimize present losses. Speakers participating in the dialogue emphasized the importance on separating ministry to minimize the complexity of tourism sector, Creation of a 'tourism-related database, Implementation of the act, ensuring the facility of a single service center to provide various data on tourism potentials etc.

Organizing well-timed dialogue during the Covid-19 pandemic, this committee led the front line.

Standing Committee on Supply Chain and Logistics

Standing Committee on Supply Chain and Logistics focused on increasing Bangladesh's overall performance in Logistics Performance Index (LPI) and removing bottlenecks of Bangladesh by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placing to the concerned Ministries and Government agencies.

Three (03) meetings were held under this standing committee during the year 2021. The committee has made several important recommendations to improve the economic situation of the country during the Covid-19 epidemic. The committee has been working to improve the effectiveness of the Supply Chain and Logistics sector of Bangladesh. The Committee is had initiated to do a study on supply chain and logistics sector of Bangladesh for shaping up the logistic sector and its impediments and support govt. to formulate a policy for developing a congenial business eco-system.

Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Rahat Ahmed as the Convenor; Ashfaqur Rahman and Dr. Kazi Sai uddin Munir acted as Joint Convenors of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were: M. Abu Hurairah, Muhammad Masudul Haque, Md. Dulal Hossain, Waseque Bin Bashir, Md. Humayun Kabir, Sifat Ahmed Chaudhuri, Md. Nazmul Huda Chowdhury, Mohammad Sohel.

Centre for Entrepreneurial Excellence
DCCI Business Institute
Dhaka Chamber Building (11th floor), 65-66, Motijheel C/A, Dhaka-1000

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

DCCI Business Institute (DBI) is one of the pioneer institute of Bangladesh, established by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), the largest and most active chamber of the country and the voice of SMEs serves as the first point of business contact for penetration into new market and a vibrant platform putting forward facts-based opinions, suggestions and recommendations for a brighter tomorrow in the sphere of trade, investment, commerce and the overall economy. DCCI is the only ISO 9001-2008 certified chamber in Bangladesh and an excellent research-oriented, non-profit trade and investment promotional body. Apart from providing traditional services to its members, it aims at bringing diversification in need-based human resource development (HRD) and business education.

With this aim in view, DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva In 1991. After end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999.

Since then, DBI has been conducting various short-term training courses. It has started conducting International Diploma in Supply Chain Management (SCM), jointly with International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva since 2007. It has also started daylong workshops from 2015. Now it has started its new horizon by opening 6 months long Postgraduate Diploma (PGD) form 2019 and 3 months long Certificate courses, jointly with renowned Universities of Bangladesh from 2021. During the COVID-19 pandemic, DBI has started its all training programmes through zoom online.

The main objectives of DBI are to train and upgrade attitude, knowledge and skills of entrepreneurs, managers, executives, organizations and job seekers to develop their capacity and make them forward-looking to deal more successfully with the business world so as face the challenges of globalization and exploit emerging opportunities in a competitive global market.

During the year, DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Training Calendar 2021. The Training Calendar was prepared under the guidance of DCCI "Industry Academia Linkage & Skills Development-2021" Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on "Supply Chain Management (SCMP)", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory.

DBI has been offering 6 (six) months long Postgraduate Diploma Courses on (i) Customs, VAT and Income Tax Management, (ii) International Trade (Export & Import) Management and (iii) Business Communication. DBI also offering 3 (three) months long Certificate Course on 'Financial Technology (FIN-TECH)'. In addition it has also been implementing various short training courses and workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in private sector of Bangladesh.

The Vision & Mission of DBI:

Vision: To emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of DBI in the year 2021 are narrated below:

1. Conducting Modules based International Diploma Courses on Supply Chain Management; Modules 1. Strategy & Planning, 2. Sourcing, 3. Operations & 4. Logistics under SCM Programme of ITC, Geneva.

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCMP) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2020 it was again renewed for another period of five (5) years upto 2024. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2021, DBI has successfully conducted the MLS-SCM(P) courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised market in home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants how to obtain quality inputs at a competitive price and keep the customers satisfied to reach its organizational goal. From 2021 the International SCM course has the following four (04) modules, which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management: 1. Strategy & Planning; 2. Sourcing; 3. Operations; & 4. Logistics;

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of SCM for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in the supply chain management to make them competitive in international market.

During 2021, The Batches and Participants are in Module – 1, Strategy & Planning; Batch 28th (Nov. 2020-Feb., 2021) started with 22 (twenty two) participants, Batch 29 (Mar. -May 2021) started with 18 (eighteen) participants, & Batch 30th (Jul. -Sep., 2021) started with 16 (sixteen) participants. Total 56 (fifty six) participants in module # 1 in 2021. The Batches and Participants are in Module – 2, Sourcing; Batch 28th (Mar.-May, 2021) started with 25 (twenty five) participants, Batch 29 (Jul. - Oct 2021) started with 25 (eighteen) participants. Total 43 (forty three) participants in module # 2, Sourcing in 2021. In addition, 12 participants have registered for Diploma course in 2021. Total 101 (one hundred one) participants completed Supply Chain Management Course in DBI. Due to pandemic situation classes are held on Fridays & Saturdays at convenient time of particular batch so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in January, April, May and June 2021 successfully. In January 2021, 94 examinees were participated in 179 modules, in April 2021, 55 examinees were participated in 113, in May 2021, 36 examinees were participated in 78 modules and in June 2021, 22 examinees were participated in 32 modules. Total 207 examinees were participated in 402 modules in 2021. The examinations were held as per the standard guidelines of ITC up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM(P) certificate course in 2021 exhibits the popularity of MLS-SCM courses of DBI, despite the fact that many

other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Course. MLS-SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead-time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of twenty five (25) experienced trainers through holding nine (9) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the courses but also how to design a course and deliver them effectively. One of DBI trainers won "Best Trainer of the Year 2018 Award" from ITC, Geneva.

4.1 Short Training Courses: DBI organized 42 short training courses (online) from October 2020 to September 2021 through Zoom online. Total participants in these courses were 732 (seven hundred and thirty two). Topics of the courses were as follows: 1. Maximizing Your Leadership Potentials, 2. Strategies and Tactics of Smart Business Negotiation, 3. Material and Inventory Management, 4. English for Better Communication: Meet the Need, 5. Essential Skills of Office Secretary and Personal Secretary, 6. Start Your Own Export Business: A to Z Export Guidelin,7. Professional Selling Skills and Secret of Success, 8. Demand Management and Its Forecast Techniques, 9. Professionalism in Business Communication & E-mail Writing, 10. Professionalism in Business Communication & E-mail Writing, 11. Professionalism in Business Communication & E-mail Writing, 12. How to Prepare a Bankable Project Proposal for Availing Loan, 13. HR Operations Management Linking Organizational Strategy, 14. Logistics and Transportation in Supply Chain Management, 15. Customer Behaviour and Excellent Customer Services, 16. Effective Negotiation Skills to Win, 17. Maximizing Your Leadership Potentials, 18. Managing Accounts - Best Practices, 19. Basic Human Resources Management for Professionals, 20. Inventory Control and Effective Store Management, 21. "Supply Strategies and Supplier Relationship Management (SRM)"; 22. 'Effective Communication and Presentation Skills'; 23. Guide to Export, Import and Indenting Business; 24. Time and Stress Management; 25. Gender Equality at Workplace; 26. 'Strategic Human Resource Management (SHRM)'; 27. 'Inventory Control and Effective Store Management'; 28. 'English for Written Communication: Meet the Need'; 29. 'Workplace Efficiency and Productivity Improvement'; 30. 'Implementation of Budgetary Control: A Great Way to Remain Competitive'; 31. 'Tips and Techniques of Marketing and Selling Process'; 32. "Managing Accounts-Best Practices"; 33. 'Effective Negotiation Skills to Win'; 34. Hazardous Chemical Safety Management; 35. "Maximizing Your Leadership Potentials"; 36. 'HR Operations Management Linking Organizational Strategy'; 37. Branding and Marketing (Sales) for Business Success; 38. Demand Management and Its Forecast Techniques; 39. Supplier Appraisal, Supplier Performance Management (SPM) and Supplier Relationship Management (SRM); 40. 'Essential Skills of Office Secretary & Personal Secretary'; 41. 'Procurement Strategies for Competitiveness and Cost Savings'; 42. "Effective Communication and Presentation Skills".

4.2 Workshops: DBI also organized 36 workshops (online) with 584 participants from October 2020 to September 2021 through Zoom online. Topics of the workshops were as follows: 1. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 2. Material and Inventory Management; 3. Professional Etiquette, Manner and Behavior; 4. Procurement Strategies for Competitiveness and Cost Savings; 5. Implementation of Budgetary Control: A Great Way to Remain Competitive; 6; Effective Warehousing and Distribution Management, 7. Digital Marketing in the Age Modern Business; 8. ''Inventory Control and Effective Store Management''; 9. 'Public Procurement and e-GP Tender Procedure'; 10. 'Guide to Export, Import & Indenting Business' ; 11. Workshop on Costs & Risks Mitigation Process in Import Business; 12. Management of Health, Safety & Environment (HSE), 13. 'Microsoft Excel: Beginners to Advance'; 14. 'Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation'; 15. Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import; 16. Managing Health & Safety at Civil Construction

Project Site; 17. 'Public Procurement and e-GP Tender Procedure'; 18. Effective Warehousing and Distribution Management; 19. Digital Marketing in the Age of Modern Business; 20. 'Strategies and Tactics of Smart Business Negotiation'; 21. 'Start Your Own Export Business: A to Z Export Guideline', 22. 'Material and Inventory Management', 23. 'Procurement Strategies for Competitiveness and Cost Savings'; 24. 'Practical Applications of Bangladesh Labour Laws'; 25. 'Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation'; 26. "Microsoft Excel: Beginners to Advance"; 27. 'Public Procurement and e-GP Tender Procedure' ; 28. 'Strategy for Sourcing in Procurement Process'; 29. 'Managing Logistics and Transpiration'; 30. 'Development of Employee Efficiency and Productivity'; 31. 'Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities'; 32. 'Inventory Control and Effective Store Management'; 33 'Guide to Export, Import and Indenting Business'; 34. 'Finance for Non-Finance Managers'; 35. 'Microsoft Excel: Beginners to Advance'; 36. 'Managing Banks, C&F, Customs, Freight Forwarding & Shipping Agents for Export & Import'.

The participants of the above courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

5. Corporate Agreement:

DBI takes initiative to sign Corporate Agreement/ Contract with various groups of companies for increasing the number of participants of its courses. It can play a vital role for increasing the number of participants and making DBI courses more profitable. In this regard, DBI is contacting various companies for signing Corporate Agreement. DBI has already signed a Corporate Agreement with JMI Group and another Corporate Agreement will sigh soon with Software Shop Limited (SSL Wireless). Here is mentioned that DBI is getting a group of participants of its courses under Corporate Agreement from JMI Group and SSL Wireless.

6. MoC/ MoU Signing with different Universities/ Institutes:

DBI has been initiating for signing Memorandum of Cooperation (MoC) with different Universities for expansion of its training areas. DBI has already signed MoC with Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka on 07 June, 2021. Another MoC with Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka will be signed very soon.

Partner organizations have found mutually beneficial to offer specially-designed mutually agreed short courses, to use the logo of the partners in documents related to the jointly approved academic programs of both partners, to organize training programs jointly, share resource persons and develop contents on different areas of collaboration, to jointly conduct sector-wise business research activities, to waive fees for BUET faculty/BUET students for participating/attending DBI courses/trainings (as per DCCI policy), to jointly organize job fair, seminars, workshop, and business conference initiated by the both parties.

7. Promoting DBI through Corporate Communication:

DBI team is communicating DCCI member and non-member organizations in regular basis to increase number of participants in training programmes. It also helps DBI to increase its e-mail data bank, number of corporate training and new pool of resource persons.

8. DCCI Knowledge Centre (KC):

As per decision of DCCI Management, Knowledge Centre has been renovated as a Computer Lab and a Class Room as the training programmes have been expanded and class room is required for conducting training programmes smoothly. Computer Lab will be used as an Examination Center of Supply Chain Management Course and IT related training programmes. Currently, it also use as a Computer Lab of DBI (College).

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তার মৃত্যুর পর জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্য:

১) ডিসিসিআই-এর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;

২) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;

৩) গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৪) সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;

৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৬) ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

৭) পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা ইত্যাদি।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয়:

১) আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

২) এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৩) মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৪) এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৫) এ রব চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৬) রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৭) এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৮) এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

৯) আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১০) বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১১) মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১২) ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৩) সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৪) এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৫) জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

১৬) হোসেন খালেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২০১০ এ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ণ ইউনিটকে সার্জিক্যাল মেশিন ক্রয় বাবদ ১১,৬৫,৮০০/- টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়।

৩) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।

৪) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা ঈঝজ কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিস সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৭) ২০১৫ সালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ নেপাল কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/-টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৮) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/-টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১০) ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

১১) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্গু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১২) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১৩) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৪) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

১৫) ২০১৮ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১১,৬৭,৬৪০/- টাকা ব্যয়ে মোট ৩৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৬) ২০১৮ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৭) ২০১৮ সালে নিলক্ষিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

১৮) ২০১৯ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৩,৭৩,৯১১/- টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

১৯) ২০১৯ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২০) ২০১৯ সালে বার্ষিক ক্যাম্পেইনে সহযোগীতা স্বরূপ শিশুদের মুক্ত বায়ু সেবন সংস্থাকে ২,৫০,০০০/- টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২১) ২০১৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

২২) ২০২০ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৩) ২০২০ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে ১৩,৩৫,১৬০/- টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।

২৪) ২০২০ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দারিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।

২৫) ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৬) ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ৭০০ পরিবারকে খাদ্য সহায়তার জন্য সেবা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৭,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৭) ২০২১ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামকে ৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।

২৮) ২০২১ সালে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা তহবিলে অনুদান হিসেবে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা প্রদান করা হয়।

২৯) ২০২১ সালে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত অসুস্থ ও অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬,১৫,০০০/- (ছয় লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা ব্যয়ে ১০টি অক্সিজেন কনসানট্রেটর মেশিন ক্রয় করে এফবিসিসিআইকে প্রদান করা হয়।

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

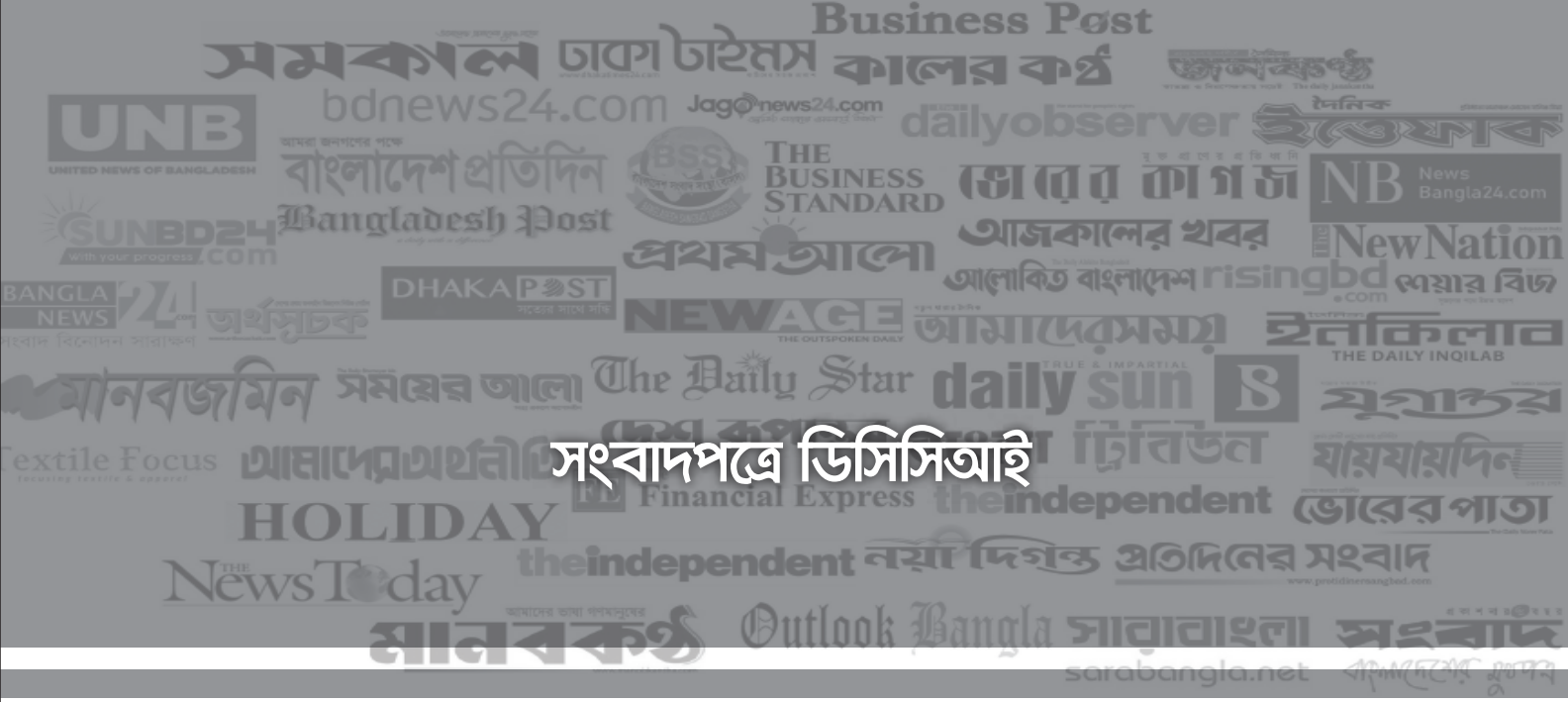

প্রথম আলো
২৪ জানুয়ারি, ২০২১

এসএমই বন্ড চালুর প্রস্তাব ঢাকা চেম্বারের

কর্মসংস্থান

২০২৪ সালের মধ্যে জিডিপিতে সিএমএসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করতে বিশেষ ব্যাংক বা এসএমই বন্ড চালুর প্রস্তাব।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে কুটির, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে অর্থায়নের প্রক্রিয়া সহজ করতে এসএমই বন্ড চালুর প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। এই প্রস্তাবের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে সংগঠনটি বলছে, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৫ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে জিডিপিতে সিএমএসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করার যে লক্ষ্য রয়েছে, সেটি অর্জন করতে চাইলে একটি বিশেষ ব্যাংক বা এসএমই বন্ড চালুর কোনো বিকল্প নেই।

ডিসিসিআই বলছে, মোট কর্মসংস্থানের ৩৬ শতাংশ হয়েছে সিএমএসএমই খাতে। দেশজুড়ে এখন ৭৮ লাখ কুটির ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর মতিঝিলে ডিসিসিআই কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রস্তাব দেন ... রিজওয়ান রহ... করে সেগুলো... সংবাদ স... এন কে এ মবি... পরিচালক শ... হোসেন এ সি... প্রমুখ উপস্থিত... রিজওয়ান...

মোকাবিলায় সিএমএসএমই খাতের জন্য সরকারের ঘোষিত ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে এখন পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ অর্থছাড় হয়েছে। প্রথম দিকে প্রণোদনার টাকা ছাড়ে বেশ জটিলতা তৈরি হয়। আশা করছি, সামনের দিনে এই পথ মসৃণ হবে। তিনি বলেন, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে (পিপিপি) ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে পণ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেমনটা ...

দৈনিক ইত্তেফাক
৩০ ডিসেম্বর, ২০২০

রিজওয়ান রাহমান এন কে এ মবিন মনোয়ার হোসেন

ডিসিসিআইর নতুন সভাপতি রিজওয়ান রহমান

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ইটিবিএল সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিজওয়ান রাহমান ২০২১ সালের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। একই সঙ্গে এন কে এ মবিন ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত এবং মনোয়ার হোসেন সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার অনলাইনে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআইর ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন এ কমিটি নির্বাচিত হয়। নতুন নির্বাচিত পরিচালক হলেন গোলাম জিলানী, হোসেন এ সিকদার, খাইরুল মজিদ মাহমুদ, এম এ রশিদ শাহ্ সম্রাট এবং নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

শিল্প খাতের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় জরুরি : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের শিল্প খাতের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি দেশের কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ওপর জোর দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন, 'বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য শিক্ষা ও শিল্প খাতের বিদ্যমান মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের দক্ষ করে তুলতে হবে।' গতকাল প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন

The Financial Express
30 December, 2020

Rizwan Rahman NKA Mobin Monowar Hossain

Rizwan Rahman to lead DCCI as President for '21

FE REPORT

Rizwan Rahman, Managing Director of ETBL Securities & Exchange Ltd., has been elected President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the year 2021.

NKA Mobin, FCS, FCA has been re-elected Senior Vice President and Monowar Hossain elected Vice President for the term.

The new Board of Directors took over charge at the 59th Annual General Meeting (AGM) of DCCI held in its auditorium using digital platform Zoom on Tuesday.

The newly-elected Directors are Golam Zilani, Hossain A Sikder, Khairul Majid Mahmud, M.A. Rashid Shah Shamrat and heads several segments of ETBL Holdings Ltd., a renowned local conglomerate doing business in diverse areas like financial services, dredging infrastructure, commodities trade, cold storage, furniture, print media, etc.

He is a Director of Eastland Insurance Company Ltd. and the Daily Financial Express. He has been remaining engaged with DCCI in different capacities since 2006 to contribute to the private sector development, upon completion of his higher education from the UK.

In the diverse career of Mr. Rizwan, he also served as the Director of Bangladesh Chamber of Industries (BCI), Bangladesh-Philippines Chamber of Commerce & Industry (BPCCI) and as the Former Vice

ভোরের কাগজ
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারখানা আধুনিকায়নে সরকার কাজ করছে : শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

কাগজ প্রতিবেদক : শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন রাষ্ট্রায়ত্ত বেশ কিছু শিল্পকারখানা রয়েছে, যেগুলোকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি এ ধরনের সরকারি ...

উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৫ শতাংশ ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, তবে কটেজ, অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের তুলনায় মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও কর্মক্ষম জনশক্তির সীমা অনেক বেশি থাকায়, ...

করা প্রয়োজন। ডিসিসিআই সভাপতি এলডিসি উত্তরণের পর ২০২৪ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশকে ইউরোপের দেশগুলোতে জিএসপি সুবিধা পেতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদত্ত শ্রম, মানবাধিকার, সুশাসন ও পরিবেশভিত্তিক ২৭টি কনভেনশন বাস্তবায়নে আসন্ন শিল্পনীতিতে একটি রোডম্যাপ অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, ভবিষ্যতে বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে আইওটি, ব্লক চেইন, বিগ ডাটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ...

THE ASIAN AGE
15 March, 2021

Ambassador of Netherlands to Bangladesh Harry Verweij greeted by Dhaka Chambers of Commerce and Industries (DCCI) president Rizwan Rahman at DCCI Office in the city on Sunday while he paid a courtesy visit. They talked about economic matters for both the countries.

DCCI president for Dutch expertise in BD's dev

▸ AA Business Desk

Ambassador of the Netherlands to Bangladesh Harry Verweij on Sunday had a courtesy visit to Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and had a wide range of discussions with its president Rizwan Rahman at DCCI Office in the city. During the discussion, DCCI president Rizwan Rahman said the bilateral trade between Bangladesh and Netherlands in FY 2019-20 was $ 1.23 billion out of which Bangladesh's Export and Import were USD 1.09 billion and USD 138.33 million respectively, said a press release. He said that fisheries, jute and shipbuilding are the prospective sector for Dutch entrepreneurs to invest in ... products from Bangladesh as we have the highest number of LEED-certified factories in the RMG sector. Bangladesh manufactures about 282 diversified jute products and Dutch importers can import more jute products as well, he added.

Bangladesh needs strategic support from the Netherlands to develop the capacity of the private sector for greater integration in the global value chains considering the post LDC situation.

Ambassador of the Netherlands to Bangladesh Harry Verweij said it is heartening that Bangladesh is graduating from the LDC basket to MIC. But for a sustainable economy he urged for diversified export items other than RMG. He also urged for nation's beanding and to have a ...

বণিক বার্তা
০৬ জানুয়ারি, ২০২১

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ উদ্যোগ

ডিসিসিআইকে সহযোগিতা করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সর্ববৃহৎ তিন দিনব্যাপী অনলাইনভিত্তিক বিটুবি সম্মেলন 'ডিসিসিআই বিজনেস কনক্লেভ ২০২১'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ডিসিসিআইয়ের উদ্যোগে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম।

অব্যাহত রেখেছে।

মন্ত্রী বলেন, আগামী মাসের মধ্যে এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং সার্ক ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার 'ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি' নীতি গ্রহণ করেছে, যেখানে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বৈশ্বিক বাজারে দেশীয় উদ্যোক্তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, দেশীয় পণ্যের রফতানির বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির আদান-প্রদান বাড়ানো প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পাবে। স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিদ্যমান পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে

বাংলাদেশ প্রতিদিন

জিএসপি সুবিধা মিলবে ২০২৯ সাল পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক

ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিটের ওয়েবিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী

The Business Post
13 OCTOBER 2021 WEDNESDAY

DCCI sets up 1st disaster risk management center in S Asia

Staff Correspondent

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in collaboration with Strengthening Urban Public-Private Programming for Earthquake Resilience Project (SUPER Project) has established South Asia's first disaster risk management center in Bangladesh.

At an event on Tuesday, State Minister for Disaster Management and Relief Dr Md Enamur Rahman inaugurated the Private Sector Emergency Operation Center, said a press release.

While addressing the occasion, DCCI President Rizwan Rahman said, "We should focus on risk resilience infrastructure system to ensure risk free industrialisation and investment."

He urged all to change the traditional mindset regarding disaster risk management and to be aware of its impact.

He stressed ensuring more involvement of the private sector in this regard and said any disaster hampers the industrialisation and economic growth so this is the duty of all irrespective of business or non-business sector to respond the critical issue.

Dr Md Enamur Rahman said the government and the private sector should play a vital role to combat any disaster.

He told the participants that government has taken initiatives to establish a "National Emergency Operation Center" in Tejgaon area with Chinese technical and financial assistance.

He also said that over 42 Lakh vol-

Disaster and Relief Secretary Md Mohsin said Bangladesh is now a role model for disaster management and the participation of private sector reflects the preparedness to create awareness of this sector.

Country Director of ActionAid Bangladesh ... create a database of skilled manpower for disaster management.

She also said that trade organisations in the rural areas should incorporate more in this regard.

DCCI Senior Vice President N K A Mobin gave vote of thanks while DCCI

State Minister for Disaster Management and Relief Dr Md Enamur Rahman along with DCCI leaders inaugurate the center on Tuesday —Courtesy Photo

ভোরের কাগজ
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
০২ নভেম্বর, ২০২১ মঙ্গলবার

বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন

১ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা

গতকাল ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ —ভোরের কাগজ

কাগজ প্রতিবেদক : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১'-এ বিনিয়োগকারীরা বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন।

মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২১' শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের আউটকাম ডিক্লারেশন বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

গতকাল সোমবার ঢাকা চেম্বার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ। ডিসিসিআই

জুট ও টেক্সটাইল পণ্য নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেয় ৩৬টি দেশ।

এফএমসিজি, পাট, অটোমোবাইল প্রভৃতি খাতেও বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে দ্রুততম সময়ে এফটিএ ও পিটিএ স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগী হওয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, এলডিসি হতে বাংলাদেশের উত্তরণে পরবর্তীতে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আমাদেরকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তবে এফটিএ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে উভয় দেশের শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে হঠাৎ করেই আমাদের বিদ্যমান শুল্ক হার কমানো সম্ভব নয়, কারণ এতে আমাদের রাজস্ব

The Business Post
15 AUGUST, 2021

Speakers for fostering e-commerce through automation, reforms

Staff Correspondent

Speakers at a webinar on Saturday underscored the need for automation, regulation reforms, easy access to finance, inter-ministerial coordination, easy tax structure, cross-border digital trade facilitation to foster e-commerce business in Bangladesh.

They made the call at the virtual dialogue titled "Building a Sustainable Ecosystem for Ecommerce" organised by Dhaka Chamber of Commerce & In-

> "All the regulations should come under one umbrella

catch up on growth. Recently the escrow agent system was introduced to

Chief Operating Officer of Daraz Bangladesh Khondoker Tasfin Alam said excessive discounting is not sustainable. Customer readiness as well as sellers' readiness is equally important.

"Sometimes a wrong model can become famous for the time being but it is not sustainable. Daraz Bangladesh has already invested Tk 500 crore in the last two years in logistic infrastructure," he said.

Chief Information Officer of Nagad Ashish Chakraborty said Mobile Finan-

---

dailyobserver
03 February, 2021

Turkish investors keen to invest in BD jute sector: Envoy

Business Correspondent

Ambassador of Turkey to Bangladesh Mustafa Osman Turan along with his senior embassy officials meets, DCCI President President Rizwan Rahman at the DCCI office at Motijheel in Dhaka on Tuesday.

Ambassador of Turkey to Bangladesh Mustafa Osman Turan said Turkey mostly imports jute from Bangladesh for their carpet industry.

Half of their total import from Bangladesh comprises of jute and jute products worth $ 300 million, said the Turkish Ambassador while he paid a courtesy visit to DCCI President Rizwan Rahman at the DCCI (Dhaka Chamber of Commerce and Industry) office on Tuesday.

The Turkish Ambassador also indicated some of the important potential areas where Turkish companies could invest or collaborate jointly in some sectors including agro-industry, light engineering, pharmaceuticals, ICT, ship building, energy, household appliances.

"We want to rebrand Turkey in Bangladesh" said the Ambassador.

The bilateral trade between Bangladesh and Turkey did not decline that much despite pandemic. Bangladesh's agriculture sector is being modernized and experiencing a digital transformation now. He termed this sector a very potential for joint collaboration.

Rizwan Rahman said Bangladesh has emerged as Turkey's third largest trade partner in South Asia with a total trade volume of $705 million in FY 2018-19.

He also proposed to hold a bilateral virtual B2B conclave to promote private sector investment. Rahman also requested Turkey through the Embassy to withdraw anti-dumping duty on yarn from Bangladesh imposed on 16 October 2018.

The DCCI President said the total trade volume of both the countries in 2019-20 was 686.88 million which does not reflect the actual trade potential of these two friendly countries.

He reiterated that more interaction and communication among the Turkish business bodies and Bangladeshi business community will enhance bilateral trade volume in future.

DCCI Senior Vice President N K A Mobin, FCS, FCA, Vice President Monowar Hossain and Commercial Counsellor of Turkish Embassy Kenan Kalayci were also present during the meeting.

The Business Post
30 August, 2021

Business leaders attend a meeting organised by DCCI to remember late Anwar Hossain in the capital on Saturday – Courtesy Photo

Business leaders remember late Anwar Hossain

Staff Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) held a condolence meeting to recall the contributions of late Anwar Hossain, Founder Chairman of Anwar

Former Commerce Minister Tofail Ahmed remembered late Anwar Hossain with profound respect. He referred to Anwar Hossain as an honest and ethical businessman who created 22 industries employing 14000 workforces.

BSS

ভিয়েতনামে বাংলাদেশী রপ্তানি আরো বৃদ্ধির আহ্বান ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর, ২০২১ (বাসস): ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের ভিয়েতনামে আরও বেশি হারে পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বুধবার বাংলাদেশ সফররত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালনা পর্ষদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনায় তিনি এ আহ্বান জানান।

ডিসিসিআইমিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন ভিয়েতনামের ৭ সদস্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা পরিচালনায় সময় ও ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে বিশেষ করে

The Daily Star
30 December, 2020

ETBL Securities MD Rizwan elected DCCI president

Star Business Report

Rizwan Rahman

Rizwan Rahman, managing director of ETBL Securities & Exchange and a director of Eastland Insurance Company and daily Financial Express, has been elected president of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for 2021.

Holding different DCCI posts since 2006 on attaining higher education from the United Kingdom, he heads several segments of ETBL Holdings, which also has a presence in dredging infrastructure, commodities trade, cold storage and furniture.

Rahman also served as a director of the Bangladesh Chamber of Industries and Bangladesh Philippines Chamber of Commerce & Industry and as vice president of Dutch-Bangla Chamber of Commerce & Industry.

Meanwhile, NKA Mobin, managing director of Emerging Credit Rating and a board director of state-run Biman Bangladesh Airlines, was re-elected senior vice president.

A fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh and Institute of Chartered Secretaries Bangladesh, Mobin is also a board member at Bangladesh Submarine Cable Company, Mobil Jamuna Bangladesh and Shasha Denims.

Moreover, Monowar Hossain, proprietor of export-import firm Monowar Trading, was elected vice president.

The new board took charge at the DCCI's 59th annual general meeting yesterday, the chamber said in a statement.

The newly elected directors are Golam Zilani, Hossain A Sikder, Khairul Majid Mahmud, MA Rashid Shah Shamrat and Nasiruddin A Ferdous.

বণিক বার্তা
২২ মার্চ, ২০২১ সমৃদ্ধির সহযাত্রী

ডিসিসিআই সভাপতির সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঙ্গে গতকাল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার। ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকালে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি এনকেএ মবিন, সহসভাপতি মনোয়ার হোসেন, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট চিফ জনডি ডানহাম এবং ইউএসএআইডির ইকোনমিক গ্রোথ অফিসের পরিচালক জন স্মিথ গ্রীন উপস্থিত ছিলেন। —বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রস্তাবিত শিল্পনীতি নিয়ে ওয়েবিনার

রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের বিদ্যমান সংজ্ঞা সংশোধন করা প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য আরো সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিল্পনীতিতে গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

গতকাল রবিবার আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের

জোরারোপ করেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি বলেন, জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার,

ফয়েজুল আমীন বলেন, ব্যক্তিখাতের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নের বিষয়সমূহ শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আব্দুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম বলেন, নতুন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করা যাবে। তিনি বিশেষ করে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি আইনকে সংশোধন ও আমূল সংস্কার এবং জমির মূল্য যৌক্তিকহারে হ্রাসকরণের প্রস্তাব করেন। এফডিআই আকর্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি আরো সম্প্রসারণে নীতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হোসনে আরা শিখা বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১ হাজার ৫০০ কোটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

The Daily Star
27 OCTOBER, 2021

Identify new export items

PM calls for diversification as she opens Trade, Investment Summit

UNB, *Dhaka*

Prime Minister Sheikh Hasina yesterday asked private entrepreneurs to identify new market demands and trends across the world to diversify the country's export items.

"We have to find out through market research what new items we can produce to boost up our export... We need to focus on that."

Hasina said this while inaugurating the Bangladesh Trade and Investment

A video was screened at the event highlighting the country's development in trade, business and investment.

Some 552 companies from countries, including Bangladesh, of five continents will participate in 450 business-to-business (B2B) match-making sessions, which will help explore new business opportunities in Bangladesh and attract FDIs into the country.

Hasina urged entrepreneurs both

আজকালের খবর
২৭ অক্টোবর, ২০২১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২১' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন —পিআইডি

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
02 March, 2021

DCCI calls for reforms in industrial compliance after LDC graduation

STAFF CORRESPONDENT

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) recommended reforming industrial compliance to address the challenges after Bangladesh's graduation from the least-develepment country (LDC).

In a statement on Monday, DCCI said the graduation will generate ample of opportunities as well as challenges in the areas of industrial compliance, IPR standard and TRIPS agreement.

The IPR stands for intellectual property rights and the TRIPS goes for trade related aspects of intellectual property rights.

The graduation from LDC to developing country will make a paradigm shift in Bangladesh as private sector would be more competitive apart from soaring foreign investment, said the trade body.

ভোরের কাগজ
১৭ নভেম্বর, ২০২১

ডিসিসিআই সভাপতি শিল্প ও শিক্ষা খাতে দূরত্ব কমাতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের বিকাশমান অর্থনীতির গতিধারা আরো বেগবান করতে শিল্প ও শিক্ষা খাতের মধ্যকার দূরত্ব কমানোর আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং সেলক্ষ্যে বাণিজ্য সংগঠনগুলোর পাশাপাশি শিল্প খাতের সঙ্গে আইবিএর মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর যোগাযোগ আরো সুদৃঢ় করার প্রস্তাব করেন। রিজওয়ান বলেন, শিল্প খাতে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব প্রকট, এমতাবস্থায় শিল্প খাতের প্রয়োজনের নিরিখে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নে বিদ্যমান পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন অতীব জরুরি। দেশে শিল্পায়নের প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরো বেশি হারে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার আহ্বান জানান ডিসিসিআই সভাপতি।

শেয়ার বিজ
০৩ নভেম্বর, ২০২১

বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর গতকাল ঢাকা চেম্বারের ॥ ছবি

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
14 JUNE, 2021 MONDAY

Principal Secretary to Prime Minister Dr Ahmad Kaikaus receives a donation cheque from Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Rizwan Rahman recently. Prime Minister Sheikh Hasina joined the programme through video conference from Ganabhaban in the capital.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
১১ অক্টোবর, ২০২১

করোনায় শক্তিশালী বাংলাদেশের অর্থনীতি

ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি বলেছেন, করোনা মহামারীতে অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থান তুলে ধরেছে বাংলাদেশ। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানে জাপানের সহায়তা অব্যাহত থাকবে। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে জাপানের রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন। এ সময় রিজওয়ান রাহমান করোনা মহামারীতে বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। —নিজস্ব প্রতিবেদক

The Daily Star
04 April, 2021

Skilled workforce needed to stay competitive globally

PM's Adviser Salman F Rahman says at DCCI webinar

STAR BUSINESS REPORT

The government plans to spend more on human resource development, research and development activities in the days to come to stay competitive in the global market, said Salman F Rahman, the prime minister's private industry and investment adviser.

The government has implemented a number of reforms to expand trade and investment in the country and will continue to do so in the future.

It will be easier to do business once the One-Stop Service of the Bangladesh Investment Development Authority becomes fully operational, he added.

Rahman made these comments at a webinar styled, "Country Competitiveness of Bangladesh: Key Reforms in Doing Business", organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday.

The ratio of tax in the gross domestic product is very low in Bangladesh and it is possible to lower the tax rate and widen the tax net if the ratio can be improved.

A lower tax rate will surely help

STAR/FILE

The capacity of all the ports in the country has increased in recent times, but the government will continue efforts to improve their condition further, said an adviser to the prime minister.

Competitiveness Index published in 2019 was 105 and the report emphasised on increasing the competitiveness in the least developed countries, he added.

The DCCI chief proposed the formation of a high-powered national steering committee with the participation of the private sector to improve Bangladesh's position in the Global Competitiveness Index.

He also called for encouraging businesses to increase use of alternative dispute resolution for trade disputes.

Increased competitiveness would play an important role in economic growth, export diversification and job creation, Rizwan said.

Reforms should be fast-tracked, said Abul Kasem Khan, chairman of Building Initiative Leading Development.

"Bangladesh now has a window of opportunities to avail and if we miss it, someone will grab it."

He also shed light on the importance of the use of the country's dynamic labour force as an added advantage.

He also suggested a reform of tax and audit system related policies.

A comprehensive policy should be taken for the special economic zones, which could be a game changer for the economy, he said.

Kazunori Yamad, Bangladesh representative of the Japan External Trade Organisation, and Ahsan Khan Chowdhury, chairman and CEO of PRAN-RFL Group, also spoke at the event.

The Daily Star
29 August, 2021

Strengthen domestic market, supply chain

Experts suggest ways for dealing with post-LDC challenges

STAR BUSINESS REPORT

The development of the local market and supply chain ecosystem is very essential for facing challenges once Bangladesh makes the United Nations status graduation from a least developed to a developed country, stakeholders told a dialogue yesterday.

Besides, modernisation and automation of tax, VAT and duty structure; attraction of new investment and use of technology are also business, efficiency in port and customs and skills development are some of the major issues for the post-LDC period, he added.

Md Masud Sadiq, member (VAT policy) of the National Board of Revenue, said ensuring easy funding, VAT system automation, infrastructure development and technology adaptation were some of the major issues that needed more focus.

Md Habibur Rahman, executive director (research) of Bangladesh Bank, said in the latest monetary policy the interest rate has been cut drastically and therefore, the private sector would get access to low-cost funding as banks had adequate liquidity.

"We have to strengthen our backward linkage industry," said Sha Md Abu Raihan Alberuni, member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission. Ahsan Khan Chowdhury, chairman and CEO of Pran-RFL Group, spoke at the programme among others.

In order to build export competitiveness, local manufacturers should enhance value addition as Bangladesh will face various challenges in export markets after its graduation from the least developed country status, experts said. The photo was taken from a factory of Pacific Jeans in Chattogram yesterday

সময়ের আলো
৩০ নভেম্বর, ২০২১

বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী তুরস্কের উদ্যোক্তারা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশকে বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট গন্তব্যস্থল আখ্যায়িত করে এ দেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তুরস্কের উদ্যোক্তারা। সোমবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) কার্যালয়ে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের

দেশ রূপান্তর
১৮ নভেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার

রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান ভিয়েতনামের

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের ভিয়েতনামে আরও বেশি হারে পণ্য রপ্তানি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সফররত ভিয়েতনামের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) পর্ষদের বাণিজ্য আলোচনায় তিনি এ আহ্বান জানান।

ডিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন ভিয়েতনামের ৭ সদস্যের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। ঢাকা চেম্বার সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, বাংলাদেশের পণ্য আমদানি বিবেচনায় ভিয়েতনামের অবস্থান ১৮, তবে রপ্তানির

Dhaka Tribune

Speakers: Better negotiation skills key to success after LDC graduation

Tribune Report

Experts on Saturday said that better negotiation skills, diversification, improved competitiveness, and institutional capacity building are key to economic success after Bangladesh graduates from a least developed country (LDC) to a developing one.

They made the call at a webinar titled "LDC Graduation of Bangladesh: Journey towards Economic Excellence" organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

Principal Secretary to the Prime Minister Ahmad Kaikaus joined the webinar as the chief guest while Economic Relations Division Secretary Fatima Yasmin and Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI) President Md Jashim Uddin attended as special guests.

Speaking at the event, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) President Rizwan Rahman said it was the right time to increase trade and investment as well as adopt long-term strategic planning and their effective implementation to strengthen Bangladesh's position in the international arena after LDC graduation.

"Bangladesh's identity as a developing nation in the international arena will uphold the competitiveness of the country which will take us to a greater height and will contribute to enhancing export and FDI," he said.

As a developing nation, after 2026, readymade garment (RMG) and other major export sectors will have to face different duty and non-duty measures in the international market.

Considering this reality, Rizwan requested the government to frame a roadmap to chalk out necessary preparations from the private sector and policy measures to widen the export market of traditional and non-traditional items.

»B2 COLUMN 1

আজকালের খবর

২১ জুন, ২০২১ সোমবার

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে একযোগে কাজ করবে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম

The Financial Express

02 February, 2021

DCCI team led by its president Rizwan Rahman with Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun at the ministry on Monday

Govt working to modernise state-owned industries, says Humayun

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun said on Monday the government is working relentlessly to modernize the state-owned industries, reports BSS.

"The government has several state-owned industries of different sectors across the country. The government is working hard to modernise these state-owned industries with technological advancement," he said.

While attending a meeting with the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at the ministry in the city he said this, says a press release.

DCCI President Rizwan Rahman led the team while Industries Secretary KM Ali Azam, was present, among others.

Requesting the private sector to come up with local investment as it will attract the FDI, Humayun said, Local investment will create opportunities for new employment generation in the country.

He emphasised on the country's wide equal industrialization with the help of cluster development so every corner of the country can come under rapid industrialization process.

Regarding policy support, he assured all possible assistance from the government to facilitate the private sector.

Rizwan Rahman said 75 percent entrepeeneurs in Bangladesh are from small and medium enterprises but the cottage, micro and small enterprises are deprived of getting loans under stimulus and other non-fiscal policy support compared to the medium enterprises due to having less fiscal strength and workers.

To come out of this discrimination, he suggested redefining CMSME and formulating a SME Act instead of Policy to make it more effective.

Besides, he proposed to take a project to create a sector specific database of CMSMEs in order to bring them under policy assistance.

DCCI Senior Vice President NKA Mobin, Vice President Monowar Hossain and members of the Board were also present.

জনকণ্ঠ

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সব অঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রাধান্য পাবে নতুন শিল্পনীতিতে

যুগান্তর

০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

রিজওয়ান রহমান

উদ্যোক্তাদের মুখপত্র

দেশের অগ্রগণ্য গণমাধ্যম হিসাবে দৈনিক যুগান্তরের ২২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স

অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘদিনের এ পথচলায় সব বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের এ আপসহীন কর্মযজ্ঞ আপনাদের চলার পথের পাথেয় হিসাবে শক্তি জোগাবে। আমরা আশা করি, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সামনের দিনগুলোয় যুগান্তর আরও কার্যকর এবং উদ্যোক্তাদের মুখপত্র হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

রিজওয়ান রহমান
সভাপতি, ডিসিসিআই

দেশ রূপান্তর

ডিসিসিআইর সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সঙ্গে গতকাল বৈঠক করেন ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী

ইনকিলাব

১২ এপ্রিল, ২০২১

পণ্যের মজুদ পর্যাপ্ত

ওয়েবিনারে ব্যবসায়ীরা

কালের কণ্ঠ

০৮ জুলাই, ২০২১ বৃহস্পতিবার

ডিসিসিআই আয়োজিত ভার্চুয়াল সংলাপে বক্তারা

রপ্তানি বাজার ধরে রাখতে পণ্য বহুমুখীকরণে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

২০২৬ সাল-পরবর্তী সময়ে অনেক রপ্তানি বাণিজ্য ও স্বল্প ব্যয়ে ঋণসুবিধা

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

১৭ নভেম্বর, ২০২১

ডিসিসিআই-আইবিএ সহযোগিতা স্মারক

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অফ বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)'র মধ্যকার সহযোগিতা স্মারক গতকাল ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান এবং আইবিএ-এর পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ মোমেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

স্বাক্ষরিত সহযোগিতা স্মারক অনুযায়ী, দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থে শিল্প ও শিক্ষাখাতের যৌথ প্রয়াসে প্রতিষ্ঠান দু'টি প্রতিষ্ঠান একসাথে কাজ করবে। এছাড়াও ডিসিসিআই এবং আইবিএ যৌথভাবে গবেষণা, সেমিনার, কর্মশালা, মেলাসহ বিভিন্ন বাণিজ্য আলোচনা সভার আয়োজন করবে। এ স্মারক অনুযায়ী, আইবিএ'র শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ইন্টার্নী সুবিধা প্রদান করবে।

THE ASIAN AGE

01 NOVEMBER, 2021

DCCI for long term innovative financing

▸AA Business Desk

Experts at a webinar on Sunday urged for a long term vibrant, innovative and structured infrastructure finance and development of bond market.

They made the call at the webinar on "Bridging the infrastructure gap through credit solutions in Bangladesh" jointly organized by

Bangladesh increased to US$2,227. For long term sustainable infrastructure financing, we need to think of more strategies to go the next level." However, he said infrastructure financing has been improved in Bangladesh.

"All kinds of financing have been improved in Bangladesh, he added. But what we need is to create a vibrant structured bond market in our country," he said. Special Guest Md Nojibur Rahman, Chairman, Capital Market Stabilisation Fund and former Principal Secretary to the Prime Minister, said that the boom of infrastructure development in Bangladesh is going on. "We need capital and long term finance. Domestic finance is not enough for that. Guaranteo is doing well in this regard. Bangladesh Bank and regulatory bodies are

কালের কণ্ঠ

২৮ জানুয়ারি, ২০২১

নির্মাণ খাতে বিনিয়োগ করতে চায় মিসর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় অবকাঠামো আর নির্মাণ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিসরের রাষ্ট্রদূত হিথাম গোবাসি। তিনি বলেন, দেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য মানসম্মত অবকাঠামো খাতের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতের সার্বিক উন্নয়নে

সৌজন্য সাক্ষাতে মিসরের রাষ্ট্রদূত এ আগ্রহের কথা জানান। এ সময় ডিসিসিআইয়ের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এন কে এ মবিন, মনোয়ার হোসেন এবং মিসর দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন মারিয়াম এম রাগেহ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের নির্মাণ খাতকে বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করে রাষ্ট্রদূত বলেন,

NEW AGE
THE OUTSPOKEN DAILY

29 OCTOBER, 2021

Product diversification, tech transfer key to overcoming post-LDC challenges: experts

Staff Correspondent

PRODUCT diversification and technology adaptation capability enhancing will be

nar on 'LDC Graduation of Bangladesh: Transformation and Preparedness' on the third day of the ongoing Bangladesh Trade and In-

and quality products to meet local demand and contest on the international market to fight back the post-LDC challenges.

'We have to facilitate the private sector and create a strong bond between the public and private sector as the private sector plays the

them.

Commerce secretary Tapan Kanti Ghosh in his introductory remarks said that every graduating economy

কালের কণ্ঠ

৩০ আগস্ট, ২০২১

তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য শিক্ষণীয় আনোয়ার হোসেনের জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ডিসিসিআইয়ের স্মরণসভায় বক্তারা

NEW AGE
THE OUTSPOKEN DAILY
04 March, 2021

PRE-BUDGET DISCUSSION

DCCI, BCI demand gradual reduction in corporate tax rates

Staff Correspondent

TWO leading trade bodies on Wednesday demanded a gradual reduction in corporate income tax rates to attract more domestic and foreign direct investments.

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry and the Bangladesh Chamber of Industries made the demand while placing their respective budget proposals for the fiscal year 2021-2022 at a pre-budget discussion with the National Board of Revenue held at its headquarters

The corporate tax rate should be lowered to 25 per cent for non-listed companies and 17.5 per cent for listed companies by FY2024 from existing 32.5 per cent in the next three years, it said.

The DCCI also proposed imposing 10 per cent tax on income of corporate dividend instead of current 20 per cent.

The NBR should also offer tax benefit to those companies which would invest 5 per cent of its taxable income on research and development, it said.

The leading trade body turnover VAT to Tk 4 crore from current Tk 3 crore and imposition of turnover tax based on products' value-addition or profit ratio.

DCCI president Rizwan Rahman said that a reduction in corporate income tax would boost local and foreign investments.

He said that the revenue board should consider the proposals to revive post-COVID business confidence, ensure an easy and business-friendly tax structure, encourage industrialisation and facilitate investment-

tage, micro and small industries for three years to facilitate the sectors.

BCI president Anwar-ul-Alam Chowdhury Parvez said that tax rate for non-listed companies should not be over 25 per cent.

The tax-free income limit for individual taxpayers should also be raised to Tk 4 lakh from current Tk 3.5 lakh, he said.

He also demanded increasing the annual turnover limit for imposing turnover tax to Tk 10 crore from current Tk 3 crore and reducing turnover tax rate to 3 per cent from 4 per cent.

The NBR should also regularly update the database of prices of imported goods to prevent misdiclaration and duty evasion, he said.

At a separate meeting, the Bangladesh Private Medical College Association demanded withdrawal of 15 per cent income tax on private medical colleges.

The association also demanded withdrawal of duties and taxes on import of surgical hand gloves and

প্রথম আলো
২৯ আগস্ট, ২০২১

স্মরণসভায় বক্তারা

আনোয়ার হোসেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে দেশ এগিয়ে যাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আট দশকের জীবনে দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সিমেন্ট, ইস্পাত, টেক্সটাইলের মতো বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্প উদ্যোক্তা আনোয়ার হোসেন। সৎ ও নিষ্ঠাবান এই ব্যবসায়ীর নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ খাতের শীর্ষস্থানীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। সেসব প্রতিষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তাঁর দৃষ্টান্ত ব্যবসায়ী সমাজ অনুসরণ করলে দেশ এগিয়ে যাবে।

আনোয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত আনোয়ার হোসেনের স্মরণসভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকা চেম্বার গতকাল শনিবার বিকেলে এ অনুষ্ঠানের

প্রথম আলো
২৭ অক্টোবর, ২০২১

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধ হবে বাংলাদেশ

বিনিয়োগ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে 'বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন'-এর উদ্বোধন করেন। ৩৮ দেশের ৫৫২টি কোম্পানি এতে অংশ নিচ্ছে।

বাসস, *ঢাকা*

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যেসব ব্যবসায়ী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আসবেন, তাঁরা এখান থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বাজার ধরারও একটা সুযোগ পাবেন। তাঁর সরকার সেভাবেই দেশের উন্নয়ন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসায়িক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন'

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রস্তাবিত শিল্পনীতি নিয়ে ওয়েবিনার

রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের বিদ্যমান সংজ্ঞা সংশোধন করা প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য আরো সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিল্পনীতিতে গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

গতকাল রবিবার আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধনের আহ্বান জানান। এর মাধ্যমে এখাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে বলে তিনি মত জানান। শিল্পনীতি ...

জোরারোপ করেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি বলেন, জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৫ শতাংশে বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে

শিল্পখাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি বলেন, দেশীয় ...

ফয়েজুল আমীন বলেন, ব্যক্তিখাতের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নের বিষয়সমূহ শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আব্দুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম বলেন, নতুন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করা যাবে। তিনি বিশেষ করে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি আইনকে সংশোধন ও আমূল সংস্কার এবং জমির মূল্য যৌক্তিকহারে হ্রাসকরণের প্রস্তাব করেন। এফডিআই আকর্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি আরো সম্প্রসারণে নীতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হোসনে আরা শিখা বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১ হাজার ৫০০ কোটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে, যেখান হতে নারী উদ্যোক্তাবৃন্দ ৫ শতাংশ হারে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্টার্টআপ খাতে নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সময়ের আলো
৩০ নভেম্বর, ২০২১

বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী তুরস্কের উদ্যোক্তারা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশকে বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট গন্তব্যস্থল আখ্যায়িত করে এ দেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তুরস্কের উদ্যোক্তারা। সোমবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) কার্যালয়ে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ আগ্রহ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সফররত তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল।

বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক নীতি ও আইনি কাঠামো এবং সার্বিক বাণিজ্যিক পরিবেশ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য সহায়ক বলেও মনে করেন তুর্কি উদ্যোক্তারা।

তুরস্ক-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের চেয়ারপারসন হুলিয়া জেডিকের নেতৃত্বে

the dailyobserver
30 NOVEMBER, 2021

14-member Turkish business delegation of Turkey-Bangladesh Business Council led by its Chairperson Ms. Hulya Gedik met DCCI President Rizwan Rahman at DCCI head office in the city on Monday. Ambassador of Turkey in Bangladesh Mustafa Osman Turan also accompanied the delegation.

Turkish entrepreneurs keen to invest in Bangladesh

প্রতিদিনের সংবাদ
www.protidinersangbad.com
০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সিএমএসএমই ঋণ দিতে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের উদ্যোক্তাদের বিকাশে আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে ঋণ প্রদানের কাঠামোগত সংস্কার দরকার। একই সঙ্গে বিশেষায়িত ব্যাংক স্থাপন, এসএমই ডেটাবেইস প্রণয়ন, সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের প্রদত্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোনকে টার্ম লোন হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন।

গতকাল ডিসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে (ভার্চুয়ালি) আয়োজিত 'এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণপ্রাপ্তির পদ্ধতি' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এই মতামত দেন। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. মো. মাসুদুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. মফিজুর রহমান যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, শিল্প খাতে ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৪৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন করে সিএমএসএমই খাত, তবে প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং নীতিগত সহায়তার অভাবে সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো

২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে এসএমই খাতে সামগ্রিকভাবে আয় হ্রাস হয়েছে প্রায় ৬৬ শতাংশ এবং প্রায় ৭৬ শতাংশ উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থেকে গেছে।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, ব্যবসায়িক দক্ষতা, পণ্যের বহুমুখীকরণ, দক্ষ কর্মী ও

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ডিসিসিআই ও এসএমই ফাউন্ডেশনের মতবিনিময় সভায় বক্তারা

কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বাজারে প্রবেশাধিকার, ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি, প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, গুণগতমানের কাঁচামাল সরবরাহ এবং উৎপাদন

তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন, জামানতের অভাব এবং প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রদানে ব্যাংকের অনাগ্রহ ঋণ বিতরণে ধীর গতি এ কার্যক্রমকে আরো দীর্ঘায়িত করছে। ফলে এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন।

ঢাকা চেম্বারে সভাপতি বলেন, সিএমএসএমই খাতের সুনির্দিষ্ট কোনো ডেটাবেইজ না থাকায় এ খাতের সঠিক অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. মো. মাসুদুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রথম থেকেই এসএমই কাজ করছে। এর পাশাপাশি এ খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার বাস্তবায়নে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে, সেই সঙ্গে এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এ খাতের উদ্যোক্তাদের অবশ্যই দেশের বিদ্যমান আইনি ও আর্থিক কাঠামোর সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। দেশের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে ঋণ প্রদানের কাঠামোগত সংস্কার একান্ত আবশ্যক বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এছাড়াও এলডিসি পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জ

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh
১১ এপ্রিল, ২০২১

ডিসিসিআইয়ের প্রাক-বাজেট চার খাতের গুরুত্ব

● অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ডিসিসিআইয়ের এই প্রাক-বাজেট আলোচনায় ট্যাক্সেশন ও ভ্যাট, আর্থিক খাত, শিল্প ও বাণিজ্য এবং অবকাঠামো (জ্বালানি, লজিস্টিক ও স্বাস্থ্য) এই চার খাতে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে চার খাতে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে কোন খাতে সরকারের বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে মতামত জানাতে প্রাক-বাজেট আলোচনায় এ আহ্বান জানান সংগঠনের নেতারা। অনলাইনে গতকাল শনিবার বেলা ১১টা থেকে শুরু হয় এই প্রাক-বাজেট আলোচনা। এতে অংশ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, ব্র্যাকের চেয়ারপারসন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। এছাড়া আলোচনায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন।

নতুন ধারার দৈনিক আমাদের সময়
৩০ অক্টোবর, ২০২১

আঞ্চলিক বাণিজ্যে দেশের অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ভৌগোলিকভাবে এশিয়া-প্যাসিফিকে বাংলাদেশ কৌশলগত একটা অঞ্চলে পড়েছে। এখানকার বাণিজ্য সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগবিষয়ক নীতিমালার সংস্কার করতে হবে। এ ছাড়া সহায়ক নীতি প্রণয়ন, পণ্য বহুমুখীকরণ, কর ও শুল্ক কাঠামোর আধুনিকায়ন, অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোও জরুরি।

গতকাল 'এশিয়া-প্যাসিফিক এবং বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক সম্ভাবনা' শীর্ষক এক ওয়েবিনারের আলোচকরা এ মতামত তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে আলোচকরা

রাষ্ট্রদূত ইতো নায়োকি ছিলেন সম্মানিত অতিথি।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, 'এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশের মোট আমদানির প্রায় ৫০ ভাগই আসে এ অঞ্চলের দেশসমূহ থেকে। সিঙ্গাপুর থেকে ২০২১ সালে ২৩৯.৬৭ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। খাদ্য, কৃষি, ফিশারিজ, কেমিক্যাল, টেক্সটাইল, তৈরি পোশাক, সিমেন্ট, নির্মাণ, টেলিকম, ইন্স্যুরেন্স ও ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি।' ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, 'নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা, টেকনিক্যাল

The New Nation

Turkish entrepreneurs keen to invest in Bangladesh

Business Desk

The members of the visiting Turkish business delegation on Monday informed Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) that Turkish entrepreneurs are interested to invest in Bangladesh as the country is providing adequate facilities for the foreign investors.

They observed that Bangladesh is a favourable destination for Turkish investors because of business environment, policy and regulatory regime and overall business situation are congenial for investment.

...rectors.

Ambassador of Turkey in Dhaka Mustafa Osman Turan was also accompanied the delegation.

During the meeting, the DCCI President Rizwan Rahman said that in FY2020-21 Bangladesh's export to Turkey was US$ 499.79 million. In FY2019-20, total trade with Turkey was $686.41 million out of which Bangladesh's export was $453 million against the import of $233.41 million reflecting a positive trade balance of $220.06 million in favour of Bangladesh, he added.

প্রথম আলো

২৭ অক্টোবর, ২০২১

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগবিষয়ক ভার্চুয়াল সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলন আয়োজন করেছে। ছবি : প্রথম আলো

প্রথম আলো

০৮ আগস্ট, ২০২১

নেপাল ও ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে করের পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার আট দেশের মধ্যে অষ্টম। এমনিতেই কয়েক বছর ধরে কর-জিডিপি অনুপাত ৮ শতাংশের ঘরে। করোনার কারণে সেটি ৭ শতাংশের ঘরে নেমেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি কর-জিডিপি অনুপাত নেপালের, প্রায় ...

... ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) আয়োজনে গতকাল শনিবার 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক অনলাইন আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা চেম্বারের ...

The New Nation

05 October, 2021

DCCI for FTA with Algeria to boost bilateral trade

প্রতিদিনের সংবাদ

www.protidinersangbad.com

০১ আগস্ট, ২০২১

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদী খনন জরুরি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সমকাল

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

উৎপাদনশীল খাতে গতি রাখতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে বাজারে অর্থ প্রবাহ বাড়াতে হবে। এতে উৎপাদনশীল কার্যক্রমের গতি বজায় থাকার পাশাপাশি তা সম্প্রসারিতও হবে। এ ক্ষেত্রে ছোট, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে প্রাধান্য দিতে হবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক ওয়েবিনারে গতকাল মঙ্গলবার বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান বলেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে জাতীয় সঞ্চয়ের কার্যকর ব্যবহার করতে হবে। একই সঙ্গে অর্থনীতিতে অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বিদেশ থেকে ফিরে আসা কর্মীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, অর্থনীতিতে তারল্য প্রবাহ বাড়ানো দরকার। তবে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি নীতি উদ্যোগ দরকার। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষজন ও বস্তিবাসী সবাইকে করোনার টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ বলেন, করোনা সময়ে কৃষি খাত সচল ছিল, যা অর্থনীতির গতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তিনি বলেন, রপ্তানি কমলেও স্থানীয় চাহিদা এবং ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ বেড়েছে। রপ্তানি বাজার পুরোপুরি সক্রিয় হতে আরও সময় লাগবে। ওই সময় পর্যন্ত এ খাতে সহযোগিতা দরকার।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক সভাপতি ও বিল্ডের চেয়ারপারসন আবুল কাসেম খান বলেন, দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পথে থাকলেও উত্তরণে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কর নীতিমালায় সংস্কার এবং জিডিপিতে করের অবদান আরও বাড়াতে হবে। অডিট প্রক্রিয়ায়ও সংশোধন আনতে হবে।

মূল প্রবন্ধে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান ...

সমকাল

সোমবার বিডা কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ■ সংগৃহীত

THE BUSINESS STANDARD

26 NOVEMBER, 2021

At the end of every road there are opportunities

RIZWAN RAHMAN

President, DCCI

This is a great milestone achievement. We would like to thank the government for its persistent efforts for the development of Bangladesh in the last

I SEE PAGE 2 COL 2

decade and so on. Whenever we talk about challenges, at the end of ... tivise six emerging sectors – jute textiles, pharmaceuticals, plastic, ...

daily sun

TRUE & IMPARTIAL

16 NOVEMBER, 2021

UAE wants deeper trade ties with Bangladesh

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

United Arab Emirates (UAE) has expressed interest to strengthen economic relationship with Bangladesh.

UAE Assistant Minister for Economic and Trade Affairs Abdulnasser Al Shaali called for a joint business council between the two nations.

...ka on Sunday.

Chargé d'Affaires of the UAE Embassy in Dhaka, Abdulla Ali AlHmoudi also attended the meeting, said a press release of the embassy issued on Monday.

"The establishment of a joint business council would facilitate broader and deeper engagement with both public and private sector stakeholders, especially in emerging sectors of ...

কালের কণ্ঠ

০২ নভেম্বর, ২০২১ মঙ্গলবার

'১০ হাজার কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ আসছে'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সপ্তাহব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলন থেকে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য দুই হাজার ৭০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এর মধ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রস্তাব এসেছে ১১৬ কোটি ডলার বা প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা (প্রতি ডলার ৮৫ টাকা দরে)।

গতকাল সোমবার রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২১ পরবর্তী ... যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করে।

রিজওয়ান রাহমান বলেন, সম্মেলন চলাকালীন আয়োজিত বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) সেশনে বিশ্বের ৩৮টি দেশের ৫৫২টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি ৩৬৯টি বিটুবিতে অংশগ্রহণ করেন। বিদেশি বিনিয়োগ ও কম খরচে বাংলাদেশে ব্যবসার সুযোগ আছে তুলে ধরে ডিসিসিআইয়ের সভাপতি বলেন, ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের ২০২৩ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার বোনাস কালের ...

সমকাল

২৮ এপ্রিল, ২০২১

ব্যবসার খরচ কমাতে সংস্কারের বিকল্প নেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

ব্যবসার পরিচালন ব্যয় কমাতে বিভিন্ন আইন-কানুন ও নীতি সংস্কারের বিকল্প নেই বলে মতামত দিয়েছেন সরকারি নীতিনির্ধারক ও ব্যবসায়ীরা। আর এ জন্য তারা ব্যবসা করা কতটুকু সহজ, তার ওপর বিশ্বব্যাংকের 'ডুইং বিজনেস' সূচকে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতির জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করেছেন।

মঙ্গলবার 'বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় ব্যয় কমাতে চলমান সংস্কার এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি' শীর্ষক ভার্চুয়াল এক আলোচনা সভায় এমন মতামত আসে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর আয়োজন করে।

করতে পারছে। কারণ, 'ডুইং বিজনেস ইনডেক্স'-এ দেশগুলোর অবস্থান বাংলাদেশের চেয়ে বেশ ভালো।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, ব্যবসা পরিচালন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ডাবল ডিজিটে নামিয়ে আনতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে বেসরকারি খাতকে অবহিত করা জরুরি।

সমাধানে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে অগ্রণী... করতে হবে। তিনি জানান, এক কোম্প... কোম্পানিতে ভূমি হস্তান্তরের নথি নিব... অফিসে আলাদা বালাম বই ব্যবহার... স্বল্প সময়েই ভূমি নিবন্ধন করা যা... বিডার ওএসএসের মাধ্যমে করা যায় কিনা, তা নিয়ে কাজ চলছে। তিনি জানান, ব্যবসায়িক বিরোধ সহজেই নিষ্পত্তি করার জন্য এডিআরের বিকল্প নেই এবং আরবিট্রেশনের নিষ্পত্তির সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিডার নির্বাহী সদস্য মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, ব্যবসা পরিচালন সূচকে অবস্থান ভালো করতে পারলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুলাংশে বাড়বে। এর ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগও বাড়বে। তিনি জানান, বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে অনলাইনে বর্তমানে ৪৮টি সেবা দেওয়া হচ্ছে।

বিডার পরিচালক জীবন কৃষ্ণ সাহা ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ব্যবসা শুরু, নির্মাণ, নিবন্ধন, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি, ঋণ প্রাপ্তি, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য এবং কর প্রদান প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বিশ্বব্যাংক পরিচালিত জরিপে উত্তর দেওয়ার সময় সরকারের সংস্কার কার্যক্রমগুলো বিবেচনায় নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

...লোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক ...রিম মুন্না, সাবেক সভাপতি আ... ...জেন পরিচালক দাতা মাগফুর, স... ...কী ও বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়া... ...শনের সভাপতি কবীর আহমেদ ... ...ইর ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি এন বে... ...সিসিআ...

দৈনিক ইত্তেফাক

২৯ অক্টোবর, ২০২১

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি এখনো আশানুরূপ নয়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা

সমকাল

৩১ অক্টোবর, ২০২১

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলনের এক ওয়েবিনারে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নানসহ অন্য অতিথিরা ■ ফটো রিলিজ

আফ্রিকা হতে পারে সম্ভাবনাময় বাজার

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলনে বক্তারা

শনিবার বাংলাদেশ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্মেলনের এক ওয়েবিনারে এমন মতামত দেন বক্তারা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে অনলাইনে সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক এ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান আফ্রিকা অঞ্চলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকারের পক্ষ থেকে নীতিসহায়তাসহ সব ধরনের

The Financial Express

19 AUGUST, 2021

Industrialist Anwar Hossain passes away

Continued from page 8 col. 1

Anwar Hossain, a former Member of Parliament of Lalbagh constituency of old part of Dhaka and founder of City Bank, had been suffering from dementia and memory losses since 2012.

His first namaj-e-janaza will be held at 10:30am today (Thursday) at Baitul Aman Jame Mosque at Dhanmondi. After his second namaj-e-janaza at Amligola of Lalbagh after Johr prayer, he will be laid to rest at the Azimpur graveyard in the city.

...employed about 14,000 people. In 1968, he established erstwhile East Pakistan's large factory, Anwar Silk Mills.

There are about 26 institutions including textile, jute, cement, steel, housing, polymer, furniture, automobile, bank, and financial institutions under the group. Anwar Hossain was the chairman of The City Bank, established in 1983, for four terms.

He is survived by four daughters and three sons. The eldest son Monwar Hossain is the managing director of the Anwar

সময়ের আলো

২০ জুন, ২০২১ রবিবার

ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে জানালেন বিইআরসি সদস্য

দেশে গ্যাসের রিজার্ভ ৬ টিসিএফ

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বর্তমানে ৩৩০০ মিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের মধ্যে নিজস্ব উৎপাদিত গ্যাসের ৭৫ শতাংশ আসে নিজস্ব

শেয়ার বিজ

১৯ এপ্রিল, ২০২১

ডিসিসিআই ওয়েবিনারে বিশেষজ্ঞরা

অটোমোবাইল শিল্পের উন্নয়নে নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রয়োজন

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

THE BUSINESS STANDARD

10 February, 2021

UK keen to invest in higher education

EDUCATION - BANGLADESH

TBS REPORT

In 2019-20, goods worth $3.45b exported to UK against $411m

The United Kingdom has ex-...

...lations need to be effective."

Besides, a trade talk between Bangladesh and the UK is scheduled from next week to discuss bilateral trade and investment issues, informed the high commissioner.

Robert Dickson and Rizwan Rahman discussed various bilateral issues relating to trade and commerce.

At the meeting, Rizwan said the UK is the third-larg-...

The Financial Express

11 April, 2021

সংবাদ

বাংলাদেশের মুখপত্র

৩০ আগস্ট, ২০২১

ডিসিসিআই ওয়েবিনারে বক্তারা

ব্রিটিশ বিনিয়োগ আকর্ষণে সেবা খাত হতে পারে উদীয়মান ক্ষেত্র

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

THE BUSINESS STANDARD

01 AUGUST, 2021

Cut tax, vat on river dredging equipment: Stakeholders

DEVELOPMENT - BANGLADESH

TBS REPORT

The government should reduce tax and VAT on river dredging equipment to boost private sector participation in this development sector, which in turn will help improve the environment as well, stakeholders said at a webinar on Saturday.

At the event, organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) titled "Sustainable River Dredging: Challenges and Way forward," experts also drew attention to the government's lack of a master plan and adequate budget for river management.

DCCI President Rizwan Rahman said, "Bangladesh is a riverine country and the water-...

...Navigable and well-managed waterways will help facilitate cross-border trade growth with neighbouring nations."

He added that Bangladesh used to have 24,000km of waterways, but the number has dropped to 6,000km in monsoon and 3,600km during droughts.

"It is impacting the economic and ecological state of our country. It is high time to improve the

২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের নিকট পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা</th><th>প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)</th><th>যুক্তি</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>কর্পোরেট কর:
<table>
<tr><th colspan="2">বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার</th></tr>
<tr><th>ব্যবসার প্রকারভেদ</th><th>বিদ্যমান কর হার</th></tr>
<tr><td>১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি</td><td>৩২.৫%</td></tr>
<tr><td>২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি</td><td>২৫%</td></tr>
</table></td><td>প্রগ্রেসিভ হারে কর্পোরেট কর হার সকল স্তর থেকে আগামী ২০২১-২২, ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ২.৫%, ৫% ও ৭.৫% হারে হ্রাস করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।
<table>
<tr><th colspan="3">প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার</th></tr>
<tr><td>২০২১-২২</td><td>২০২২-২৩</td><td>২০২৩-২৪</td></tr>
<tr><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td><td>২৫.৫%</td></tr>
<tr><td>২২.৫%</td><td>২০%</td><td>১৭.৫%</td></tr>
</table></td><td>বর্তমানে গড় কর্পোরেট করহার বিশ্বে ২৩.৮% এশিয়ায় ২১.১৩% এবং ওইসিডি দেশে ২৩%। ভারতে কর্পোরেট কর হার ২৫.২%, পাকিস্তানে ২৯%, শ্রীলংকায় ২৮% ভিয়েতনামে, ইন্দোনেশিয়া এবং মিয়ানমারের কর্পোরেট করের হার ২০%।
অন্যদিকে বাংলাদেশের কর্পোরেট ট্যাক্স হার ৩২.৫%, সর্বোচ্চ ৪৫% ও সর্বনিম্ন ১০%। এই করের হার বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য কম আকর্ষণীয় করে তোলে এবং হ্রাসকৃত কর্পোরেট ট্যাক্স নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করবে।</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই-এর উপ ধারা (১) অনুযায়ী ১০% উৎসে কর কর্তন করে ধারা ৮২সি-এর আওতায় সর্বনিম্ন কর হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থবছর শেষে স্বাভাবিক কর হারের তুলনায় অতিরিক্ত আয়কর পরিশোধ করতে হচ্ছে মোট ট্যাক্স ইনসিডেন্স বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে।</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই (১) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনকে ধারা ৮২সি অনুযায়ী সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ হিসেবে বিবেচনা না করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।</td><td>আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-এর ধারা ৮২সি এর আওতায় সর্বনিম্ন কর হিসেবে বিবেচনা করা হলে করদাতা উৎসে যদি অতিরিক্ত কর দিয়েও থাকেন, তিনি রিটার্নের সময় তা সমন্বয় করতে পারেন না। কারণ ৮২সি'র উপধারা-(৬) অনুযায়ী নূন্যতম কর যদি স্বাভাবিক বা রেগুলার ট্যাক্সে তুলনায় বেশি হয়, তবে তা সমন্বয় করা যাবে না। অতিরিক্ত সর্বনিম্ন করই প্রদান করতে হবে। ফলে সর্বনিম্ন কর হিসেবে ১০% উৎসে কর কর্তনের কারণে কোম্পানিকে স্বাভাবিক কর হারের তুলনায় বড় আকারের আয়কর প্রদান করতে হয়। একই সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছেন দেশের টেলিকম খাতসহ অন্যান্য খাতের ব্যবসায়ী। এ প্রেক্ষিতে ৫৩ই এর উপ ধারা (১) অনুযায়ী ১০% উৎসে করকে ৮২সি-এর আওতায় সর্বনিম্ন কর নির্ধারণ না করে সর্বনিম্ন করের ধারা থেকে ৫৩ই-কে বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। যাতে করে তা অগ্রিম আয়কর হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং একজন ডিস্ট্রিবিউটর বা ব্যবসায়ী উৎসে কর প্রদান করলে তা রিফান্ড গ্রহণের বা ক্যারি ফরওয়ার্ড করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।</td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩.	কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত, ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত এবং পরিশোধিত পুঁজির উপর ঘোষিত কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% কর রয়েছে।	• কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর বিদ্যমান ২০% করের পরিবর্তে ১০% কর নির্ধারণের প্রস্তাব পেশ করা হয়। • অপারেটিং কোম্পানি থেকে অন্য কোন নন-সাবসিডিয়ারি কোম্পানির উপর বিদ্যমান ডিভিডেন্ড ট্যাক্স বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করছি। শুধুমাত্র যদি কোম্পানি থেকে ব্যাক্তি ডিভিডেন্ড প্রাপ্ত হয়, তখন উক্ত ডিভিডেন্ড আয় করযোগ্য করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	কর্পোরেট ডিভিডেন্ডের আয়ের উপর কর হ্রাস করা হলে শুধু ব্যাক্তি নয় বরং প্রতিষ্ঠানও পুনঃবিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে।
৪.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩০পি অনুযায়ী বিজেনেস প্রমোশন খাতে ব্যয় করলে তার মোট টার্নওভারের ০.২৫% অনুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেব গণ্য হবে।	এই ধারার আওতায় শুধুমাত্র যেখানে এ ধরনের খরচ করলে কোন অনৈতিক কার্যক্রম ও জনস্বার্থবিরোধী হয়, সে সমস্ত খাতে এই বিধান বলবৎ রেখে অন্য খাতগুলোকে এই বিধান থেকে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	বিজনেস প্রমোশন হচ্ছে ব্যবসার জন্য অত্যাবশ্যকীয় খরচ, যা না করলে কোম্পানি টার্নওভার বৃদ্ধি বা ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে না।
৫.	বর্তমানে অর্থ আইন,২০২০ দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি(৪) ধারা সংশোধন করে ব্যাক্তি করদাতা মোট প্রাপ্তির (Gross Receipt) উপর নূন্যতম করদায় আরোপ করা হয়েছে। অত্র বিধান অনুসারে কোনো করদাতা মোট প্রাপ্তি (Gross Receipt) ৩ কোটি টাকার বেশি হলে তাকে নূন্যতম ০.৫% কর প্রদান করতে হবে।	অর্থ আইন,২০২০ এর মাধ্যমে সংশোধিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি (৪) অনুযায়ী মোট প্রাপ্তি (Gross Receipt) ৩ কোটি টাকার বেশি হলে ০.৫% কর প্রদান করতে হচ্ছে অথচ পাইকারি পর্যায়ে একজন ব্যবসায়ীর এ পরিমাণ লাভ হয় না। এখানে ০.৫% এর স্থলে ০.২৫% হারে কর প্রদান করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	পাইকারি ব্যবসায়ীদের লেন-দেনকৃত পণ্যের পরিমাণ বেশি বিক্রয় করলেও লাভের পরিমান কম হয়ে থাকে। একই পণ্য একাধিকবার ব্যবসায়ীদের হাত বদল হয়ে থাকে। ফলে এ পর্যায়ে পাইকারি বিক্রেতাদের মোট প্রাপ্তি (Gross Receipt) এর উপর ০.৫% আরোপ করা হলে অনেক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।
৬.	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের বিষয়ে কোন বিধান নেই।	• কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫% পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্তির প্রস্তাব পেশ করা হয়। • এ ব্যাপারে নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যাতে করে গবেষণাখাতে ব্যয় অর্থ তিন বছর পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়।	প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় সকল ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করলে ব্যবসা ও শিল্পায়নে ঝউএ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজতর হবে।
৭.	30B. Treatment of disallowances Notwithstanding anything contained in section 82C or any loss or profit computed under the head "Income from business or profession", The amount of disallowances made under section 30 shall be treated separately as "Income from business or profession" and the tax shall be payable there or at the regular rate".	30B. প্রত্যাহার করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।	"The amount of disallowances" এটি একটি ব্যয় খাত। অগ্রাহ্যকৃত ব্যয়কে আয় হিসেবে গণ্য করে সংযোজিত ৩০ই ধারা অনুযায়ী নিয়মিত হারে (Regular Rate) কর আরোপ করা হচ্ছে। ফলে রেয়াতি কর সুবিধা প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্সে থেকে বেশি পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করতে হচ্ছে। এরূপ দ্বৈত কর হারের কারণে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত জটিলতা থেকে নিরসনের জন্য নতুন সংযোজিত ধারা ৩০ই. Treatment of disallowances বাতিল করা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৮.	বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় ও নতুন উদ্ভাবনের এবং কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে আয়কর থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যায় না।	কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় ও নতুন উদ্ভাবনের এবং কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে কর রেয়াত প্রদান করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যয় ও নতুন উদ্ভাবনের ও কর্মচারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হলে জাতীয় উন্নয়নে তা ভূমিকা রাখতে পারবে।
৯.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী TIN ধারী করদাতার সংখ্যার ৫০ লক্ষ কিন্তু নিয়মিত ২৪ লক্ষ TIN ধারী নিয়মিত রিটার্ন সাবমিট করে থাকে।	সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন ও আয়কর প্রদানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করছি। যাতে করে ট্যাক্স জমা দেওয়ার জন্য যেন কোন করদাতাকে কর কমিশনারের অফিসে না যেতে হয়।	যদি TIN ধারী ৫০ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করত তবে আয়করের পরিমাণ আরও বাড়ত। যেহেতু প্রতিবছর অপ্রদেয় আয়করদাতারা আয়কর প্রদান করছে না, তাই রাজস্ব ঘাটতি প্রতিবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত হচ্ছে না। সম্পূর্ণ অটোমেটেড অনলাইন ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে কর প্রদানে উৎসাহ বাড়বে।
১০.	বর্তমান আয়কর অধ্যাদেশ ধারা-৫৩ বিবিবিবি কিছু নির্দিষ্ট পণ্য বাদে অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য পণ্য থেকে কর কর্তন করার শর্ত রয়েছে। কিন্তু ভ্যাট আইনের মতো রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। বর্তমানে মোট রপ্তানি মূল্যের উপর ১% করে অগ্রিম কর আরোপ করা হয়েছে।	যেহেতু রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, তাই এ ধারায় রপ্তানী/প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর নির্দিষ্ট হারে AIT আরোপ করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	প্রচ্ছন্ন রপ্তানী এই সেকশনে অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। রপ্তানিকারক ও রাজস্ব বিভাগের উভয়েরই সুবিধার্থে যাতে করে রপ্তানিকারক ন্যায্য AIT প্রদান করে এবং সরকারের যথাযথ রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত হয়।
১১.	বিদ্যমান আইনে ট্রেডিং বা প্রফিট অ্যান্ড লস একাউন্টে প্রদর্শিত খরচসমূহের উপর উৎসে কর কর্তন করা না হলে ধারা ৩০ অনুযায়ী খরচসমূহ অগ্রাহ্য করা হয় এবং মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত হারে কর আরোপ করা হয়। অর্থ আইন ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯ এ নতুন উপ ধারা ৩২ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মূলধনী প্রকৃতির খরচের (capital expenditure) উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎস কর কর্তন করা না হলে তা অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে গণ্য হবে।	মূলধনীয় জাতীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন করা না হলে ইহা অন্যান্য উৎসের আয় গণ্য না করে বরং উক্তমূলধনী সম্পত্তির উপর অবচয় প্রদান না করার জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়।	আয়কর অধ্যাদেশের নতুন উপধারা ৩২ সংযোজন যৌক্তিক নয়। এতে সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কর আরোপ করার কারণে মানুষ কর প্রদানে নিরুৎসাহিত হবে এবং ব্যবসা পরিচালন ব্যয় বাড়বে। স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরণের করারোপ বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করবে এবং ব্যবসার ব্যয় বাড়াবে। মূলধনী প্রকৃতির ব্যয়ের সাথে অবচয় জড়িত এবং সে কারণে উক্ত খরচকে ‘‘ব্যবসায়ের আয়” বিবেচনা অযৌক্তিক। এয়াড়াও উৎসে কর কর্তন না করলে উৎসে কর্তনযোগ্য কর সুদসহ আদায়ের ব্যবস্থা আছে।
১২.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ সংশোধন করে অর্থ আইন, ২০১৯ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এর উপ ধারা ১এর প্রোভাইসো এর Para ই বিলুপ্ত করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of sales - অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে, অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Cost of goods sold-এর অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২-এর sub-section (১) এর ক্লজ (ন) এর আওতায় উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।	এরূপক্ষেত্রে Cost of goods sold - এর অংশ হয় এরূপ কোন direct materials ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারা ৫২ এর sub-section (১) এর ক্লজ (ন) এর আওতায় উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য না করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	এভাবে উৎসে কর আরোপ করার বিভিন্ন বিধান নতুনভাবে সংযোজন করা হলেও ট্যাক্স রিটার্ন দেয়া বা সমন্বয় করার সময় তা অতটা সহজে করা যায় না। তাই এভাবে উৎসে কর আরোপ করে বিদ্যমান করদাতাদের উপর কর বোঝা না বাড়ানো উত্তম।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৩.	**ব্যাংকিং খাতঃ** ব্যাংকিং খাতে সঞ্চয় বা সেভিং থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর ১০% - ১৫% উৎসে কর আরোপ করা হয়ে থাকে। সঞ্চয় পত্রের প্রথম ৫ লক্ষ টাকায় ৫% এবং পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকার উপর উৎসে কর ১০% আরোপ করা হয়েছে।	ব্যাংকে সঞ্চয় উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ন্যায় বিভিন্ন সঞ্চয়ী আমানতে এবং সকল সঞ্চয় পত্রের সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।	সঞ্চয়ী আমানতের সুদের উপর ১০%-১৫% হারে উৎসে কর আরোপ ব্যাংকে আমানত রাখার প্রবণতা হ্রাস করে যা ব্যাংকের ঋণপ্রবাহ কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে। আবার মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রাপ্ত আমানতে সুদ এর প্রকৃত অর্থমূল্য আরও হ্রাস পায়। ব্যাংকের আমানত প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য উৎসে কর হ্রাস করা আবশ্যক। পাশাপাশি জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ৫ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ১০% সুদ আরোপ করলে মধ্যবিত্ত যারা পেনশনের টাকা সঞ্চয় পত্র ক্রয় করেন, তারা বিপদে পড়বেন।
১৪.	**পুঁজিবাজারঃ** বর্তমানে করমুক্ত আয়ের তালিকায় বিকল্প অর্থায়ন সংস্থান ও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো নেই। এখানে মিউচ্যুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় (সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড) কর মুক্ত আয় সীমা। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানী থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আয় সীমা।	• ইক্যুইটি প্রোডাক্টের জন্য ৫ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। • বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ড, স্পেশাল পারপাস ভেহিকেল এর আওতায় মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল প্রোডাক্টের ডিভিডেন্ডের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়।	ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে কর অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমবে তাই মন্দ ঋণও হ্রাস পাবে।
১৫.	গ্রিনফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে পরিকল্পনা ও নীতি নেই।	গ্রিনফিল্ড অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পাঁচ বছরের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	ব্যাংক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
১৬.	**চামড়া শিল্পখাতঃ** চামড়া শিল্প বিদ্যমান করপোরেট করের হার ২৫% (স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানি হলে) ও ৩২.৫% (স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানি না হলে)। তবে শতভাগ রপ্তানিমুখী হলে বিদ্যমান কর হার ৫০% হ্রাস হয়ে যথাক্রমে ১২.৫% ও ১৬.২৫% প্রযোজ্য হয়। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতের ন্যায় চামড়া শিল্পে "গ্রীন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন"- এর জন্য আলাদা কোন সুবিধা বিদ্যমান নেই।	রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য তৈরি পোশাক খাতের ন্যায় চামড়া শিল্পের কর্পোরেট কর হার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়।	দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্পখাত হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার শিল্পখাতের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের মত হওয়া উচিত।
১৭.	২০১৮-১৯ সালে রপ্তনির ক্ষেত্রে উৎসে কর ছিল ০.২৫%। আবার ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর মাসে হঠাৎ করে পোশাক শিল্পখাত ছাড়া অন্যান্য খাতের রপ্তানির ক্ষেত্রে ১% হারে উৎসে কর আরোপ করা হয়। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থবছরে পোশাক শিল্পখাত ছাড়া রপ্তানিমুখী সকল পণ্যের উপর বিশেষত পাদুকা শিল্পের রপ্তানির উপর উৎসে কর হিসেবে ০.৫০% উৎসে কর কর্তন করা হয়।	• চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানিসহ সকল পণ্য রপ্তানির উপর উৎসে কর ০.২৫% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। • দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিখাত হিসেবে চামড়া শিল্পখাতের প্রসারে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে অন্তত তিন বছরের জন্য স্থায়ী উৎসে কর হার নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। • রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে কর হার পুনঃনির্ধারণ করার জন্য অবশ্যই রপ্তানিমুখী শিল্পখাতসমূহের সাথে আলোচনা করার প্রস্তাব করা হয়।	রপ্তানির ক্ষেত্রে ঘন ঘন উৎসে করের হার পরিবর্তনের কারণে চামড়াশিল্প, পাদুক শিল্প এবং যে কোন খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করে। সরকার রপ্তানি খাতকে সহায়তা দিতে হলে অন্তত তিন বছরের জন্য উৎসে কর হার নীতি ঘোষণা করা প্রয়োজন অন্যথায় মানুষ দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণ ব্যাহত হবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৮.	ইলেকট্রিক ভেহিকেল গাড়ির চার্জিং স্টেশন ইলেকট্রিক গাড়ি ও অটো বাইকের ব্যবহার বর্তমানে বাড়ছে। তাই ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন প্রতিষ্ঠা করার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু চাহিদা অনুপাতে চার্জিং স্টেশন এখনো গড়ে উঠেনি। কারণ ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য কোন কর অব্যাহতি ও আর্থিক প্রণোদনার সুযোগ বর্তমানে নেই।	ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ও উপকরণ দেশীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	ইলেকট্রিক ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হলে পরিবেশ বান্ধব যানবাহন ব্যবহার করা জনগণের জন্য সহজতর হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে।

মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ধারা ৬৮: ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান: উপধারা (১) (খ) তে বলা হয়েছে- অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানতে হবে এবং পরবর্তীতে ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া ধারা ৬৯ অনুযায়ী ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান: উপধারা-(২) (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করবেন।	ধারা- ৬৮, ৬৯, ৭০ এবং বিধি ৫২, ৫৩, ৫৪ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মূসক/২০২০, তারিখ ০১ মার্চ ২০২০ কে আরো সহজীকরণ করা প্রয়োজন। ফরম মূসক-৯.১ এর সমাপনী জের যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মাসের ফরম মূসক-৯.১ এর Refund-'√' (টিক) চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে ফেরত প্রাপ্তির আবেদনের সুযোগ দেয়া উচিত। ৬ (ছয়) মাস জের টানা, টাকা ৫০,০০০/- এর সীমা, কমিশনার/বোর্ড এর অনুমোদন, অনুমোদনের ৬ মাস পর পুনঃরায় ফরম-৯.১- এ আবেদন ইত্যাদি ফেরত প্রাপ্তির বিধানকে জটিল করেছে এবং এসব শর্ত/পদ্ধতি/সীমা বিলোপ করা প্রয়োজন। রিফান্ড প্রদানের সময়সীমা ৩ মাস হতে ১ মাস করা যেতে পারে।	অবশিষ্ট ঋণাত্মক নীট পরিমান অর্থ জের টানতে হবে ৬(ছয়) মাস ধরে আবার কমিশনার ফেরৎ দেওয়ার জন্য ৩(তিন) মাস সময় নিবেন। মোট ৯(নয়) মাস সময় নেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হবে।
২.	বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০১২ এর ধারা ৮৩ অনুযায়ী একজন রাজস্ব কর্মকর্তা অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান করতে পারবে। পাশাপাশি ধারা ৮৪ অনুযায়ী পণ্য জব্দ করার ক্ষমতা রাখে রাজস্ব কর্মকর্তা।	হয়রানি কমাতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনের এই ধারা পূর্বের ন্যায় বহাল রাখার প্রস্তাব পেশ করা হয়। ধারা ৮৩ এর উপধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার মহাপরিচালক-এর নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার বা সহকারি পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন যেকোন মূসক কর্মকর্তা নিম্নে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারিবেন, যথা: (ক) অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্থান, অঙ্গন, ঘরবাড়ি, যানবাহন, ইত্যাদিতে প্রবেশ ও তল্লাশি; এবং ক্ষেত্রমত জব্দকরণ ও আটক; (খ) অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিদর্শন ও উহার রেকর্ডপত্র, নথিপত্র, দলিলাদি ও হিসাব পরীক্ষাকরণ। ধারা ৮৪ এর পণ্য জব্দকরণ ও উহার নিষ্পত্তি: করার ক্ষেত্রে উপধারা (১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধান লংঘন করে কোন পণ্য সরবরাহ করেন বা কোন সেবা প্রদান করেন, তা হলে উক্ত পণ্য, বা সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য, দলিলাদি ও যানবাহন কমিশনার বা মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূসক কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক, জব্দ ও নিষ্পত্তি করিতে পারবেন।	অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, কাগজপত্র ও প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধান ও পণ্য জব্দ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র কমিশনার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না করা হলে হয়রানির আশংকা বাড়ে। এমনকি অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দোকানের স্কয়ার ফিট অনুযায়ী মেপে ভ্যাট নির্ধারণ, অসদাচরণ করছেন যা অনেক ক্ষেত্রে ভীতির সৃষ্টি করেছে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩.	সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯/১৭ জুলাই- এ উল্লেখিত টেবিল-১ এ উল্লেখিত ৭৫টি পণ্য ও টেবিল-২ ৭৯টি এ উল্লেখিত সেবা এবং টেবিল-৩ উল্লেখিত ৭টি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও বিক্রেতাদের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন করার কথা বলা হয়েছে।	সাধারণ আদেশ নং ১৭/মূসক/২০১৯/১৭ জুলাই দেখিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন প্রদান করার পর ভ্যাটের আওতায় তার টার্নওভার না আসলেও অনেক ক্ষেত্রে জোর করে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে যা বন্ধ করার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে তাদেরকে তালিকাভূক্তি প্রদান করা যেতে পারে এবং তাদের টার্নওভার ৫০ লাখ টাকা অতিক্রম করলে তারা টার্নওভার ট্যাক্স প্রদান করবে এবং ৩ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ভ্যাট প্রদান করবে।	যিনি ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি টাকার আওতায় নেই, যার ভ্যাট দেওয়ার কথা না শুধু নিবন্ধন করার কথা ও মাসিক রিটার্ন জমা দেওয়ার কথা, তাকে ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসার জন্য হয়রানিমূলক আচরণ বন্ধ করা প্রয়োজন। এটা ভ্যাট আইনের স্পিরিটের বিরোধী। তিন কোটি টাকার উপরে গেলে ভ্যাট দিবে এবং রিটার্ন দিবে না। আইনের সুবিধাটা সাধারণ আদেশের মাধ্যমে আসুক। অন্যথায় এটি ভ্যাট প্রদানকে নিরুৎসাহিত করবে।
৪.	ধারা-২০ অনুযায়ী আমদানীকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট হতে (Reverse charge) কর আদায়।	ধারা-২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্টায়ন প্রয়োজন: (ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যাহত হবে। (খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩ (২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।	(ক) ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যাহত হবে। ধারা-২০ এর Reverse charge ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট ডিপোজিট প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। (খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
৫.	এসআরও নং ১২১ কাস্টমস/ ৩ জুন/ ২০২০/ ও এসআরও নং ১২২/৩ জুন/ ২০২০/ শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানি করার সময় রেয়াতি হারে আমদানির সুবিধা পেতে প্রত্যায়নপত্র প্রদান করতে হয়। আবার শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানি করার ক্ষেত্রে অগ্রীম করের পরিমাণ ৫% থেকে ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	কাঁচামাল ও ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি করার ক্ষেত্রে অগ্রিম কর বিলুপ্ত করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	ভ্যাটের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করার খরচ অনেক বেশি হওয়ায় এই ১% হ্রাস করার তেমন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ফর্ম (মূসক ফর্ম-২.৩), ইনপুট আউটপুট কোইফিশিয়েন্ট (মূসক ফর্ম-৪.৩), বিগত ১২ মাসের রিটার্ন সাবমিশন, বিভাগীয় রাজস্ব কর্মকর্তা থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতের উন্নয়নে এ প্রস্তাব বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৬.	নতুন ভ্যাট আইন-২০১২ মোতাবেক জুন, ২০১৯ ইং-এ চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয় করার জন্য কমিশনার মহোদয় থেকে অনুমোদন গ্রহণ করা বা ১৮.৬ প্রত্যয়ণ পত্র অনুমোদন নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তবে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের শর্ত হচ্ছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন মামলা থাকতে পারবেনা এবং প্রতি কর মেয়াদে মাত্র ১০% হারে সমন্বয়যোগ্য হবে। (খ) তাছাড়া, মামলার আপিলের সময় ১০ শতাংশ হারে নগদ টাকা জমা এবং ন্যায় বিচার সাপেক্ষে সরকারের পাওনা হলে তা পরিশোধযোগ্য।	প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-১১৮ এর উপবিধি ২ এর সংশোধনপূর্বক অবশিষ্ট সমাপনী জর ২ মাসের মধ্যে সমন্বয় করার সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সচল ও সরকারের রাজস্ব আদায় অব্যাহত রাখার বিনীত অনুরোধ জানানো হয়।	চলতি হিসাবের সমাপনী জের নতুন মূসক আইনের অধীন ব্যবস্থিত এবং সমন্বয় করার জন্য ফরম মূসক-১৮.৬-এ আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিধান আছে। আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকলে আবেদনকারী সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র পাবে না। এটা খুবই অযৌক্তিক বিধান। যেহেতু, মূসক আইন, ১৯৯১ চলমান থাকলে এরূপ আপীল/মামলা/রীট চলমান থাকা অবস্থায় বা মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আপীল/ মামলা/ রীট সংক্রান্ত কোন মূসক বিয়োজন না করে থাকলে চলতি হিসাবের জের থেকে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন আইনানুগ বাধা থাকত না; তাহলে নতুন আইন প্রবর্তনের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তিকে আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকার কারণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করার বিধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে, কোন স্বীকৃত মূসক/সুদ/জরিমানা পাওনা থাকলে তা সমন্বয় করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা যেতে পারে। সমন্বয়ের জন্য কোন সীমা থাকা উচিত নয়, যা পূর্ববর্তী আইনে প্রদত্ত অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে সেক্ষেত্রে ১০% কে অন্তত ২৫% করা যেতে পারে। প্রত্যয়নপত্রের জন্য ১ মাসের সময়সীমা মানা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, ১ মাসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করলে চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কমিশনারের সম্মতি আছে বলে ধরে নেয়া হবে-এরূপ বিধান করা যেতে পারে।
৭.	ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	বার্ষিক টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে বা মুনাফা অনুপাতে টার্নওভার ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব পেশ করা হয়।	বর্তমান সময়ে বিদ্যমান ৩ কোটি টাকার উর্ধ্বসীমা খুবই অপ্রতুল এবং বিক্রয় মুল্যের উপর ৪% কর হার অত্যধিক এবং অসম। পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে যদি ভ্যাট আরোপ না করা হয় বা ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর যদি ৪% ভ্যাট আরোপ করা হয় তখন টার্নওভার কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এভাবে মোট বেচাকেনা ৩ কোটি টাকা হলেই যে তার মোট বিক্রয়ের ৪% মুনাফা হবে তা নিশ্চিত নয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা এসএমই ব্যবসায়ীদের ৪ কোটি টাকার টার্নওভার হলে তখন নিট মুনাফার ৪% ভ্যাট প্রদান করা যৌক্তিক হবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৮.	বর্তমানে অর্থ আইন ২০২০-এর মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেবাখাতে ১৫% ভ্যাট প্রদানের পরও উৎসে মূসক কর্তন করা হয়।	সেবাখাতে ১৫% ভ্যাট প্রদানের পরও উৎসে মূসক কর্তন করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব পেশ করা হয়। উল্লেখ্য এসআরও নং ১৮৭/আইন/২০১৯/৪৪ -মূসক/১৩ জুন এর ধারা ৩ (ক) অনুযায়ী ১৫% হারে মূসক প্রদান ও ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করলে উৎসে মূসক কর্তন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।	এসআরও নং ১৮৭/আইন/২০১৯/৪৪-মূসক/ ১৩ জুন অনুযায়ী ১৫% মূসক প্রদান এবং মূসক চালানপত্র মূসক ৬.৩ প্রদান করা হলে উৎসে মূসক কর্তন করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল ২০১৯-২০ অর্থবছরে। এই আইন পুনর্বহালের প্রস্তাব করা হয়, যাতে করে উপকরণ কর রেয়াত নেয়া সহজ হয়। কারণ এতে করে এসআরও নং ১৪৯/আইন/২০২০/১১০-মূসক/ ১১ জুন অনুযায়ী যিনি উৎসে মূসক প্রদান করেন, তার সমন্বয় করা সহজ হবে। মূসক আইনের অনুচ্ছেদ ২(৭১), ৪৫,৪৮,৪৯ এবং ৬৮ ও বিধি ৪০(১) এর (চ) পাশাপাশি মূসক ফর্ম ৯.১ এবং মূসক ফর্ম ৬.৬ পর্যালোচনা করে দেখা যায় সরকারি কোষাগারে উৎসে মূসক এর অর্থ প্রদান করা অপরিহার্য নয়, যদি তা সমন্বয়ের সুযোগ থাকে। কারণ তা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করা যায়। তারপরেও উৎসে মূসক কর্তন আইন জারি করা হয়েছে এসআরও নং ১৪৯/আইন/২০২০/১১০ -মূসক/১১ জুন এর মাধ্যমে। তাছাড়া পরবর্তী সময়ে উক্ত এসআরও নতুন এসআরও নং ৩৩২/আইন/২০২০/১২৭-মূসক/ ৯ ডিসেম্বর এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে যদিও তা পূর্বের উল্লেখিত সকল আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে যার উৎসে কর্তিত মূসক সমন্বয় করার সুযোগ রয়েছে, তাকে ট্রেজারি চালানে উৎসে মূসক জমা প্রদান করার বাধ্যবাধকতা অব্যাহতি প্রদান করা প্রয়োজন।
৯.	ধারা-৫১ অনুযায়ী কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে কর চালানপত্র ইস্যু করতে হয়।	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নের প্রস্তাবনা: (১) কম্পিউটারে মূসক-৬.৩ তৈরি করতে হলে তা একমাত্র এনবিআর অনুমোদিত (নিজস্ব বা অনুমোদিত সফটওয়ার কোম্পানির) সফটওয়ার দ্বারা তৈরি করতে হবে; (২) প্রতিটি মূসক-৬.৩ তে কিউআরকোড থাকবে, কিউআরকোড রিড করলে তাতে নিম্নের বিষয়গুলো দেখা যাবে: (ক) এনবিআর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নাম; (খ) ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নাম; (গ) এনবিআর প্রদত্ত এ উদ্দেশ্যে বিশেষ লগো; (ঘ) ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ এর সংখ্যানুক্রমিক নম্বর দেখা যাবে। (৩) মূসক-৬.৩ এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রঙের কাগজ নির্ধারণ করা থাকবে।	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আইন ও বিধির কোথাও নেই। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানগুলো তার ইচ্ছামতো কম্পিউটারে টাইপ করে মূসক-৬.৩ ইস্যু করবে; ফলে মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনায় অপব্যবহার হতে পারে এবং সঠিক মূসক-৬.৩ যাচাই করা সম্ভব হবে না।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১০.	ধারা-১২২ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীলের সময়সীমা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই।	আপীলাত ট্রাইবুনালে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে ব্যর্থ হলে মাননীয় আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীল দায়েরের সময়সীমা আরো ৬০ দিন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে ধারা-১২২ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়।	ধারা-১২১ মোতাবেক কমিশনার (আপীল) এর নিকট ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে না পারলে, কমিশনার (আপীল) মহোদয় আপীল দায়েরের জন্য আরো ৬০ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবে নানাবিধ সমস্যার কারণে যথাসময়ে আপিল করতে সক্ষম হন না তাই এই যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি আপিল পক্রিয়া সহজ ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।
১১.	মূল্য সংযোজন কর আইন-২০১২ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ৫% এবং আমদানী কালে ৫%অগ্রিম কর আদায় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আইন ও বিধির কোথাও উল্লেখ নাই।	ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক হার এবং যোগানদার এর ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য মূসক হার, উভয় খাতে হারের মিল রেখে ৫% করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা-৩১ এ অগ্রিম কর আদায় ও সমন্বয়ের বিধান আছে। উক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবসায়ীরা মাসিক দাখিলপত্রের মাধ্যমে উক্ত অগ্রিম কর সমন্বয় করে থাকে। ফলে, বাণিজ্যিক আমদানীকারকের নিকট থেকে সরকার কোন ভ্যাট পাচ্ছে না। যেমন(ক) আমদানীকালে প্রদত্ত কর মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে; (খ) ব্যবসায়ীরা ভ্যাট হার ৫% হওয়ায়, পণ্য সরবরাহকালে মূসক-৬.৩ ইস্যু করে যে ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা করে তা আবার উৎসে কর্তনের সনদপত্র দ্বারা মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে। ব্যবসায়ী ও যোগানদারের করের মধ্যে তারতম্য হওয়ায় একটি লেনদেন যোগানদার না ব্যবসায়ী হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং উৎসে কর্তনযোগ্য হবে কিনা এ সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১২.	নতুন আইনের চর্তুদশ অধ্যায়, ধারা ১০০: পণ্য জব্দকরণ, এর বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন। উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জব্দ করা হয়ে থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জব্দের নোটিশ জারি করবেন।	উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না।	বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না। এতে করে আইনের প্রয়োগের তুলনায় অপপ্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের কর প্রদানের আগ্রহ হ্রাস পাবে।
১৩.	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯-মূসক অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থান ও স্থাপনা ভাড়া যদি কারখানার জন্য হয়, তাহলে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।	ইকোনোমিক জোনে স্থাপিত শিল্পের জন্য নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেজার (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়া উচিত	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯ /২৯ অনুসারে মূসক অব্যাহতি দেওয়ার পরেও (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর কেন মূসক আরোপ করে, তা যথাযথভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হলে সাধারণ উদ্যোক্তাদের হয়রানি ও ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৪.	অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু অনলাইনে এখনো অন্যান্য ফর্মগুলো যেমন উপকরণ উৎপাদন (ফর্ম-৪.৩) অনলাইনে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	অনলাইনে অন্যান্য ফর্মগুলো যেমন উপকরণ উৎপাদন (ফর্ম-৪.৩) সহ সকল ফর্ম প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়।	এতে ব্যবসায়ীদের ঝামেলা কমবে এবং ব্যবসার ব্যয় হ্রাস পাবে।
১৫.	এইচ এস কোডের পরিবর্তনের কারণে অতীতে ১০০% জরিমানার বিধান থাকলেও বর্তমানে ২০০% থেকে ৪০০% পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে।	২০০% থেকে ৪০০% পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করার বিধান বাতিল করে ১০০%-২০০% জরিমানা আরোপ করার বিধান বহাল রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। যদি ইচ্ছাকৃত ভুল বলে প্রমাণিত হয়। আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়, তবে ৫০% জরিমানা আরোপ করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	সামান্য ভুলের কারণে এইচএস কোডের পরিবর্তন হলে এবং এভাবে জরিমানা আরোপ করা হলে ব্যবসা করা কঠিন হয়ে পড়বে। এভাবে ব্যাপক হারে জরিমানা আরোপ করা হলে ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বেড়ে যাবে করোনা পরবর্তী সময়ে। এ প্রেক্ষিতে দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।
১৬.	**ব্যাংকিং খাত:** ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণ করার সময় ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রথমত, ঋণের অ্যাকাউন্টে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং একই ঋণের আমানত ডিপোজিট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে আবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।	ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব পেশ।	দ্বৈত আবগারি শুল্ক'র কারণে ব্যবসা পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
১৭.	**পাটখাত:** স্থানীয় বাজারে পাটজাত-পণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারী করা হয়েছিল।	স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।	বিশ্বব্যাপী পাটখাত বাজারে ৬২% বাংলাদেশের। অতীতে বাংলাদেশের প্রধানতম বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী ছিল পাট। পাট পণ্যের নতুনত্ব ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পাটকে পুনরুজ্জীবিত করতে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
১৮.	**চামড়া শিল্পখাত:** জেনারেল বন্ড নবায়ন করার ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নতুন বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির প্রথম ১ বছরের মধ্যে এবং এর পর প্রতি ২ বছরান্তে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন করতে হয়। অপরদিকে তৈরি পোশাক শিল্পখাতে বন্ড লাইসেন্স প্রতি ৩ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়ে থাকে।	চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করা ও তৈরি পোশাক শিল্পখাতের ন্যায় বন্ড লাইসেন্স প্রতি ৩ বছরের জন্য নবায়ন করার প্রস্তাব পেশ করা হয়।	দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি শিল্পখাত হিসেবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ফুটওয়্যার শিল্পখাতের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের মত হওয়া উচিত।
১৯.	**লুব্রিকেন্ট:** জাতীয় বাজেট ২০২০-২০২১ এর এস আরও নং-১৩৫-আইন/২০২০/৮৬/কাস্টমস টেবিল ২-এ বর্ণিত মূল্যভিত্তিক কাস্টমস ডিউটি অরোপযোগ্য পণ্যের আমদানি ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য ৮২০০০.০০/মেট্রিক টন (৮২.০০/কেজি) নির্ধারণ করা হয়েছে।	আমদানিকৃত ফিনিসড লুব্রিক্যান্টস এর ন্যূনতম শুল্কায়ন মূল্য এস আরও নং-২২৪-আইন/২০১৯/৪২/কাস্টমস যৌক্তিক হারে হ্রাস করার প্রস্তাব পেশ কর হয়।	বিদ্যমান কাস্টমস ডিউটি আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য ৮২.০০/ প্রতি কেজি নির্ধারণ যৌক্তিকভাবে হ্রাস করা উচিত যাতে করে স্থানীয় আমদানিকারকও টিকে থাকতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকে সহায়তা করতে পারে।

পেশকৃত সুপারিশ/প্রস্তাব হতে নিম্নলিখিত ৬টি প্রস্তাব সম্পূর্ণ/আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে:

- আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-১ সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছে।
- আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৪ সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছে।
- আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৬ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।
- আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৯ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৪ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।
- মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব নং-৫ আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে।

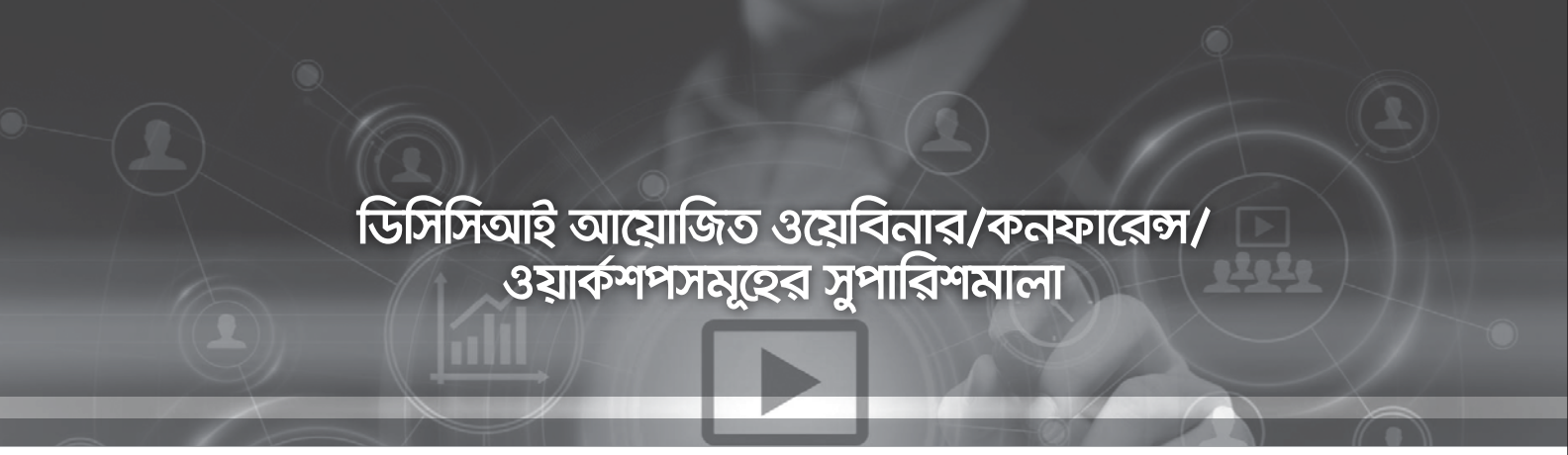

ডিসিসিআই আয়োজিত ওয়েবিনার/কনফারেন্স/ ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা

1st DCCI Business Conclave 2021

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized "1st DCCI Business Conclave-2021: 05 January 2021, Saturday with the theme of "Making Business Stronger Than Ever". The objective of the Conclave is to foster partnership and collaboration with both the developing and developed countries through trade, investment, and business match-making. It will also connect investors and entrepreneurs for sharing knowledge, experience and forging collaboration for business expansion.

Dr. A. K. Abdul Momen, M.P, Honorable Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) was present as the Special Guest. Rizwan Rahman, President, DCCI, presided over the programme and delivered the welcome speech. He also moderated the discussion session of the programme. Shams Mahmud, Immediate Past President and Director, DCCI and Abul Kasem Khan, Chairman BUILD & Former President, DCCI participated in the inaugural ceremony as guest speaker. Among others, 34 diplomatic mission chiefs from home and abroad and more than 200 business personalities and business leaders joined the conclave.

Recommendations:

- Entrepreneurs from participating countries should come up with an initiative to invest in country's manufacturing sectors to reap dividends of accelerated economic growth.
- To reach out to the international business communities and uphold our efforts in strengthening global connections for finding win-win paradigms for the economic prospect of Bangladesh.
- To accelerate larger inflow of foreign investment and remittance. Need to expect to gain-

Equitable market access:

- Expansion of our export basket.
- A significant amount of inward FDI inflow.
- Transfer of critical technologies
- Greater and better employment of our professionals and workers both home and abroad.
- Need to augment our skill sets of SME level configuring short run improvement and accessing skills and expertise markets in the medium-term in future.
- Need to use the existing market forces and leverage our potentials by using digital technologies.
- Need to Set up a new wing to deal and coordinate with all trade and investment issues with all relevant national authorities and ministries, including BIDA, BEZA, BEPZA and High-Tech Park Authority and to closely working with them as "One-Government".
- To increase trade and investment and revive the global trading network, need to diversify our product basket, trade destinations and innovative trading mechanism.
- Need to ease the business start-up process using One Stop Service and cross-border trade.
- Need to focus on job creation, sustain businesses (especially the small and medium enterprises), expand trade and ensure financial security for vulnerable people.
- Need to develop a global recovery plan that would leave no man behind.
- Need to encourage foreign entrepreneurs to invest in the ICT, pharmaceutical, footwear, agriculture, ship-building, light engineering and jute products sectors.

MEET THE PRESS (DCCI's Road to Recovery-2021)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a meet the press under the theme "Road to Recovery-Survive, Revive and Thrive" on January 23, 2021. Rizwan Rahman, President, DCCI, presented DCCI's priorities for the year 2021, highlighting Chamber's vision of policy advocacy for the year 2021. He also shared his views and observations over the current economic state and investment scenario of the country. He chalked out a plan of action to support the Government through policy advocacy to accelerate economic recovery, facilitate private sector development, revive CMSME and promote investment and industrialization.

N K A Mobin, FCS, FCA, Senior Vice President, Monowar Hossain, Vice President, Directors, Hossain A Sikder, Md. Shahid Hossain, Golam Zilani and Nasiruddin A Ferdous, were also present at the programme.

Summary of Discussions:

- The government has announced Tk. 20,000 cr. stimulus packages in this sector for COVID-19 recovery and 62.9% have been approved, among 54.13% of loans disbursed till December, 2020. Besides, Bangladesh Bank has taken initiative for a time extension to disburse packages.
- The disbursement of the CMSME stimulus package can be accelerated by engaging the SME Foundation, BSCIC (Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation) and NGOs in the distribution process to be more transparent and ease this process.
- The UK authorities either reduce or suspend VAT for a certain period and the government incentivizes its Revenue Board from the stimulus package. This model can be replicated in Bangladesh.
- At the end of the year, DCCI President will organize meet the press again for briefing the implementation status of the priorities of DCCI.
- DCCI opens SME development department during the pandemic to support the members and to connect with the CMSME stimulus package.
- We have surveyed for Challenges of CMSME in 2020 and identified the key challenges. We will continue our policy advocacy role in addressing the current channelings of CMSME.
- SME index may be developed to address bottlenecks and challenges of SME.
- Need preferential tax rate for SME.
- Need a uniform definition for SME.
- Need to prioritize in Stakeholder consultation.
- SME Foundation and Palli Karma-Sahayak Foundation need to jointly prepare a database.
- Cottage, micro and small enterprises do not get enough access to formal credit due to many obstacles while medium enterprises receive a major portion of the finance allocated under SME loans. SME definition needs to redefine and medium enterprises may merge with a large segment. It could help resolve many of the problems.
- For greater development of SMEs, need to formulate "SME Development Act" instead of "SME Policy" as an act can give the sector a legal framework.
- Considering the present economic and investment scenario, the government needs to slash corporate tax rate.
- DBI has already signed MoUs with twelve Universities to strengthen industry-academia collaboration. Effective industry-academia collaboration will help industries to get skilled executives and academia to enhance skill development facing 4IR (fourth industrial revolution).
- Upon LDC graduation, some of the facilities which Bangladesh is enjoying will no longer be available. Today or tomorrow, we will be out of the LDC status. So, we need to be prepared, improve the country's global competitiveness, which, would come into play after graduation.
- Global FDI has already come down by 50 % due to COVID-19 led pandemic situation and Bangladesh is not an exception.
- The government needs to provide same facilities and incentives to local investors likewise foreign investors.

- Regulatory reforms and reforms in policy framework will help Bangladesh to improve its position in various global competitive indexes.
- Need to explore Asian markets as 81% of the country's exports were destined for Western countries which were severely affected by the Covid-19 pandemic.
- Bangladesh is reviving its economy while Europe is still in shambles, need to look into the East and ASIAN region for greater tie-up. Moreover, the country needs to concentrate product and market diversification right at this moment.
- Focus needs to be given on regulatory reform, strategic promotion for FDI, country specific FDI promotion focusing on Asia and ASEAN observer status.
- In order to promote local industry, focus needs to be given on integrated SME clusters, SME linkage policy, SME Act and product diversification.

Webinar on Current State & Future outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (July-December FY2020-21)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "Current State & Future outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (July-December FY 2020-21)" on February 16, 2021. Rizwan Rahman, President, DCCI, delivered the Keynote Presentation in the webinar. He also moderated the open discussion session of the programme. Dr. Mashiur Rahman, Economic Affairs Adviser to the Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest.

Dr. Atiur Rahman, Professor, Department of Development Studies, University of Dhaka & Former Governor of Bangladesh Bank, Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute and Dr. M. Mashrur Reaz, Chairman, Policy Exchange participated in the webinar as designated discussants. Besides, in open discussion session, Abul Kasem Khan, Chairman, BUILD & former President DCCI, participated and illuminated the session with his thoughtful insights.

Recommendations:

- Increase the Tax and Non-Tax Receipt net to reduce the tax burden from the existing taxpayers.
- Automation of Tax Return submission and full-fledged automation of VAT returns.
- Imposition of VAT based on value addition or profit margin not on annual turnover.
- Develop an 'alternative credit scoring' system using technology to stimulate CMSMEs credit demand and need a user-friendly scoring system than traditional credit scoring system.
- Promote cash flow-based financing instead of collateral-based financing model.
- Market driven food inflation needs to be controlled through strong market vigilance and monitoring fair price mechanisms.
- Agriculture and agro-processing industry need to be supported and remain functional with strong local-supply chain systems to ensure food security.
- Corporate Tax rate needs to be rationalised at par with the competing countries.
- Facilitating Cluster development of backward and forward industries in SEZs.
- Success story of the local investment needs to be highlighted to attract foreign investment.
- Efforts to enjoy the LDC-specific benefits for a minimum 5 years more after the country's graduation.
- Negotiation for Observer Status of ASEAN and membership in Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
- Bangladesh needs to sign a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with potential trading partners such as FTA and PTA
- Upgrade PTA with OIC to FTA to expand the trade and business among the member countries.
- Strengthen collaboration of industry and academia to update and re-design education curriculum based on market demand.
- Forming a High-level National committee for developing academic curriculum.

- Increase investment in the education sector and Research & Development (R&D).
- Emphasizing re-skilling, up-skilling of human resources in line with the '4IR' demand and COVID induced changing industrial context.
- Active diplomacy is needed for the migration opportunities in the OECD countries and high growth emerging economies such as Russia, Turkey, China, Malaysia and Eastern African countries.
- Need to enhance Technical and Vocational education net.
- Allow undisclosed money in re-skilling and up-skilling of the existing workforce of industry, R&D investment.
- Make Bangladesh Krishi Bank fully oriented to farmers.
- Good Agriculture Practice (GAP) has to be ensured in every segment of the supply chain. GAP is necessary to minimize the risk of food hazards in production, post production and marketing. It improves food quality and healthy living to the large extent.
- Develop effective supply chains including logistics, warehouse and cold chain systems and establishment of a strong processing industry.
- Policy support to create own apparel brands for branding Bangladesh in the global market for sustaining in a competitive market and fair price.
- Ensuring the Social Compliance practice and expediting the establishment of Central Effluent Treatment Plant (CETP) to get the Leather Working Group (LWG) certification.
- Make an easier regulation process for private sector ETP establishment.
- Setting up well constructed preservation and processing facilities in different parts of the country so that raw hides can be preserved for a longer time to ensure fair prices.
- To ensure loan assistance for tannery owners to store sufficient rawhide timely before Eid-ul-Azha festival.
- Special support from the government is needed to build the backward linkage industry of leather footwear to harness the potential of this product.
- Expedite the completion of the API Park in order to reduce 70% raw material Import cost.
- Investment in R&D develop own patented pharmaceutical products before LDC graduation and enhance the quality production of generic products.
- Central bioequivalence and drug testing laboratories need to be established.
- Need to negotiate for extending the time limit of TRIPS exemption after our economic graduation.
- Need to set up metallurgical laboratories for expanding the Light Engineering Sector.
- NBR needs to prepare policy for expanding growth of local spare parts and light engineering sector.
- Level playing field for the local light Engineering sector as there is 15% VAT on Local production and zero VAT on Import.
- Need to promote Clusters of Light Engineering across the country.
- Need to prepare a jute pulp and paper act like the Mandatory Jute Packaging Act.
- Formation of a comprehensive policy framework with revisiting the definition of CMSME.
- Creation of E-B2B sourcing platform under PPP modality for CMSMEs to showcase their products like Alibaba or Amazon.
- Easing the access to finance for the CMSMEs through SME Bond, traditional financing system and alternative financing.
- Introduction of online trade licensing system for financial inclusion of CMSMEs.
- Formation of national Database for CMSME.
- Ensure 25% of government procurement from CMSME products.
- Stable, predictable primary energy fuel sourcing mix and pricing policy are needed.

- Local exploration companies are to be enlisted in the capital market for raising funds and quick exploration in 24 off-shore blocks.
- All Power Purchase Agreements (PPAs) need revision. No production, no payment strategy and local currency payment can be followed to reduce pressure on current accounts.
- LPG tariff needs to be rationalized to ease the consumption in the household and Transport sector instead of CNG.
- Private sector and foreign investment can be encouraged in power distribution and transmission operation.
- Formation of an independent committee titled "Financial Sector Advisory Committee (FSAC)" including former governors, leading economists and financial sector experts. This committee will work in coordination with Bangladesh Bank providing guidance in the financial sector during the pandemic.
- Insurance act 2010 with relevant rules should be implemented for third party brokerage firms and giving due commission for valued service to develop a fair insurance culture.
- To encourage well-performing large corporates for listing in the capital market, fiscal benefits like minimum 15% tax difference between listed and non-listed companies.
- Introduce mandatory share buy-back policy by the issuing company if the share price of that company falls below face value.
- Mandatory listing of perpetual bonds (issued by the banks) in the capital market to develop the bond market.
- Allow listing Green-Field projects to raise funds from the capital market.
- Expediting the Deep Sea Port project implementation.
- An independent rating system can be used to assess the quality of real estate products.
- Need to provide One Stop Service (OSS) for the Real Estate Developers.
- Government can reduce TDS at 50% level on both property and flat sale across all ranges.
- To offer fiscal and non-fiscal incentives to adopt 4IR technologies in businesses e.g., Tax rebate on spending for need based Training and Skills development programmes.
- For enforcement of regulatory framework, need to ensure consumer rights protection under E-commerce led business model.
- Allocation needs to be increased in Research and Development (R&D) of public health, Bio-technology, epidemic disease control.
- A well-organized regulation needs to be formulated to monitor the private sector health care service.
- Govt. can set up training centers in joint venture with the Philippines or other countries to develop skilled health care professionals.
- Need to form an authority to introduce 'Universal Health Care Scheme' and 'Pension Scheme.'
- Proper databases of vulnerable groups and innovative methods are required to distribute cash such as using ID numbers and mobile wallet apps to ensure transparency and accountability.
- Investment in people must include greater investment in health, education and skill development, social protection and easing of rules and regulations for higher levels of entrepreneurship development.

Webinar on Industry-Academia Linkage: The New Frontier

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "Industry-Academia Linkage: The New Frontier" on February 27, 2021, Saturday. Rizwan Rahman, President, DCCI, presided over the programme, gave the welcome speech as well as moderated the discussion session of the programme. Dr. Dipu Moni, MP, Honourable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the Chief Guest. Professor Dr. Kazi Shahidullah, Chairman, Univerisity Grants Commission also graced the occasion as the Special Guest.

Dr. Md. Sabur Khan, Chairman, Board of Trustees, Daffodil International University presented the keynote paper. Professor Dr. Muhammad Anisuzzaman Talukder, Director, Research & Innovation Center for Science & Engineering (BUET), Tahmina Binthe Mostafa, Director, Meghna Group of Industries, Dr. Syed Ferhat Anwar, Professor and Director, Institute of Business Administration, University of Dhaka, Syed Nasim Manzur, Managing Director, Apex Footwear Ltd. participated in the webinar as the panel discussants.

Recommendations:

- Strong Industry-Academia collaboration could make government's efforts more worthy, easier, efficient & effective.
- Timely policies and institutional mechanisms for establishing the industry and academia linkage in Bangladesh.
- Need to blend conventional and new skills considering the job market, skills demand and economic trend for utilizing the demographic dividend in diverse employment needs.
- Strengthen Industry-academia collaboration to orient emerging skills and redesign the education curricula based on market demand.
- Arrange internationally accredited skills development training in continuous re-skilling and up-skilling programmes to equip the workforces with 4IR technology along with vocational education for the low and semi-skilled professionals to make them competitive in the job market both at the home and abroad.
- Establish Research Universities to offer high-quality post-graduate degrees and Knowledge parks in collaboration with industry.
- Need to create opportunities to commercialize research innovations. This will incentivize research bodies, universities, and industries to build the fraternity.
- Provide incentives like tax exemption to the private sector for R&D collaboration with universities to facilitate greater knowledge and compensate for the limited public funding.
- Need to increase public investment in education, skills development and research & development.
- Need to change our mindset for better industry-academia collaboration.
- Private sector needs to invest in education for a sustainable and commercially viable research ecosystem.
- A mapping of skills is required and changes in the curriculum was important.
- Universities should not focus only on education and degrees as they have to provide necessary training programmes.
- Technical education should get the emphasis to meet the skilled manpower demand of the country.
- Need to improve skills, those, who have already been employed and the universities should open up educational opportunities for them.
- Government should encourage universities to fulfilled industry needs, find out which universities follow the outcome-based learning, and access the institutes by analysing their values to their people, society, country and uplift country in the global arena.
- The industry should be in search of the right university on focusing on the specific area of collaboration for future impact.
- The industry should collaborate in outcome-based curriculum development and update the curriculum continuously.
- The industry should collaborate with academia to create skilled people which will be beneficial for that particular industry's growth as well.
- Ministry of Education and UGC should recognize the best practices of the universities which will create a competitive culture and will support our education system exposure.
- Industries can share their best practices with academicians as a case study.
- Many industries usually recruit foreigners as skilled manpower to run the operations- which should be documented properly and their efficiency and contributions should be reflected properly and share with the academia so that in future they can produce the best candidates and our industries demand will be fulfilled.
- Chambers can invite industries to figure out the challenges, solutions need, workforces need and new courses adopting and also consult with universities what course of actions required. For Example, DCCI can be in support of bridging all these gaps, create more standing committees based on the need.
- Chambers should involve academics in research to make them commercially viable.
- DCCI in collaboration with the Ministry of Industries and Ministry of Commerce should recognize the best practices of the industries which work closely with academia to produce the best human resources for the country.

- Industry can collaborate with academia for understanding through chambers and Chambers can communicate with the Ministry of Education and UGC for implementation.
- Need to focus on Short-term and Long-term Goal: short-term goal is training People, developing skill labor and challenges and finding solutions at the moment and long-term goal is to develop cutting edge disruptive technology in collaboration between industry academia.
- Attention should be paid to sustainable researches. For that, infrastructure has to be set up.
- Researches that will not bear any fruit for the economy should not be funded.
- Government is making and operating mega projects successfully. Government should be taking one more mega project on research and development.
- To support more industry-centric R&D in academia, need tax incentives for R&D, modernising the Intellectual Property Rights (IPR) Act and encouraging commercialization of research and innovation.
- Need special skill of employees to hire from other institute rather than fresh graduates.
- Need to allow new graduates rather than shifting employees.
- Need to talk with graduates about what they want.
- Private companies should invest in training, talents and the government will be facilitator.
- Need to talk with the graduate for upcoming project.
- Funds provided by entrepreneurs to researchers and the development sector should be free of taxes.

Webinar on Country Competitiveness of Bangladesh: Key Reforms in Doing Business

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar on "Country Competitiveness of Bangladesh: Key Reforms in Doing Business" on Saturday, April 03, 2021. The objective of the webinar was to focus on the urgent need for a legal system overhaul for maintaining the country's rank in the competitiveness index of the country. Rizwan Rahman, President, DCCI, moderated the webinar after delivering his welcome address.

Private Investment & Industry Adviser to the Honourable Prime Minister, Salman Fazlur Rahman, graced the occasion as the Chief Guest while Secretary of the Law and Justice Division, Golam Sarwar attended as the Special Guest. Barrister Sameer Sattar one of the prominent and dynamic legal professionals, senior lawyer of Bangladesh Supreme Court delivered the keynote presentation.

Jagannath Chandra Ghosh, General Manager, Foreign Exchange Investment Department, Bangladesh Bank; Jibon Krishna Saha, Director, One Stop Service (OSS) and Regulatory Reforms of BIDA, Ahsan Khan Chowdhury, Chairman and CEO, PRAN-RFL Group, David Bo, Managing Director, Oryx Bio-Tech Ltd, Kazunori Yamada, Representative of Japan External Trade Organization (JETRO) Bangladesh, Asif Ibrahim, Chairman, Chittagong Stock Exchange (CSE), Abul Kasem Khan, Chairperson, Business Initiative Leading Development (BUILD), participated the webinar as designated discussants and illuminated the session with their thoughtful insights.

Recommendations:

- Bangladesh has made significant reforms like One Stop Service (OSS), Company Act for starting business, separate register for business property registration, getting a construction permit, getting credit and protecting minority investors' interest of doing business index.
- However, Bangladesh ranks far behind in enforcing contracts and resolving insolvency indicators that distract expected foreign investment.
- The immediate deregulation by Bangladesh Bank addressing this issue helped Japanese companies taking a loan from their parent companies. Such kind consideration and initiative by Bangladesh Government are highly applauding and it shows that quick actions to address the problems and embrace solutions help to keep up the growth momentum.

- Commercial dispute resolution takes 4 years in Bangladesh. To improve the litigation system, changes to the applicable civil procedure or enforcement rules, expanding court automation, electronic payment, and automatic assignment of cases to judges, introducing specialized commercial courts and expanding ADR framework are required.
- Concerned policymakers are required to take necessary initiatives in association with the private sector for improving country competitiveness. In this regard, a high-powered national steering committee is needed including Chamber bodies for time-bound improvement through relevant reforms agenda as well roadmap of pandemic recovery.
- Bangladesh can sign the UN treaty on mediation, namely the Singapore Convention on Mediation to achieve universal recognition of mediation as a powerful commercial dispute resolution tool.
- Trade bodies and chambers have responsibilities to fetch the people within the tax net who are not under the tax net right now. It will ease the tax burden on all, as currently, some anomalies consciously are there to meet the revenue target.
- Among the business community, now, the tax-paying behavior is changing, however, mass awareness is required among the business communities to pay taxes for generating more revenues that will enable Bangladesh to move forward at a faster rate.
- In the case of Enforcing Contract of EDB, at first, the total judicial system has to change. We need to change the mindset, a major reform is needed there, problems there have to be identified.
- To improve in Enforcement of Contracts' category, reforms must be made to— i) Arbitration, ii) Mediation, and iii) Litigation processes.
- The definition of "Court" stated in Section 2(b) of the Arbitration Act should be amended to include the High Court only. If this is done, then one tier of review will be less and the parties can apply straight to the High Court to enforce the award – regardless of whether it is a local arbitration award or a foreign arbitration award for international arbitration involving foreign companies.
- The existing Act should be amended allowing applications for the appointment of arbitrators to be disposed of as expeditiously as possible and, in any event, no later than a period of 60 (sixty) days.
- From the cross-border perspective, a progressive step for Bangladesh would be to become a signatory to the United Nations Mediation Convention, popularly known as the Singapore Convention. If Bangladesh were to become a signatory to this Convention and enact necessary laws, the enforcement of any cross-border settlement reached through mediation would achieve formal recognition and a significant degree of certainty.
- In connection with the litigation, it would be very helpful if Bangladesh has a separate court for commercial disputes and/or especially for cross-border commercial disputes.
- In Bangladesh, bankruptcy laws are governed by the Bankruptcy Act of 1997. Instead of liquidation, if businesses can be rescued, it may reduce the failure rate among firms, help maintain a higher overall level of entrepreneurship in the economy and preserve jobs.
- To deal with the problems related to Resolving Insolvency, the Bankruptcy Act should be amended to include/introduce the— i) Introduce effective reorganization provisions, ii) Enhance creditors' rights in insolvency proceedings, iii) Improve the provisions dealing with the administration of the debtor's assets during insolvency proceedings, iv) Establish a regulatory framework for professional insolvency practitioners, v) Implement non-binding principles for out of court resolution methods to be used by debtors and creditors.
- The reforms should be taking place on a fast track basis and need to be a model for others, to remain competitive.
- Taxation policy and auditing process need to be changed as some provisions of these can be seen as detrimental to the economic growth of Bangladesh.

Webinar on Automobile Industry Development: Present Situation and Future Prospects

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "Automobile Industry Development: Present Situation and Future Prospects" on April 18, 2021, Sunday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome address. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Honourable Minister, Ministry of Industries, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the occasion as the Chief Guest while H. E. ITO Naoki, Ambassador, Embassy of Japan in Bangladesh attended as the Guest of Honour.

Taskeen Ahmed, Deputy Managing Director, IFAD Group Bangladesh, delivered the Keynote Presentation. Md. Touhiduzzaman, Managing Director, Pragati Industries Ltd, Matiur Rahman, Chairman & Managing Director, Uttara Group, Abdul Haque, President, Bangladesh Reconditioned Vehicles Importers and Dealers Association (BARVIDA), Syed Imtiaz Ahmed, President, Canada's Signal Stream Inc., John D. Dunham, Economic & Indo-Pacific Affairs Unit Chief, Embassy of the United States of America, Hayakawa Yuho, Chief Representative, Japan International Cooperation Agency (JICA) Bangladesh participated in the webinar as the panel discussants.

Recommendations:

- The policy needs to be for a minimum 20 years and segmented into two phases, assembly and value addition through manufacturing.
- Government can allow setting up joint ventures for parts manufacturing to create local skills and spare parts business to develop localisation of industry.
- Minimum 5-10 years tariff policy to support the assembling and manufacturing of vehicles.
- Preferential corporate tax at a reduced rate to be offered with 10 years 'tax holiday' of the automobile assembling/ manufacturing ventures in the Special Economic zone in Bangladesh and a separate Automobile zone can be set up to encourage local vehicle entrepreneurs.
- Foreign companies may be facilitated in SEZ having all infrastructural support with the condition to sell half of production at the local market.
- Allow 5-year tax exemption to encourage Non-Resident Bangladeshi (NRB) experts to work in our Automobile industry.
- A long term plan for rehabilitation of the reconditioned car sector with appropriate guidance.
- Roadmap on developing safety standards and mechanisms to support implementation of Safety regulations, vendor development and future export market access.
- Need to constitute the 'National Automotive Council' to support the relevant research in the automobile sector and separate 'National Automobile Skills Development Council' to develop diverse automotive skills.
- Need to encourage industrialists of home and abroad to set up spare parts and tools manufacturing plants here in Economic Zones (EZs) that can cater huge demand of the automobile manufacturing industry.
- Research and Innovation are very important for the development of this industry as well as for the other allied industries to keep ourselves globally competitive.
- For export diversification, the automobile, light engineering and agriculture-based sectors could play a vital role and the investment in this sector will help to contribute to Bangladesh's industrialization diversification of manufacturing sectors and eventual export of automobiles.
- The thriving light engineering industry should be provided with the necessary support to enhance its production capacity and ensure high-quality products to operate as strong local automotive parts suppliers.
- Industry academia linkage can play a vital role to develop Automobile Industry in Bangladesh.
- Need to focus on a unique policy for revenue and taxes and the policy must be framed with the Ministry of Industries, Ministry of Commerce, Ministry of Finance and National Board every year.
- Industrial policy should be sustainable and supportive to accept the diversified market challenge.

- The development of the Automotive Electronic control unit (ECU) can radically change our automobile industry in a competitive export market. For Example, an electronic control unit (ECU) hardware costs around USD 30 which are used in dozens in a modern vehicle. But global companies spend millions on the software installed in the units.
- The government should take initiatives to engage thousands of local computer science graduates to work in the field which can be a big boost as it would enable exports to the developed countries.
- Essential to forecast and identify the needs, challenges and investment preparedness to function our local automobile industry.
- The policy and initiation of consultations among the relevant ministries and agencies to come up with the policy support and incentives on tax tariffs, retail and second expansion of domestic production and import of cars in due consolation to market needs and trends.
- Since Bangladesh will soon graduate into a developing country, the government needs to formulate ideal policies on tax and investment.
- Long-term policy support and incentives would foster the automobile industry's growth.
- The taxation policy should be industry-friendly as the industry needs consistent policy support.
- Automobile policy should be carefully formulated and implemented since the industry's situation changes every day.
- Every assembler should have a research and development cell for improvement and transformed from assembling to progressive manufacturers, we need to increase our capacity to manufacture retail equipment, as well as increase research activities.
- Small and medium enterprises (SMEs) related to the sector need to be supported.

Webinar on Industry and Academia Linkage: Role of Academia

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "Industry and Academia Linkage: Role of Academia" on April 24, 2021, Saturday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome address. M Abul Kashem Mozumder, Ph.D., Pro-Vice-Chancellor, Bangladesh University of Professionals (BUP), Professor Imran Rahman, Special Advisor (Board of Trustees) & Dean, University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB), Dr. Carmen Z. Lamagna, Vice-Chancellor, American International University-Bangladesh (AIUB), Professor Satya Prasad Majumder, Vice-Chancellor, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) participated in the webinar as the panel discussants. Besides, Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI, participated in the webinar as the open discussant.

Recommendations:

- Introducing a blended Outcome-based-Education (OBE) system encompassing classroom and laboratory-based learning with an industrial orientation at both engineering and non-engineering education across the board.
- Establishing STEM Research Universities to create quality graduates and Knowledge Parks.
- Updating the University curriculum incorporating the best practices followed in best Western and regional universities to foster innovation and students' betterment.
- Faculties and Vice Chancellors of specialised Science and technology Universities need to prioritise the industry and academia fraternity and roll out a necessary course of action.
- Strengthening Industry-academia collaboration to keep pace with the emerging skills and redesign the education curricula. A collective initiative of UGC and University is needed.
- Motivating young graduates for blended learning in the changing industrial context to convert them into skilled human capital.
- Government to provide tax exemption to the financial support of the industrial sector for research activities in the education sector.
- The universities mainly focus on teaching, research and entrepreneurship development whereas the students also need training and facilities to conduct research.
- The linkage between industry and academia needs a joint initiative through the application of modern curriculum in higher education.
- Students need to be given more importance to three aspects of education that are teaching, research and career development.

- Industry can join hands to inject necessary funds for research considering research & innovation (R&D) as an investment.
- The public and private sectors need to come forward to provide financial support to the research activities of the universities for the development of skilled human resources.
- The educational curriculam should be accustomed to technological advancement, industrial transformation, and occupational automation to survive in the global job market.
- To reduce the existing gaps in the industry and education sector, emphasis should be placed on adopting training programmes and increasing experience exchange. In this respect, the government has to play the role of chief coordinator for the coordination of education and industry.
- Government should provide incentive funds, policy regulations, guidance and support and infrastructure development to foster industry-academia collaboration to ensure research and advanced training to adjust with the global job market.
- The long-term integration of education and industry has played an important role in achieving industrialization and economic growth in the developed and developing countries of the world and needed to follow this guideline.
- At present, the information technology-based industry sector is being run based on providing new ideas and services and needed to ensure that our students are provided with the necessary educational activities to develop such skills.
- To introduce 'Industrial Training' activities in the universities of the country.
- Redesigning the curriculum emphasizing technology, innovation, business incubation, start-ups and entrepreneurship development was crucial to addressing future challenges.
- Industry representation in the academic council and advisory board of universities could help minimising the gap between the industry and academia.
- All universities need to take steps to make a database system comprising of all employers. For Example, the Garments sector has huge potential to hire new graduates and also create employment opportunities.
- Need to take responsibility from universities to make sure that they have an office where the student can go and get career counseling.
- Need to open the opportunity for fresh graduates rather than shifting employees.
- Need to focus on a continuous source of funding to develop infrastructure research academy with highly equipped research lab and provide incentives, financial and recognition full-time students at the Masters and PhD level, research assistantship level and also different types of fellowship.
- Different projects and companies can provide sponsors and work closely with the student to solve real-world business problems.
- Need to increase public investment in education, skills development, and R&D for building Bangladesh in line with our development visions.

Webinar on Current Reforms in Ease of Doing Business in Bangladesh and Preparedness for the Future

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a discussion meeting under the theme "Current Reforms in Ease of Doing Business in Bangladesh and Preparedness for the Future" on April 27, 2021, Tuesday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the discussion meeting after delivering his welcome address. Md. Sirazul Islam, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), graced the occasion as the Chief Guest while Md. Billal Hossain, (Additional Secretary), Executive Member-5 (Investment Environment Services), Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) attended as the Special Guest. Jibon Krishna Saha Roy, Director, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) delivered the Keynote Presentation. Asif Ibrahim, Chairman, Chittagong Stock Exchange Ltd, Md. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI, Data Magfur, Former Director, DCCI, M S Siddiqui, Member, DCCI and Kabir Ahmed, President, Bangladesh Freight Forwarders Association participated in the open discussion meeting.

Recommendations:

- To accelerate private sector contribution in economic growth, attract more FDI, achieve SDG and sustain the competitive and enabling environment for industrialization, simplified and pro-business regulatory environment is essential.
- A time-bound reforms and improvement roadmap will be inevitable to take the economy into a new stature aligning with the vision of the Government in the changing geo-economic order. BIDA should hear the concerns of foreign investors to get an idea of necessary reforms.
- The government should focus on creating an effective business-friendly environment besides improving the ranking on ease of doing business index.
- Better coordination between the government agencies and the private sector is required to attract more foreign direct investment (FDIs) in the country.
- To make cross-border trade paperless with automated customs clearance for low-cost trade processes, we need to fasten the Corrective Action plan (CAP) for implementing Trade Facilitation Agreement (TFA).
- Need to redress the bottlenecks, reduce time, process and cost in all criteria of doing business and streamline the entire process towards lifting the indicators of the EODB index.
- Need to fasten the Corrective Action plan (CAP) for implementing TFA as our TFA implementation commitment is around 35%.
- Mediation is needed as an effective tool for resolving commercial disputes by signing Singapore Convention as well reforms of insolvency act.
- Proper dissemination and promotion of Businesses should be well aware of all government circulars or notifications related to trade and commerce.
- Need to reduce the cost of business as global trade is getting more competitive.
- Lack of communication and lack of response need to reduce to make BIDA stronger. At the same time, different government agencies should work shoulder to shoulder transparently and responsively.
- The number of National Committee for Monitoring & Implementation of Doing Business (NCMID) meeting needs to increase for improving the ranking of ease of doing business index.
- The private sector needs to work closely with BIDA because they are working for primary investment. Discussion Meeting on "Current Reforms in Ease of Doing Business in Bangladesh and Preparedness for the Future".
- There is no alternative to ADR for easy settlement of business disputes and it is necessary to set a side time for settlement of arbitration.
- Need to separate courts for dispute resolution under enforcing of contracts and alternative dispute resolution.
- Private sector businessmen to know about the reforms that have taken place and also response the survey considering the reforms which have already been done.

Webinar on LDC Graduation of Bangladesh: Journey Towards Economic Excellence

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "LDC Graduation of Bangladesh: Journey Towards Economic Excellence" on May 29, 2021, Saturday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome address. Dr. Ahmad Kaikaus, Principal Secretary to the Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Md. Jashim Uddin, President, The Federation of Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (FBCCI) and Fatima Yasmin, Secretary, Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh were also present at the webinar as special guests.

Barrister Nihad Kabir, President, Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Taufiqur Rahman, Board Member, Head of LDC Unit of the Development Division, WTO, Geneva, Dr. Muinul Islam, UGC Professor, Professor (rtd.), Department of Economics, University of Chittagong, Former President Bangladesh Economic Association (BEA) were present at the webinar as

distinguished panelists. They participated in a lively and informative open dialogue followed by a Q&A session moderated by Rizwan Rahman, President, DCCI.

Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI, participated in the webinar as discussant. Members of the media and the entire DCCI secretariat were also present at this webinar as the audience. This event was telecasted live on the official Facebook page of the chamber, where general people from all over the world had an opportunity to participate in this event as the audience.

Recommendations:

- The Government must provide special attention to the CMSME sector.
- Sectorial and national-level researches can be carried out under direct supervision of the PMO and with the help of BIDA and other related authorities to determine impacts and opportunities of LDC graduation. To conduct aforesaid practical implementation-oriented researches, experts and academics must also be brought under one umbrella.
- To remain a competitive supplier, Bangladesh needs a market-specific strategy following its LDC graduation.
- The impact of patent protection requires closer examination and research.
- There may also be some impacts on the export subsidy, which needs further examination and research.
- The governments can continue to use tariffs as a trade instrument policy.
- Bangladesh must prepare short and mid-term strategies along with a longer-term goal. The shorter-term strategies should focus on maintaining the status quo, while, the longer-term goal is about exploring new lines of business opportunities.
- Bangladesh is not eligible for GSP Plus right now. However, what terms can benefit Bangladesh that needs to be negotiated.
- For FTA negotiations, the government needs to do a cost-benefit analysis to see the extent to which the government can engage.
- A national database may be created to ensure better accessibility of national economic data. In the proposed database, both private-public sector data must be made available.
- Steps must be taken to strengthen institutions. Because it will be one of the most important elements of negotiation since competitiveness may be affected through differences in institutional strengths among competing nations. Such as - Vietnam and Malaysia. -
- Most important institutions of our country, such as - BIDA, BFTI, Tariff Commission and the two most important regulators of the country, the NBR and the Bangladesh Bank must take preparatory measures to ensure their institutional strengths.
- A chief trade negotiator can be placed at the PMO to collaborate with different ministries and negotiate with other countries, bilateral and multilateral financial institutions and trade partners.
- Stopping corruption and capital flights are of the utmost importance.
- The plan of establishing 100 EZ's may also prove to be an effective step to overcome any hindrances that may arise out of the LDC graduation of Bangladesh in 2026.
- Special care must be given to ensure increased private investments.
- Steps must be taken to ensure that all available benefits we receive as LDC, are maximized until 2026. In addition, actions are required to ensure that we receive all benefits that a graduated nation receives following our graduation in 2026.
- PTAs and FTAs are required to be signed. It is to be noted here that we have already engaged with 11 countries in this regard.
- Special attention must be given to skill development and competitiveness. Digital competencies must also be developed for harnessing benefits from the 4th Industrial Revolution.
- Steps should be taken to remove non-tariff barriers to promote trade between Bangladesh and India.

Webinar on Future of Industrial Fuel Source in Bangladesh: LPG & LNG

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "Future of Industrial Fuel Source in Bangladesh: LPG & LNG" on June 19, 2021, Saturday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome address. Md. Anisur Rahman, Senior Secretary, Energy & Mineral Resources Division, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Md. Maqbul-E-Elahi Chowdhury, Member (Gas), Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) was present at the webinar as special guest.

Keynote paper was presented by Engr. Khondkar A Saleque, Director, Global Consultant & Educational Pty Ltd., Australia. Md. Shahriar Ahmed Chowdhury, Assistant Professor & Director, Centre for Energy Research, United International University (UIU), Professor Dr. M Shamsul Alam, Dean, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Daffodil International University (DIU), Aameir Alihussain, Vice Chairman, Bangladesh Steel Manufacturers' Association (BSMA), Faruque Hassan, President, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) were present at the webinar as distinguished panelists. There was a lively and informative open discussion session moderated by Rizwan Rahman, President, DCCI.

Recommendations:

- Considering the rising demand for LPG, LPG bottling, storage facilities, need to be installed following the private-public partnership model fitting urban and industrial context in long run.
- "Tariff fixation" of these fuels are to be readdressed holistically for prioritizing rational cost of living and doing business industrial perspective.
- Government may suspend gas supply for captive power except the cases where it is used for Cogeneration and Tri-generation (Power, heating /drying and cooling /refrigeration).
- Power generation from our gas is 42.99% and captive is 15.64%. Therefore, those who are not proficient in the use of industrial gas are requested not to use it.
- As we are going to be a middle-income country, we should transform the primary industry into a more economical and value-added industry.
- It is very important to install meters for domestic use. At present where domestic usage is showing 15.21%, we can bring it down to 10% by ensuring the meter system.
- Global price should be taken into consideration in fixing LNG price in the future.
- Industries must be the first priority for gas supply, it may be local gas or LNG.
- Cogeneration and Tri-generation process in export-oriented major industries could save energy cost.
- Industrial Rooftop Solar, Rainwater harvesting would be economically beneficial for retaining competitiveness.
- Government must assist BERC in ensuring compliance with its determined tariff by Energy Companies (Public and Private)
- As economic growth is developing, Second Refinery should be built for increasing capacity of its own LPG production.
- Bangladesh must gradually move towards third-generation fuel-efficient industries.
- 'Gas theft' by unscrupulous people should be checked.
- We need to reduce system loss and need rational planning for gas utilization in industries by categorizing the nature of gas use.

Webinar on "Challenges and Way forward on Export diversification with likely regulatory reforms upon LDC graduation of Bangladesh"

After the graduation of Bangladesh from LDC, our export industries are likely to face challenges in our export destinations mainly due to erosion of international support measures. Moreover, as our export market is concentrated to limited number of products such as RMG, leather and leather products, jute & jute goods, agricultural & agro-processed products with heavy concentration on RMG, it is presumed that we will face some critical challenges after graduation. Taking into account this trade perspective, we need to identify the likely issues and challenges of the major potential export-oriented industries and make

strategic recommendations to sustain and grow the export business for a relentless economic journey beyond 2026. A high-level committee on identification of challenges, way forward and preparedness upon LDC graduation of Bangladesh has been formed in the PMO led by Principal Secretary of Honorable Prime Minister of Bangladesh.

In line with the decision and advice to Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in 1st meeting of sub-committee of Investment, domestic market development and export diversification under the PMO, GoB on 24th June 2021, DCCI organised the 1st Dialogue titled "Challenges and Way forward on Export diversification of Bangladesh upon LDC graduation" on July 7, 2021, in association with Export Promotion Bureau (EPB). Rizwan Rahman, President, DCCI made his opening remarks and moderated the dialogue. A.H.M. Ahsan, Vice chairman, Export Promotion Bureau (EPB) was present as the Chief guest. Professor Dr. Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, CPD, Dr. F.H. Ansarey, Managing Director & CEO of ACI Agribusiness, General Manager, Incepta Pharmaceuticals Ltd., Md. Saiful Islam, President, LFMEAB, Mohammed Mahbubur Rahman Patwari, Managing Director, Sonali Aansh Industries Limited, Syed Almas Kabir, President, BASIS, Md. Abdur Razzaque, President, Bangladesh Engineering Industry Owner's Association were present as discussants.

To determine required and potential policy reforms on the aforementioned issues, the second Focused group discussion in the form of dialogue titled "Challenges and Way forward on Export diversification of Bangladesh upon LDC graduation- A regulatory reform perspective" was organised by DCCI in association with EPB, on 11 July 2021 using zoom platform. Md. Tofazzel Hossain Miah, Secretary, PMO, GoB graced the occasion as the Chief guest. High officials of public sector organizations and member of the sub-committee- A.H.M. Ahsan, Vice chairman, EPB; Md. Ariful Hoque, Director, BIDA (Registration & Incentives-1) (Commercial); Dr. Md. Habibur Rahman, Executive Director (Research), Bangladesh Bank; Md. Abdur Rahim Khan, Joint Secretary, Export Wing, MoC, Andalib Elias, Director General (Multilateral Economic Affairs), Economic Affairs Wing; Dr. Khandoker Azizul Islam, Additional Secretary (Organizational Support Wing), Information & Communication Technology Division, GoB, Dr. Md. Khairuzzaman Mozumder, Additional Secretary, Macroeconomic Division, Finance Division, Ministry of Finance, GoB; Md. Belayet Hossain Talukdar, Additional Secretary (Development), Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education, GoB, Md. Alamgir Hossain, Member (Tax Policy), National Board of Revenue, Dulal Krishna Saha, Executive Chairman (Secretary), National Skills Development Authority (NSDA) and Sheikh Yusuf Harun, Executive chairman (Secretary), Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) were present as discussants. Renowned economist Dr. Selim Raihan, Executive Director SANEM & Professor, Dept. of Economics, University of Dhaka was also present as distinguished discussant.

The following report combines core issues, challenges of export diversification and likely recommendations of 5 products and 1 service upon LDC graduation emanated from valued views of sectoral stakeholders, survey response, industry leaders, economists and Government agencies involved in export development and facilitation. Followings are views by participating industry stakeholders at the 1st Dialogue of Export diversification.

Recommendations:

Recommendations from Light Eng sector. (Bicycle, Agro-machinery, factory spares, LPG cylinders, spare parts for mills and factories, etc.)

- To increase market access, Economic Complexity Index (ECI) which measures the productive capabilities of large economic systems needs improvement meaning knowledge accumulated in a population needs to be expressed in the economic activities present in a city/country/region.
- Initiatives to develop skilled manpower.
- Needs Bonded warehouse facility.
- A low-cost fund with 2-3% interest rate and effective venture capital firms are required.
- Steps to reduce non-tariff barriers while entering into the Chinese market, specifically for bicycles.
- BSCIC planned to establish an industrial park on 25 acres of land. The price of land should be rationalized and industrial infrastructure needs to be developed.

Recommendations from Jute sector:

- Customs clearance process needs to be simplified.
- VAT is to be removed at all stages of manufacturing and export of jute and jute products.
- Disparity in terms of facilities between RMG and Jute (and other sectors) must be removed.
- Enhance international marketing capacity of the manufacturers of the jute goods.
- Investment in research on diversified jute goods is needed.
- Mills with obsolete/old machinery should be transformed to modern mills by adding updated technology
- Government needs to give benefits to replace old-machineries with new technology.

Recommendations from IT & ITES sectors:

- Import-export policy needs to be streamlined to ensure competitiveness & ease doing business context.
- The Data Security Act needs to be updated and implemented as Data privacy law & IP protection are needed to attract foreign buyers.
- Hi-tech parks which are under construction are to be made fully operational at the earliest. Construction of Thirty high-tech parks need to be completed within stipulated time.
- Employees must be trained in line with the requirements of the 4IR technology.
- Price of broadband internet needs to be reduced.
- Country branding involving foreign missions, commercial wings and international media are essential.
- Investors should be assisted from one window through effective OSS.
- Need to increase funds in R&D.
- ICT training should be of international standard so that our workforce can deserve smart compensation at home and abroad.
- Need to form an authority to introduce 'Universal Health Care Scheme' and 'Pension Scheme.'
- Proper databases of vulnerable groups and innovative methods are required to distribute cash such as using ID numbers and mobile wallet apps to ensure transparency and accountability.
- Investment in people must include greater investment in health, education and skill development, social protection and easing of rules and regulations for higher levels of entrepreneurship development.

Recommendations from the Agro & Agro-processing sector:

- Quality control measures must be taken.
- New modern technology with High-tech machinery and production equipment needs to be introduced.
- Need to develop the backward linkage of the agro-processing to make it profitable.
- Separate 'Food Industrial Zone' may be created to attract foreign investors.
- Setting up Training and innovation facilities for agro-processing entrepreneurs, especially aiming at youth and women.
- Investment is required in post-harvest technology and Cold-chain facility for better storage.
- Ensure low-cost fund for investment in the agro-processed industry.
- Enhance storage capacity of agricultural products to offset seasonal supply shortage.
- GAP (Good Agriculture Practice) and traceability in agriculture needs to be implemented.

Recommendations from Leather goods and Footwear Sector:

- Exporters need to improve their negotiation skills in the post-LDC graduation time.
- Ensure compliance of the environmental, social, and quality (ESQ) practices & guidelines.
- Central bonded warehouse facility is needed.
- Skills development is needed to ensure cost-efficient production.
- To sustain in the world market, productivity needs to be improved.

Recommendations from Economists:

- Compliance issues such as the sanitary and phytosanitary (SPS) measures need to be addressed.
- Rules and regulations of the country also require to go through rigorous reform in line with the guidelines of the WTO.
- Step is to be taken to negotiate for a separate package for "Graduated LDC" like the one for LDC.
- Legal capacity of the country must be increased. A separate "Negotiation Cell" must be formed in the MoC for dispute settlement.
- The industrial policy lacks proper coordination with the export and import policy. Hence proper coordination and synchronization among these policies are needed.
- Cash incentive policy and mechanisms for different industries need to be revisited in the context of LDC graduation
- Three major supply side issues, namely (a) Access to finance (b) Infrastructure (overall and sectoral) and (c) Skilled manpower require proper attention. Overall and sector-specific infrastructural issues must be resolved with equal importance as the overall infrastructural issues.
- Trade-FDI linkage has to be exploited properly. FDI is essential for export diversification as well.
- SEZ plans of the government can be a game changer. However, gradual implementation is also needed.
- Challenges need to be addressed broadly on two fronts: (a) Homework for tackling domestic issues & (b) Negotiation
- Negotiation skills need to be improved.
- There are pro-RMG bias as well as anti-export bias in different policy spaces. These biases need to be addressed.
- FTA/PTAs are to be signed for ensuring duty free/preferential market access for RMG and products beyond RMG as preferential access will be eroded after graduation.
- Bilateral comprehensive economic partnership agreement is to be initiated with regional economies.
- Comprehensive study should be taken to identify likely benefits and costs associated with PTAs and FTAs to find the effectiveness of these trade agreements.

Core Policy Recommendations for export diversification from public policy agencies:

- Industrial policy needs to be updated and be made sector-specific.
- Investors want Policy certainty and Timebound services.
- Multiples sources of funds are also needed.
- Demographic dividends are to be utilized by ensuring proper skill development initiatives.
- Regional cooperation such as SAFTA, APTA, BIMSTEC etc. are to be made more meaningful and effective Moreover, we need to explore joining the bigger regional platform such as ASEAN, RCEP etc.
- Bilateral trade negotiation also needs to be expanded to conclude FTA/PTA.
- Bangladesh Bank needs to support investment, employment generation, productive sectors and exports as and when needed.
- Diversification in terms of value, location and sectors are needed.
- BEZA and new industrial policy can play critical roles.
- To increase export, skilled manpower is required. After 2041, the demographic dividend will decline and therefore young manpower need to be trained to realize the demographic dividend and to supply of skilled manpower to the export industry along with other industries.
- "Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)" developed by NSDA needs to be properly implemented.
- As standard of the training institutions is not appropriate and there is a lack of training materials, trainers and assessors, hence it needs to be updated/upgraded. NSDA is preparing the skills-based curriculum and Competence based Learning Material (CBLM), which partially helps to address this issue.

- Mutual Recognition Agreement (MRA) of skills level with foreign countries is needed.
- Skill development policy is essential to cater the need of the industry and economy. Hence the "National Skill Development Policy -2021" needs to be approved by the government and implemented at the earliest.
- NSDA is not well aware of the demand for different skills by the industry. In addressing this issue, National skill portal is created. It can help to ascertained Demand of the skills. This information needs to be well circulated with the request to the industry to submit its requirement through this portal.
- Bangladesh may negotiate in the multilateral forum, such as WTO, to continue LDC preferences till 2033.
- The scheme of offering cash incentives to the 38 export-oriented products will have to be discontinued to avoid litigation/disputes with other countries. Therefore, it is needed to devise alternative WTO compliant support mechanism.
- Initiatives may be taken to join trade alliances such as ASEAN or sign FTA with ASEAN.
- Artificial intelligence, internet of things, robotics and blockchain industry should be developed to build a knowledge-based society. Building a center for the 4IR is also needed to meet the future demand of industries.
- Experience of other countries needs to be analysed to devise WTO compliant mechanism to assist exporters. It is essential to exploit maximum benefits of LDC preferences until the country graduates.
- Testing and quality control system need to be improved.
- To improve product quality and to ensure diversification, investment in R & D essential. To set up a research development and innovation center, it is imperative to allow importation of duty free machinery for the R&D center.
- Corporate tax rate should be gradually reduced to attract more investment in other export-oriented industries.
- Ease of doing business ranking must also be improved to attract FDI.
- Simplification of customs clearance and development of port systems are also essential to reduce the cost of export and enhance competitiveness.
- One Stop and online based Services are very effective for the businesses and this must continue in future.
- BEZA faces a problem in giving lands to the investors and 15% vat is often imposed by the NBR. It is hurting the investors.
- Preparation for GSP Plus is an essential step. It is also important to negotiate with other countries. Private sector can perform the role of ambassador in this regard.
- Maintaining TRIPS waiver for another 12 years is essential.
- Compliance capacity must be improved. Product quality must be ensured besides country branding.
- To increase product diversity, special attention must be given to producing high value products.
- Language skill is also needed to be improved to set deals with the counterpart and ensure business benefits.
- The leading Chambers of country can take initiative for human resource development with the assistance of Government for reducing skill gaps of the current and potential employees.
- The entire value chain of non-RMG products needs to be strengthened.
- We are becoming climate-resilient from a climate-vulnerable country. Bangladesh needs the branding that country has moved towards climate prosperity from climate vulnerability.
- 78 missions in Bangladesh need to be properly utilized for expanding trade opportunities and export diversification.
- Negotiation is a key skill. Both private and the public sectors must work together to identify how to strengthen this skill. The legal aspect of negotiation is also extremely important.

- The representatives from the Ministry of Commerce, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law and Private sector are needed to develop collective negotiation skills and create a pool of trade negotiators.
- Horizontal, Vertical and Diagonal diversifications are to be addressed.
- Focus on investment, technology, supply sectors, infrastructure, skills, etc. are very essential for diversification.
- Need to address the regulatory hindrances in investment in non-RMG export oriented industries.
- All kinds of input subsidies should be continued. Strategic solutions are needed on how to provide fiscal incentives and tax incentives to the sectors to continue their progress and to make various sectors more competitive in the international market.
- BIDA and BEZA need to get a clear idea of the products, including IT and ITES so that they can efficiently promote products/sector abroad seeking investment.
- Cross-country best policy initiatives or incentive practices may be replicated in Bangladesh.
- Entrepreneur needs to be more serious and aggressive in promoting their products abroad. Engaging agent, setting up sales/liaison office etc. in foreign countries is needed to expand sales.
- Market intelligence report needs to be generated if required through consultant, to identify specific products for specific market.
- More participation in product specific trade fairs and frequent exchange of trade delegation are important to find new buyers for non-RMG products.
- Govt. needs to negotiate to remove non-tariff barriers that are present in many countries.

Webinar on Sustainable River Dredging: Challenges & Way forward

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar titled "Sustainable River Dredging: Challenges & Way forward" on July 31, 2021. Khalid Mahmud Chowdhury, M.P., Honourable State Minister, Ministry of Shipping, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Md. Shafiul Islam (Mohiuddin), M.P & Former President, FBCCI and Kabir Bin Anwar, Senior Secretary, Ministry of Water Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh were present as special guests. Rizwan Rahman, President, DCCI delivered the welcome speech and moderated the panel discussion session.

Dr. Ainun Nishat, Professor of Emeritus, Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER), BRAC University delivered the Keynote presentation. Commodore Golam Sadeq, NGP, ndc, ncc, psc, BN, Chairman, Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA); Robert Hennessy, Vice President, Group Civil Engineering, PSA International Pte. Ltd.; M. A. Jabbar, Managing Director, DBL Group and Abu Saleh Khan, Executive Director, Institute of Water Modelling (IWM) participated in the Webinar as Panelists.

Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI and Managing Director, Caldwell Development Ltd. and Engr. Md. Nurul Aktar, Convenor, DCCI National Infrastructure Standing Committee 2021 and CEO & director, Energypac Electronics Ltd. participated in the webinar as discussants in the open discussion session.

Recommendations:

- Bangladesh needs adequate capacity for larger vessels to come into the waterways.
- The total river basin system should be analysed efficiently and need a post-dredging evaluation system.
- Need proper training for skill development and capacity building as the dredgers at present are highly sophisticated and modernized.
- To create skilled manpower for river management, need to emphasize on establishing a river training institute. Private dredging operators must be trained on sustainability issues.
- The private sector should come up with more investment in this sector. The private sector is to be more involved especially in capital dredging activities.
- Sustainable dredging and long-term strategic planning in the maritime sector are also important.

- For sustainable dredging, dredger master and operator must have the idea of soil condition, river system, stream nature and ecological system.
- Long-term planning, development of skilled human resources and use of modern technology are very important during river and canal excavation.
- Private and foreign investment need to be encouraged with more fiscal and policy incentives for bringing state of the art technology here.
- Current allocation of this sector is 0.4 % of the GDP. At least 1.5 % of GDP allocation in budget needs to be allocated for better outcome in this sector.
- Inclusion of community structured housing along the riverside with the provision of road connectivity and also the private housing.
- Closer cooperation between BIWTA and the Water Development Board is very much important.
- Creating equal opportunities for domestic and foreign entrepreneurs is needed.
- To ensure sustainable development of waterways, the national budget has to rationalize Import duty, Vat and AIT to reduce total tax incidence to import heavy dredging machinery and bring river dredging programme into Fast-track development projects.
- Need to monitor and impact evaluate of dredging operations including environmental impact assessment.
- Timing of the fish breeding season needs to be considered during the dredging work.
- Rules and guidelines for sand dredging from river beds should be updated and followed strictly.
- A Comprehensive Master Plan on River Dredging needs to be formulated encompassing river, canal and pond management plan; capital dredging and maintenance dredging plan; navigation routes and channel; spoil management plan; environment management plan and re-excavation plan with maintenance work for Canal, Ponds.

Webinar on Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar titled "Bi-annual Economic State & Future Stance of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" on August 7, 2021, Saturday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome remarks & Keynote presentation on "Current State and Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective (January-June FY2020-21)". M. A. Mannan, M.P., Honourable Minister, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the chief guest. Professor Dr. Mohammed Farashuddin, Chief Adviser, East West University & Former Governor, Bangladesh Bank was present as the guest of honour.

Dr. Zaidi Sattar, Chairman, Policy Research Institute (PRI) of Bangladesh, Dr. Binayak Sen, Director General, Bangladesh Institute of Development Studies, Professor Mohammad Abdul Momen, Director, Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka and Dr. Nazneen Ahmed, Country Economist of UNDP Bangladesh were present as distinguished panelists of the webinar.

Recommendations:

- Preparing the country in areas such as (a) Preferential market access & trade agreements, (b) Intellectual property rights, (c) WTO issues other than market access and TRIPS, (d) Investment, domestic market development and export diversification, (e) Internal Resource mobilization, (f) formulating smooth transition strategy
- Full Automation of Tax, vat, customs assessment, Return and credit and for the fast track and large development projects, cost and time efficient implementation approaches have to be found to reduce and rationalize govt. expenditure.
- Relaxed terms & conditions of repayment and collateral need; innovative, direct cash transfer through MFS approach, easy bank and client relation; easing credit disbursement process which is full of bureaucratic tangles; developing 'alternative credit scoring' system using technology can stimulate CMSME credit demand and increase credit growth in the private sector.

- Market driven food inflation control needs to continue through strong market vigilance and monitoring fair price mechanism.
- Improvement of the litigation system, getting electricity, enforcing contracts and resolving insolvency, getting credit, trading across the border, paying tax criteria in doing business index to require significant improvement; facilitating cluster development of backward and forward industries in SEZs are essential.
- A high-powered national working committee is needed including Chamber bodies for time-bound roadmap of pandemic recovery and investment improvement.
- Special incentives for importing capital machinery and spares provided that they are used in export need to be implemented.
- Strengthen Industry-academia collaboration to blend emerging industry skills and redesign the education curricula based on market demand as well as arrange internationally accredited vocational education for the low and semi-skilled professionals.
- High-tech machinery and production equipment need to be introduced. Developing backward linkage of the agro-processing sector is also important.
- Needs to innovate, upgrade, and diversify for further export growth considering post-graduation market dynamics & taking steps to maintain status quo.
- Ensuring the Social Compliance practice, expediting & modernizing the establishment of CETP to get the Leather Working Group (LWG) certification and meet the Environmental, Social and Quality (ESQ) practice benchmark.
- We need to ensure the NRA status of our drug authority of the destination country to add vaccine in the export basket.
- To enhance market access, Economic Complexity Index (ECI) rank needs to be improved. Moreover, the Price of land at the proposed industrial park of BSCIC should be rationalized and industrial infrastructure needs to be developed.
- Need to invest more in research for traceability of Jute and its diversification. In addition, we need to create a fund like EDF where Jute exporters can take soft loans from.
- (a) Formation of a comprehensive policy framework and revisiting the definition of CMSME, (b) Collateral-free cash flow based loans can be disbursed to ensure that businesses can survive and thrive during this pandemic, (c) Loans must be disbursed within 7 days from the day of application and formation of national Database for CMSME, (d) Government may help the businesses by offering Training of international standards, free training, support in developing technical skills and training through vocational institutions.
- Local exploration companies are to be enlisted in capital market for financing quick exploration in 24 off-shore blocs.
- Cash-flow based lending, loan at a subsidized rate, disbursement of loan within 7 days, National database of CMSME business and redefinition of CMSME are required for easier financing. It will also help increase private sector credit.
- Allowing stock buybacks, awareness campaigns, issuing bonds by major Government as well as municipal authorities, relaxing rules for the SMEs to access capital market are major solutions for the aforementioned challenges.
- Automation needs to be brought in port management.
- Provide One Stop Service (OSS) for the Real Estate Developer.
- All legal and strategic issues for real estate investment must be addressed.
- Tax exemption provided to the ICT sector needs to be further expanded to take the digital Bangladesh vision one step forward & the Data Security Act needs to be updated and implemented to attract foreign buyers.
- Community-centric health care services need to be strengthened and fully equipped.
- Govt. can set up training centers in joint venture with the Philippines, Thailand or other countries to develop skilled health care workers.
- Implementation of the National Social Security Strategy (NSSS) and Proper database of vulnerable group.
- Form an authority to introduce the 'Universal Health Care Scheme' and 'Pension Scheme.'

- Need to publish the list of the beneficiaries of union, pourashavas and city corporations on websites to make sure that the benefits go to the right group of people.
- Need to promote the young generation with soft skills for sustainable growth.
- In national budget, there must have a separate allocation for new job opportunities to ensure poverty eradication.
- Regulatory framework for private sector is needed for ensuring mobilization of revenue for paying taxes and reviving cottage, micro, and small enterprises.
- A sustainable and pushing forward action is needed to enhance the standard of living of all people, particularly the poor people of the country.
- LDC graduation is a challenge for the export sector. Diversification of export products and FTAs are required to overcome it. Furthermore, incentives for investors should also be provided.
- Regional and sub-regional value chains and production networks should be developed.
- Implications of graduations need well-crafted and long-term development strategy like (i) Smooth LDC graduation (ii) Graduation with momentum (iii) Sustainable LDC graduation.
- Bilateral negotiations for continuing preferential market access for a certain period even after graduation needs to be continued.
- Our products should develop own branding.
- To ensure knowledge transfer, industry-academia linkage with foreign research organizations or universities must be established. AstraZeneca and Oxford can be examples of the fruits that such collaborations can bring.
- Bangladesh is preparing for LDC graduation in 2026. The country is also gradually recovering from COVID impact on the economy. Therefore, it is important to consider Public Private Partnership (PPP) as a strategic remedy for all challenges.
- To ensure financial inclusion, it is important to ensure that financing, as well as banking facilities for micro and small-level industries, are taken care of.
- Need to find niche export market and ensure appropriate support for product development for export-oriented sector, so that the niche can be served.
- Up to date, systematic, coordinated and timely data is required for measuring poverty while making policy. It can ensure that the policy is formulated in addressing appropriate needs of the mass.
- To design social protection system for urban poor, especially in the large cities, for reducing the impact of the COVID pandemic.
- For LDC graduation, domestic taxes need special consideration and rationalization. Taxes, tariffs, all hidden subsidies should also be considered.
- Inequality in our education is a great problem. Programme for international student assessment (PISA) system can be used to identify the current state of the country in comparison to others and set policies accordingly to remove such inequalities.
- Need to emphasize decentralized resource mobilization.
- For attaining 7-8% growth, export needs to be enhanced. Domestic market alone is not sufficient to achieve such a high growth target.
- Vietnam has created a diversified export market. It has an Open-door policy for FDI and 90% of manufacturing enterprises are foreign investor enterprises through free trade agreements. Our export performance also can be developed with this open economy policy.
- Private sector producers should emphasize consumers' interests.
- Need to enlarge the domestic market, diversify our exports, liberalize our economy and rationalize our tariff structure.

Virtual Discussion on "Building a Sustainable Ecosystem for Ecommerce"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a roundtable discussion titled "Building a Sustainable Ecosystem for Ecommerce" on August 14, 2021, Saturday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the roundtable discussion after delivering his welcome remarks. Tapan Kanti Ghosh, Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief guest.

Barrister K. M. Tanjib-ul-Alam, Head of the Chamber, Tanjib Alam and Associates, Fahim Ahmed, President, Pathao, Khorshed Anwar, Deputy Managing Director, Eastern Bank Limited, Khondoker Tasfin Alam, Chief Operating Officer, Daraz Bangladesh, Ashish Chakraborty, Chief Information Officer, Nagad, Muhammed, Abdul Wahed Tomal, General Secretary, E-CAB, Dr. A. K. Enamul Haque, Professor, Department of Economics, East West University, were present as speakers of the dialogue.

Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI, Sameer Sattar, former Director, DCCI and Riyadh Hossain, former Vice President, DCCI also spoke on the occasion.

Recommendations:

- Taking quick action like by seizing bank accounts against those who are involved in fraudulent activities
- Customer readiness and seller readiness are very important for the flourishment of e-commerce.
- Small entrepreneurs are suffering due to a lack of accountability and long-term planning. In that case, the main goal will be to work with long-term customer service.
- Automation is required that is connected with the delivery and payment gateways.
- Delivery companies, e-commerce companies and payment gateways need an integrated ecosystem.
- E-commerce law enforcement agencies need to form a separate task force (cybercrime unit).
- Building an e-commerce ecosystem can be part of the national budget.
- Cross-border e-commerce is untapped. There is an opportunity for a billion-dollar business in this cross-border avenue.
- To build a sustainable ecosystem, a comprehensive guideline is required.
- Ensuring the perfect product delivery to the right customers as they are facing challenges regarding this.
- As the consumers have the chance to get risky offers, the government should have some protection measures.
- Data protection and privacy law are much important. In Bangladesh, there is no law on this issue that could be implemented.
- Small entrepreneurs are becoming losers because of a lack of accountability and long-term planning. In this regard, the focus should be given on long term customer service development.
- Bangladesh Bank's Individual Entrepreneur Retail Guidelines need amendment.
- Reluctance to provide customer data, non-receipt of calls and the constraints of foreign buyers to buy products are main problems. Delivery companies, e-commerce companies, and payment gateways need an integrated ecosystem.
- The major components to solve the current problems of e-commerce are to grow customer confidence, develop infrastructure and install uninterrupted connections of delivery points and payment gateways.
- In the case of capital investment, two things are required mainly cash injection and non-cash injection (land or machinery).
- If an entrepreneur would like to have a trade license, there should not have the complexity of going to different departments or agencies. It should be an online process to get a trade license or unique business identification number easily.
- There should be an automated system from where customers, government and other agencies will get data of e-commerce companies and all agencies should act in this regard.

Webinar on "Ensuring food safety and supply chain in a pandemic"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar titled "Ensuring food safety and supply chain in a pandemic" on August 25, 2021, Wednesday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome remarks. Muhammad Abdur Razzaque, Honourable Minister, Ministey of Agriculture, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief guest. Dr. Mosammat Nazmanara Khanum, Secretary, Ministry of Food, Government of the People's Republic of Bangladesh also joined as the special guest.

Keynote was presented by Dr. M. Burhan Uddin, Professor, Department of Food Technology & Rural Industries, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.

Dr. Md. Saleh Ahmed, Chairman, Kernel Foundation & former Consultant of FAO, World Bank & UNCTAD, Ambareen Reza, Managing Director, Foodpanda Bd. Ltd, Dr. Mahbub Alam Ph.D., Advisor, (NATP 2), Value Chain & Market Development, The World Bank, Dr. Md. Nazrul Anwar, Director General (Grade-1) (Additional Secretary), Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), were present as speakers of the dialogue.

Ahmad Asif, Chief Executive Officer, Bengal Meat, Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI and Managing Director, Caldwell Development Ltd., Md. Manzurul Hannan, Managing Director, Hortex Foundation, Md. Enamul Haque Sujon, Joint Convenor, DCCI and CEO, Gateskill, Md. Shahid Hossain, Director, DCCI participated in the webinar as discussants in the open discussion session.

Recommendations:

- Cold chain management throughout the value chain is very critical to ensure end-to-end food safety. At the moment, Food processors and value chain partners do not get any duty exemption on Cool chain vehicles and equipment. Need to consider Chiller van, Freezer van, Ice flake machines and Chiller display equipment as capital machineries and remove all duty on importation.
- Govt. agencies should undertake extensive awareness programme at the producer and consumer level to build the right knowledge on the controlled use of insecticide and antibiotics in agricultural products and rearing livestock to ensure safe food.
- Processed Frozen Food has good growth opportunities in local as well as international markets. Seasoning and food graded special packaging (vacuum shrink bag) are prerequisites for proper value addition. Since these are not available locally, import duty of seasonings and vacuum shrink bags should be exempted for Frozen food processors.
- Monitoring on food inspection surveillance must be emphasized to ensure good quality food products.
- Good agricultural manufacturing practices must be followed through a public-private partnership approach. Here capacity building and skill development are required from the highest to field level farmers with all actors of the food chain.
- There should have an automated system for receiving complaints. To make it effective a dedicated cell in the agriculture ministry is required.
- There must have a supply chain and coordination like RMG. This supply chain will ensure more international outlets and investments like McDonald's, KFC.
- In Bangladesh, there is no national brand of restaurants and no takeout of any restaurants in almost ten districts for the absence of a supply chain. To promote it, if government provide incentive and assistance, this industry will be developed.
- To ensure food safety, training is mandatory. Food panda is eager to work with government programmes to facilitate training for the home chef, restaurant entrepreneurs, and delivery workers to produce and handle quality food.
- For food safety, logistic and technological equipment should be ensured by the government through a strong monitoring system.
- In the food industry inclusion of e-commerce is required and the government has to focus here. To ensure food safety it is important to monitor who is being connected newly in the e-commerce platforms.
- There was a market of Tk. 320 crore for F-commerce in the last year. As this market is booming, the government should decrease VAT otherwise it will heat the small entrepreneurs.
- Harmonization of food standards is being conducted by BSTI. In the overall initiative, it is important to include the government, businessmen, and the food safety department. The creation of awareness is also very important in this regard.

- In FMCG, the government has to provide a stimulus package to monitor the price.
- Maintaining the cold chain in a warehouse is required but the challenge is a huge investment and, in this regard, govt. may give arrange soft loan for developing this sector.
- In the digital platform of the supply chain, there must have significant investment and incentives from the government for the development of e-commerce.
- Soil and water are being polluted for industrial wastage and the agricultural sector is in danger. To solve this problem, apprehension of relevant ministries including the agricultural ministry is required. Harmful fertilizers to the environment like Carbofuran must be prohibited to import.
- If government provides an incentive to use hygiene equipment for street food, food safety will be enhanced.
- Packaging is a vital step for manufacturing products in the business. For Medium paper and liner, VAT is imposed once. After preparing the box VAT is added again. Here two-step VAT should be reduced.
- BSTI should focus on food product standards rather than material products like pencils, paper, etc.

Webinar on Local Market Development: Preparedness for Post-LDC era

After graduation, it is obvious that the entire business ecosystem will change affecting our local market environment. Currently, the local market comprises around 60% of GDP along with agro-processing and service items. Since local market demand is largely met by local manufacturing and import of FMCG, fashionwear, electronics and lifestyle products, we are required to look into the further development of the local market to tackle ensuing challenges in local business dynamics. The changed atmosphere will require new investment, state-of-the-art technology and process design to be well equipped to address the likely challenges and potentials for smooth graduation and sustenance in the transformational economic environment.

In line with the decision and advice of 1st meeting of sub-committee of Investment, domestic market development and export diversification, under the leadership of the Secretary of PMO, GoB of the national committee of LDC graduation of Bangladesh of PMO, DCCI organized this Dialogue on "Local Market Development: Preparedness for Post-LDC era" for identifying the issues, challenges, and likely preparedness recommendations in regulatory reforms for local market development at 11:00 a.m., August 28, 2021, on Saturday through zoom platform. DCCI also conducted a brief survey to receive the opinions of businesses and KIIs with local business leaders were done to add value to our assessment.

Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the dialogue after delivering his welcome address. Tapan Kanti Ghosh, Secretary, Ministry of Commerce was present as the chief guest.

Dr. Md. Habibur Rahman, Executive Director (Research), Bangladesh Bank, Ahsan Khan Chowdhury, Chairman & CEO, PRAN-RFL Group, Dr. M Abu Eusuf, Executive Director, Research and Policy Integration for Development (RAPID), Abul Bashar Howlader, Additional Managing Director, Walton Hi-Tech Industries, Md. Masud Sadiq, Member (VAT Policy), National Board of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mirza Nurul Ghani Shovon, President, National Association of Small Cottage industries of Bangladesh (NASCIB), Sha Md. Abu Raihan Alberuni, Member (TPD), Bangladesh Trade and Tariff Commission (BTTC), S M Shafiuzzaman, Secretary General, Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries (BAPI) were present as discussants.

Recommendations:

- Discourage importing and serving the local consumers with locally manufactured products at a competitive price.
- Ensuring Govt. contracts for local procurement.
- Engineering products can also earn higher export earnings in the future provided that tariff and non-tariff barriers are removed through bilateral agreements.
- Ensuring Taka rate is competitive against its peers is a vital matter.

- Implementing flexible Monetary and Fiscal policy.
- Ensuring protection of local industries through BTTC.
- It is essential to develop 15-20 subsectors for export diversification.
- Restructuring education system to shift focus from traditional education to technical education and to build skilled Human Resources.
- Japan has also started making generic products. It is better to continue manufacture generic products to ensure that the country does not face any adverse effects of LDC graduation.
- Well-coordinated plan and implementation are required.
- Bangladesh must step ahead coordinating with the perspective plan, 8th 5-year plan and SDG plan.
- Sector specific institutional capacity development must be ensured.
- Improving productivity of our manpower is essential. Vietnam can be an example in this regard.
- Innovative and strategic plans need to be implemented.
- Private sectors should come forward with greater investment in research and development.
- The govt. takes all types of initiatives but coordination in terms of implementation is needed.
- If local market can be strengthened, good results can be expected out of it.
- Assigning VAT on profit instead of product price will be better given the capacity of the MSME businesses and their clients.
- Strong monitoring of the stimulus package is required.
- Developing productivity in poultry, fisheries and fruits is of immense importance given their abundance in the country.
- Availability of loan at around 2% interest rate like Vietnam is essential.
- Cost must be decreased and efficiency must be improved.
- Accessing the ASEAN market is crucial.
- Removing bottlenecks of businesses is equally important.
- Supporting export is one of the priorities of NBR and will take necessary initiatives to ensure it.
- Steps should be taken to ensure a frequent flow of information between businesses and the NBR.
- Efficiency, skill and a comfortable business environment (EODB) must be ensured.
- MoC is ready to extend all kinds of supports as and when sought by the businesses.
- All organizations must provide automated services.
- Bilateral and multilateral trade agreements.
- Rationalizing VAT and tax.
- Improved legal, regulatory as well as tax structure.

Virtual Dialogue on "Bangladesh-UK Trade and Investment Cooperation: Service Sector Perspective"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a dialogue titled "Bangladesh-UK Trade and Investment Cooperation: Service Sector Perspective" on August 29, 2021, Sunday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the dialogue after delivering his welcome remarks.

H. E. Robert Chatterton Dickson, High Commissioner, British High Commission in Dhaka graced the occasion as the Chief guest. Bikarna Kumar Ghosh, Managing Director, Bangladesh High-Tech Park Authority, Faqueer Tanvir Ahmed, Managing Director, MF Asia Ltd., Md. Asad-Ur-Rahman Nile, Country Director, Bangladesh Simprints Technology Ltd., Sonia Bashir Kabir, Founder & Managing Director, SBK Tech Ventures, Adnan Imam, Co-Founder and Managing Director, Genex Infosys Limited, Syed Almas Kabir, President, BASIS, were present as speakers of the dialogue.

Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI and Managing Director, Caldwell Development Ltd., Syed Mamnun Quader, MD and CEO, Southtech Group participated in the webinar as discussants in the open discussion session.

Recommendations:

- Bangladesh should attract international capital and link them in the next three or four years.
- Bilateral trade opportunities can be encouraged by efforts both from the government and the private sector.
- Bangladesh needs to raise a lot of private capital to sustain growth as a lower-middle-income country.
- Bangladesh has all the success stories but the global industry is not aware of this. Bangladesh possesses scopes of investment in IT, education and other sectors. There are a few issues like branding, trust, and legal mechanism which are needed to be addressed.
- Bangladesh is now seeking more FDIs to work on the R & D, a crucial part of E-commerce and there is room to explore for the UK investors.
- In Bangladesh, the average age of 70% population is below 35. The skilled and young talent pool can be a game-changer for the country provided that we can integrate them with the ICT sector through Bangladeshi experienced IT/ITES counterparts.
- The venture capital firms of the UK can join the Bangladeshi Fintech Counterparts, especially targeting around 8 million SMEs of Bangladesh.
- The success rates of Bangladesh-based offshore companies are high. Other than China, India, and ASEAN countries, Bangladesh can be a rewarding alternative offshore destination for the UK. The local Market size for ICT in Bangladesh is USD 1.4 billion and 40 plus ODC (Offshore Development Centers) and joint Ventures have already been started working.
- Vision 2021 is to build digital Bangladesh and turn it into a middle-income country, Vision 2030 is to reach the SDG goals. Vision 2041 is to turn the country into a developed nation with high income.
- Objectives of Bangladesh Hi-Tech Park Authority are infrastructural development, building a startup ecosystem, attracting local and foreign investors and skill development.
- Bangladesh is a good alternative for the UK to invest because the growth of country is higher than that of most of her counterparts.
- Bangladesh is looking for some big companies to work together with the help of authorities and parties. Through proper policymaking, it would be easier and more automated.
- Startups can be provided funds through strong government and local financial institutions' support which will enable the country for building an ecosystem and the country can be in the limelight, specifically for the investor of the United Kingdom.
- The service delivery has been converted into private service delivery for e-commerce. So, at first, it is very much important to ensure transparency in terms of transaction points and their mechanism.
- Bangladeshi businesses are unaware of many opportunities in the UK. Businesses of Bangladesh needs a forum where they can regularly discuss various events and opportunities in the UK, which is a much bigger economy than Bangladesh.
- The high commission, BASIS, and DCCI can work together to set up an idea-exchange mechanism which will help all the stakeholders to get the information easily and facilitate all to grab opportunities.
- Trust between Bangladesh and UK companies is essential for business. BASIS, DCCI, and High-tech Park Authority should create a mechanism so that British companies can purchase goods and services in a safe way from Bangladeshi companies.
- The government has created good opportunities for investment. But it should create opportunities for the British companies so that they become interested to invest in goods and services sectors of Bangladesh.
- British companies want to invest in Bangladesh for a cost advantage. The country also has a good number of IT professionals.

Virtual Discussion on Procedures of getting loans from the stimulus Package allocated for SME

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a dialogue titled "Procedures of getting loans from the stimulus Package allocated for SME" on September 7, 2021, Tuesday. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome address. Professor Dr. Md. Masudur Rahman, Chairperson, SME Foundation, graced the occasion as the Chief guest and Dr. Md. Mafizur Rahman, MD, SME Foundation was the Special Guest at the dialogue.

Suman Chandra Saha, Assistant General Manager of SME Foundation, Md. Tipu Sultan, Proprietor, City Electro-Medics Co, Md. Engineer Kazi Asraf Hider, CEO of GIS mapping Bangladesh, Md. Arifur Rahman, Proprietor, A R enterprise, Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI, Taslima Siddika Rotna, Member of DCCI, President of Pickle manufacturing merchants association of Bangladesh, M.S. Siddiqui, former director of DCCI, Saifiquddowla Shamim Assistant General Manager at IDLC Finance, Humaira A Chowdhury, Co-Founder & Managing Director, Frontier Technology Ltd., Hanium Chaudhury, Head of women entrepreneur, Lanka Bangla, Md. Rashedul Karim Munna, Director of DCCI took part in the discussion.

Recommendations:

- SME policy is required for holistic development of this business segment.
- A databank is required for SMEs including GIS mapping.
- All entrepreneurs have required documents like trade license, TIN, export license but they are facing challenges to get the loan for the complicated process.
- SME foundation should demand more money with unconditional guarantee from Bangladesh bank and government also should concentrate on it.
- Bankers' viewpoints need to be changed. Need to change the way of approaching of Banks and they should go to the SME entrepreneurs to ensure loans like NGOs.
- To be a developed country in 2041, all stakeholders must work together (Bangladesh Bank, Government, SME Foundation, DCCI, FBCCI) to promote SME.
- Target can be fixed for Banks for inclusion of SME entrepreneurs. If some strategies are reformed and fixed by Bangladesh bank, then all banks will follow it.
- The processing fee charged on SME is irrational to the large scale loan and it should be rationalized.
- Bangladesh Bank needs to take step to make the banks liberal to provide big loan to SMEs.
- The upper limit of loan ranging from Tk. 50 to 75 lakh needs to be increased.
- Small and medium entrepreneurs are discriminated against getting loan for a mortgage. Association should be more responsible to ensure the facility of their members.
- Bangladesh Bank, different chambers & associations and SME foundation have to work collectively more on policy issues. They should provide incentives observing the cash flow of the last 3 or 4 months and credit history can also be considered.
- In service sector, entrepreneurs cannot provide mortgage due to intangibility of their assets such as - intellectual property rights, patents, etc. as valuation is difficult. Moreover, no specific guidelines are offered by Bangladesh Bank to determine appropriate valuation of IP. It needs to be addressed properly.

Webinar on Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a webinar under the theme "Private Sector Expectation in the proposed National Industrial Policy-2021" on September 12, Sunday, 2021. Rizwan Rahman, President, DCCI moderated the webinar after delivering his welcome remark. Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Honourable Minister, Ministry of Industries grace the occasion as the Chief Guest and Kamal Ahmed Mojumder, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Industries was present as the Special Guest at this event.

The keynote paper was presented by Md. Salim Ullah, Senior Assistant Secretary (Policy), Ministry of Industries, GoB. Sheikh Faezul Amin, Additional Secretary, Ministry of Industries, Husne Ara Sikha, General Manager, Bangladesh Bank, ASM Mainuddin Monem, Managing Director, Abdul Monem Limited, Khairul Majid Mahmud, Director, DCCI, Waqar Ahmad Chowdhury, Former Senior Vice President, DCCI, Manwar Hossain, Chairman, Anwar Group of Industries presented their views as designated discussants.

Recommendations:

- In the Industry policy, definition of numerous aspects is not mentioned and there is a gap to include dissimilar sectors, for example definition of cluster is not mentioned in the policy.
- To define Industry, it said about manufacturing and service sector but trading is also another important sector that should be defined.
- In Industry policy, there is a list of the service sectors and list inclusion of Micro-merchants is required to provide them incentive.
- The comparative advantage following (CAF) & Comparative advantage defying (CAD) strategies should be followed in formulating industrial policies.
- For economic zone, we have to ensure an investment-friendly environment and required reformation of policies especially in land policy there is complication and it is not in favour to construction Industry.
- Land, facility of gas, water, electricity power etc. has to make ensure to create investment-friendly environment.
- Economic zones should have a target-oriented initiative considering different sectors to create job opportunities.
- LDC graduation, 8th Five Year Plan, 4IR, adoption of technology, sustainable economic development, development of R&D, Innovation and the e-commerce industry should be included as vital issues in the upcoming National industrial policy.
- In the industrial sector, we need diversification and local and foreign investment is required where opportunities for women entrepreneurs also will be created.
- Import and Export substituting industrial development activities should be undertaken.
- After LDC graduation, Bangladesh will have to face competition in the global export market. In this regard, signing FTA with potential countries and enhancing the trade negotiation skills of the country is very crucial.
- Product diversification should be given the highest priority to combat upcoming LDC graduation challenges.
- E-commerce industry should be included as vital issues in the upcoming National industrial policy.
- The intellectual property rights of creative entrepreneurs should be ensured and here should provide more emphasis and incentives to create opportunities for these entrepreneurs.
- Skills development measures and training for the capacity building of the workers need to be ensured to contribute to the national economy. In Bangladesh, we have trainable people and training fund have to be ensured.
- Need to develop an effective bond market and encourage the use of the mutual fund for long-term financing under special purpose vehicles (SPV).

BANGLADESH®
IS BUILDING
BANGLADESH

The largest and most active Chamber of Commerce in Bangladesh with over 4000 members started its journey in 1958. Since its inception, DCCI has been a strong voice for the private sector development. DCCI pioneered in promoting private sector in the country. During 1980s, DCCI spearheaded the banking and insurance sector privatization reform process. In the late 1990s, DCCI played an important role towards opening up the mobile telecommunication sector for increased private investments. And from 2000 onward, DCCI has been playing an important role in various business initiatives including policy reforms, simplification of taxation systems, cross border trade, trade facilitation, public-private platform for improved policy design, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

Contact us on:
info@dhakachamber.com
www.dhakachamber.com